

হাদিস শরিফ

الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

হাদিস শরিফ

الصف التاسع والعاشر للداخل

দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা ড. সৈয়দ মুহা. শরাফত আলী

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ

মাওলানা আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান

সম্পাদনা

মাওলানা ড. মোঃ দাউদ আহমদ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাদিস শরিফ শেখনবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী। এটি কুরআন মাজিদের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস। হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাদিস শরিফ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইটিতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র / محتويات الكتاب

تعريف الحديث	হাদিস পরিচিতি	১
باب السلام	সালাম অধ্যায়	১৪
باب الإيذان	অনুমতি চাওয়ার বর্ণনা অধ্যায়	৪৭
باب المصافحة والمعانقة	মুসাফাহা ও মুয়ানাকা অধ্যায়	৫৭
باب القيام	দভায়মান হওয়া অধ্যায়	৭২
باب العطاس والتثاؤب	হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা অধ্যায়	৮৩
باب الضحك وأقسامه	হাসি ও তার প্রকার অধ্যায়	৯৩
باب الإسماعي	নাম রাখা সম্পর্কীয় অধ্যায়	১০০
باب حفظ اللسان والغيبة والشتم	জিহবা সংযতকরণ, কুৎসা ও গালমন্দ অধ্যায়	১১৯
باب الوعد	অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি অধ্যায়	১৫৫
باب المزاح	কৌতুক সংক্রান্ত অধ্যায়	১৬২
باب المفاخرة والعصبية	বংশ গৌরব ও স্বজন-প্রীতির বর্ণনা অধ্যায়	১৬৯
باب البر والصلة	মাতা-পিতার প্রতি সন্ত্যবহার ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়	১৮০
باب الشفقة والرحمة على الخلق	সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন অধ্যায়	১৮৯
باب الحب في الله ومن الله	আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ভালবাসা অধ্যায়	১৯৯
باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات	কাউকে বর্জন, সম্পর্কচ্ছেদ এবং গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা হতে বিরত-থাকা অধ্যায়	২০৯
باب الحذر والتأني في الأمور	সকল কাজে আত্মসংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায়	২১৮
باب الرفق والحياء وحسن الخلق	দয়া, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা অধ্যায়	২২৫
باب الغضب والكبر	ক্রোধ ও অহংকারের বিবরণ অধ্যায়	২৩৩
باب الظلم	অত্যাচারের বর্ণনা অধ্যায়	২৪১
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান অধ্যায়	২৪৯
باب أداب الأئمة	খানাপিনার আদব অধ্যায়	২৬৩
باب الصدقة	দান-সাদকাহ অধ্যায়	২৭৯
باب عذاب النار	জাহান্নামের শাস্তি অধ্যায়	২৮৮
باب نعم الجنة	জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়	২৯৭
باب كسب الحلال	হালাল রুজি উপার্জনের বর্ণনা অধ্যায়	৩০৪
باب الصدق في التجارة	ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা অধ্যায়	৩১১
باب الفتن	ফিতনা-ফাসাদের বর্ণনা অধ্যায়	৩১৯
باب السكران	নেশা সংক্রান্ত অধ্যায়	৩২৮
باب الإرهاب	সম্মাসী কর্মকাণ্ডের অধ্যায়	৩৩৭
باب إيذاء النساء	নারীদের উত্ত্যক্ত করা/ইভটিজিং অধ্যায়	৩৪৩

প্রথম অধ্যায়

হাদিস পরিচিতি

ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় মূলভিত্তি হচ্ছে মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুত্তফা (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বাণী আল-হাদিস। এটা আল কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মুখনিঃসৃত বাণী, কাজ, আদর্শ ও গুণাবলি সবই হাদিস। ইহা মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অত্যধিক।

معنى الحديث لغة হাদিসের আভিধানিক অর্থ :

حديث শব্দটি اسم তথা বিশেষ্য এটা একবচন, বহুবচনে أحاديث মূল অক্ষর ح-د-ث এর আভিধানিক অর্থ হলো-

১. الجديد তথা নতুন।

২. ومن أصدق من الله حديثا -- তথা কথা, বাণী। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন--

৩. وجعلناهم أحاديث -- তথা উপদেশ। যেমন, কুরআনের ভাষ্য -

معنى الحديث اصطلاحا হাদিসের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

حديث এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জুমহুর মুহাদ্দিসিনের মতে-

الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكذلك يطلق على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقاريرهم .

অর্থাৎ, নবি করিম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন, অনুরূপভাবে সাহাবি ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদিস বলে।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি রহ. বলেন-

الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره .

অর্থাৎ, জুমহুর তথা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের পরিভাষায় নবি করিম (ﷺ) এর বাণী, কর্ম ও তাকরির বা মৌন সমর্থনকে 'হাদিস' বলা হয়।

موضوع الحديث হাদিসের আলোচ্য বিষয়:

হাদিসের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন,

موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ, হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রসূল হিসেবে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সত্তা তথা তাঁর জীবনের সকল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা।

নুকাতুদ্দুরার গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-

موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أفعاله وأقواله وتقريراته.

অর্থাৎ, হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবি করিম (ﷺ) এর জাত, যেখানে নবিজির কর্মসমূহ, কথোপকথন ও মৌন সমর্থন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়।

موضوع الحديث غرض হাদিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. (موطأ مالك)

অর্থ- আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে গেলাম, যদি উহা শক্তভাবে ধারণ কর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর নবির সুন্নাহ বা হাদিস। (মুআত্তা)

সুতরাং হাদিসের একান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমন এক সোনালি সমাজ বিনির্মাণ, যেখানে রয়েছে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে কল্যাণ আর শান্তি।

হাদিস, খবর, সুন্নাহ, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য

আপাতদৃষ্টিতে হাদিস, সুন্নাহ, খবর, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও হাদিস বিশারদগণ এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা তথা পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মতামত উপস্থাপন করা হলো-

(ক) আভিধানিক পার্থক্য:

الوعظ - القصة - الجديد - أحواديت এর আভিধানিক অর্থ - حديث শব্দটি একবচন, বহুবচনে

القول তথা- কথা, নতুন, ঘটনা, উপদেশ ইত্যাদি।

২. السنة এর অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি। এটি একবচন, বহুবচনে سنن ব্যবহার হয়।

৩. النبأ - এর আভিধানিক অর্থ - خ - ب - ر - الم أخبار মূল অক্ষর اسم একবচন, বহুবচনে خبر শব্দটিও তথা সংবাদ।

৪. العلامة তথা চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি اسم এর আভিধানিক অর্থ الآثار শব্দটিও

৫. الحديث القدسي এর অর্থ হলো পবিত্র সত্তার বাণী তথা মহান আল্লাহ তাআলার বাণী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আভিধানিক দিক থেকে চারটি শব্দের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

(খ) পারিভাষিক পার্থক্য:

نزهة النظر গ্রন্থাকারের মতে-

الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار ما جاء عن الصحابي والتابعي والخبر هو ما جاء من غيرهما والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى.

অর্থাৎ, হজরত নবি করিম ﷺ থেকে যা এসেছে তা 'হাদিস', সাহাবি ও তাবি'য়ীগণ থেকে যা এসেছে তা 'আসার', সাহাবি ও তাবি'য়ীগণ ব্যতীত অন্যদের থেকে যা এসেছে তা 'খবর'। আর 'হাদিসে কুদসি' হলো মহানবি ﷺ আল্লাহ তাআলার বাণী হতে যা বর্ণনা করেন। যেমন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وانا أجزئ به

সনদ অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ:

সনদের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা অনুযায়ী হাদিস প্রথমত দু'প্রকার। যথা- ১. المتواتر ২. الأحاد

১. المتواتر এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ: اسم فاعل থেকে تفاعل শব্দটি বাবে متواتر এর অর্থ: এটা তواتর মাসদার থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ হলো- التعاقب তথা ধারাবাহিকতা। যেমন বলা হয়- تواتر المطر

খ. পারিভাষিক অর্থ: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি মুতাওয়্যাতিরের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন, যে হাদিসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে অসংখ্য হবে, যা নির্দিষ্টভাবে গণনা করা সম্ভব নয়। যেমন- হজরত রসূল (ﷺ) এর বাণী- من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

২. الأحاد এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ : أحاد শব্দটি বহুবচন। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- (১) এক (২) অভিন্ন। যেমন পবিত্র

কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন- **قل هو الله أحد**

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: জুমহুর আলেমগণের মতে أحاد বলা হয় এমন হাদিসকে, যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদিসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। অর্থাৎ, যে হাদিসে মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তাবলী পাওয়া যায় না তাকে আহাদ হাদিস বলে।

উল্লেখ্য আহাদ হাদিস তিন প্রকার যথা - ১. مشهور (মাশহুর), ২. عزيز (আজিজ), ৩. غريب (গরিব)

১. مشهور এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ : مشهور শব্দটি شهرة শব্দ থেকে উৎকলিত। এটা اسم مفعول এর ছিগাহ। শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ১. الظاهر তথা প্রকাশিত, ২. المعروف তথা পরিচিত, ৩. প্রসিদ্ধ ৪. ঘোষণাকৃত, ৫. বিখ্যাত ৬. খ্যাত। এ প্রকারের হাদিস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে مشهور বলে।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: মুফতি আমিমুল ইহসান রহ. বলেন- إن كان له طرق محصورة بأكثر من اثنين - বলেন- অর্থাৎ, যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

২. عزيز এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ: আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে عزيز শব্দটি صفة مشبهة এর ছিগাহ। শব্দটি ضرب ও উভয় বাবের অন্তর্গত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ندر ও قل তথা কম ও দুর্লভ হওয়া। ২. وهو العزيز الحكيم - তথা মজবুত ও শক্তিশালী হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- **هو العزيز الحكيم**

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ড. মাহমুদ ত্বহান বলেন- هو إن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند - আহাদ হাদিসকে বলা হয়, যার রাবির সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয়নি।

৩. গ্রিब এর পরিচিতি:

- ক. আভিধানিক অর্থ : **غريب** শব্দটি **صفة مشبهة** এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. **منفرد** তথা একাকী, ২. **البعيد عن أقاربه** তথা নিকটতমদের থেকে দূরে অবস্থান করা, ৩. অপরিচিত, ৪. দুস্থাপ্য, ৫. অদ্ভুত ও ৬. বিস্ময়কর
- খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: মিয়ানুল আখবার প্রণেতা বলেন- **فإذا انفرد الراوي بالحديث فهو غريب** যখন কোনো হাদিসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তাকে গরিব হাদিস বলে।
- ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন- **الغريب هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع** . গরিব হাদিসকে বলে যে হাদিসের বর্ণনাকারী যে কোন স্তরে শুধু একজন থাকে।

الحديث المرفوع এর পরিচিতি:

- ক. আভিধানিক অর্থ: **مرفوع** শব্দটি **رفع** থেকে এসেছে যা বাবে **فتح** থেকে **اسم مفعول** এর ছিগাহ। আর **رفع** এর আভিধানিক অর্থ- উচ্চ, উন্নত ও মর্যাদাবান। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী- **وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت** - সূতরাং **مرفوع** শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নীত।
- খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিয়ানুল আখবার গ্রন্থকার প্রণেতা বলেন-
- هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم -**

যে হাদিসের সনদ নবি করিম (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে **مرفوع** হাদিস বলে।

الحديث الموقوف এর পরিচিতি:

- ক. আভিধানিক অর্থ : **الموقوف** শব্দটি বাব **ضرب يضرب** থেকে **اسم مفعول** এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- স্থিরকৃত, ওয়াকফকৃত। অর্থাৎ, যা ওয়াকফ করা হয়েছে।
- খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় **موقوف** হাদিস হচ্ছে- **هو ما جاء عن الصحابة** - অর্থাৎ, যে সকল হাদিস সাহাবিগণের কাছ থেকে এসেছে। এতে বোঝা যায়, সাহাবিগণের কথা, কাজ ও স্বীকৃতিকে **حديث موقوف** বলে।

১. ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন- **الموقوف له الصحابي يقال له الموقوف** - যা সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে।

উদাহরণ- **عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا قراءة مع الإمام في شيء**

الحديث المقطوع এর পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ: **مقطوع** শব্দটি **قطع** মূলধাতু থেকে **اسم مفعول** এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- কর্তনকৃত, বিচ্ছিন্ন, পৃথককৃত ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: **مقطوع** হাদিস হলো- **ما انتهى إلى التابعي يقال له المقطوع** যে সকল হাদিসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে **حديث مقطوع** বলে। উদাহরণ ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। যেমন - **النية في الوضوء ليست بشرط** - অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়।

মতন অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ

মতন বা বিষয়বস্তু হিসেবে হাদিস তিন প্রকার। যথা-

১. **قولي** (কওলি), ২. **فعلি** (ফে'লি) ৩. **تقريری** (তাকরিরি)

- **قولي** (হাদিসে কওলি): মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ), সাহাবায়ে কেলাম ও তাবেয়ী গনের পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে হাদিসে কওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলা হয়।
- **فعلی** (হাদিসে ফে'লি): মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) স্বয়ং রসূল হিসেবে যে সকল কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং কোন সাহাবি তা বর্ণনা করেছেন অথবা কোন সাহাবি ও তাবেয়ী কোন কাজ করেছেন তাকে হাদিসে ফে'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলে।
- **تقريری** (হাদিসে তাকরিরি): সাহাবিগণ মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর সম্মুখে শরিয়ত সম্পর্কিত যে কথা বলেছেন বা যে কাজ করেছেন এবং রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার প্রতিবাদ করেননি তাকে হাদিসে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

মুনকাতি' হাদিসের প্রকার

মুনকাতি' হাদিস তিন প্রকার। যথা- ১. **معلق** (মু' আল্লাক) ২. **معضل** (মু'দাল) ৩. **مرسل** (মুরসাল)।

- **معلق** (মু'আল্লাক হাদিস) : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রে প্রথম দিকে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তাকে **حديث معلق** বলে।
- **معضل** (মু'দাল হাদিস) : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের মধ্যখান থেকে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম একসাথে বাদ পড়েছে তাকে **حديث معضل** বলে।
- **مرسل** (মুরাসাল হাদিস) : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের শেষ দিক থেকে কোন বর্ণনাকারীর নাম অর্থাৎ, কোন সাহাবির নাম বাদ পড়েছে তাকে **حديث مرسل** বলে।

বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক থেকে হাদিসের প্রকার

বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক থেকে হাদিস সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. صحيح (সহিহ) ২. حسن (হাসান) ৩. ضعيف (দয়িফ)

- الحديث الصحيح (সহিহ হাদিস): যে হাদিসের বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং তাদের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর এবং যাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত আর তাদের বর্ণনা বিশুদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনার বিপরীতও নয় এরূপ হাদিসকে সহিহ হাদিস বলে।
- الحديث الحسن (হাসান হাদিস): যে সহিহ হাদিসের রাবিদের স্মৃতি সামান্য কম থাকে, যা অন্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না তাকে হাসান হাদিস বলে।
- الحديث الضعيف (দয়িফ হাদিস): যে হাদিসে সহিহ এবং হাসান হাদিসের শর্তসমূহ সম্পূর্ণ অথবা কিছু শর্ত বাদ পড়ে যায় তাকে দয়িফ হাদিস বলে।

অগ্রহণযোগ্য হাদিসের প্রকার

যে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নেই এমন হাদিস তিন প্রকার। যথা-

- الحديث الموضوع (মাওযু' হাদিস): যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কোন এক সময় ইচ্ছাপূর্বক হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা রচনা করেছেন বলে প্রমানিত।
- الحديث المتروك (মাতরুক হাদিস): যে হাদিসের বর্ণনাকারী সাধারণ কাজ-কারবারে মিথ্যা কথা বলেন মর্মে খ্যাত।
- الحديث المبهم (মুবহাম হাদিস): যে হাদিসের রাবির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাতে তার গুনাগুন বিচার করা যেতে পারে। মুহাদ্দিসিনের মতে, এরূপ ব্যক্তি যিনি সাহাবি নন বিচার-বিবেচনা ব্যতীত তার হাদিস গ্রহণ করা যাবে না।

ইসলামে হাদিসের গুরুত্ব:

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। হাদিসকে উপেক্ষা করে ইসলামি জীবন-বিধান কল্পনা করা যায় না। হাদিস আল্লাহ তাআলার পরোক্ষ বাণী। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে,

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

তিনি (রাসুল) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এটা তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়।

(আন নাজম-৩১)

ইসলামের বাবতীয় মৌল নীতিমালা কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। আর হাদিস সেই মৌল নীতিমালাকে ভিত্তি করে প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রায় পাঁচশত আয়াতে সালাত, সাওম, হজ ও জাকাতসহ বিভিন্ন বিষয়ের হুকুম-আহকাম ও মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো বাস্তবায়ন ও পালনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়নি। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও হিদায়াত মোতাবেক মহানবি (ﷺ) নিজে কথা ও কাজের মাধ্যমে তথা স্বীয় জীবনে এ সকল হুকুম-আহকাম বাস্তবে অনুশীলন করে এর পালন পদ্ধতি নিজ অনুসারীদেরকে শিখা দিয়েছেন এবং আলোচনার মাধ্যমে এর বিশদ বিবরণ প্রদান করত কুরআনের উপর আমল করার পথ সুগম করে দিয়েছেন।

আল-কুরআনের আদেশ নিষেধ মান্য করেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে হয় এবং মহানবির আদেশ-নিষেধ ও তার অনুসৃত বিধি বিধান মান্য করেই রসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করতে হয়। আর রসূল (ﷺ) এর আনুগত্যের মতোই যেহেতু আল্লাহ তাআলার আনুগত্য নিষিদ্ধ, তাই হাদিসের গুরুত্ব অপরিণীম। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

১- {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

“ক’ন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাক করে দেবেন।” (আল ইমরান-৩১)

২- {وَإِنْ تُطِيعُوا تُهْتَدُوا} [النور: ৫৫]

আর যদি তোমরা তার (রসূলের (ﷺ)) আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সূরা নূর-৫৪)

৩- {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ৭]

“রসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে তোমরা বিরত থাক” (আল হাশর-৭)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

“আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলে আল্লাহ তাআলার কিতাব ও তার নবি (ﷺ) এর সূরাহ”।

হজরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন, খুব শীঘ্র এমন অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা কুরআনের প্রতি সন্দেহ নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে। তোমরা তাদেরকে সূরাহর সাহায্যে পাকড়াও কর। কেননা, সূরাহর ধারক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখবেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন- **لولا السنة ما فهم احد منا القرآن** . “সুন্নাহ বা হাদিস বিদ্যমান না থাকলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতে পারত না।”

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন- **إن السنة تفسر الكتاب وتبينه** . “সুন্নাহ বা হাদিস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী।”

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রহ. বলেন- **السنة بيان للكتاب ولا تخالفه** . “সুন্নাহ বা হাদিস হলো কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী এবং সুন্নাহ কুরআনের বিরোধিতা করে না।”

উপর্যুক্ত আয়াত, হাদিস এবং মুসলিম মনীষীদের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও সমষ্টি নিহিত। আর হাদিসের মাধ্যমেই কুরআন উপলব্ধি করতে হবে। হাদিস ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব।

আল-কুরআন এবং আল-হাদিসের মধ্যে পার্থক্য:

আল কুরআন এবং আল হাদিস ইসলামি জীবন বিধানের মৌলিক উৎস। অবশ্য আল কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস। তবে কুরআন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভাষা এবং মর্ম সম্বলিত। আর হাদিস আল্লাহ তাআলার পরোক্ষ ইঙ্গিত, যা রসুল (ﷺ) এর ভাষায় প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে বিধৃত হলো-

১. কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহি বা প্রত্যাদেশ। আর হাদিস আল্লাহ তাআলার রসুলের প্রতি পরোক্ষ ওহি।
২. কুরআন হজরত জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে হজরত রসুল (ﷺ) নিকট অবতীর্ণ। আর হাদিস অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশরূপে সরাসরি হজরত রসুল (ﷺ) এর নিকট অবতীর্ণ।
৩. কুরআনের ভাব ও ভাষা আল্লাহ তাআলার নিজের। অপরদিকে হাদিসের ভাব ও মর্ম আল্লাহ তাআলার, কিন্তু ভাষা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর।
৪. কুরআন **وحي متلو** বা পঠিত প্রত্যাদেশ। আর হাদিস **وحي غير متلو** বা অপঠিত প্রত্যাদেশ।
৫. নামাজে কুরআন পাঠ করা ফরজ। অপরদিকে হাদিস নামাজে পাঠ করা যায় না।

হাদিস সংরক্ষণ:

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তার নবুয়তি জীবনে যে সকল কথা বলেছেন, যে সব কাজ করেছেন এবং সাহাবীদের যে সকল কথা ও কাজকে সমর্থন দিয়েছেন, তা সবই হাদিস ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

সাহাবিগণ হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসসমূহকে পৃথিবীর মহামূল্যবান মনি-মুক্তার চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে করতেন। তারা প্রিয় নবির বাণীকে নিজেদের জন্য মূল্যবান পাথের মনে করা ছাড়াও

পরবর্তীকালের মানুষের সুশুধ নির্দেশক মনে করতেন। এ কারণে সাহাবিগণ হাদিস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পতীতভাবে উপলব্ধি করে তা অত্যন্ত নির্ভা ও আন্তরিকতার সাথে মুখত করে রাখতেন। আর হাদিস মুখত করা তাদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কেননা আরবগণ জন্মগতভাবে অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। আরববাসীগণ অনায়াসে নিজ কবনের সৌরভ বর্ণনার সুদীর্ঘ কবিতা ও নসবনামা স্মৃতিগটে মুখত করে রাখত। সুতরাং এহেন প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন জাতির জন্য তাদের খির নবির বাণী তথা হাদিসসমূহ মুখত করে রাখা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। বরং একে তারা অত্যন্ত পৃথাময় কাজ মনে করতেন। মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রসুলের বাণীকে প্রধানত মুখত করে রাখতেন এদের মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত আয়েশা (رضي الله عنها), হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) প্রমুখ ছিলেন সুশিক্ষিত। এছাড়া মসজিদে মকীতে অবস্থানকারী আসহাবে সুককা নামক একদল সাহাবি জীবনের সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে সর্বক্ষণ মহানবি (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং কুরআন ও হাদিস চর্চা করতেন এবং কঠন করে নিতেন। মহানবি (ﷺ) যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন, যাতে সাহাবিগণ তা মুখত করে নিতে পারেন।

রসুল (ﷺ) পৃথাকভাবে বা কিছু করতেন বা করতেন উন্বাহাফুল মুমিনীন সেগুলো মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করতেন এক ক্ষেত্রবিশেষ তা মুখত করে নিতেন। অতঃপর তাঁরা সেগুলো অন্যান্য সাহাবিগণের নিকট বর্ণনা করতেন। এভাবে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও সমর্থন সম্পর্কে বারা অবহিত হতেন, তাঁরা অনুশ্রিত সাহাবিগণের নিকট ব্যক্ত করতেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় কোন কোন সাহাবি তাঁর অনুমতিক্রমে হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস বলেন- আমি মহানবি (ﷺ) এর নিকট থেকে বা প্রবণ করতাম, তার সব কিছুই লিখে রাখতাম। উল্লেখিত পদ্ধতিতে মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় হাদিস সুরক্ষিত ছিল।

মহানবি (ﷺ) এর প্রকাতের পর সাহাবিগণ অত্যন্ত যত্নের সাথে হাদিসসমূহ মুখত ও সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যখন ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়, তখন নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবিগণ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে কোন অঞ্চলের লোকই একই স্থানে সকল হাদিস শিক্ষা লাভ করতে পারত না। এজন্য কিছু সংখ্যক সাহাবি বিভিন্ন এলাকার গমন করে হাদিস সঞ্চার করতে আরম্ভ করেন। এর দৃষ্টান্ত হলো হজরত আবু আইউব আনসারি (رضي الله عنه) একটি মাত্র হাদিস সঞ্চারের জন্য সুদূর মিসরে হজরত উকবা বিন আবিরের কাছে গিয়েছিলেন। হজরত আনাস (رضي الله عنه) একটি মাত্র হাদিস প্রবণ করার জন্য দীর্ঘ এক মাসের পথ অতিক্রম করে হজরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস এর কাছে গমন করেছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হাদিস সঞ্চার করার জন্য সাহাবিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন।

এভাবে তাঁরা হাদিস সংগ্রহ করে বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকেন। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) এবং হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) মদিনাতে, হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) মক্কাতে, হজরত আবু মুসা (رضي الله عنه) কসরায়, হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه), হজরত আনাস (رضي الله عنه) এবং হজরত আলি (رضي الله عنه) কুফাতে, হজরত আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) মিসরে এবং আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) সিরিয়াতে হাদিস শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কলা বায়, মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ যেভাবে মুখত্ব করে হাদিস সংরক্ষণ করতেন, তাঁর ইতিকালের পর সাহাবিগণ এবং পরবর্তীতে তাবেরি এবং তাবেরিগণও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা মুখত্ব করে সংরক্ষণের খারা অব্যাহত রাখেন, এমনিভাবে হাদিস সংরক্ষণের খারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।

হাদিস সংকলন:

মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদিসসমূহ অত্যন্ত অগ্রসংরক্ষণকারে মুখত্ব করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করতেন। আবার অনেকে মহানবি (ﷺ) এর অনুমতি সাপেক্ষে কিছু কিছু হাদিস লিখেও রাখতেন। এভাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আমলে স্মৃতিপটে মুখত্ব রাখার সাথে সাথে কিছু হাদিস লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ ছিল। হজরত আলি (رضي الله عنه), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه), হজরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) প্রমুখ সাহাবিগণ কিছু কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত আর কোন সাহাবি আমারচেয়ে বেশী হাদিস জানতেন না। কারণ, তিনি হাদিস লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।

মহানবি (ﷺ) এর আমলে প্রশাসনিক কাজ-কর্ম লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা, সরকারি কর্মচারি এবং জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত নির্দেশ দান করা হতো। এতদ্ব্যতীত রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সম্রাটদের সাথে পত্র বিনিময়, ইসলামের দিকে দাওয়াত এবং বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও সন্ধি লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। আর মহানবি (ﷺ) এর আদেশক্রমে বা লেখা হতো তা হাদিস বলে পরিচিত।

মহানবি (ﷺ) এর ওফাতের পর বিভিন্ন কারণে হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কুরআন মাজিদের সাথে হাদিসের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকায় কুরআন পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাদিস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিলো। কিন্তু প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর আমলে কুরআন মাজিদ গ্রন্থাকারে লিখিত হলে সাহাবিগণ হাদিস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আর কোন বাধা আছে বলে অনুভব করেননি। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে নাগাদ সাহাবি ও তাবেরিগণ প্রয়োজন অনুসারে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। অতপর হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ যত,

এর আদেশে হাদিস সংগ্রহের জন্য মদিনার শাসনকর্তা আবু বকর বিন হাজমসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও আলিমগণের কাছে একটি ফরমান জারি করে বলেন যে, আপনারা মহানবি (ﷺ) এর হাদিস সমূহ সংগ্রহ করুন। কিন্তু সাবধান মহানবি (ﷺ) এর হাদিস ব্যতিত অন্য কোন কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনারা নিজ নিজ এলাকায় মজলিস প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকুন। কেননা, জ্ঞান গোপন করা হলে তা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ আদেশ জারি করার পর মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ইরাক এবং অন্যান্য অঞ্চলের হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়। কথিত আছে যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবন শিহাব জুহরি (রহ.) সর্বপ্রথম হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে হাত দেন; কিন্তু তাঁর সংকলিত হাদিস গ্রন্থের বর্তমানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এরপর ইমাম ইবন জুরাইজ মক্কায়, ইমাম মালিক (রহ.) মদিনায়, আব্দুল্লাহ ইবন ওহাব (রহ.) মিসরে, আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) ইয়ামেনে, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) খুরাসানে এবং সুফিয়ান সাওরি (রহ.) ও হাম্মাদ ইবন সালামা (রহ.) বসরায় হাদিস সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। এ যুগের ইমামগণ কেবল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হাদিসগুলো ও স্থানীয় হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাপ্ত হাদিস সমূহই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের কেউই বিষয়বস্তু হিসেবে বিন্যাস করে হাদিসমূহ লিপিবদ্ধ করেননি। এ যুগে লিখিত হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (রহ.) এর সংকলিত 'মুয়াত্তা' কিতাব সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ। ইমাম মালিক (রহ.) এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি হাদিস সংকলনের ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এটি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়নে মুসলিম মনীষীদের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। এরই ফলে দেশের সর্বত্র হাদিস চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। ইমাম শাফিয়ি (রহ.) এর 'কিতাবুল উম্ম' এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থদ্বয় হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

অতপর হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন মনীষী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলেন ইমাম বুখারি রহ., ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম আবু দাউদ রহ., ইমাম তিরমিজি রহ., ইমাম নাসায়ি রহ. এবং ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.। এদের সংকলিত হাদিস গ্রন্থগুলো হলো সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি, সুনানে নাসায়ি এবং সুনানে ইবনে মাজাহ। এ ছয়খানা হাদিস গ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে সহিহ সিহাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলা হয়।

মোট কথা, মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় যে হাদিসসমূহ প্রধানত সাহাবীদের স্মৃতিপটে মুখস্ত ছিল, ধীরে ধীরে তা লিখিত রূপ নেয়। আর হাদিস লিপিবদ্ধের কাজ পরিসমাপ্ত হয় আব্বাসীয় যুগে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الحديث এর আলোচ্য বিষয় কি ?

ক. পুরাণ কিছা-কাহিনী।

খ. রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলী।

গ. সকল নবিদের সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী।

ঘ. রসুল হিসেবে নবি করিম (ﷺ) এর সত্ত্বা।

২. الحديث শব্দটি কোন বাব থেকে ব্যবহৃত হয়?

ক. باب ضرب- يضرب

খ. باب كرم- يحكرم

গ. باب فتح- يفتح

ঘ. باب فضل- يفضل

৩. হাদিস সংকলনের ফরমান সর্ব প্রথম কে জারি করেন ?

ক. হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه)

খ. হজরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه)

গ. হজরত আমির মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)

ঘ. হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.

৪. হাদিস কিরূপ ওহি ?

ক. الوحي المتلو

খ. الوحي الحلي

গ. الوحي غير المتلو

ঘ. الوحي غير التشريع

৫. কোন্টি أحাদ এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক. الخبير المشهور

খ. الخبير العزيز

গ. الخبير المتواتر

ঘ. الخبير الغريب

৬. আয়াতাহাৎশ দ্বারা হাদিসকে ওহির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ-

i. নবি করিম (ﷺ) কুরআন তেলাওয়াত ছাড়াও ষাভাবিকভাবে কথা বলতেন না।

ii. নবি করিম (ﷺ) ষাভাবিক কথাবার্তাও ওহির দ্বারা প্রত্যয়িত হয়ে বলতেন।

iii. নবি করিম (ﷺ) এর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

৭. সূজনশীল প্রশ্ন:

ইমাম সাহেব মসজিদে খুৎবার সময় বললেন, রোজা একজন মুসলিমের জন্য বিশেষ নেয়ামত। কারণ,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به .

এ হাদিসটি শুনে ওয়ামের সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে কখনো রোজা পরিত্যাগ করবে না।

(ক) وحی কোন প্রকারে حديث ?

(খ) হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) খুৎবার উল্লেখিত حديث টি কোন প্রকারের? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ওয়ামের সিদ্ধান্তটি হাদিসের স্তরের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

بَابُ السَّلَامِ

সালাম অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করার জন্য সালামকে সুন্নাত হিসেবে অভিবাদন রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের এই সংস্কৃতি প্রথম প্রচলিত হয় হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে। পরবর্তী পয়ায়ে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) সকলকে সালাম প্রদান করার নির্দেশ দেন। সর্বজনীন পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম মানবতার শান্তির জন্য পারস্পরিক সালামের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামিন সালাম ও তার উত্তরের আদব সম্পর্কে বলেন-

{وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: ১৬]

“আর যদি তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয় তাহলে তোমরাও তার চেয়ে উত্তম সালাম প্রদান কর অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।”

পৃথিবীতে প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমানদের মধ্যেও অভিবাদন রীতি বিদ্যমান। তবে ইসলামের সালাম ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা এতে শুধু ভালোবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালোবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। কেননা সালামের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সব বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। মূলকথা- সালাম ইসলামি শরিয়তে আদাব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের আলোকে ভদ্রতা ও নম্রতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

سَلَامٌ সম্পর্কিত আলোচনা:

سَلَامٌ শব্দটি باب تَفْعِيل থেকে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১। اَلسَّلَامَةُ وَالْبِرَاءَةُ مِنَ الْعُيُوبِ অর্থাৎ, দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।

২। اَلْاَمَانُ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা।

৩। اَلتَّحِيَّةُ তথা স্বাগতম ও অভিবাদন জানানো।

৪। আনুগত্য প্রকাশ করা।

আল্লামা রাগেব ইম্পাহানি রহ. বলেন, সালাম শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি নাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

পরিভাষায়- মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে দোআ কামনা, নিরাপত্তা দান ও কুশল বিনিময় করাকে সালাম বলা হয়।

حُصَّكُمُ السَّلَامُ (সালামের বিধান):

সালাম ইসলামের অন্যতম শিয়ার। ওলামানে কিরামের ইজমা হয়েছে যে, সালাম দেয়া সুন্নত। আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। উদ্দেশ্য যে, নামাজ, মল-মূত্র ত্যাগ, কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় সালাম প্রদান করা মাকরুহ। সালাম বা অভিবাদন ইসলামি শরিয়তের একটি মৌলিক বিষয়, যা সমাজের মানুষকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।

হাদিস-১:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ عَلَى صُورِهِ طَوْلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ الْتَقَرُّ وَهُمْ نَقَرٌ مِنَ الْمَلِيكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعَ مَا يَحْيُونَكَ فَإِنَّهَا نَحْيَتُكَ وَنَحْيَةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ أَدَمَ وَطَوْلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (ﷺ) কে তাঁর (আদম আ.) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ষাট হাত। যখন তিনি তাঁকে (আদম) সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, “যাও। ঐ দলটিকে সালাম কর। তারা হলেন ফেরেশতাগণের উপবিষ্ট একটি দল। তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা এটিই হবে তোমার একে তোমার সন্তানদের সালাম বা অভিবাদন। অতঃপর তিনি (তাদের নিকট) গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম বললেন। জবাবে তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ।” হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ফেরেশতাগণ প্রতিশ্রুত “ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বাক্য বৃদ্ধি করলেন।” অতঃপর তিনি আরো বললেন, বস লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা সকলেই আদম (ﷺ) এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উচ্চতা হবে ষাট হাত। এরপর হতে অদ্যাবধি সৃষ্টিস্থলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الصلوة : আসসালামু আলাইকুম বাব আতিব ফেল মاضি معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : صلی

যাদ্বাহ - ل - و - جيمس واوي ناقص : অর্থ- সে রহমত বর্ষণ করল।

صورة : اسم একবচন, কহ্বচন صور : অর্থ- আকার-আকৃতি, গুণ।

ذراع : اسم একবচন, বহুবচন ذرعان ، اذرع অর্থ- গজ, হাত, হস্ত পরিমিত। আরবিতে ১৮ ইঞ্চিকে ذراع বলা হয়।

التحية ماسدادر تفعيل باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر غائب ছিগাহ : يحيون
মাদ্দাহ ي - ي - ح জিনস مقرون অর্থ- তাঁরা অভিবাদন করবে, তাঁরা সম্মান করবে।

زادوا : ماسدادر ضرب يضرب باب اثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذکر غائب ছিগাহ : زادوا
মাদ্দাহ ي - ي - د জিনস يائي অর্থ- তারা বৃদ্ধি করল।

ينقص نصر ينصر ماسدادر باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : ينقص
মাদ্দাহ ن - ق - ص জিনস صحيح অর্থ- লোপ পাবে, হ্রাস পাবে, কমবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

خلق الله آدم على صورته এর বিশ্লেষণ : خلق الله آدم على صورته আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (عليه السلام) কে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বাক্যটির বিশ্লেষণে মুহাদ্দিসিনে কিরাম থেকে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

১। متقدمين বা প্রথম যুগের আলিমদের মতে, এ বাক্যটি متشابه (মুতাশাবিহ) এর অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

২। متأخرين বা পরবর্তী যুগের ওলামা হতে এর কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তারা বলেন, বাক্যের صورته এর সর্বনামটি আল্লাহ ও আদম উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে। যদি আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তাহলে এর অর্থ হবে-

ক) الصورة এর অর্থ الصفة তথা গুণ। সুতরাং অর্থ হবে- আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে নিজস্ব গুণের উপর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ নিজের গুণ প্রকাশার্থে হজরত আদম (عليه السلام) কে তৈরী করেছেন। যেমন তাঁকে জীবন, বাকশক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা, শ্রবণ ইত্যাদি গুণসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন। হজরত আদম (عليه السلام) এর সকল গুণাবলি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির প্রকাশ।

খ) অথবা الاضافة للتشريف তথা আদমআলাইহিস সালামএর মহত্ত্বের জন্য صورة শব্দকে আল্লাহ তাআলার দিকে ইয়াফত করা হয়েছে। অতএব অর্থ- হবে তিনি আদম (عليه السلام) কে أشرف المخلوقات কে সৃষ্টি করেছেন।

আর صورته এর সর্বনামটি আদম (ﷺ) এর দিকে প্রত্যাভির্ভিত হলে তার অর্থ হবে নিম্নরূপ-

- (ক) আব্বাহ তাআলা আদম (ﷺ) কে এমন এক পরিকল্পিত আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, ইতোপূর্বে যে আকৃতিতে আর কেউই ছিল না।
 (খ) আব্বাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে আদমের আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। যার দৈর্ঘ্য ষাট হাত।

فzادوه ورحمة الله : এর অর্থ হচ্ছে, কেরেশতাপন হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর সালামের জবাব ওরারাহমাতুল্লাহ শব্দটি বাড়িয়ে কললেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সালামের উত্তরে عليك السلام এর ন্যায় السلام عليكم ও السلام عليك বলাও জায়েজ আছে। উত্তর প্রকার উত্তর দানে কোন পার্থক্য নেই। আবার এটাও জানা গেল যে, সালামের প্রত্যুত্তরে সালাম শব্দ হতে কিছু বাড়িয়ে বলা উত্তম। আর এটা জবাবের শিষ্টাচারও বটে। যেমন- السلام عليكم الله এর জবাব ورحمة الله عليكم এবং السلام عليكم الله এর জবাব ورحمة الله وبركاته و السلام عليكم الله এর জবাব ورحمة الله وبركاته বলা। কোন কোন বর্ণনায় ورحمة الله এর পর ومغفرته ও এসেছে। এরচেয়ে বৃদ্ধি করার কথা পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার থেকে উত্তমভাবে জবাব দাও।

তারকিব: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

صورة এবং حرف جار علی শব্দটি مفعول به আদম শব্দটি فاعل আর خلق শব্দটি فعل মضاف আর 'ه' সর্বনামটি হল مضاف اليه ও মضاف এবং مضاف মিলে مجرور হয়েছে। অতঃপর جملة فعلية মিলে متعلق হয়েছে এবং مفعول به ও فاعل তার فعل পরিণেবে متعلق মিলে مجرور ও جار হয়েছে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) : অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিলগণের মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) অন্যতম। তিনি ইসলাম পূর্বে যুগে দক্ষিণ আরবের “আব্দুল” বা দাউস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর প্রকৃত নামের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো আবদুশ শামস, আবদু উজ্জ। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আবদুশ রহমান বা আবদুল্লাহ বা উমায়ের। তবে তিনি ইতিহাসে আবু হুরায়রা নামে সুপরিচিত। তাঁর পিতার নাম সাখর বা আমির। মাতার নাম মায়মূনা। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) ৬২৬ খৃষ্টাব্দে, হিজরি ৭ম সনে খায়বার যুদ্ধের সময় মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৩০ বছর। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইতিকাল পর্যন্ত তিনি সর্বদা রসূলুল্লাহ (ﷺ)

এর সোহবতে থাকেন। তিনি ৫৯ বা ৫৭ হিজরির সনে ৭৮ বছর বয়সে মদিনায় ইজ্জিকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর অবদান অসামান্য। সাহাবি পন্থের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি। তিনি ছিলেন আবুলুস সুফ্ফা এর একজন। হজরত ওমর (رضي الله عنه) তাঁকে একবার বাহরাইন প্রদেশের ওয়ালা বা প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

হাদিস-২:

۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ نَمَّ تَعْرِفَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "তুমি অপরকে খাদ্য দেবে এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।" (বুখারি ও মুসলিম।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سأل : হিগাহ মাসদার فتح يفتح বাব اثبات فعل ماضٍ معروفٍ واحد مذكر غائب : হিগাহ
 السؤال : হিগাহ মাসদার س - ع - ل : হিগাহ
 تطعم : হিগাহ মাসদার افعال باব اثبات فعل مضارع معروفٍ واحد مذكر حاضر : হিগাহ
 الإطعام : হিগাহ মাসদার صحيح جينس ط - ع - م : হিগাহ
 تقرأ : হিগাহ মাসদার باصناف فعل مضارع معروفٍ واحد مذكر حاضر : হিগাহ
 القراءة : হিগাহ মাসদার مهموز لام جينس ق - ر - ء : হিগাহ
 لم تعرف : হিগাহ মাসদার ضرب يضرب বাب نفي جحد بلم معروفٍ واحد مذكر حاضر : হিগাহ
 المعرفة : হিগাহ মাসদার صحيح جينس ع - ر - ف : হিগাহ

হাদিস-৩:

۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ يَمُودُهُ إِذَا مَرَضَ وَنُفْسُهُ إِذَا مَاتَ وَجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَنَسَمُهُ إِذَا لَقِيَهُ وَنَسَمَتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ . (رواه النسائي)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন একজন মুমিনের জন্য অপর মুমিনের প্রতি ছয়টি কর্তব্য রয়েছে (১) যখন সে রোগাক্রান্ত হবে, তখন তার সেবা করবে। (২) যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় উপস্থিত হবে। (৩) যখন সে আহ্বান করবে, তখন সাড়া দেবে। (৪) যখন তার সাথে সাক্ষাত হবে, তখন তাকে সালাম দেবে। (৫) যখন সে হাঁচি দেবে তখন তার হাঁচির জবাব দেবে। (৬) উপস্থিত, অনুপস্থিত নবীবহায় তার মঙ্গল কামনা করবে। (ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

وَيُنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ এর মর্মার্থ হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অত্র হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলমানগণকে পরস্পর শ্রান্ত হলে বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের প্রতি দায়িত্ব হচ্ছে তার কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা। চাই সে উপস্থিত থাক আর অনুপস্থিত থাক। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উপস্থিতদের কল্যাণের অর্থ হচ্ছে, তাকে শরী বিধান পালনে উৎসাহিত করা, চাই তা امر بالمعروف তথা সৎকাজের আদেশ হোক কিংবা المنكر عن نهي বা অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা হোক। আর অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, তার বা তার পরিবারের ক্ষতিসাধন না করা, গিৰত বা দোষ-ক্রটি সমাজের কাছে তুলে না ধরা ইত্যাদি।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

خصال : اسم बहुचन, एकबचने خصلة अर्थ- অভ্যাস, স্বভাব, চরিত্রসমূহ।

مات : هياھ واحد مذکر غائب বাھاء فعل ماضي معروف معروف واحد مذکر غائب : هياھ
مات : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
مات : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
مات : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ

السلام : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
السلام : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
السلام : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
السلام : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ

ينصح : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
ينصح : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
ينصح : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ
ينصح : هياھ واحد مذکر غائب : هياھ

হাদিস-৪:

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ -
(رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- যতকন পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমান আনবে না, ততকন পর্যন্ত তোমরা জালালে প্রবেশ করতে পারবে না। আর ততকন পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতকন না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক জিনিসের সন্ধান দিব না, যা তোমরা প্রতিশালন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? (তা হল) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন কর। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إيماناً لا تؤمنوا حتى تحابوا এর ব্যাখ্যা: রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর অমির বাণী إيماناً لا تؤمنوا حتى تحابوا, তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না। এর মর্মার্থ হচ্ছে-

১। إيماناً বা ভালোবাসা ইমান পূর্ণতার পূর্বশর্ত। অর্থাৎ, একে অপরকে না ভালোবাসলে ইমান পূর্ণতা লাভ করে না। তবে এ ভালোবাসাটি নিরেট আত্মাহ তাআলার জন্য হতে হবে। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে-

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

২। অন্যভাবে বলা যায়, রসুল (ﷺ)-এর বাণী দ্বারা পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টির প্রকৃত্ত বোঝানো হয়েছে। কেননা, ভালোবাসার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে প্রকৃত্ত সৃষ্টি হয়। আর মুসলিম প্রকৃত্ত হচ্ছে ইমানের অন্যতম দাবি। যেমন আত্মাহ তাআলা বলেন, إنما المؤمنون إخوة

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تؤمنوا : হিসাহ বাহাহ جمع مذکر حاضر : ইমান

الإيمان : মাহাহ - م - ن - জিনস : তোমরা ইমান আনয়ন করবে।

تحابوا : হিসাহ বাহাহ جمع مذکر حاضر : ইমান

التحاب : মাহাহ - ب - ح - জিনস : তোমরা পরস্পরকে ভালো বাসবে।

أفشوا : হিসাহ বাহাহ جمع مذکر حاضر : ইমান

أفشوا : মাহাহ - ف - ش - জিনস : তোমরা প্রচলন কর।

হাদিস-৫:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى

الْمَأْثِي وَالْمَأْثِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তিকে, পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

ر - الركوب আসদার يسمع - سمع বা اسم فاعل বাهاه واحد مذکر هيلاه : الراكب

ب - صحيح جنس ك - ارب - आरोहनकारी।

م - ش المشي আসদার يضرب - ضرب বা اسم فاعل واحد مذکر هيلاه : المشي

ي - ناقص يائي جنس - ارب - পদব্রজে চলাচলকারী।

القليل : القلة অর্থ- কম, নগন্য।

হাদিস-৬:

٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, ছোট বড়কে এবং পথ অভিক্রমণকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

يسلم الصغير على الكبير এর মর্ার্থ: ইসলাম বে শক্তি-হিতিশীলতা ও পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রকাশের ধর্ম, তার বাস্তব প্রমাণ আলোচ্য হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন يسلم الصغير على الكبير অল্প বয়স্করা বড়দের সালাম করবে। অর্থাৎ, ইসলামের বিধান হলো- বড়দের শ্রদ্ধা করা। ছোটদের স্নেহ করা। আর এ দুটি কাজের সমন্বয় ঘটেছে আলোচ্য হাদিসের মধ্যে। কেননা ছোটরা বড়দের সালাম প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তার বিনিময়ে বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ও আন্তরিক হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে বড়দেরকে ছোটদের সালাম করার বিধান বলা হয়েছে তা উত্তমভাৱে মিক বিবেচনায়। তবে বড়রা ছোটদেরকেও প্রশিক্ষণ ও উত্কৃষ্ট করার জন্য সালাম দিতে পারেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الصغير : ছোট, বয়োকনিষ্ঠ। অর্থ- الصغار একবচন, বহুবচন اسم

م - ر - ر : মাঙ্গদার المرور نصر ينصر اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : জিনস مضاعف ثلاثي , অর্থ- অতিক্রমকারী।

হাদিস-৭:

۷- وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) (একবার) কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المرور نصر ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ : مر
মাঙ্গদার م - ر - ر জিনস مضاعف ثلاثي , অর্থ- অতিক্রম করল, গমন করল।

غلمان : বালকগণ। অর্থ- غلام একবচন, বহুবচন اسم

হাদিস-৮:

۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَإِنَّ أَجْلَلَ النَّاسِ مَنْ بَجَلَ بِالسَّلَامِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দু'আ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি শোআবুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع - العجز : মাঙ্গদার العجز اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر : ছিগাহ : أعجز
জিনস صحيح - সবচেয়ে বড় অক্ষম। অর্থ- صحيح জিনস ج - ز

الدعاء : শব্দটি মাসদার। বাবে- نصر ينصر -মাদ্ধাহ- জিনস- د ع و - পার্শ্বা করা, দোআ করা।

হাদিস-৯:

٩- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عِنْدَهُ وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ করতেন। (ইমাম বুখারী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التكلم : হিগাহ বাব اثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : تكلم
মাদ্ধাহ- ক- ল- ম- জিনস صحيح - তিনি কথা বললেন।

الفهم : হিগাহ سمع يسمع বাব اثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : فهم
মাদ্ধাহ- ফ- হ- ম- জিনস صحيح - বুঝা যায়।

হাদিস-১০:

١٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টানলগ্ন) তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা وعليكمم (তোমাদের উপরও) বলে উত্তর দিবে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التسليم : হিগাহ سَلَّمَ يَسَلِّمُ বাব اثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : سلم
মাদ্ধাহ- স- ল- ম- জিনস صحيح , অর্থ- সে সালাম করল।

হাদিস-১১:

১১- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَلَسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ إِنَّ الْيَهُودَ آتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَلَسَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ -

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা একদল ইহুদি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করল, অতঃপর তারা বলল, তোমাদের মৃত্যু হোক। তখন আমি বললাম, “বরং তোমাদের মৃত্যুহোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত।” নবি করিম (ﷺ) বললেন, “হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোমল, তিনি সকল ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।” আমি বললাম, “(হে আল্লাহ তাআলার রসুল!) আপনি কি শোনেননি, তারা কি বলেছে? তখন তিনি বললেন, “আমিও তো তাদের জবাবে عليكم (তোমাদের প্রতিও) বলেছি। অন্য এক বর্ণনায় عليكم শব্দ রয়েছে, তথায় واو উল্লেখ করা হয়নি (বুখারি ও ইমাম) বুখারি শরিফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, একদা একদল ইহুদি নবি (ﷺ) এর নিকট আগমন করল এবং বলল, السام عليكم আপনার মৃত্যুহোক। উত্তরে তিনি বললেন عليكم তোমাদের উপরও। কিন্তু হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব পতিতহোক। (তার কথা শুনে) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, “হে আয়েশা! থামো, তোমারকোমলতা অবলম্বন করা উচিত। তুমি কঠোরতা অবলম্বন ও অশোভন উক্তি করা থেকেবঁচে থাক। তখন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, আপনি কি শোনেননি তারা কি বলেছে?” তখন রসুল (ﷺ) বললেন, “তুমি কি শোননি আমি কি বলেছি? আমি তাদের কথাকে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের ব্যাপারে আমার বদ দুআ কবুল হবে, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বদদুআ কবুল হবে না। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি অশ্লীল কথা বল না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও অশালীনতা পছন্দ করেন না।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاستيذان : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : استأذن
 মাফাহ - সে অনুমতি প্রার্থনা করল।

اللعنة : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : لعنة
 মাফাহ - অতিসম্পাত।

الذكر : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : لم يذكر
 মাফাহ - তিনি উল্লেখ করেননি।

الرد : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد متکلم : رددت
 মাফাহ - আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।

لايستجاب : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : لا يستجاب
 মাফাহ - দোআ কবুল করা হবে না।

হাদিস-১২:

١٢- عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ
 أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত উসামা ইবনে মায়ের (رضي الله عنه) হাতে বর্ষিত, একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক সমাবেশের নিকট
 দিয়ে গমন করলেন। সেখানে মুসলিম, মুশরিক তথা মূর্তিপূজক এবং ইহুদিরা একত্রিত ছিল। তিনি তাদের
 প্রতি সালাম দিলেন। (মুখারি ও মুসলিম)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

المرور : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : مر
 মাফাহ - তিনি অতিক্রম করলেন।

أخلاق : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : أخلاق
 মাফাহ - মিলিত, একত্রিত।

الأوثان : হিগাহ বাহাছ মاضি معروف বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : الأوثان
 মাফাহ - মূর্তি বা প্রতিমা।

হাদিস-১৩:

۱۳- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَجْلِسُ فَاعْظُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ খুদরি (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা রাজার উপর বসা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ। সাহাবিগণ বললেন, আমাদের তো রাজার ওপরে বসা ছাড়া কোন উপায় নেই, যেখানে বসে আমরা আল্লাপ-আলোচনা করব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি রাজার বসা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় না থাকে; তবে রাজার হুক আদায় করবে। তারা আশ্রয় করলেন, যে আল্লাহ তাআলার রসূল। রাজার হুক কি? উত্তরে তিনি বললেন, রাজার হুক হল- (১) চক্ষু অবনমিত করা। (২) কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। (৩) সালামের উত্তর দেয়া (৪) সং কাজের আদেশ করা এবং (৫) মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা। (বুখারি ও মুসলিম।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الطرق : 'অর্থাৎ, তোমরা রাজার বসা থেকে বিরত থাক।' রসূল (ﷺ) এর এই বাণী আমাদের সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ, রাজার বসে থাকা তথা রাজ্য অবরুদ্ধ করার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সেদিকে সতর্ক করেই রসূল (ﷺ) এ উক্তি করেন। রাজার বসার ক্ষতিকর দিক হলো-

১. রাজ্য চলাচলকারী পথচারীদের কষ্ট হয়।
২. বানিজ্যের সৃষ্টি হয়।
৩. দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তবে বিশেষ প্রয়োজনে রাজার হুক আদায় করে রাজার সন্ত্রিকটে বসার অনুমতি আছে।

صحابه এর পরিচয়:

صحابه শব্দটি একবচন বহুবচনে أصحاب অর্থ- সাথী, সঙ্গী। পরিতায়াহ- صحابه এর সংজ্ঞার হজরত ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন- من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام- বলেন- সে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা ইমানের সাথে রসূল (ﷺ) কে দেখেছেন/সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইমানের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।'

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التحدث ما كذاه : حدث ما سداار فعل بااب اثبات فعل مضارع معروف باهاه جمع متكلم هياها : نتحدث
 صحيح جنس ح - د - ث , ارب- আমরা পরস্পর কথাবর্তা বলি।

الاباء ما كذاه : اباه ما سداار فتح يفتح بااب اثبات فعل ماضى معروف باهاه جمع مذكر حاضر هياها : أبيتهم
 ارب- তোমরা অধীকার করলে।

اعطوا ما كذاه : اعطاه ما سداار افعال بااب امر حاضر معروف باهاه جمع مذكر اعطوا :
 ناقص يائي جنس ط - ي ارب- তোমরা দাও, আদায় কর।

المنكر ما كذاه : انكار ما سداار افعال بااب اسم مفعول باهاه واحد مذكر هياها : المنكر
 ارب- অপহাসনীয় কথা বা কাজ।

হাদিস-১৪:

١٤- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَارْتَادَ
 السَّبِيلَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ الْحُدْرِيِّ هَكَذَا)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (ﷺ) থেকে অত্র ঘটনার আরো বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাস্তার আরেকটি হক হল, (পথ হারা ব্যক্তিকে) পথের সন্ধান দেয়া। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হজরত আবু সায়িদ খুদরি (رضي الله عنه) এর বর্ণিত হাদিসের শেখাংশে এরূপ বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

السبيل : اسم একবচন, বহুবচন- سبل ارب- রাস্তা, পথ।

القصة : اسم একবচন, বহুবচন- القصص ارب- ঘটনা, কাহিনী, অবস্থা।

হাদিস-১৫:

١٥- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُعَيَّنُوا
 الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ أَبِي مُرَيْرَةَ هَكَذَا) وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي
 الصَّحِيْحَيْنِ

অনুবাদ: হজরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত ঘটনার নবি করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাজার হুক হল মজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এবং পথহারাকে পথ প্রদর্শন করবে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের পর এভাবেই বর্ণনা করেছেন। মিশকাত প্রণেতা বলেন, আমি এ দুটি হাদিস বুখারি ও মুসলিমে পাইনি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الإعانة আসদার افعال বা اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : تعینوا
 যাদাহ - ع - و - ن জিনস অর্থ- তোমরা সাহায্য কর।

ل - ه - اللهف আসদার فتح يفتح বা اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر : الملهورف
 যাদাহ - جিনস - ف - صحيح অর্থ- অত্যাচারিত, মজলুম।

تهدوا আসদার ضرب يضرب বা اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : تهدوا
 যাদাহ - তোমরা পথ দেখাবে।

হাদিস-১৬:

١٦- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ
 بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَجَبِيئُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَمِّئُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَائِزَهُ
 إِذَا مَاتَ وَجِبُّ لَه مَا جِبُّ لِنَفْسِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْذَاهِرِيُّ) -

অনুবাদ: হজরত আলি (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার বা দায়িত্ব রয়েছে। (১) যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম দেবে। (২) তাকে কোন মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেবে। (৩) কোন মুসলমান হাঁচি দিলে তার হাঁচির জবাব দেবে। (৪) কোন মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। (৫) কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযার অনুদয়ন করবে (দাফন, কাফন এবং জানাযার শরীক হবে) এবং (৬) সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর তাহিয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। (ইমাম তিরমিডি ও ডাহরি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

هَجْرَتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) এর বাণী-‘সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপরের জন্যও পছন্দ করবে।’ আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) সাম্য-শান্তি, শৃঙ্খলা ও পরস্পরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পথ নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ, এক মুসলমান ভাই তার অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকবে। সে নিজের স্বার্থ রক্ষায় যেসকল সতর্ক ও সচেতন থাকে অনুরূপভাবে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থ রক্ষায়ও সমান গুরুত্ব দিবে। যার মাধ্যমে পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে ইমানের বলে বলিয়ান ও মানবদরদী সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

: أحكام السلام

সালাম ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন। সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সালাম দেওয়া সুল্লাত। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে-

{النساء: ১৬} وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

অর্থাৎ আর যখন তোমরা শুভাশিষ্যে সম্বাধিত হও, তবে তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্বাধন কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে- أفشوا السلام بينكم অর্থ- তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটান।

নামাজরত, কুরআন তেলাওয়ারত, পানাহারে লিঙ্গ, মলমূত্র ত্যাগে লিঙ্গ, যিকির-আযকারে মশগুল ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে- সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব।

: تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لقي ماسدادر سمع يسمع باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب خيغاه لقي : جينس ل - ق - ي مادداه اللقاء

অর্থ- সে সাক্ষাত করল, মিলিত হল।

يشمت ماسدادر تفعيل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيغاه يشمت : جينس ش - م - ت مادداه التشميت

অর্থ- হাঁচির জবাব দেবে।

يعود ماسدادر نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيغاه يعود : جينس ع - و - د مادداه العيادة

অর্থ- সে সেবা গুণ্ণমা করবে।

يتبع ماسدادر افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيغاه يتبع : جينس ت - ب - ع مادداه الاتباع

অর্থ- সে অনুগমন করবে, পিছে চলবে।

হাদিস-১৭:

۱۷- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
السَّلَامَ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ وَرَحِمَهُ اللَّهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمَهُ اللَّهُ
وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে পড়ল। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য দশটি সাওয়াব। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুল্লাহ্। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন রসূল (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য বিশটি সাওয়াব। অতঃপর আরও এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুল্লাহ্। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন রসূল (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশটি সাওয়াব। (ইমাম তিরমিযি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

جاء : হিলাহ ষব্দ বাব اثبات فعل ماضٍ معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : আসদার
উপস্থিত হল/আসল।
ج - ي - ا - مাক্ষাহ المجيء
رد : হিলাহ ষব্দ বাব اثبات فعل ماضٍ معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : আসদার
কিরিয়ে গিল, উত্তর দিল।
ر - د - د - مাক্ষাহ الرد

হাদিস-১৮:

۱۸ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَرَادَ ثُمَّ آتَى آخَرَ
فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ هُكَيْمًا تَكُونُ الْقَضَائِلُ -
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত মুআয ইবনে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (ﷺ) থেকে উপরোক্ত হাদিসের সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। একই সাথে তিনি একথাও বৃদ্ধি করেন, অতঃপর আরেক লোক

আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাফুহু, তখন নবি করিম (ﷺ) বলেন, এ ব্যক্তির জন্য ৪০টি নেকি লেখা হল। তিনি আরো বললেন, এভাবে ফজিলত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الزيادة: হিগাহ বাহাছ معروف ماضی فعل اثبات বাব واحد مذکر غائب : زاد
 মাদাহ: ز-ي-د কিনস أجوف يائي অর্থ- সে বৃদ্ধি করল।

مغفرة: ইহা বাব ضرب এর মাসদার অর্থ- ক্ষমা করা।

الفضائل: اسم বহুবচন, الفضيلة অর্থ- বর্ণিত, মর্যাদা, ফজিলত।

হাদিস-১৯:

۱۹ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। (ইমাম আহমদ, তিরমিযি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

و- ل: المولى মাদাহ: ضرب يضرب বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : أولى
 কিনস لفيف مفروق - ي

البدء: হিগাহ বাহাছ معروف ماضی فعل اثبات বাব واحد مذکر غائب : بدأ
 মাদাহ: پ-د-ء কিনস مهموز لام অর্থ- সে আরম্ভ করল, শুরু করল।

হাদিস-২০:

۲۰ - عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ قَسَلَمَ عَلَيْهِنَّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

অনুবাদ: হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা নবি করিম (ﷺ) একদল মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। (ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

نسوة : বহুবচন, একবচনে, امرأة অর্থ- মহিলাগণ।

হাদিস-২১:

٢١- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ (رَوَاهُ التَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আলি ইবনে আবু তালিব (رضي الله تعالى عنه) হতে বর্ণিত, যখন একদল লোক যেতে থাকে, তখন একজনের সালাম দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে গোটা মজলিসের পক্ষ থেকে তাদের একজনের সালামের জবাব ও যথেষ্ট হবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি জাব্বাল ইমান গ্রন্থে মারকু হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, হাসান ইবনে আলি এ হাদিসকে মারকু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন ইমাম আবু দাউদ রহ. এর উম্মাদ।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

الإجزاء : হিগাহ বাহাহ معروف مضارع واحد مذكر غائب يجزئ : যাক্বাহ - ي - ج - ز - ي জিনস - ناقص يأتي ج - ز - ي - ي জিনস - যাক্বাহ

المرور : হিগাহ نصر ينصر باه ماضى معروف باه جمع مذكر غائب مروا : যাক্বাহ - م - ر - ر - م জিনস - مضاعف ثلاثي م - ر - ر - م জিনস - তারা অতিক্রম করল।

হাদিস-২২:

٢٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ كَتَبَهُ بِغَيْرِنَا لَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ قَسَلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَقَسَلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفَفِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

অনুবাদ: হজরত আমর ইবনে জআইব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ব্যতীত অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে মিল রেখো না। কেননা, ইহুদিগণ

আঙ্গুলীর ইশারায় সালাম করে, আর খ্রিষ্টানগণ হাতের তালুর ইঙ্গিতে সালাম করে। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এর সনদ দুর্বল।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ش- যাদ্দাহ التشبهه মালদার বাব نهي حاضر معروف واحد مذکر هياھ : لاتشبهوا

অর্থ- তোমরা সাদৃশ্য করো না। صحیح জিনস ب-ه

الأصابع : ইহা বহুবচন, একবচন اسم جامد ইহা : آصبع

الأكف : ইহা বহুবচন, একবচনে الكف অর্থ- হাতের তালু।

হাদিস-২৩:

٢٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। যখন তোমাদের কেউ কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের উজ্জয়ের মাঝে কোন বৃক্ষের অথবা পাথরের অথবা দেয়ালের অস্তরায় সৃষ্টি হয়, অস্তরায় তার সাথে আবার সাক্ষাত হয়, তবে সে যেন পুনরায় সালাম করে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

حالت نصر ينصر ماضى فعل اثبات باب واھ معروف واحد مؤنث غائب هياھ : حالت

অর্থ- আড়াল করা। أجوف واوي جينس ح-و-ل ياددال حول

جدار : ইহা একবচন, বহুবচনে جدران جدران অর্থ- প্রাচীর, দেয়াল।

হাদিস-২৪:

٢٤- عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأُذِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ (رَوَاهُ التَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا)

অনুবাদ: হজরত কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) ইশ্রাদ করেছেন, যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীর ওপর সালাম করবে। আর যখন তোমরা গৃহ থেকে বের হবে, তখন

গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় নিবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. শুজাবুল ইমান কিভাবে হাদিসটি মুরশাশ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دخلتكم نصر ينصر باب اثبات فعل ماضٍ معروفٍ باهاج جمع مذكر حاضر حياج : دخولكم
ماجاء ل - خ - ج - ن جنس صحيح - তোমরা প্রবেশ করলে।

سلموا التسليم ماجاء امر حاضر معروفٍ باهاج جمع مذكر حاضر حياج : سلموا
ماجاء ل - م - ن جنس صحيح - তোমরা সালাম কর।

أودعوا الأيداع ماجاء امر حاضر معروفٍ باهاج جمع مذكر حاضر حياج : أودعوا
ماجاء و - د - ع جنس واري - তোমরা বিদায় গ্রহণ কর।

হাদিস-২৫:

٢٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى
أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَاتٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, হে বৎস। যখন
তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে। কেননা, তোমার সালাম তোমার ও তোমার
পরিবারের লোকদের জন্য বরকতের কারণ হবে। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

بنى : ইয়া ابنى এর مصغر - হে প্রিয় বৎস।

يكون يكون باب اثبات فعل مضارع معروفٍ باهاج واحد مذكر غائب حياج : يكون
ماجاء و - ن جنس ك - و - ن হবে।

হাদিস-২৬:

٢٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْكَلَامِ (رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّكِرٌ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কথা-বার্তা করার পূর্বেই
সালাম করতে হবে। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি মুনকার হাদিস।)

হাদিস-২৭:

۲۷- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامَ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমরা জাহেলি যুগে অভিবাদনের সময় বলতাম, আল্লাহ তোমার চোখ শীতল করুন এবং প্রত্যুবে তুমি কল্যাণের অধিকারী হও। অনন্তর যখন ইসলামের আগমন হলো, তখন আমাদেরকে এরূপ কথা থেকে নিবেশ করা হল। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الانعام ماسدات افعال باب اثبات فعل ماضى معروف باسما واحد مذکر غائب : انعم
মাসদাহ ম - এ - জিন্স সচিহ অর্থ- সে পরিতৃপ্ত করেছে।

نهينا ماسدات النهي ماضى مجهول جمع متکلم : هينا
মাসদাহ ম - ই - জিন্স ফাঈ যাই অর্থ- আমাদেরকে নিবেশ করা হয়েছে।

হাদিস-২৮:

۲۸- عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِذَا حَجَلُوسُ بِيَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَأَقْرَبُهُ السَّلَامَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَبِي يُغْرِيكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيَّكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত গালিব রহ. হতে বর্ণিত, একদা আমরা হজরত হাসান কসরি রহ. এর ফটকে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি তখার এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদা হতে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমার দাদা বলেন, আমার পিতা একবার আমাকে হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রসূল (ﷺ) এর নিকট যাও এক জাঁকে আমার সালাম দাও। আমার দাদা বলেন, আমি তাঁর শিরমতে হাজির হলাম এবং আরব করলাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন, তোমার এক তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

حدث ماسدات تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب : حدث

صحیح জিনস ح-د-ث মাছাহ সহদিত

بعث : হিলাহ বাহাহ معروف واحد مذکر غائب : হিলাহ

صحیح জিনস ب-ع-ث মাছাহ

الإتيان : হিলাহ حاضر معروف واحد مذکر حاضر

صحیح জিনস أ-ت-ي মাছাহ

হাদিস-২৯:

٢٩- عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْمُحْتَضِرِيِّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْمُحْتَضِرِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবুল আলা ইবনে হাযরামি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পুত্র) আলা হাযরামি হনুলুগ্রাহ (رضي الله عنه) এর কর্মচারী ছিলেন। তিনি যখন (বাহরাইন থেকে) হজরত রসুলুগ্রাহ (ﷺ) এর নিকট চিঠি লিখতেন, তখন নিজের তরফ থেকে (নিজের পরিচয় দিয়ে) শুরু করতেন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

البدء : হিলাহ বাহাহ معروف واحد مذکر غائب : হিলাহ

صحیح জিনস ب-د-ء মাছাহ

نفس : এক বচন, বহুবচনে انفس ، نفوس ، انفس

হাদিস-৩০:

٣٠- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتْرِكْهُ فَإِنَّهُ أَمْجَعٌ لِلْحَاجَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পত্র লিখবে তখন সে যেন তাতে কিছু খুলা-বাগি লাগিয়ে দেয়। কেননা, তা প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি মুনকার হাদিস)।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الإتْرَابُ : মাঙ্গদার অফাল বাব امرغائب معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ফ্লিتراب
 صحیح جنس ت - ر - ب سے যেন মাটি শাণিয়ে দেয়।

ج - ج : মাঙ্গদার فتح يفتح বাব اسم تفضیل বাহাছ واحد مذکر : الفتح
 صحیح جنس ح - ح অধিকতর সফলকাম।

হাদিস-৩১:

۳۱- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَمَّ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

অনুবাদ: হজরত য়ায়েদ ইবন সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করলাম এমতাবছায় যে, তাঁর সামনে একজন লেখক বসা ছিল। অতপর আমি রসূল (ﷺ) কে লেখকের উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, কলমটি তোমার কানের ওপর রাখ। কেননা, এটা ধ্বংসজনীয়া কথা ও উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি গরিব হাদিস এবং এ হাদিসের সন্দেহ কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে)।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الْوَضْعُ : মাঙ্গদার فتح বাব امرحاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : ضمع
 ضمي রাখ। مثال واوي جنس و - ض - ع

أَذْنٌ : এ শব্দটি جامد اسم একবচন, কহবচনে অذن কাম।

مَالٌ : অর্থ- পরিপত্তি, পরিণাম। এখানে মনোকামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদিস-৩২:

۳۲- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْلَمَ السُّرِّيَّيَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمَنْ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّيْنِي

يَضْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعْلَنْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيَّ قَرَأْتُ لَكَ كِتَابَهُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন সুরিয়ানি ভাষা শিখা করি। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি ইহুদিদের লিখন পদ্ধতি শিখে নেই। তিনি আরো বলেন, আমি পহ্লালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহুদিদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। হজরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, অর্ধ মাস অভিবাহিত না হতেই আমি সুরিয়ানি ভাষা শিখে ফেললাম। অতঃপর নবি করিম (ﷺ) যখনই কোন ইহুদির নিকট চিঠি লেখার ইচ্ছা করতেন, তখন আমি তা লিখতাম। আর যখন, তারা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট চিঠি লিখে পাঠাত তখন আমিই তাদের চিঠি রসূল (ﷺ) এর সমীপে পাঠ করতাম। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

اتعلم : হিলাহ متعلم واحد متعلم : বাহাহ معروف مضارع فعل اثبات باب تفعل মাসদার المعلم মাআহ
ع-ل-ম জিনস صحيح অর্থ- আমি শিক্ষাগ্রহণ করব।

شهر : অর্থ- মাস। أشهر- শهور বছর একবচন, اسم একবচন : شهر

السريانية : ইহা ইহুদিদের ভাষা, তাওয়ারত এ ভাষারই অবতীর্ণ হয়েছিল।

হাদিস-৩৩:

۳۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى تَجْلِيسٍ فَلْيَسَلْ فَإِنْ بَدَأَ لَمْ يَنْجَلِسْ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيَسَلْ فَلْيَسَلْ الْأُولَى بِأَحَقُّ مِنَ الْآخِرَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ কোন সমাবেশে পৌঁছে, তখন সে যেন সালাম করে। যদি তথ্য তার কসার প্রয়োজন হয়, তবে যেন বসে পড়ে। অতঃপর যখন সে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তখন যেন সালাম করে। কেননা, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে অধিক হুকুমার নয়। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

انتهاه ماسدادر افتعال باب إثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذکر غائب : خيگاه : انتهى

মাদ্দাহ ی - ه - ن জিনস ناقص یائی اর্থ- সে পৌছিল।

ح - ق - ماسدادر نصر ينصر باب اسم تفضيل باهاح واحد مذکر خيگاه : أحق

অধিকতর হকদার।

হাদিস-৩৪:

٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطَّرِيقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَعَضَّ الْبَصَرَ وَاعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي جُرَيْجٍ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ)

৩৪. অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাস্তা সমূহের উপর বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে সে লোকের জন্য (কল্যাণ আছে) যে অন্যকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু অবনত রাখে এবং বোঝা বহনকারীদের সাহায্য করে। (মাসাবিহ প্রণেতা হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (মিশকাত প্রণেতা বলেন) এ সম্পর্কে হজরত আবু জুরাই এর হাদিসটি সদকার ফজিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

هدى ماسدادر ضرب يضرب باب اثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذکر غائب : خيگاه : هدى

মাদ্দাহ الهدى - د - ي জিনস ناقص یائی اর্থ- সে পথ দেখাল।

الإعانة ماسدادر افعال باب إثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذکر غائب : خيگاه : أعان

সাহায্য করল।

হাদিস-৩৫:

٣٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ إِذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٌ فَقُلْ أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقَالَ أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكَ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ نَحْيَتُكَ وَنَحْيَةُ بَيْنِكَ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَبَدَأَ
مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْتَاهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِينِي وَكَلَّمَا يَدِي رَبِّي يَمِينُ مَبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا
آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَا هُوَ لَاءٌ فَقَالَ هُوَ لَاءٌ ذُرِّيَّتِكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا
فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَوِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَهُ
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيُّ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ
عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَلِكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْحُجَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ
لِنَفْسِهِ فَأَكَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ
لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَعَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ وَنَحْيَ فَنَسِيْتُ ذُرِّيَّتَهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَيْدٍ أَمِيرٌ بِالْكِتَابِ
وَالشُّهُودِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন
আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ দান করলেন, তখন
তিনি হাঁচি দিলেন একে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রশংসা করে আলহামদু লিল্লাহ বললেন, আল্লাহ
তাআলা তাঁকে কললেন الله يرحمك হে আদম। আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। এখন তুমি কেবলতাদের মধ্যে
যে দলটি উপবিষ্ট আছে তাদের কাছে যাও এক বল السلام আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিতহোক।

وعليك السلام ورحمة الله কললেন এবং কেবলতাপন জবাব কললেন الله ويرحمك (তোমার প্রতিও আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। অতঃপর তিনি তার প্রভুর নিকট ফিরে আসলেন।
আল্লাহ তাআলা কললেন, এটিই তোমার একে তোমার সন্তানদের পারস্পরিক সালাম বা অভিবাদন। অতঃপর
আল্লাহ তাআলা খীর (কুদরতি) মুষ্টিবদ্ধ হাতদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করে কললেন, তুমি এই হজরতের মধ্যে যে
কোনটি পছন্দ করে নাও। তখন আদম (رضي الله عنه) কললেন, আমি আমার প্রভুর ডান হাতকে পছন্দ করলাম।
তার আমার প্রতিশালকের উক্ত হাতই ডান একে কল্যাণকর। অতঃপর আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতের মুষ্টি
খুললেন। হাত খুলতেই দেখা গেলবে, উহাতে আদম ও তাঁর সন্তানগণ রয়েছে। তখন আদম আলাইহিস
সালাম কললেন, হে আমার প্রতিশালক! এরা কারা? আল্লাহ তাআলা কললেন, এরা তোমার সন্তান। তখন দেখা
গেল যে, প্রত্যেক মানুষের আয়ুষ্কাল তাঁর দুচোখের মাঝে (কপালে) লেখা আছে। তাদের মাঝে উজ্জ্বলতম
অথবা সকলের চেয়ে উজ্জ্বল একজন লোক রয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম কললেন, হে প্রভু! এ ব্যক্তিকে?
আল্লাহ কললেন, এ ব্যক্তি তোমার সন্তান দাউদ! আমি তাঁর জন্য চল্লিশ বছর বয়স লিখেছি। আদম আলাইহিস
সালাম কললেন, হে প্রভু! তার বয়স বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ কললেন, আমি তো তাঁর জন্য এটিই লিপিবদ্ধ
করেছি। এবার আদম আলাইহিস সালাম কললেন, আমি তাঁকে আমার বয়স (এক হাজার) হতে ষাট বছর

দান করলাম। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা তোমার খুশী। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন অতঃপর যতদিন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ততদিন তিনি (আদম) বেহেশতে বসবাস করেন। অতঃপর তাঁকে বেহেশত হতে (পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হল। আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় বয়স গণনা করতে লাগলেন। অবশেষে (তাঁর আয়ুষ্কাল ৯৪০ বছর অতিক্রম হওয়ার পর) তাঁর কাছে মৃত্যুর ফিরেশতা হজরত আজরাইল (عزرائيل) এলেন। আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি তো ত্বরিত এসে গেছেন। কেননা, আমার বয়স এক হাজার বছর লিখা হয়েছে। আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, জী হ্যাঁ কিন্তু আপনি তো আপনার সন্তান দাউদকে ষাট বছর দান করেছেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম অস্বীকার করলেন। এ কারণে তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করে থাকে। আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গিয়েছেন (ফল খাওয়া যে নিষিদ্ধ সে কথা) তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যায়। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সেদিন হতে কোন কিছু লিখে রাখতে এবং তার উপর সাক্ষী রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছে। (ইমাম তিরমিজি রহ. অত্র হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ق مَادَّاهُ الْقَبْضُ مَاسِدَارٌ ضَرْبٌ يَضْرِبُ بَابُ اسْمٍ مَفْعُولٍ بَاہَاخٌ تَثْنِيَةٌ مُؤَنَّثٌ حِغَاہُ : مقبوضتان

ব- জিনস - صحيح - সংকুচিত, মুষ্টিবদ্ধ দুটি বস্তু।

الاختيار مَاسِدَارٌ اِفْتِعَالٌ بَابُ اَمْرٍ حَاضِرٍ مَعْرُوفٍ بَاہَاخٌ وَاٰحَدٌ مَذْكَرٌ حَاضِرٌ حِغَاہُ : اختر

খ- জিনস - يائي - ر - ماددাহ - তুমি পছন্দ কর।

ذرية : ذرية - اسم এক বচন, বহুবচনে ذراري অর্থ সন্তান-সন্ততি।

ض - و - ء مَادَّاهُ الضَّوْءُ مَاسِدَارٌ نَصْرٌ بَابُ اسْمٍ تَفْضِيلٍ بَاہَاخٌ وَاٰحَدٌ مَذْكَرٌ حِغَاہُ : أضوء

জিনস - مركب - অধিকতর উজ্জ্বল।

الإيهابُ اِفْعَالٌ بَابُ اِثْبَاتِ فِعْلِ مَاضِيٍّ مَجْهُولٍ بَاہَاخٌ وَاٰحَدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ حِغَاہُ : أهبط

হ- জিনস - ه - ب - ط - ماددাহ - অবতরণ করা হল, তাকে নামিয়ে দেয়া হল।

হাদিস-৩৬:

۳۶- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা আব্দুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মহিলাদের এক সমাবেশের নিকট গিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। (ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মায্জাহ ও দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

فسوة : বহুচন, একবচনে امرأة অর্থ মহিলাগণ।

হাদিস-৩৭:

٣٧- وَعَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِي كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالًا فَإِذَا عَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سِقَايَ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا عَلَى مُسْكِينٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالِ الطَّفَيْلُ فَمَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى النَّبِيعِ وَلَا تَسْتَلُّ عَنِ السَّيْلِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَأَجْلِسُ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطَّفَيْلُ ذَابِطِينَ إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি (তোফায়েল) হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর নিকট আসা যাওয়া করতেন এবং তাঁর সাথে সকাল বেলায় বাজারে যেতেন। তিনি বলেন; যখন আমরা সকাল বেলায় বাজারে যেতাম, তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখনই কোন মানুষি দোকানদার, বিক্রেতা, মিসকীন বা অন্য কোন লোকের নিকট গিয়ে গমন করতেন, তখন তাদেরকে সালাম দিতেন। হজরত তোফায়েল বলেন, একদিন আমি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে কলাম, আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? আপনি তো কেনা-কাটার জন্য কোথাও দাঁড়ান না, কোন পণ্যের মূল্য জিজ্ঞেস করেন না, কোন সওয়া করেন না এবং বাজারের কোন মজলিসে বলেন না। অতএব, আপনি আমাদিগকে নিয়ে এখানে বসুন, আমরা হাদিস আলোচনা করি। হজরত তোফায়েল বলেন, তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) আমাকে কললেন, হে জুড়িওয়ালা! বর্ণনাকারী বলেন, হজরত তোফায়েল বড় পেট বিশিষ্ট ছিলেন। আমরা সকালে কেবল সালাম দেওয়ার জন্য বাজারে বাই। বাস সাথে আমাদের সাফাত হয়, তাকে আমরা সালাম করি। (ইমাম মালেক হাদিস বর্ণনা করেন। আর ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি তআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاتيان : আসমান মাসদার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ
যাতی : مرکب جنس أ - ت - ی ماکداھ

ينصر : আসমান ماسدادر فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ
يغدو : ناقص واوي جنس غ - د - و ماکداھ الغدو

استمتع : আসমান ماسدادر فعل ماضی معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ
استمتع : صحيح جنس ت - ب - ع ماکداھ الاستمتاع

السلع : اسم बहुचन, একবচনে السلعة অর্থ- পণ্যদ্রব্য।

হাদিস-৩৮:

۳۸- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَمْلَأَنِي فِي حَائِطِي عَدُوًّا وَأَنْتَ قَدْ آتَانِي مَكَانَ عَدُوِّهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْنِي عَدُوَّكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِي قَالَ لَا قَالَ فَبِعْنِيهِ بَعْنِي فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتَ الَّذِي هُوَ أَجْمَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, (হে আব্দুল্লাহ তাআলার রসূল!) আমার বাগানে অযুত ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার ঐ খেজুর গাছটি (আমার বাগানে) থাকার কারণে সে আমাকে কষ্ট দেয়। হজরত নবি করিম (ﷺ) ঐ লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমার খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রি কর। লোকটি বলল, না। হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, তাহলে গাছটি আমাকে দান কর। সে বলল, না। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবার বললেন, তাহলে কেহেহেতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে গাছটি আমার নিকট বিক্রি কর। সে এবারও না বলল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ আর কাউকে দেখিনি। তবেতোমার চেয়ে সে ব্যক্তি অধিক কৃপণ, যে সালাম দিতে কার্পণ করে। (ইমাম আহমদ ও বায়হাকি রহ. হাদিসটি উজাকুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

- حائط : اسم একবচন, বহুবচনে حیطان , حیاط - অর্থ- বাগান, দেয়াল ঘেরা বাগান, আর দেয়াল বিহীন বাগানকে বলা হয় بستان (কুলতান)।
- أذی - ذی - ی : যাক্বাহ অفعال বাব اثبات فعل ماضی معروف বাযাহ واحد مذکر غائب : হিলাহ অর্থ- জিনস مرکب : সে কষ্ট দিল।
- بجمل : خ - ی : যাক্বাহ البجمل : یاسদার سمع یسمع اسم تفضیل : বাযাহ واحد مذکر : হিলাহ অর্থ- জিনস صحیح : ل - ج : অতি কৃপণ।

হাদিস-৩৯:

۳۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُّ بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنَ الْكَبِيرِ - (رَوَاهُ التَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার হতে মুক্ত। (জাব্বুল ইমান এয়ে ইমান বারযাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

- ب - د - ء : যাক্বাহ البدء : یاسদার فتح یفتح اسم فاعل : বাযাহ واحد مذکر : হিলাহ অর্থ- আরম্ভকারী।
- برئ : ی : যাক্বাহ البراءة : یاسদার سمع یسمع اسم فاعل مبالغة : বাযাহ واحد مذکر : হিলাহ অর্থ- মুক্ত।
- ب - ر - ء : যাক্বাহ : ج - ل : অতি কৃপণ।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. হজরত আদম আলাইহিস সালাম কত হাত লম্বা ছিলেন?

ক. ৪০ হাত।	খ. ৫০ হাত।
গ. ৬০ হাত।	ঘ. ৭০ হাত।
২. একজন মুমিনের জন্য অন্য মুমিনের প্রতি কয়টি কর্তব্য আছে?

ক. ৫ টি।	খ. ৬ টি।
গ. ১০ টি।	ঘ. ১২ টি।
৩. السلام মাসদার হতে গঠিত আমরের ছিগাহ কোন্টি?

ক. سلم	খ. سلم
গ. أسلم	ঘ. تسلم

৪. কোন মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম লোক একত্রে থাকলে সেখানে সালাম দেয়ার বিধান কি?

ক. সালাম দিতে হবেনা,
খ. সকলকে সালাম দিতে হবে,
গ. মুসলিমদের ভিন্ন ভাবে সালাম দিতে হবে,
ঘ. মুসলিমদের সালাম ও অমুসলিমদের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রফিক মাতুব্বরের লোকজন তার বড় ছেলে নাইমের নেতৃত্বে গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার জন্য এলাকা বিজ্ঞ আলেম মাওলানা ফোরকান সাহেবের নিকট গেলেন। তারা মাওলানা সাহেবকে দেখা মাত্র সালাম দিলেন। নাইম তার পিতার পক্ষ হতে সালাম পৌছালেন। মাওলানা সাহেব তাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনার পূর্বে হাদিসের আলোকে সালাম বিনিময়ের রীতি-নীতি বুঝিয়ে বললেন।

৫. রফিক মাতুব্বরের সংগীরা কিভাবে সালাম দিলে শরিয়তের রীতি মাফিক হতো?

- | |
|---|
| ক. সকলে সম্মুখে সালাম দিলে। |
| খ. দলনেতা নাইম সালাম দিলে। |
| গ. দলের মধ্য হতে একজন সালাম দিলে। |
| ঘ. মাওলানা ফোরকান সাহেব আগম্বুকগণকে সালাম দিলে। |

৬. নাইমের মাধ্যমে রফিক মাতুব্বরের সালাম পাবার পর মাওলানা সাহেব কিভাবে জওয়াব দিবেন?

- | |
|---|
| ক. শুধু রফিক মাতুব্বরকে সম্মোদন করে জওয়াব দিবেন। |
| খ. শুধুমাত্র সালাম বহনকারী নাইমকে জওয়াব দিবেন। |
| গ. নাইম ও রফিক মাতুব্বর উভয়কে সম্মোদন করে জওয়াব দিবেন। |
| ঘ. তাৎক্ষণিক ভাবে জওয়াব না দিয়ে রফিক মাতুব্বরের সংগে দেখা হলে তখন জওয়াব দিবেন। |

৭. **السلام عليكم ورحمة الله** উত্তম হওয়ার কারণ কি?

- ক. সালাম বাক্যটি শ্রুতিমধুর।
- খ. সালাম বাক্যটি কুরআনের আয়াত।
- গ. সালাম বাক্যটি জাহিলি যুগের অভিবাদনের সাথে মিল রাখে না।
- ঘ. সালামের মধ্যে কোন সময় বা স্থান নির্দিষ্ট করা হয় না বরং সর্বক্ষণ শান্তি বর্ষণ করা হয়।

৮. প্রথমে সালামদাতাকে হাদিসে উত্তম বলা হয়েছে। কারণ -

- i. সে অহংকার মুক্ত হয়।
- ii. সে বেশী সাওয়াব পায়।
- iii. সে মানুষের ভালোবাসা পায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাবিল মাদরাসায় যাচ্ছিল। পথে স্থানীয় বড় ভাই সাকিবের সাথে দেখা হলে নাবিল তাকে সালাম প্রদান করে। জবাবে সাবিক বলে **وعليكم** জবাবটি নাবিলের মনঃপুত না হলে সে বিষয়টি তার উস্তাদের কাছে তুলে ধরল। উস্তাদ জবাব প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা শেষে বললেন, সালাম পারম্পারিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটি মন্ত্র। সকলকে এটি যথানিয়মে পালন করা উচিত।

(ক) সালামের বাক্যটি আরবিতে লিখ।

(খ) **البادئ بالسلام برئ من الكبر** হাদিসটি ব্যাখ্যা লিখ।

(গ) সাকিবের সালামের জবাব প্রদান কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'সালাম পারম্পারিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটি মন্ত্র' উস্তাদের বক্তব্যটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

بَابُ الْإِسْتِیْذَانِ

অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়

ইসতিজান (استیذان) আরবি শব্দ অর্থ- অনুমতি প্রার্থনা করা। ইসলামি শরিয়তের ভাষায়- কারো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে ঘরের মালিকের কাছ থেকে যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয় তাকে ইসতিজান বলে। অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا -

“হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না নাও এবং সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে সালাম না করো। (আননূর-২৭)

অনুমতি প্রার্থনা করার কয়েকটি উপকারিতা আছে। নিম্নে তা বর্ণিত হল।

- (১) অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসংগত কর্তব্যও বটে।
- (২) দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাতপ্রার্থীর। সে যেন অনুমতি নিয়ে ভদ্র জনোচিত ভাবে সাক্ষাৎ করবে, তাহলে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে অভদ্র পছায় বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করলে তার উপকার করার ইচ্ছা থাকলেও তা নিশ্চেষ্ট হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।
- (৩) তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনা অনুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম বিশেষ উপকার সাধনের জন্য অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম প্রচলন করেছে। নিম্নের হাদিস সমূহের মাধ্যমে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারব।

হাদিস-৪০:

٤٠- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أَتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنَّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَىٰ بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ

ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ
فَشَهِدْتُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হজরত আবু মুসা আশআরী (রা.) আমাদের নিকট এসে বললেন, হজরত ওমর (রা.) আমার নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন, যেন আমি তাঁর কাছে আগমন করি। অতঃপর আমি তাঁর দরজায় উপস্থিত হলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি, ফলে আমি ফিরে এলাম। পরে (হজরত ওমরের সাথে সাক্ষাত হলে) তিনি বললেন, আমাদের নিকট আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তখন আমি বললাম, আমি অবশ্যই এসেছিলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম দিয়েছি। কিন্তু আপনাদের কেউই আমার সালামের উত্তর দেননি। ফলে আমি ফিরে আসি। কেননা, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে, আর তাকে অনুমতি দেয়া না হয়, তখন সে যেন ফিরে আসে। হাদিসটি শুনে হজরত ওমর (রা.) বললেন, এর ওপর প্রমাণ উপস্থাপন কর। হজরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাঁর সাথে উঠে হজরত ওমর (রা.) নিকট গেলাম এবং (হাদিসের সত্যতার উপর) সাক্ষ্য দিলাম। (বুখারি ও মুসলিম।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

তিনবার অনুমতি প্রার্থনার রহস্য: রসুল (ﷺ) হলেন-বিশ্ব মানবের পরম বন্ধু। পরস্পর সৌহাদ্যপূর্ণ সম্ভাব রক্ষা করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। তাই কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দেয়ার মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ প্রসঙ্গে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

১. আল্লামা মোল্লা আলি কারী রহ. বলেন- **الأول للتعريف** তথা প্রথম সালাম নিজের পরিচয় তুলে ধরার জন্য।
২. **الثاني للتأمل** দ্বিতীয় সালাম চিন্তা করার জন্য।
৩. **الثالث للإذن وعدمه** তথা- তৃতীয় সালাম অনুমতি পাওয়া বা না পাওয়া নিশ্চিতের জন্য।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نصر ينصر باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : لم يرد
মাসদার الرد মাদ্দাহ د - د - ر - جিনস ثلاثي مضاعف ثنائي - উত্তর দেয়া হয়নি।

الاستيذان ماسدال باب فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : استاذن
মাদ্দাহ ذ - ن - جিনস مہموز فاء - সে অনুমতি প্রত্যাশা কর।

البينة : একবচন, বহু বচনে البينات অর্থ- দলিল, প্রমাণ।

তারকিব: قَالَ عُمَرُ أَقِمَّ عَلَيَّ الْبَيْتَةَ

قال শব্দটি فعل আর عمر শব্দটি فعل قال এর فاعل অতপর فعل তার فاعল মিলে جملة فعلية হয়ে
 قول হল। اقم শব্দটি فعل আর ضمير انت তার فاعل, جار, فاعل, جار, على حرف جار, مجرور আর
 مفعول, فاعل তার اقم فعل। مفعول হল البينة এর সঙ্গে اقم فعل হল متعلق مجرور
 হল جملة فعلية قولية মিলে مقولة قول ও مقولة মিলে جملة فعلية متعلق হল।

রাবি পরিচিতি :

হজরত আবু সারিদ খুদরি (رضي الله عنه): বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু সারিদ খুদরি (رضي الله عنه) হিজরতের ১০ বছর
 পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মালিক (رضي الله عنه)। মাতার নাম আলিমাহ (رضي الله عنها)। তাঁর পিতা মাতা
 হিজরতের পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তিনি ইসলামি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন। হিজরতের
 পর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ১২টি বৃক্ষে অশ্রমগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বড় মাপের মুহাদিস
 ও কবিও ছিলেন। হজরত ওমর (رضي الله عنه) ও হজরত উসমান (رضي الله عنه) তাঁকে মদিনার মুক্তি নিযুক্ত করেছিলেন।
 তিনি ১১৬০টি হাদিস কর্বনা করেন। তিনি ৭৪ হিজরিতে মদিনার ইচ্ছেকাল করেন। ইমাম জাহাবি রহ. এর
 মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদিস-৪১:

٤١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَتُ عَلَىٰ إِنْ
 تَرَفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّىٰ أَنْهَاكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাকে
 বলেছেন, আমার নিকট তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। তুমি পর্দা উঠিয়ে ভেতরে চলে আসবে এবং
 তুমি আমার গোপন কথা শুনেও থাকবে, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। (ইমাম মুসলিম রহ.
 হাদিসটি কর্বনা করেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الحجاب: একবচন, বহুবচনে, الحجب অর্থ- পর্দা বা এ জাতীয় বস্তু।

النهي ماسداه فتح - يفتح باب الثبات فعل مضارع معروف واحد متكلم هياك :
 মাফাহ - ن - ه - ي

অর্থ- আমি তোমাকে নিষেধ করব।

হাদিস-৪২:

٤٢- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينِ كَانَتْ عَلَى أَبِي فَدَقَّقْتُ
الْبَابَ فَقَالَ مَنْ نَا فَعَلْتُكَ أَنَا فَقَالَ أَنَا كَأَنَّكَ كَرِهَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জাবের (رضي الله تعالى عنه) হাতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি হজরত নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) এর খিদ্মতে আসলাম। অতঃপর সমস্যাটা করাখাত করলাম। হজরত মুসল্লাহ (رضي الله تعالى عنه) খিজল করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি। আমি! সচবত তিনি একরূপ বলাকে অশব্দ করলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান: অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান হলো-

১. অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে অনুমতির জন্য সালাম দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী- **لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا**
২. অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে।
৩. তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি না পেলে কিরে আসবে। যেমন হাদিসে আছে- **إِنَّا إِسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ**
৪. কিরে আসার জন্য বললে কিরে আসবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, **وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اذْجِعُوا فَارْجِعُوا**

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النقّ ماسদার نصر ينصر باب الّبات فعل ماضى معروف واحد متكلم : دقت
ماকাহ - ق - د - ق - جিনس مضاعف ثلاثى - ارب - আমি করাখাত করলাম।

الكره ماسدার سمع باب الّبات فعل ماضى معروف واحد مذكر غائب : كره
ماকাহ - ر - - جিনس صحيح - ارب - তিনি অশব্দ করলেন।

হাদিস-৪৩:

٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبْنَا
فِي قَدْجٍ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَيْسَ بِأَهْلِ الصُّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَى فَاتَيْتَهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ
فَدَخَلُوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত রুসুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে দুধভর্তি একটি পেয়ালা পেলেন। তখন তিনি কলেন, হে আবু হুরায়রা! আল্লে সুক্কার নিকটে যাও, এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম ও তাদেরকে দাওয়াত দিলাম। তাঁরা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আসলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তখন তাঁরা প্রবেশ করলেন। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لبنا : একবচন, কহ্বচনে البان অর্থ- দুধ।

ادع : হিগাহ نصر ينصر বাব امر حاضر معروف واحد বাহাছ مذكر حاضر আসদার الدعوة
মাক্কাহ - ناقص واوي জিনস - د - ع - و

اذن : হিগাহ سمع يسمع বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذكر غائب
সুক্ষ্ম - তিনি অনুমতি দিলেন।

الحق : হিগাহ سمع يسمع বাব امر حاضر معروف واحد বাহাছ مذكر حاضر আসদার اللحق
মাক্কাহ - صحيح জিনস - ل - ح - ق

হাদিস-৪৪:

٤٤- عَنْ كَلْبَةَ بِنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَيْلَى أَوْ جِدَائِيَةَ وَضَعَا يَدَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيكُمْ أَدْخُلْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ : হজরত কালাদাহ ইবনে হাফল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (رضي الله عنه) আমাকে কিছু দুধ , অথবা একটি হরিশের বাচ্চা এবং কিছু শশা দিবে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) মক্কার উঁচু উপত্যকার অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী (হজরত কালাদাহ) বলেন, আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম, এমন অবস্থায় যে, আমি সালাম করলাম না এবং অনুমতিও নিলাম না। তখন নবি করিম (ﷺ) কললেন, তুমি ফিরে যাও (অর্থাৎ, ঘরের বাইরে যাও) অতঃপর বল "আসসালামু আলাইকুম" আমি কি প্রবেশ করতে পারি? (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المبحث ما سألنا فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف واحد مذكر غائب : هجاء

যাক্বাহ - ব - এ - ত জিনস صحيح অর্থ- প্রমাণ করল।

جداية : اسم একবচন, বছবচন, هجاء অর্থ- সাত বা ছয় মাস বয়সের হারিশের বাচ্চা।

ضمغاييس : اسم বছবচন, একবচন, ضغيبوس অর্থ- শশাসমূহ।

হাদিস-৪৫:

٤٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাউকে ডাকা হয়, আর যে ব্যক্তি দূত তথা সংবাদ বাহকের সাথে চলে আসে, তবে তার সাথে আসাই তার জন্য অনুমতি। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) আবু দাউদের অশর এক বর্ণনায় আছে যে, কোন লোকের অন্য ব্যক্তির নিকট দূত পাঠানোই তার জন্য অনুমতি।

হাদিস-৪৬:

٤٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنِيَ بَابٌ قَوْمٌ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ يَلْقَاءُ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبَتَيْهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلْسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَعَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سِتُورٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসয়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন লোকের দরজার (বাড়িতে) যেতেন, তখন ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান দিকে, অথবা বাম দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং (অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে) আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলতেন। আর এটা সে সময়ের কথা যখন বাড়ির দরজার পর্দা ঝুলানো থাকত না। ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المبحث ما سألنا بلم معروف واحد مذكر غائب : هجاء

যাক্বাহ - ব - ল - ত জিনি সন্দ্বীপীন হলনি।

تلقاء : ইহা فعلان এর উল্লেখ, اللقاء অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ সামনা সামনি সাক্ষাৎ বা মিলিত হওয়া।

ستور : বহুবচন, একবচন ستر অর্থ- পর্দাসমূহ।

হাদিস-৪৭:

٤٧- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَسْتَأْذِنُ عَلَى ابْنِي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي حَاوَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا أَحِبُّ أَنْ
تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

অনুবাদ: হজরত ‘আতা ইবন ইয়াসার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) একদা এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি আমার মায়ের নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন লোকটি বললো, আমি তো তার সাথে একই ঘরে থাকি। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তাঁর নিকট অনুমতি চাও। অতঃপর লোকটি বললো, আমি তার সেবক, তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি কি তোমার মাকে অসম্পূর্ণ পোশাকে (অনাবৃত) দেখতে পছন্দ করো? সে বললো, না। তিনি (রসুল ﷺ) বললেন, তাহলে তুমি তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করো। (ইমাম মালিক (রহ.) হাদিসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

أَحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ,-‘তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? অত্র হাদিসের পূর্ববর্তী অংশের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিকারী হজরত রসুল (ﷺ) থেকে এ অনুমতি চেয়েছিল যে, নিজের মা এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রয়োজন নেই। তাই হজরত রসুল (ﷺ) বললেন- না নিজের মায়ের গৃহে প্রবেশেও অনুমতি আবশ্যিক বা গুণাজিব। হজরত রসুল (ﷺ) সন্নাসরি এর প্রয়োজনীয়তার কারণ তুলে ধরে বলেন- তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? কেননা মা মুহরিমা হলো তার সকল অঙ্গ দেখা জায়েজ নেই। আর নিজ গৃহে অনেক সময় সত্তর ঢাকা নাও থাকতে পারে। সুতরাং শাশীনতা রক্ষার জন্যই মায়ের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خ - د - م - ج - م الحدمة الخدمه ماسداه ضرب اسم فاعل واحد مذكر خادم

صحیح অর্থ- সেবক, পরিচর্যাকারী।

عريانة : একবচন, বহুবচন عاريات এর মذكر হলো عريان অর্থ- উলঙ্গ, বহুহীন।

হাদিস-৪৮:

٤٨- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَتَخَنَعُ لِي (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমার জন্য হজরত রসূলগাহ (صلى الله عليه وسلم) এর তরক হতে তাঁর নিকট রাতিকালে এক দিনের বেলায় (সর্বদা) প্রবেশের অনুমতি ছিল। অতঃপর যখন আমি রাতে প্রবেশ করতাম তখন তিনি আমাকে অনুমতি দানের নিমিত্তে গলা ঝাড় দিতেন। (ইমাম নাসারী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

د - خ - ل : আসদার الدخول আসদার نصر باب اسم ظرف واحد مذكر : مدخل
 জিনস صحيح অর্থ- প্রবেশ করা, প্রবেশ পথ।

التنحنح : আসদার تفعلل باب اثبات فعل ماضى معروف واحد مذكر غائب : تنحنح
 অর্থ- সে গলা ঝাড়া দিল।

হাদিস-৪৯:

٤٩- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَتَيْنَأْ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ التَّبَيْهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে না, তাকে তোমরা প্রবেশের অনুমতি দেবে না। (ইমাম বায়হাকি রহ. তাঁর ওয়াকুল ইম্যান এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য কতবার সালাম দেয়ার পর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. একবার | খ. দুইবার |
| গ. তিনবার | ঘ. চারবার |

২. অনুমতি প্রার্থনার (الإستئذان) হুকুম কী?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. ফরজ | খ. ওয়াজিব |
| গ. সুন্নাত | ঘ. মুস্তাহাব |

৩. অনুমতি প্রার্থনার পর পরিচয় জানতে চাওয়া হলে কি বলে পরিচয় দিতে হবে।

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ক. আমি আমি বলে | খ. নিজের নাম বলে |
| গ. নিজের নাম ও পিতার নাম বলে | ঘ. যে পরিচয়ে বাড়ীর লোকে চিনতে পারে |

৪. কাউকে ডেকে পাঠালে তার প্রবেশের জন্য অনুমতির গ্রহণ করতে হবে কি না?

- | |
|--|
| ক. অনুমতি গ্রহণ করতে হবে |
| খ. অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা |
| গ. পূর্ব পরিচিত হলে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা |
| ঘ. বিশেষ পদ মর্যাদার অধিকারী হলে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা |

৫. ছেলে মাতার ঘরে এবং খাদেম মুনিবের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে কিনা ?

- | | |
|---------------------------------|--|
| ক. অনুমতি গ্রহণ করতে হবে | খ. অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা |
| গ. দিনে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা | ঘ. অনুমতি গ্রহণ করা ভালো, না গ্রহণ করলেও চলে |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অধ্যক্ষ মাওলানা আকরাম হুসাইন বাসায় অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে মাদরাসায় একজন মেহমান আসল। দফতরি আবু হানিফ অধ্যক্ষ মহোদয়কে সংবাদ দিতে গিয়ে দরজায় দাড়িয়ে সালাম দিলেন। অধ্যক্ষ সাহেব বেরিয়ে দেখতে পেলেন, আবু হানিফ জানালার ফাঁক দিয়ে উকি মেরে ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছে। এতে তিনি দফতরিকে ভর্সনা করলেন এবং তাকে এতদসংক্রান্ত ইসলামের রীতি-নীতি বুঝিয়ে দিলেন।

৬. আবু হানিফ অনুমতি ব্যতীত উকি মেরে কী ধরণের অন্যায় করেছিল ?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. হারাম | খ. মাকরুহ তাহরিম |
| গ. মাকরুহ তানজিহ | ঘ. আদবের খেলাফ |

৭. অনুমতি প্রার্থনার অমোঘ বিধানের দ্বারা হিয়াব বা পর্দার কী হুকুম প্রমাণিত হয়?

ক. মুস্তাহাব

খ. সুন্নাত

গ. ওয়াজিব

ঘ. ফরজ্

৮. কোন ঘরের দরজায় পর্দা না থাকলে এবং দরজা খোলা থাকলে অনুমতি গ্রহণের সময়ে যে স্থানে দাঁড়াতে হবে তা হলো-

i. দরজার সোজাসুজি স্থানে।

ii. দরজার ডান দিকের স্থানে।

iii. দরজার বাম দিকের স্থানে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ফয়সাল তার বন্ধু রাকিবের বাসায় তার সাথে দেখা করতে বাইরে দাড়িয়ে 'রাকিব' বলে ডাকাডাকি করতে থাকে। এতে রাকিবের বাবা বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি যা করেছ, তাতে তোমাকে অনুমতি না দেওয়ার ব্যপারে হাদিসে নির্দেশ রয়েছে।

(ক) কারো বাসায় ঢুকতে অনুমতি নেয়ার হুকুম কী?

(খ) $\text{أُتِحِبُ أَنْ تَرَاهَا عَرِيَانَةً}$ হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) রাকিবের বাবা যে হাদিসের কথা বলেছেন তা উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হাদিসের আলোকে ফয়সালের করণীয় ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

باب المصافحة والمعانقة

করমর্দন ও কোলাকুলি করা অধ্যায়

মুসাফাহা ও মুআনাকাহর মাধ্যমে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সজ্জাব ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। ছুফহর উলামায়ে কেব্রামের মতে, মুসাফাহা ও মুআনাকাহ আয়েজ ও সুন্নতসম্মত একটি সুন্দর কাজ।

المصافحة শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে মাসদার। এর অর্থ- করমর্দন করা, ক্ষমা করা, ভাব-বিনিময় করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, সাক্ষাতের সময় ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে কল্যাণ কামনা করাকে মুসাফাহা বলে।

المعانقة শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে মাসদার। عنق (ঘাড়) হাতু থেকে নির্গত। এর শাব্বিক অর্থ কোলাকুলি করা। ইংরেজিতে বলা হয় Embracing। শরিয়তের পরিভাষায়- পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একজনের গলায় সাথে অন্যের গলা মিলিয়ে কোলাকুলি করাকে মুআনাকাহ বলে।

হাদিস-৫০:

۵۰ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكَاثِبِ الْمُصَافِحَةِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আনাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করলাম, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবিসপের মধ্যে মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রচলন ছিল কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। (ইমাম বুখারি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিপ্রেষণ:

مصافحة এর পরিচয় : مصافحة শব্দটি বাবে مفاعلة এর مصدر মূল অক্ষর ح-ف-ص কিন্ন। আতিথানিক অর্থ- হাতে হাত মিলানো, ক্ষমা করা। পরিভাষায়- পরস্পরের সাক্ষাতে ভালোবাসা, সজ্জাব ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে কল্যাণ কামনার নামই মুসাফাহা।

حكم المصافحة : মুসাফাহার হুকুম সম্পর্কে ছুফহর উলামায়ে কেব্রাম বলেন- এটি সুন্নাত। তবে তাদের সাথে দেখা দেখা আয়েজ নেই তাদের সাথে মুসাফাহা করাও আয়েজ নেই।

معانقة এর পরিচয়: معانقة শব্দটি مفاعلة باب এর مصدر মাদাহ ع-ن-ق, জিনস صحيح অর্থ- ঘাড়। সুতরাং معانقة শব্দের অর্থ- পরস্পর ঘাড় মিলানো। পরিভাষায়-পরস্পর ভালোবাসা, সন্তাব ও সম্প্রীতির নিদর্শনরূপ একজন অপরজনের ঘাড়ের সাথে ঘাড় মিলানোকে معانقة বলে।

حكم المعانقة : মুরানাকার حكم সম্পর্কে জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত হলো- দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হলে معانقة করা সুন্নাত।

হাদিস-৫১:

٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَمَنَ بْنَ عَرِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা হজরত রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) হজরত হাসান ইবনে আলি (رضي الله عنه) কে চুম্বন করলেন। এ সময় মহানবি (صلى الله عليه وسلم) এর নিকট আকরা ইবনে হাবেস (رضي الله عنه) উপস্থিত ছিলেন, হজরত আকরা (رضي الله عنه) কালেন, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। এ কথা শুনে হজরত রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) তাঁর দিকে তাকালেন। অতঃপর কালেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

حكم القبلة (চুম্বনের ছকুম):

চুম্বন (القبلة) এর বিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে-

১. ইমাম নববি রহ. বলেন- কেউ যদি কারো তাকওয়া, যোগ্যতা, ইলম, সদ্গতা, সত্যবাদিতা, ও ধীনদারী ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে চুম্বন করে তবে তা মুস্তাহাব।
২. কেউ যদি কারো ধন-সম্পদ ও প্রভাব দেখে তাকে চুম্বন করে তবে তা মাকরুহ হবে। কারো কারো মতে এটি জায়েজ নেই, বরং হারাম।

চুম্বনের প্রকারভেদ:

মুসাফাহা ও মুয়ানাকার মত ইসলামে আরেকটি বিষয়েরও অনুমোদন রয়েছে তা হচ্ছে চুম্বন। হুকুমভেদে এই চুম্বন চার প্রকার।

১. قبلة المؤدة বা স্নেহ মমতার চুম্বন পিতা-মাতা কর্তৃক নিজের সন্তানকে চুম্বন।
২. قبلة الرحمة দয়ার চুম্বন সন্তান কর্তৃক পিতার মুখে চুম্বন।
৩. قبلة الشفقة স্নেহের চুম্বন একজন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানকে চুম্বন।
৪. قبلة التعظيم ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে কাউকে সম্মান প্রদর্শনার্থে চুম্বন করা। যথা- পীর, উস্তাদ ও হক্কানি-রব্বানি আলিমকে চুম্বন করা।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التقبيل ماسدادر تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : قبل
মাদ্দাহ ল - ব - জিনস صحيح অর্থ- তিনি চুম্বন করলেন।

مناقب : বহুবচন, একবচন مَنَقِبَةٌ অর্থ- উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী, উন্নত চরিত্র।

তারকিব : مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

فاعل তার فعل এখন ضمير هو فاعل উহার فعل لا يرحم , متضمن معنى الشرط من
فاعل তার فعل এখন ضمير هو فاعل উহার فعل لا يرحم شرط হয়ে جملة فعلية
মিলে হল جملة شرطية মিলে جزء ও شرط পরিশেষে হল جملة فعلية

হাদিস-৫২:

٥٢- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا مَا قَبْلَ أَنْ يَنْفَرَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَيَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا)

অনুবাদ: হজরত বাব্বা ইবনে আযেব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যদি দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে করমর্দন করে, তাহলে তাদের উভয়ের পূর্বক হওয়ার পূর্বে (অতীত জীবনের সগিরা) গুনাহ কমা করে দেয়া হয়। (হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিযি ও ইবনু সাল্লাহ রহ. বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে যে, রসূল করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে করমর্দন করে, অতঃপর তারা আল্লাহ তাআলার প্রসঙ্গ করে এক আল্লাহ তাআলার নিকট কমা প্রার্থনা করে তখন তাদের উভয়কে কমা করে দেয়া হয়।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الالتقاء: আসদার افتعال বাব اثبات فعل مضارع معروف বাحاث ثنية مذكر غائب : يلتقيان
মাকাহ - ي - ق - ل - জিনস - ناقص يأتي বা ناقص يأتي - তার দু'জন সাক্ষাৎ করবে।

التفرق: আসদার تفعل বাব اثبات فعل مضارع معروف বাحاث ثنية مذكر غائب : يتفرقا
মাকাহ - ق - ر - جিনস - صحيح - তার উভয়ে বিচ্ছিন্ন হবে।

হাদিস-৫৩:

٥٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَجَلَ مِنَّا يَلْفَى
أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْتَحَفِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَلْتَزِمُهُ وَيَقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! আমাদের কোন লোক শীঘ্র তাই, অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালে কি তার সম্মানে মাথা নত করবে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি সে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করবে এবং তাকে চুম্বন করবে? হজরত রসূল (ﷺ) বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি সে তার হাত ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

صديق: একবচন, বহুবচনে, اصداقاء ইহা فعيل এর গুণনে صيغة صفت - বন্ধু।

الالتزام: আসদার افتعال বাব اثبات فعل مضارع معروف واحد باحاث ثنية مذكر غائب : يلتزم
মাকাহ - م - ز - ل - জিনস - صحيح - জড়িয়ে ধরবে, আলিঙ্গন করবে।

হাবি পরিচিতি:

খাদেমুর রসুল হজরত আনাস বিন হাদিস (رضي الله عنه):

প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস (رضي الله عنه) মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হাদিস ইবনে নসর। মাতার নাম উম্মু সুলাইম। তাঁর মাতা নবিত্বের খালা ছিলেন। হজরত রসুল্লাহ (ﷺ) মদিনায় হিজরত করার পর তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় হজরত আনাস (رضي الله عنه) এর বয়স হয়েছিল দশ বছর। তাঁর মাতার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার পিতা খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে মদিনার ফেলে সিরিয়া চলে যান। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মাতা তাকে রসুল্লাহ (ﷺ) এর বিদমতে পেশ করেন। তিনি একটানা দশ বছর রসুল্লাহ (ﷺ) এর বিদমত করেন। তাই ইতিহাসে তিনি খাদিমুর রসুল খাদিমুল্লাহি নামে সুপরিচিত। হাদিস বর্ণনা, শিক্ষাদান ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। কসরার জামে মসজিদে হাদিস শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মোট ১২৮৬টি হাদিস বর্ণনা করেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৯১ বা ৯৩ হিজরিতে ১০৩ বছর বয়সে কসরার ইস্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কসরার আর কোন সাহাবি জীবিত ছিলেন না।

হাদিস-৫৪:

٥٤- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامَ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامَ حَيَاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ)

অনুবাদ: হজরত উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রোগীর সেবার পূর্ণতা হলো তোমাদের কেউ রোগী হাত তার কপালের উপর, অথবা হাতের উপরে রাখবে এবং জিজ্ঞেস করবে যে, সে কেমন আছে? আর তোমাদের পারস্পরিক অভিবাদনের পরিপূর্ণতা হলো সালামের পর কবমর্দন করা।

(ইমাম আহমদ ও তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

جبهة : ইয়া জামদ্বচন, কহবচন জ্বাহ অর্থ- কপাল, ললাট।

التضعيف ماسداف فعل ماضى معروف واحدا مذكر غائب وضعف : স্থিলাহ

মাদ্বাহ - ع - ف - ض - جিন্স صحيح অর্থ- সে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছে।

হাদিস-৫৫:

৫৫- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَانَا فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجْرُ ثَوْبُهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত যাইদ ইবনে হারিছাহ (رضي الله عنه) মদিনায় আগমন করলেন, এমন সময় হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে ছিলেন। অতপর তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিকট খালি গারে তাঁদর টানতে টানতে উঠে গেলেন। (হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি তাকে এর পূর্বে বা পরে কখনো খালি পায়ে দেখিনি। অতপর রসূল (ﷺ) তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এক তাকে চুম্বন করলেন। (ইমাম তিরমিদ্ধি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

القرع ماسدات فتح يفتح باب اثبات فعل ماضٍ معروفٍ بابا واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : قرع
মাদাহ - র - এ - ক্বিনস - صحيح - অর্থ - সে করাঘাত করল, সে দরজার আওয়াজ করল।

الاعتناق ماسدات افتعال باب اثبات فعل ماضٍ معروفٍ بابا واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : اعتنق
মাদাহ - এ - ন - ক্বিনস - صحيح - অর্থ - আলিঙ্গন করল।

ج ماضٍ نصر ينصر باب اثبات فعل مضارعٍ معروفٍ بابا واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : يجر
সে টেনে আনছে। - ক্বিনস - ثلاثي - ر -

হাদিস-৫৬:

৫৬- عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَائِزَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ ذُرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيْتُمُوهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحْتَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَالْتَزَمْتَنِي فَكَانَتْ بَيْنَكَ أَجُودٌ وَأَجُودٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আইয়ুব ইবনে যুশাইয় রহ. হতে বর্ণিত, তিনি আনায়হ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি হজরত আবু জার সিকরি (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা যখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি কি তিনি আপনাদের সাথে মুসাফাযা (করমর্দন) করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যতবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম ততবারই তিনি আমার সাথে মুসাফাযা করতেন। একদা তিনি আমাকে থেকে পাঠালেন, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না অতঃপর যখন আমি বাড়িতে আসলাম, তখন আমাকে সংবাদ দেয়া হল। আমি তাৎক্ষণিক তাঁর খেদমতে হাজির ছিলাম। সে সময় তিনি খাটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমার সাথে আলিফন করলেন। আর সে আলিফনটি ছিল অতি উত্তম, অতি উত্তম। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اللقاء سمع يسمع বাব اثبات فعل ماضى معروف باسما جمع مذكر حاضر حياض : لقيتموه
 যাক্ষাৎ - سمع يسمع বাব اثبات فعل ماضى معروف , ناقص يائي , ناقص يائي
 - ضمير منصوب متصل .

الاخبار ماسداه افعال باب اثبات فعل ماضى مجهول باسما واحد متكم حياض : اخبرت
 আমাঙ্খ - اخبار ماسداه افعال باب اثبات فعل ماضى مجهول , صحيح حياض - ب - ر

হাদিস-৫৭:

٥٧- عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حِجْتُهُ مَرَحَبًا بِالرَّأْكِبِ
 الْمُهَاجِرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইক্রামা ইবনে আবু জাহল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমতে উপস্থিত হই, সে দিন তিনি আমাকে বলেন, হিজরতকারী আরোহীর প্রতি মুবারকবাদ। (ইমাম তিরমিডি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ر - ك - ب الركوب ماسداه سمع يسمع বাব اسم فاعل باسما واحد مذكر حياض : الراكب
 জিনস صحيح - আরোহী।

ج - ر - مهاجرة ماسداه مفاعلة বাব اسم فاعل واحد مذكر حياض : المهاجر
 জিনস صحيح - হিজরতকারী।

হাদিস-৫৮:

৫৮- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِرَاحٌ بَيْنَمَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي قَالَ إِصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَيْصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَيْبُصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَيْبِصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَقْبَلُ كَشَحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (رضي الله عنه) নামক জনৈক আনসার ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনি নিজ গোত্রের লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন এবং এর মধ্যে হাসি-তামাশা হচ্ছিল। আর তিনি তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় হজরত নবি করিম (ﷺ) একটি লাकड़ी দ্বারা তাঁর পাজরে খোঁচা দিলেন। তখন হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (رضي الله عنه) বললেন, আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। হজরত রসূল (ﷺ) কললেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর। হজরত উসাইদ কললেন, আপনার শরীরে জামা রয়েছে, অথচ আমার শরীরে জামা ছিল না। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) নিজের পায়ের জামা তুলে ধরলেন। হজরত উসাইদ (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পাজরে চুম্বন দিতে লাগলেন। আর কললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! আমি এটিই কামনা করছিলাম। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الطعن ماسدالفتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف واهل واحد مذكر غائب : طعن
মাদ্দাহ - ط - ع - ن - صحيح জিনস - তিনি খোঁচা দিলেন, তিনি ঠোকা মারলেন।

اصبرني ماسدالاصبار افعال باب امر حاضر معروف واحد مذكر حاضر : اصبرني
اص - صحيح জিনস - আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। শব্দের লেখাংশে
نون وقاية يائ متكلم مفعول به

ص - ماسدالاصطبار افعال باب امر حاضر معروف واحد مذكر : اصطبر
ص - صحيح জিনস - তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

احتضن ماسدالاحتضان افعال باب اثبات فعل ماضى معروف واحد مذكر غائب : احتضن
ما - صحيح জিনস - সে জড়িয়ে ধরল।

হাদিস-৫৯:

৫৯- عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَّقَى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّبِيهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا وَفِي بَعْضِ نَسَخِ الْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنِ الْبَيَاضِ مُتَّصِلًا .

অনুবাদ: হজরত শাবি রহ. হতে বর্ণিত, একবার নবি করিম (ﷺ) হজরত আকর ইবনে আবু তালিব (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দুচোখের মধ্যখানে (কপালে) চুম্বন করলেন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকি ওয়াবুল ইমান এহে মুহসাল হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মাসাবিহ এহেহে কোন কোন সংস্করণে এবং শরহুল সুন্নাহ এহে হজরত বায়াদি হতে মুহসাল হিসেবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

حقیقات الالفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

الالتزام : আসদার মাসদার افتعال باب اثبات فعل ماضی معروف واحداً مذکر غائب : التزم

আক্ষর : ل - ز - م صحیح তিনি আলিঙ্গন করলেন।

المصباح : একবচন, একবচন صحیح - চেয়াপসমূহ।

হাদিস-৬০:

৬০- عَنْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ رَجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ حَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ وَوَأَقَّكَ ذَلِكَ فَفَتَحَ حَيْبَرَ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

অনুবাদ: হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (رضي الله عنه) হাবশা (আবিসিনিয়া) জু্মি থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে রওয়ানা হলাম এবং মদিনায় এসে পৌঁছলাম। তখন হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অন্তঃপর তিনি বললেন, আমি জানি না, আমি কি খায়বর বিজয়ের কারণে বেশি আনন্দিত, নাকি আকরের আগমনে বেশি আনন্দিত। আর ঘটনাক্রমে এই আগমন হয়েছিল খায়বার বিজয়ের দিনে। (মাসাবিহ প্রথমে হাদিসটি শরহে সুন্নাহ এহে বর্ণনা করেছেন)।

تحقیقات الالفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

التلقى : আসদার মাসদার تفعل باب اثبات فعل ماضی معروف واحداً مذکر غائب : تلقاني

অর্থ- তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

ফ-رح- الفرح হাস্যদার فتح يفتح বাব اسم تفضيل واحد مذکر هياح : افرح

জিনস صحيح অর্থ- অধিক জানসিত।

الموافقة হাস্যদার مفاعلة باب اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب هياح : وافق

অর্থ- সে অনুগ্রহ করেছে, মিল হয়েছে।

হাদিস-৬১:

٦١- عَنْ زَارِعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَّبَدَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত যারে (رضي الله تعالى عنه) হতে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় এসে পৌঁছলাম, তখন আমরা দ্রুত আমাদের সওয়ারী হতে অবতরণ করতে লাগলাম, অতঃপর হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাত ও পা চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التبادر হাস্যদার تفاعل باب اثبات فعل مضارع معروف جمع متكلم هياح : نتبادر

অর্থ- আমরা তাড়াহুড়া করছি, আমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছি।

رواحل : واحلة একবচন, একবচন اسم : رواحل

হাদিস-৬২:

٦٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَنًا وَمَدْيًا وَدَلًا وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَأَنَّ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্রে এক দৈহিক অবয়বে, অপর এক বর্ণনার রয়েছে কখা-বার্তায় আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সবামিক সাদৃশ্যপূর্ণ হজরত ফাতিমা (رضي الله عنها) ব্যতীত তার কাউকে দেখিনি। যখন ফাতিমা (رضي الله عنها) হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করতেন তখন তিনি তার দিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় এগিয়ে যেতেন। অতঃপর তার হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। এমনিভাবে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন হজরত ফাতিমা (رضي الله عنها) এর কাছে প্রবেশ করতেন, তখন তিনিও হজরত নবি করিম (ﷺ) দিকে উঠে যেতেন। অতঃপর তার হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سمت : ইহা اسم جامد একনচন, বহুবচন سمت অর্থ- আকৃতি, প্রকৃতি, পন্থা, সাক্ষ্য।

دل : اسم مصدر অর্থ- উত্তম স্বভাব, শাস্ত অবস্থা।

হাদিস-৬৩:

٦٣- عَنْ الْمِرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَطْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمَى فَأَتَاهَا أَبُو بَطْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتِي وَقَبَّلَ حَدَّهَا- (رواه أبو داؤد)

অনুবাদ: হজরত মিরাত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) কোন এক যুদ্ধ হতে সর্বপ্রথম মদিনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ (দেখলাম) তাঁর কন্যা আয়েশা ছুরে আক্রান্ত হওয়ার দরুন বিছানার ওরে আছেন। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, যে স্নেহের কন্যা তুমি কেনসন আছে ? এবং তাঁর গালে স্নেহের চুম্বন করলেন। (হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ض-ج-ع-ما مضطجع اسم فاعل বাহা واحد مؤنث مضطجعة

জিনস صحيح অর্থ- মেরুদণ্ডের উপর ভর করে শয়নকারিণী।

بنية : ইহা بنت এর تصغير অর্থ- স্নেহের কন্যা, ছোট কন্যা।

হাদিস-৬৪:

৬৪- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَأَنََّّهُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট একটি শিশু আনা হল, তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, সাবধান! সন্তানরা। হলো কার্পণ্যের হেতু, ভীতির কারণ। আর এরাই হল আল্লাহ তাআলার সুগন্ধি (তথা অন্যতম নিয়ামত)। (গ্রন্থকার এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, সন্তানগণ কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হলেন-সর্বজ্ঞানে গুণী, সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী। মানুষের মধ্যে কী কারণে কৃপণতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয় তার বাস্তবসম্মত কারণ তুলে ধরেছেন তিনি আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে। কেননা সন্তানের মায়া ও ভবিষ্যত চিন্তা করার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কৃপণতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয়। বদান্যতা ও বীরত্ব লোপ পায়। অনেক সময় الله في سبيل তথা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করা ও জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহর থেকেও বিরত থাকে। মানুষের মাঝ থেকে এ ধরনের অভ্যাস দূরীভূত করার জন্য রসুল (ﷺ) এ উক্তি করেছেন। তবে সন্তানের প্রতি ব্যয় করা, সন্তানকে স্নেহ করা থেকে বিরত থাকার অনুমোদন ইসলাম দেয়নি।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

صحيح ج - ب - خ - ل مادداه البخل ماسداسم ظرف واحد واحد هياح : مبخلة

অর্থ- কৃপণতার কারণ, কার্পণ্যের হেতু।

صحيح ج - ب - ن مادداه الجبانة ماسداسم ظرف واحد واحد هياح : مجبنة

অর্থ- ভীকৃতার কারণ।

ريحان : একবচন, বহুবচন رياحين অর্থ- সুগন্ধি, ফুলের সৌরভ।

হাদিস-৬৫:

৬৫- عَنْ يَعْلى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ وَمَجْبَنَةٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

অনুবাদ: হজরত ইব্রাহীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হজরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) হজরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট দৌড়ে আসলেন। তখন তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, নিচয়ই সন্মানলণ হল কৃপণতা ও জীতির কারণ। (ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-৬৬:

٦٦- عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغُلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

অনুবাদ: তাবেরি হজরত আতা আল-খোরাসানি রহ. হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর করমর্দন কর। ফলে হিংসা বিদূরিত হবে। আর তোমরা পরস্পর হাদিয়া (উপঢৌকন) আদান-প্রদান কর। তাহলে পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে এবং বিবেচন দূর হবে। (ইমাম মালেক রহ. এ হাদিসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تهادوا : হাদিয়াহ মাক্দাহ তفاعল বাব امر حاضر معروف বাহ্বাহ جمع مذکر حاضر হিংসাহ : হিংসাহ
যিনস - দ - যি - ناقص ياتي

تحابوا : হাদিয়াহ মাক্দাহ তفاعল বাব امر حاضر معروف বাহ্বাহ جمع مذکر حاضر হিংসাহ : হিংসাহ
যিনস - হ - যি - مضاعف ثلاثي

شحناء : বহ্বচন, একবচন شحن اर्थ- হিংসা বিবেচ।

হাদিস-৬৭:

٦٧- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ فِي نَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত বারী ইবনে আয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বি-প্রহরের পূর্বে চার সাকারাত নামাজ পড়বে সে যেন কদরের রাতে এই চার সাকারাত নামাজ আদায় করবে। আর দু'জন মুসলমান যখন করমর্দন করে, তখন তাদের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব (সগিরা) অবশিষ্ট থাকে না, বরং করে পড়ে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি গুয়াবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المصافحة শব্দটি কোন বাবের মাছদার ?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب تفاعل

২. মুছাফাহা করার হুকুম কী ?

ক. ফরজ্।

খ. ওয়াজিব।

গ. সুন্নাত।

ঘ. মুস্তাহাব।

৩. مرحبا শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে ?

ক. مفعول به

খ. مفعول مطلق

গ. حال

ঘ. تمیز

৪. وأنهم لمن ریحان الله দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে ?

ক. সন্তান।

খ. স্বামী-স্ত্রী।

গ. কন্যা সন্তান সন্তান।

ঘ. ভাই-বোন।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মকবুল একজন সরকারি কর্মচারী। মকবুলের স্ত্রী ফারহানা একজন স্কুল শিক্ষিকা। তাদের দুটি সন্তান আছে। দিনের বেলায় তারা গৃহ পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে থাকে। বিকালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্লাস্ত-শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরলে স্ত্রী রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মকবুল গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। ছেলে ও মেয়েটা তাকে দেখে ভয় পায়। সে তাদেরকে আদরও করেনা।

৫. ছেলে ও মেয়ের বিষয়ে মকবুলের কেমন হওয়া উচিত?

ক. বিনয়ী

খ. রাশভারী।

গ. স্নেহ পরায়ণ।

ঘ. কঠোর মেজাজি।

৬. সন্তানদের লালন পালনের ভার কার উপর ?

ক. মাতার উপর।

খ. পিতার উপর।

গ. মাতা-পিতা উভয়ের উপর।

ঘ. গৃহ পরিচারক-পরিচারিকার উপর।

৭. মুয়ানাকা ও চুম্বনের হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব।

খ. সুন্নাত।

গ. মুস্তাহাব।

ঘ. মুবাহ।

৮. মুসাফাহা করলে গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ, এতে-

- i. পরস্পরের মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।
- ii. পরস্পরের হিংসা ও শত্রুতা দূর হয়।
- iii. উভয়ের প্রতি আল্লাহ আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

আ. করিম সেনা বাহিনীতে চাকুরী করে। সে দুই মাসের ছুটিতে বাড়িতে এসেই সে তার পিতা-মাতাকে মাথা নিচু করে সাজদার ভঙ্গিতে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুছি করল। তার চাচাতো ভাই আ. গোফরান দেখেছিল। সে সৌদি আরবে থাকে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। একদিন আ. গোফরান আ. করিমকে বলল, কদমবুছি করায় নিষেধ নেই। বিষয়টি সম্মুখে ভালোভাবে জানার জন্য স্থানীয় বিজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হতে বললেন। বিষয়টি জানার পর থেকে আ. করিম আরো বেশি মায়ের সেবা করেন এবং কদমবুছি করেন।

(ক) المعانقة অর্থ কী ?

(খ) মুসাফাহার ফজিলত ব্যাখ্যা কর।

(গ) আ. করিমের কাজটি কেমন হয়েছে? পবিত্র হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) আলিমের কাছে জানার পরে আ. করিম যা করলেন হাদীসের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

بَابُ الْقِيَامِ

দণ্ডায়মান হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

হজরত নবি কারিম (ﷺ) মুসলিম সমাজকে আমিরের আনুগত্য এবং কারো সম্মানে বা সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার উপমা উপস্থাপন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক মহান শিক্ষা প্রদান করেছেন। قِيَام এর আভিধানিক অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, সোজা হওয়া, স্থির থাকা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন পদস্থ ব্যক্তি, বুয়ুর্গ বা শ্রদ্ধাভাজন লোক আসলে উপবিষ্ট লোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে কিয়াম বলে। কিয়ামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। স্তরগুলো সঠিকভাবে সকলের জানা থাকা প্রয়োজন।

হাদিস-৬৮:

٦٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ : হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরায়যা গোত্র হজরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) এর রায় মেনে নেয়ার শর্তে (দুর্গ হতে) অবতরণ করল, তখন হজরত রসুলুল্লাহ তাকে ডেকে পাঠালেন। হজরত সা'দ(রা.) নবি কারিম (ﷺ) এর নিকটবর্তীই ছিলেন। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে এলেন। অতঃপর যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন, তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আনসারদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে (সম্মানার্থে) দাঁড়িয়ে যাও। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

قوموا إلى سيدكم এর ব্যাখ্যা: অর্থাৎ, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হও।' উদ্ধৃত হাদিসাংশের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন-

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী قوموا إلى سيدكم এর অর্থ- হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও। বাক্যটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদিসবিশারদদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. কতিপয় আলেম বলেন, উক্ত বাক্য দ্বারা হজরত সা'দ (রা.) এর সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা পিতা-মাতা, শিক্ষক বা কোনো নেতৃত্বান্বীত লোকের জন্য দাঁড়ানো জায়েজ। যেহেতু হজরত সা'দ (রা.) নেতৃত্বান্বীত লোক ছিলেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। যেমন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিস- **فإذا قام قمنا حق نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه**
২. মেরকাত গ্রন্থকার এ হাদিসসংশ্লিষ্ট প্রকৃত ও সহিহ অর্থ- করেছেন, যা ব্যাকরণগত দিক থেকেও বিতর্ক। আর তা হচ্ছে, হজরত সা'দ খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে গাখায় আরোহণাবস্থায় মসজিদে নববির দিকে আসছিলেন। গাখা হতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে, তাই তাঁর সাহায্যের জন্য নবি করিম (সা.) আনসারদেরকে উঠতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قيام এর প্রকারভেদ :

قيام শব্দটি فعال এর ওজনে বাবে **ينصر نصر** থেকে আসল। এর অর্থ- দণ্ডায়মান হওয়া। ছান ও কালভেদে قيام করেন প্রকার হতে পারে। যথা-

১. قيام للتعظيم তথা কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন-পিতা মাতার সম্মানার্থে দাঁড়ানো এটা জায়েজ। **وكان اذا دخلت فاطمة عليه قام اليها فاخذ بيده**
২. قيام الاستقبال শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, অষ্টিনন্দন ও অন্তর্ঘর্ষনা জ্ঞাপনার্থে দাঁড়ানো।
৩. قيام الاستعانة কারো সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। এটা জায়েজ ও পুণ্যের কাজ। যেমন-হাদিস শরীফে এসেছে- **قوموا إلى سيدكم أي لاعنائة سيدكم**
৪. قيام لزيارة القبور কবর বিদ্যারণের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া এটা জায়েজ।
৫. قيام للميت মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কোন কোন ইমামের মতে বৈধ।
৬. قيام للمحبة কারো প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন-হজরত রসূলুল্লাহ (সা.) ফাতেমা (রা.) কে দেখে দণ্ডায়মান হতেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ق- ر- ب- القرب আসন্নতা ক্রম বাব اسم فاعل واحد مذكر هياح: قريب

জিনস صحيح অর্থ- নিকটবর্তী।

الانصار: اسم كصحن، انصار الناصر অর্থ- সাহায্যকারীসমূহ।

قوموا القيام আসন্নতা ক্রম বাব امر حاضر معروف جمع مذكر حاضر هياح: قوموا

জিনস واوي أجنوف ق- و- م

سيد: انصار، كصحن، سادات اسياح: নেতা, সর্দার।

হাদিস: ৬৬:

٦٩- عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: যজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তিকে তার কসার স্থান হতে উঠিয়ে দিলে পরে তথায় বসে না পড়ে। বরং তোমরা (চেষ্টা চেষ্টা করে) জায়গা প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে দাও। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এই ব্যাখ্যা: রসূলে করিম (ﷺ) আলোচ্য হাদিসে মজলিসে কসার আদব বা

শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলেছেন- لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ

تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তিকে তার কসার স্থান হতে উঠিয়ে দিলে পরে তথায় বসে

না পড়ে। বরং তোমরা (চেষ্টা চেষ্টা করে) জায়গা প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে দাও। রসূলে করিম (ﷺ) এর এজন্য

কসার কারণ দ্বিধারূপ হতে পারে। যথা-

১. মনঃকষ্টের কারণ হওয়া: পূর্ব থেকে কসার ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিজে কসার উচ্চ ব্যক্তির মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে, যা মারাত্মক অপরাধ।
২. অধিকার হরণ: পূর্ব থেকে উপবিষ্ট ব্যক্তি উচ্চ আসনের অধিকতর হকদার। তাকে উঠিয়ে দিলে তার অধিকার হরণ করা হয়। যেমন রসূলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

من قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به

৩. ইহসান ও সহানুভূতি প্রদর্শন: উক্ত লোকটিকে না উঠিয়ে স্থানটিকে প্রশংসা করে সকলে সেখানে বসলে উক্ত লোকটির প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। এজন্য রসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন-

وَلَكِنْ تَفْسُخُوا وَتَوَسَّعُوا

৪. আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ: মজলিস প্রশংসকরণ সংক্রান্ত মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণে রসূলে করিম (ﷺ) এ কথাটি বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسُخُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسُخُوا يَفْسُخِ اللَّهُ لَكُمْ} [المجادلة: ১১]

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে কলা ঘর তোমরা মজলিসের মধ্যে আয়না প্রশংসা কর তখন তোমরা তা করবে। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের আয়না প্রশংসা করে দিবেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التفسح আসদার তফল বাব امر حاضر معروف বাহা جمع مذکر حاضر : تفسحوا
 অর্থ- তোমরা প্রশংসা কর।
 - ف - স - ম - ح

التوسع আসদার তফল বাব امر حاضر معروف বাহা جمع مذکر حاضر : توسعوا
 অর্থ- তোমরা বিস্তৃত করে দাও, স্থান করে দাও।
 - و - স - ع

হাদিস-৭০:

٧٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ عَجَلِيهِ
 ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের বসার স্থান হতে জরুরি যাবে; অত্যন্ত পুনরায় ফিরে আসবে, তবে সে ঐ স্থানে বসার অধিক হকদার। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-৭১:

٧١- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِئَلَّا يَكُنْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ)

الكسوة نصر ينصر باب نفي جحد بلم معروف باهاح واحد مذكر غائب : لم يكس
 ماکاه و - س - ك - ن جينس ناقص واوي جينس ك - س - و

হাদিস-৭৫:

٧٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا
 حَوْلَهُ فَمَامَ فَأَرَادَ الرَّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَحْتَوِي عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ (رَوَاهُ أَبُو
 دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোথাও বসতেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসে যেতাম। আর যখন তিনি উঠে সাঁড়াতেন এবং পুনরায় কিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন ধীরে জুতা বা নিজের পরিধের কোন বস্তু খুলে রেখে যেতেন। এতে তাঁর সাহাবিগণ বুঝতেন যে, তিনি কিরে আসবেন, ফলে তারা ঘ-ঘ স্থানে বসে থাকতেন। (আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الرجوع : ইহা বাব ضرب এর মাসদার অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা।

النزع ماسদার فتح يفتح باب اثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مذكر غائب : نزع
 মাকাহ - ن - ز - ع জিনস صحيح অর্থ- সে খুলে রাখল।

الثبوت نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف ماضي جمع مذكر غائب يثبتون
 মাকাহ - ث - ب - ت জিনস صحيح অর্থ- তারা অবস্থান করত, স্থির থাকত।

হাদিস-৭৬:

٧٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ
 أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবুদুদ্রাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় দু'জন লোকের মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত পৃথক করে দেয়া। (দু'জনের মাঝখানে বসা)। (ইমাম তিরমিযি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يفرق باب اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب : হিগাহ বাব اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب : يفرق سے ব্যাখ্যান সৃষ্টি করে।
صحيح ابن ماجة - ف - ر - ق

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু সূরাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه): হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একজন প্রখ্যাত সাহাবি হলেন হজরত আবু সূরাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه)। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ বা আবু আবদুর রহমান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আল আস। তাঁর পিতার নাম আমর ইবনুল আস। মাতার নাম রীতা। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করে পিতা-পুত্র একই সাথে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি একই সাথে হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিত, বিখ্যাত সেনানায়ক ও প্রখ্যাত কূটনৈতিক ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিশেষ আবিদ। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রাখতেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ছয়শতের অধিক। তিনি নিজে হাদিস সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলেন। যার নাম "সাদিকাহ"। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৭২ বছর বয়সে ৬৫ হিজরিতে মিসরের "কুসতাত" নগরীতে ইজ্তিকাল করেন।

হাদিস-৭৭:

۷۷- عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا يَأْذُنِيهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আমর ইবনে শুয়াইব (رضي الله عنه) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তির মাঝে বসো না। তবে তাদের অনুমতি নিয়ে বসতে পার। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-৭৮:

۷۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا فَيَأْمُرُ حَتَّى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بُيُوتِ أَرْوَاجِهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে মসজিদে নববীতে বসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা (বীনি বিষয়ে) করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম। এতদূর পর্যন্ত যে, আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন। (ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المسجد - অর্থ- সিজদার স্থান, السجود বাসনার نصر ينصر বাব اسم ظرف বাহা واحد হিলাহ : المسجد এখানে মসজিদে নববি উদ্দেশ্যে।

الرؤية - অর্থ- আসনার فتح يفتح বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহা جمع متكلم হিলাহ : فرى মাঝাহ ر- - ৬- - ي مركب জিনস

الأزواج - অর্থ- স্ত্রীসমূহ, زوج একবচন, اسم

হাদিস-৭৯:

٧٩- عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَرَحَّجَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَرَحَّجَ لَهُ (رَوَاهُ التَّبَهَاتِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ওয়াইলাহ ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করল, তখন তিনি মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার বসার জন্যে একটু সরে বসলেন। লোকটি বললো, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! এ স্থানে তো প্রশস্ততা রয়েছে। হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব হলো, যখন সে তার কোন মুসলমান ভাইকে দেখবে, তখন সে যেন তার বসার জন্যে কিছুটা সরে বসে। (হাদিসটি ইমাম বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الترحح - অর্থ- আসনার تفعلل বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহা واحد مذکر غائب হিলাহ : ترحح অর্থ- সে স্থান পরিবর্তন করল।

الرؤية - অর্থ- আসনার فتح يفتح বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহা واحد مذکر غائب হিলাহ : رأى অর্থ- সে দেখল।

তারকিব: **إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً**

শবে হল متعلق مجرور ۛ جار، مجرور হল المكان في حرف جار، ان حرف مشبة بالفعل
 شبة হল خبر ان مقدم হয়ে شبة جملة متعلق فاعل তার شبة فعل । এর সাথে فعل
 سعة উহা হল جملة اسمية متعلق خبر اسم আর ان তার اسم হয়েছে । পরিশেষে ان

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন্ প্রকারের দাঁড়ানো হারাম?

ক. সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ান ।

খ. স্নেহ প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ান ।

গ. আজমীদের মত সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ।

ঘ. প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের জন্য দাঁড়ান ।

২. কোন সম্মানী ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানোর হুকুম কী ?

ক. জায়েজ ।

খ. মানদুব ।

গ. মুস্তাহাব ।

ঘ. সুন্নাত ।

৩. ماسدالقيام হতে গঠিত আমরের ছিগাহ কোন্টি ?

ক. قم

খ. تقم

গ. أقام

ঘ. أقوم

৪. মজলিসে কোন ব্যক্তির বসার স্থান কতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকবে ।

ক. বর্তমান বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত

খ. সকলের উপস্থিতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত

গ. মজলিস পুরোপুরি সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত

ঘ. অন্য কেউ সেখানে না বসা পর্যন্ত ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

নোয়াপাড়া গ্রামে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রাজ্ঞ আলেম মাওলানা ফরিদ উদ্দীনের নাম শুনে দূর-দূরান্ত হতে
 হাজার হাজার মানুষ ওয়াজ শোনার জন্য জমায়েত হল । মাওলানা সাহেব ওয়াজ আরম্ভের পূর্বে ময়দানের
 চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের ময়দানে বসার স্থান করে দেয়ার জন্য মাঠে বসালোকদিগকে অনুরোধ
 করলেন ।

৫. দাঁড়ানো লোকদের জায়গা করে দিতে উপবিষ্ট লোকদের জন্য শরিয়তসম্মত করণীয় হচ্ছে-

- i. সকলের সামনে দিকে এগিয়ে চেপে বসা।
- ii. সামনে জায়গা করে দিতে সকলের পেছনের দিকে চেপে বসা।
- iii. মজলিশের যে কোন একপাশে সকলের চেপে বসা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

৬. দাঁড়ানো লোকদের জন্য কোনটি উচিত?

- ক. নিঃশব্দে সামনের দিকে এগিয়ে খালি জায়গায় বসা।
- খ. নিরবে দাঁড়িয়ে আগের মত ওয়াজ শোনা।
- গ. সামনে জায়গা করে দেওয়ার জন্য বসা লোকদের অনুরোধ করা।
- ঘ. পেছনে খালি জায়গা দেখে বসে পড়া।

৭. قوموا إلى سيدكم হাদিসাংশে আনসারদের দাঁড়াতে আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল-

- i. নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- ii. তিনি আহত ছিলেন, তাই তার সেবা করা।
- iii. নেতার সম্মুখে নিয়ম মাসিক সর্ব সাধারণের দাঁড়িয়ে থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আশিক ও আকাশ দুই বন্ধু বসে ইসলামের শরিআত সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের শিক্ষক জসিম উদ্দিন সেখানে উপস্থিত হলেন। শিক্ষককে দেখে দুই বন্ধু সরে গিয়ে বসতে দিতে চাইল। শিক্ষক তাদের বললেন, এখানে যথেষ্ট বসার স্থান রয়েছে। তোমাদের সরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

(ক) হজরত সাদ কোন যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন?

(খ) ولكن تفسحوا و توسعوا হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখ।

(গ) শিক্ষকের উপস্থিত হওয়ার কারণে বসার স্থান ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

باب العطاس والتثاؤب

হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা অধ্যায়

হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা মানুষের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক দুটি কারণ। হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তাও দূর হয়ে পক্ষান্তরে হাই তোলা সাধারণত অবসাদ ও অসুস্থতাজনিত কারণে হয়ে থাকে। হাঁচি দেয়া ও হাইতোলায় সময় কারণীয় কী? সে সম্পর্কে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারব। হাঁচির উত্তর প্রদান করার অনেক কক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। হাঁচির জ্বাব দানের মাধ্যমে সওয়াব লাভের সঙ্গে সঙ্গে পারম্পারিক কল্যাণ কামনাসহ হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। হাঁচি দেয়া ও হাইতোলায় স্নাত্ত তরিকাসমূহ হাদিসের আলোকে জানা অপরিহার্য।

হাদিস-৮০:

۸۰- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرَحِمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّهُ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْرُكْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاؤَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (رواه البخاري وفي رواية مسلم فإن أحدكم إذا قال ما ضحك الشيطان منه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় الله الحمد বলে তখন প্রত্যেক মুসলমান, যে তা শুনে, তার يرحمك الله বলা কর্তব্য (স্বপ্রাণিত) হয়ে যায়। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে বেন সাধ্যমত তা প্রতিহত করে। কেননা, তোমাদেরকেই যখন হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) মুসলিম শরিকের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যা করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العطاس : বাবে ضرب يضرب এর মাসদার, অর্থ- হাঁচি দেয়া।

التثاؤب : تفاعل ماضى معروف معروف واحد مذكر غائب : হিলাহ
অর্থ- সে হাই তুলল।

الحمد : ইয বাবে يسمع يسمع এর মাসদার, অর্থ- প্রশংসা করা।

তারকিব: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ**

আর ضمير هو فاعل আর فعل يجب, اسم ان হল لفظ الله ان আর حرف مشبة بالفعل
আর خبر ان হয়ে جمله فعلية মিলে মفعول ও فاعল তার فعل এবার مفعول হল عطاس
পরিশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে اسمية جمله হল।

হাদিস-৮১:

۸۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَسْوَأُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ
وَيُصَلِّحْ بِأَلْحَمِّكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত মুসুলাহ (رضي الله عنه) ইয়াশাদ করেন, যখন তোমাদের
কারো হাঁচি আসে, তখন সে যেন, “আলহামদুলিল্লাহ” বলে এবং তার ভাই অথবা বন্ধু যেন “ইয়াহাম্মুকালাহ”
বলে। যখন উত্তরদাতা “ইয়াহাম্মুকালাহ” বলে, তখন হাঁচিদাতা যেন বলে, “ইয়াহাদিকুমুলাহ ওয়া ইউসলিহ
বালহাম্ম ۱০ (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الأنفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

যাঙ্গদার অফাল বাব অথাৎ فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : يصلح
সে সংশোধন করে। -ص -ل -ح সাক্বাহ الاصلاح

হাদিস-৮২:

۸۲- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَتْ
أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُسَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ هَذَا وَلَمْ تُسَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِيدُ اللَّهِ وَلَمْ
تُحْمَدِ اللَّهَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১. সনদ প্রাঙ্গসো আপ্রাঙ্গর জন্না।

২. আপ্রাঙ্গর তব্বালা তেব্বালাক প্রক্তি সনদ যেন।

৩. আপ্রাঙ্গর তব্বালা তেব্বালাক হিদায়াতের পথে রাখুন এবং তেব্বালাক অবস্থা সংশোধন করুন।

অনুবাদ: হজরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সামনে হাঁচি দিল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন। কিন্তু অপরজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন লোকটি বলল, যে আল্লাহ তাআলার রসূল! আপনি এ ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এ লোকটি (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করল; কিন্তু তুমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করনি। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

শ-ম-ত-মাফাহ তفعيل বাف نفي جحد بلم معروف باهاح واحد مذكر حاضر حياح : لم تشمت
জিনস صحيح অর্থ- সে হাঁচির উত্তর দেয় নি।

হাদিস-৮৩:

৮৩- عَنْ أَبِي مُؤْمِنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُسَمَّتُوهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু মুসা আশআরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে, তবে তোমরা তার জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলবে। আর যদি সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা না করে, তবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলে জবাব দেবে না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি কর্বনা করেছেন)।

হাদিস-৮৪:

৮৪- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرَحْمَتِكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَرْكُومٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ مَرْكُومٌ)

অনুবাদ: হজরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যে তিনি হজরত নবি করিম (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট হাঁচি দিল। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) লোকটির হাঁচির জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” (আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন) বললেন। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। তখন হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি কর্বনা করেছেন। তিরমিযি শরীফের এক কর্বনার আছে যে, রসূল (ﷺ) তৃতীয়বার হাঁচির সময় বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ز - ك - م - যাক্কাহ الزكوم যাক্কাহ نصر ينصر বাব اسم مفعول বাযাহ واحد مذکر হিগাহ : مزكوم
জিনস صحيح অর্থ- কক, সর্দিতে আক্রান্ত।

হাদিস-৮৫:

٨٥- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
تَقَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى قِمِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে সেবেন দ্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা হাই তোলার সময় শয়তান মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الامساك যাক্কাহ الامساك বাব امر غائب معروف বাযাহ واحد مذکر غائب হিগাহ : ليمسك
জিনস صحيح অর্থ- সে যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

م - س - ك - ফম
ইহা ফামদ اسم একবচন, কহবচন افواه অর্থ- মুখ।

হাদিস-৮৬:

٨٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ عَطَى وَجْهَهُ
بِيَدِهِ أَوْ تَوْبِهِ وَعَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি দ্বীয় হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং উহার দ্বারা হাঁচির শব্দ নিচ্ রাখতেন। (ইমাম তিরমিযি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

عَضَّ بِهَا صَوْتَهُ এর মর্মার্থ: উক্তিটির অর্থ হলো- রসূল (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি হাঁচির আওয়াজকে সংযত করতেন। কেননা, হাঁচির বিকট আওয়াজ যদি সংযত না করা হয় তবে তা

মজলিসের লোকের মধ্যে বিরক্তির কারণ হতে পারে। অপরের কাজের স্বাভাবিক গতিও যেমতে যেতে পারে। তাছাড়া নাক-মুখ থেকে নির্গত শ্বেতা ও কফ অপরের ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে। যদি হাঁচির আওয়াজ স্বাভাবিক রাখা হয় তাহলে হঠাৎ কেউ আঁতকে উঠবে না এবং বিরক্তি বা ঘৃণারও কোন কারণ থাকবে না। বলা বহুশ্রু, এসব সমস্ত কারণেই রসূল (ﷺ) হাঁচির সময় আওয়াজ সংবত রাখতেন।

হাঁচির উত্তর দেওয়ার হুকুম: হাঁচির উত্তর দেওয়ার হুকুম হলো- হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার উত্তরে শ্রোতাকে বলতে হয় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। হাঁচির উত্তর দেওয়া ওয়াজিব না সূন্নাত তা নিয়ে আলোচনের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, হাঁচির উত্তর দেওয়া ওয়াজিবে কেফায়। সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে চলবে। কেউ না দিলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন হাদিস শরীফে আছে-
وَلِيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
২. ইমাম শাফেরি রহ. এর মতে, হাঁচির উত্তর দেওয়া সূন্নাতে কেফায়। তবে সকলের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব।
৩. ইমাম মালেক রহ. থেকে সূন্নাত ও ওয়াজিব উভয় বস্তুই পাওয়া যায়।
৪. কেউ কেউ বলেন, হাঁচির উত্তর দেওয়া ফরজে আইন।

হাদিস-৮৭:

৮৭- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়াশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে, "الحمد لله على كل حال" (সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা)। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দেবে সে যেন বলে يرحمك الله (আল্লাহতোমার উপর দয়া করুন)। অন্তর্গত হাঁচিদাতা যেন (পুনরায়) বলে يهديكم الله ويصلح بالكم (আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন একই তোমার অবস্থা ভালো করুন)। (ইমাম তিরমিযি ও দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

يهدي : হিগাহ বাহাছ معروف و واحد مذکر غائب
 يهدي : হিগাহ বাহাছ معروف و واحد مذکر غائب
 يهدي : হিগাহ বাহাছ معروف و واحد مذکر غائب
 يهدي : হিগাহ বাহাছ معروف و واحد مذکر غائب

الإصلاح ماسدائر أفعال باب اثبات فعل مضارع معروف باها واحد مذكر غائب : يصلح
 মাফায হ-ল-স জিনস صحيح অর্থ- সে সংশোধন করবে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) : হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) এর পূর্ণমান আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যাইদ আল আনসারি আল খাজরাজি। তিনি হজরত আলি (رضي الله عنه) এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৫১ হিজরিতে কুসতুনতুনীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) হিজরতের পর প্রথমে তার বাড়ীতে অবস্থান করেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনি তুকা বাদশার বংশধর ছিলেন।

হাদিস-৮৮:

٨٨- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمْ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو
 دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু মুসা আশআরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদিগণ হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট এসে এ আশা করে ইচ্ছাপূর্বক হাঁচি দিত, যেন তিনি তাদের জন্য দোআ করে বলেন, يرحمكم يهديكم الله (আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন يهديكم الله (আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করুন। (ইমাম তিরমিডি এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ينصر نصر ماسدائر أفعال باب اثبات فعل مضارع معروف جمع باها واحد مذكر غائب : يرجون
 নাকস বাوي জিনস ناقص - ج - و মাফায الرجاء

৪৯- عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا أَنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত হেলাল ইবনে ইয়াসাক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমরা হজরত সালেম ইবনে ওবায়দ (رضي الله عنه) এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং বলল, السلام عليكم (তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপরেও সালাম) এতে লোকটি মনে ব্যথাপেল। তখন হজরত সালেম (رضي الله عنه) বললেন, আমি তো এটা আমার নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং হজরত নবি করিম (ﷺ) বা বলেছেন তা-ই বলেছি। যখন জনৈক ব্যক্তি নবির সামনে হাঁচি দিল এবং বলল, السلام عليكم তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, عليك (তোমার এবং তোমার মায়ের উপরেও সালাম)। তিনি আরো বললেন, যখন তোমাদেরকেই হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে, الحمد لله رب العالمين (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য)। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দেবে সে যেন বলে, يرحمك الله (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। হাঁচি দাতা পুনরায় যেন বলে, يغفر الله لي ولكم (আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করুন)। (ইমাম তিরমিযি এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ماذاهم القول من نصر ينصر نفى جحد بلم معروف باحد متكلم هـ : لم أقل
أجوف واوي و- ل- ق- و- ل- আমি বলিনি।

يرد نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف باحد مذکر غائب : هياح اح
 الرد ماكداه د-د-د بيس لثلاثي مضاعف ثلاثي ارب- سه جباب سهبه با سههت سهبه ।

হাদিস-৯০:

۹۰- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَمِتَ الْعَاطِسُ
 ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَإِنْ شِمْتَ فَشِمَّتَهُ وَإِنْ شِمْتَ فَلَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত উবায়দ ইবনে রিফাআহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। তিনবার
 পর্বত হাঁচিনাতার জবাব দাও। যদি তিনবারের চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে যদি তুমি চাও, তার জবাব দিতে
 পার। আর যদি ইচ্ছা কর, জবাব নাও দিতে পার। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি
 বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

হাদিস-৯১:

۹۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شِمْتُ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زَكَامٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ
 لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের হাঁচির তিনবার জবাব
 দাও। যদি সে এর চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে (খরে নিতে হবে যে) এটা সর্দি-কাশির ব্যাধি। (ইমাম আবু
 দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, আমি বতটুকু জানি, হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)
 হাদিসটি হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে মারকু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-৯২:

۹۲- عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي جَنْبٍ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ
 عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَتَبَسَّ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত নাকে' রহ. হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর পাশে হাঁচি
 দিয়ে বলল, الحمد لله والسلام على رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এক হজরত
 রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম।) ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, আমিও বলছি الحمد لله والسلام على رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এক হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম।) ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, আমিও বলছি الحمد لله والسلام على رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এক হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম।)

رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম)। কিন্তু বিধান এইরূপ নয়। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা বলি, الحمد لله على كل حال (সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্যে)। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি সংকলন করেছেন।)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الثاؤب শব্দের অর্থ কি ?

ক. হাসি দেয়া।

খ. হাঁচি দেয়া।

গ. ফ্রন্দন করা।

ঘ. হাই তোলা।

২. হাঁচির দাতা আল হাম্দুলিল্লাহ বললে শ্রবণকারী জবাব কী বলবে ?

ক. یرحمك الله

খ. یغفرک الله

গ. یرحمک الله

ঘ. یشفیک الله

৩. হাঁচির জবাব দেয়ার হুকুম কী ?

ক. ওয়াজিবে কিফায়া

খ. মানদূব

গ. মাকরুহ

ঘ. মুবাহ।

৪. কোনটি হাই তোলার আদব ?

ক. যথা সম্ভব চক্ষু বন্ধ করতে হবে।

খ. যথা সম্ভব মুখ বন্ধ করতে হবে।

গ. যথা সম্ভব নাসিকা বন্ধ করতে হবে।

ঘ. যথা সম্ভব হস্ত সঞ্চালন প্রতিরোধ করতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বুশরা ও কাশফা দু'বোন বিকেলে বাসার ছাদে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ বুশরার হাঁচি এসে সে হাঁচি দিয়ে বলল, 'আলহামদু লিল্লাহ'। কাশফা কিছুই না বলে গল্প চালিয়ে যেতে লাগল। বুশরা বলল, কী তুমি কিছু বললে না কেন? কাশফা বলল, কী বলব?

৫. কাশফা শরিয়তের কোন বিধানটি লংঘন করল?

ক. ফরজ

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত

ঘ. মুত্তাহাব

৬. কাশফা হাঁচির উত্তর দিলে বুশরাকে কোন দোআটি বলতে হতো?

- ক. يهديكم الله ويصلح بالكم খ. يغفر الله لنا ولكم
 গ. صلى الله على النبي وآله وسلم ঘ. جزاكم الله خير الجزاء

৭. কারো হাই তোলার ভাব হলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ-

- i. মুখ দিয়ে শয়তান শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।
 ii. হাই তোলা দেখে শয়তান হাসে।
 iii. হাই তোলা দেখে ক্রন্দন করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আবরার ও আসলাম দু'জন সহপাঠি। মসজিদে বসে তারা নামাজের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করছিল। এর মাঝে হঠাৎ আবরার হাঁচি দিয়ে বলল, عليك وعلى أمك এটা শুনে আসলাম বলে উঠল এতে আবরার খুব কষ্ট পেল। মসজিদ থেকে বের হয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা বাক-বিতণ্ডা হলো তারপর কথা বন্ধ। পরদিন হাদিস শিক্ষার ক্লাসে এসে আসলাম বিষয়টি শিক্ষকে জানাল। শিক্ষক মহোদয় তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিয়ে বললেন, “ইসলাম কল্যাণের ধর্ম, পরম্পরের কল্যাণ কামনাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।”

- (ক) হাঁচিদাতা الحمد لله বলতে প্রত্যুত্তরে কী বলতে হয়?
 (খ) হাই তুললে শয়তান খুশী হয়। কথাটির ব্যাখ্যা কর।
 (গ) আবরারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামি বিধান দলিলসহ ব্যাখ্যা কর।
 (গ) হাঁচির বিধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহোদয়ের উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

باب الضحك

হাসি সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের উপহাসের হাসিকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু মুমিনদের মুচকি হাসির কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ হাসি, মুচকি হাসি ও অট্টহাসি নামে বিভিন্ন ধরনের হাসি থাকলেও বিশেষ করে হজরত নবি করিম ﷺ এর হাসির ধরন কেমন ছিল তা হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। অট্টহাসি অমঙ্গলের কারণ, কোন ভদ্র ও জ্ঞানীলোক এরূপভাবে হাসতে পারে না। পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি নবি-রসূল ও বুজুর্গদের স্বভাব, তথা সুল্লাত।

হাদিস-৯৩:

۹۳- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ)কে কখনো এমনভাবে অট্টহাসি অবস্থায় দেখিনি, যাতে তাঁর জিহবার মূল অংশ দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকিহাসি হাসতেন। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ضحك و تبسم এর মধ্যে পার্থক্য:

১। ضحك শব্দটি বাব سمع يسمع এর মাসদার, অর্থ- সাধারণ হাসি, পক্ষান্তরে, التبسم শব্দটি বাবে تفعل এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- মুচকি হাসি।

২। পরিভাষায়- দাঁত দেখিয়ে শব্দ করে হাসাকে ضحك বলা হয়। এ হাসিতে গণ্ডদেশ ও কপালে কিছুটা ভাঁজ পড়ে। চোখের কোণ সংকুচিত হয়। এটা মধ্যম ধরনের হাসি। পক্ষান্তরে, تبسم বলা হয় সামান্য হাসিকে, যাতে কোনো শব্দ নেই। মুখমণ্ডল ও চেহারায় হাসির ভাব পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়, তবে দাঁত দেখা যায় না।

৩। আওরাজ্জ করে হাসা কোনো ছদ্ম বা ছানী লোকের উচিত নয়। এরূপ হাসি অমঙ্গলের লক্ষণ। পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি সুন্নাত। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ প্রকার হাসি হাসতেন। হাদিসে এসেছে- **وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم.**

৪। **أمر ضحك** এর কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, **تبسم** এর কারণে নামাজ নষ্ট হয় না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الرؤية হাসদার **فتح يفتح** বাব **نفي فعل ماضى معروف** বাবা **واحد متكلم** হিগাহ : **ما رأيت**
 সাক্ষাহ **ي-ء-ر** জিনস অর্থ- আমি দেখিনি।

ج-م-ع হাসদার **الاستجماع** বাবা **اسم فاعل** বাবা **واحد مذكر** হিগাহ : **مستجمعا**
 জিনস **صحيح** অর্থ- একত্রকারী, এখানে অষ্টহাসিদাতা।

طوات : বহুবচন, একবচন **طوا** অর্থ- জিহ্বায়ুল।

التبسم হাসদার **تفعل** বাব **اثبات فعل مضارع** معروف বাবা **واحد مذكر غائب** হিগাহ : **يتبسم**
 সাক্ষাহ **ب-س-م** জিনস **صحيح** অর্থ- তিনি মুচকি হাসছেন।

হাদিস-১৪:

۹۱- **عَنْ جَبْرِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন হতে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি, তখন হতে হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাকে কখনো (তার কাছে আসতে) বাঁধা দেননি। আর যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, তখন মুচকি হাসতেন। (ইয়ায বুখারি ও মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نصر হাসদার **ينصر** বাব **نفي فعل ماضى معروف** বাবা **واحد مذكر غائب** হিগাহ : **ما حجبني**
 সাক্ষাহ **ح-ج-ب** জিনস **صحيح** অর্থ- আমাকে বাঁধা দেয়নি।

الرؤية ماسداه فتح يفتح باب نفي فعل ماضى معروف باسما واحداً مذكر غائب : لا واني

মাসদাহ যি - ১ - ২ - ৩ - ৪ - ৫ - ৬ - ৭ - ৮ - ৯ - ১০ - ১১ - ১২ - ১৩ - ১৪ - ১৫ - ১৬ - ১৭ - ১৮ - ১৯ - ২০ - ২১ - ২২ - ২৩ - ২৪ - ২৫ - ২৬ - ২৭ - ২৮ - ২৯ - ৩০ - ৩১ - ৩২ - ৩৩ - ৩৪ - ৩৫ - ৩৬ - ৩৭ - ৩৮ - ৩৯ - ৪০ - ৪১ - ৪২ - ৪৩ - ৪৪ - ৪৫ - ৪৬ - ৪৭ - ৪৮ - ৪৯ - ৫০ - ৫১ - ৫২ - ৫৩ - ৫৪ - ৫৫ - ৫৬ - ৫৭ - ৫৮ - ৫৯ - ৬০ - ৬১ - ৬২ - ৬৩ - ৬৪ - ৬৫ - ৬৬ - ৬৭ - ৬৮ - ৬৯ - ৭০ - ৭১ - ৭২ - ৭৩ - ৭৪ - ৭৫ - ৭৬ - ৭৭ - ৭৮ - ৭৯ - ৮০ - ৮১ - ৮২ - ৮৩ - ৮৪ - ৮৫ - ৮৬ - ৮৭ - ৮৮ - ৮৯ - ৯০ - ৯১ - ৯২ - ৯৩ - ৯৪ - ৯৫ - ৯৬ - ৯৭ - ৯৮ - ৯৯ - ১০০

হাসিন-৯৫:

৯০- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاةٍ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَأَنَّهُ يَتَحَدَّثُونَ قِيَاخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيُضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم وفي رواية للترمذي يتناشدون الشعر)

অনুবাদ: হজরত জাবির ইবনে সামুরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) যে স্থানে কজরের নামাজ আদায় করতেন, সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত সে স্থান হতে উঠতেন না। অতঃপর যখন সূর্য উদিত হত, তখন তিনি উঠতেন। এ সময় সাহাবিগণ জাহেলি যুগের কাজ-কর্মের আলোচনা করে হাসতেন, আর হজরত রাসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) মুচকি হাসতেন। (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি শরিকের এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবিগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন)।

ব্যাখ্যা-বিপ্লবণ:

হাসির প্রকারভেদ: ইসলামি পরিভাষায় হাসি তিন প্রকার। যথা-

১। التبسم বা মুচকি হাসি: تبسم শব্দটি বাবে تفاعل এর মাসদার। ম - স - ব - মাসদাহ হতে গঠিত। অর্থ- মুচকি হাসি বা অল্প হাসি। এ হাসি মূলত সন্ত্রস্তের দু'পাটির দুটি করে দাঁত প্রকাশ করে মুখমণ্ডলে নিশ্চয় প্রফুল্লতার ভাব প্রকাশ করা। সমগ্র চেহারা এ হাসির প্রভাব প্রস্কুটিত হয়ে ওঠে। এরূপ হাসি সূরাত। মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (صلى الله عليه وسلم) নিজে এরূপ হাসি হাসতেন।

২। الضحك বা সাধারণ হাসি: ضحك শব্দটি বাবে يسمع এর মাসদার। অর্থ- সাধারণ হাসি। পরিভাষায়- ضحك হচ্ছে- বিযুক্ত হয়ে দাঁত প্রদর্শন করে হৃদু শব্দে প্রফুল্লতা প্রকাশকে হাসি। পরিভাষায়- ضحك হচ্ছে- বিযুক্ত হয়ে দাঁত প্রদর্শন করে হৃদু শব্দে প্রফুল্লতা প্রকাশকে হাসি বলে। এ ধরনের হাসিতে দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়, গলাদেশ ও কপালে কিছুটা ভাঁজ পড়ে এবং চোখের কোণ সংকুচিত হয়, আর মোটামুটি শব্দও হয়। এরূপ হাসি জায়েজ হলেও জ্ঞানী গুণীদের জন্য শোভনীয় নয়।

৩। **الفهنة** বা **অট্টহাসি** : **فَهْنَةٌ** শব্দটি বাবে **فعللة** এর মাসদার। উচ্চতরে জিহ্বামূল প্রকাশ করে প্রস্তুততা প্রকাশ করাকে **فَهْنَةٌ** বা **অট্টহাসি** বলে। একরূপ হাসির দ্বারা মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়, আর চেহারার উজ্জ্বলতাও বিনষ্ট হয়। এ ধরনের হাসি শরিয়তের দৃষ্টিতে অনুচিত ও পরিহারযোগ্য।

যে প্রকার হাসি উত্তম :

উপরোক্ত তিন প্রকার হাসির মধ্যে **نَبَسْمٌ** তথা মুচকি হাসি উত্তম। এটা সুস্বাদুও বটে। কেননা হজরত রসূলে করিম (সা.) মুচকিহাসি হাসতেন। সুতরাং ইহাই উত্তম হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التحدث মাসদার **تفعل** বাব **اثبات** فعل **مضارع** معروف **مضارع** বাযাহ **جمع** **مذكر** **غائب** : **يتحدثون**
মাসদার **صحیح** জিনস **ح - د - ث** মাদ্দাহ তঁারা কথাবার্তা বলছেন।

سمع মাসদার **يسمع** বাব **اثبات** فعل **مضارع** معروف **مضارع** বাযাহ **جمع** **مذكر** **غائب** : **يضحكون**
মাসদার **صحیح** জিনস **ض - ح - ك** মাদ্দাহ হাসছেন।

التناشد মাসদার **تفاعل** বাব **اثبات** فعل **مضارع** معروف **مضارع** বাযাহ **جمع** **مذكر** **غائب** : **يتناشدون**
মাসদার **صحیح** জিনস **ن - ش - د** মাদ্দাহ তারা আবৃত্তি করছেন।

হাসিদ-৯৬:

৯৬- **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ نَبَسًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه الترمذي)**

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস ইবনে হারিআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়ে অধিক মুচকিহাসি হাসতে কাউকে দেখিনি। (ইহাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

كثرت - **كثرت** মাসদার **يكرم** বাব **اسم** **تفضيل** বাযাহ **واحد** **مذكر** : **أكثر**
জিনস **صحیح** জিনস **ك** মাদ্দাহ সর্বাধিক।

রাবি পরিচিতি :

হজরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান (رضي الله عنه): হজরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান আল আনসারি শুরুত্বপূর্ণ সাহাবীদের অর্ধবৃত্ত ছিলেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন। আবু সায়িদ খুদরি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২৩ হিজরিতে ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হজরত উমার (رضي الله عنه) তার নামাযে জানাজা পড়ান।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. التيسم শব্দটি কোন বাবের মাছদার?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب تفاعل

ঘ. باب إفعال

২. নামাজের মধ্যে কোন প্রকার হাসিতে অজু ও নামাজ উভয়টি নষ্ট হয়।

ক. الضحك

খ. القهقهة

গ. التيسم

ঘ. التكلم

৩. يتناشدون শব্দটির মূল অক্ষর কী ?

ক. ت-ن-د

খ. ن-ش-د

গ. ت-ش-د

ঘ. ي-ن-ش

৪. মুসলমানের হাসিমুখ কীসের সমতুল্য?

ক. সাদাকার সমতুল্য।

খ. সালামের সমতুল্য।

গ. দোআর সমতুল্য।

ঘ. গুফরির সমতুল্য।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজমল সাহেব একজন জানী ও দ্বন্দ্বী ব্যক্তি। তিনি সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। সব সময় তার মুখমস্ত হাস্যোজ্জ্বল দেখায়। তিনি বলেন যে, আমি গোমরা মুখে থাকলে যে ব্যক্তি আমার দিকে ডাকাবে,

তার মুখে মলিনতার ছাশ পড়বে। সুতরাং কেন আমি অন্যের মুখ মলিন করব?

৫. আজমল সাহেব কার চরিত্র অবলম্বনে হাস্যোচ্ছল থাকেন।

ক. হজরত বিলাল (ؓ) এর। খ. হজরত ওমর (ؓ) এর।

গ. হজরত আলি (ؓ) এর। ঘ. হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর।

৬. আজমল সাহেবের হাসি কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বলে তুমি মনে কর ?

ক. ফিলখিল হাসি। খ. অট্টহাসি।

গ. মুচকি হাসি। ঘ. তন্দন মিশ্রিত হাসি।

৭. অট্টহাসি হাসা ঠিক নয়। কেননা এতে-

i. অবকরণ শক্ত হয়।

ii. স্নানাতের খেলাফ হয়।

iii. মানুষের নিকট দৃষ্টিকটু হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮. সূজনশীল প্রশ্ন:

কারিমা ও তামান্না দু'বোন। রাতে পড়ার টেবিলে বসে তারা পন্ন করছিল। তাদের অট্টহাসিতে পাশের ককে তাদের মা জেগে উঠল। ঘুম হতে জেগে মা বলল, এভাবে হাসছে কেন? হাসির ব্যাপারে তোমাদের বইতে কি কিছু নেই?

(ক) রসূল (ﷺ) কোন প্রকারের হাসি হাসতেন?

(খ) بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ এর মধ্যে পার্থক্য কী? লেখ।

(গ) কারিমা ও তামান্নার হাসি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হাসি সম্পর্কে কারিমার মায়ের মন্তব্য বিজ্ঞারিত ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

بَابُ الْأَسْمَاءِ

নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায়

আব্রাহাম রাক্বুল আশামিনের নিরানকাইটি নাম অভিযয় সুন্দর ও অর্থবহ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ ﷺ এর নামও অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় এবং তাঁর সকল নাম ও উপাধিও অত্যন্ত অর্থবহ। সৃষ্টির সেরা মানুষের আকৃতি প্রকৃতিও সুন্দর। তন্মধ্যে উন্নতে মুহাম্মাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। তাই উন্নতে মুহাম্মাদির প্রতিটি মানুষের সুন্দর নাম রাখা অতীব জরুরি। মহানবি ﷺ হাদিস শরীফে সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সম্মান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অর্থবোধক নাম রাখা ইসলামের অন্যতম বিধান। তবে কাফির, মুশরিক ও কুখ্যাত পাপীদের নামানুসারে নাম রাখা নিষেধ। যে সব সাহাবির আপত্তিকর নাম ছিল মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুহাম্মদ ﷺ তা পরিবর্তন করে পুনরায় সুন্দর ও যথার্থ অর্থবোধক নাম রেখেছিলেন। নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ বিষয়ে হাদিসের আলোকে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

হাদিস-৯৮:

٩٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَوْا بِأَسْمَى وَلَا تَكْتَبُوا بِكُنْيَتِي - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদিন হজরত নবি করিম (ﷺ) বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল কাসেম। নবি করিম (ﷺ) তার দিকে তাকালেন। তখন লোকটি বলল, আমি এ লোকটিকে ডেকেছি। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে কুনিরাত রেখো না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী وَلَا تَكْتَبُوا بِكُنْيَتِي এর অর্থ- হলো, তোমরা আমার উপনামে কারো উপনামরেখো না। এ হাদিসের মর্মার্থের ব্যাপারে অর্থাৎ, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপনামে কারো উপনাম রাখা জায়েজ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১। ইমাম শাফেরি ও আহলে হাদিসদের মতে, আবুল কাশেম উপনাম রাখা বৈধ নয়, যদিও মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা বৈধ।
- ২। কিছু সংখ্যক হাদিস বিশারদ বলেন, এ হাদিসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগে কলবৎ ছিল, পরবর্তীকালে এটা রহিত হয়েছে। অতএব বর্তমানে আবুল কাশেম উপনাম রাখা বৈধ।
- ৩। ইমাম মালেক ও জুযহর ওলাযাহে কেয়াম বলেন, নবি করিম (ﷺ) এর সীবদশায় এটা বৈধ ছিল না, তার ইচ্ছেকালের পর তা বৈধ হয়ে গিয়েছে।
- ৪। কেউ কেউ বলেন, হাদিসের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানসূখ হয়নি, তেমনি এর দ্বারা হারামও বোঝানো হয়নি; বরং মাকরুহে তানজিহি বোঝানো হয়েছে।
- ৫। কেউ কেউ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা নবি করিম (ﷺ) এর যুগে ছিল। পরে এরূপ উপনাম রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা হজরত আলি (رضي الله عنه) খীর পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে হানিকার উপনাম আবুল কাশেম রেখেছিলেন।
- ৬। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে, একত্রে কারো নাম মুহাম্মদ ও আবুল কাশেম রাখা জায়েজ নেই। তবে জিন্ন জিন্নভাবে জায়েজ।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

السوق : অর্থ- বাজার। الاسم একবচন, বহুবচন- اسواق

سما : اسم التسمية مانسار تفعيل বাব امر حاضر معروف বাছا جمع مذكرحاضر

و - م - واوي ناقص অর্থ- তোমরা নাম রাখ।

হাদিস-৯৯:

٩٩- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا جُعِلَتْ قَاسِمًا أُنْسِمُ بَيْنَكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমারা আমার নামে নাম রাখতে পার; কিন্তু আমার উপনামে উপনামরেক্ষে না। কেননা, আমাকে বটনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে (যিনি ইলম বটন করে থাকি) (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

মহানবি (ﷺ) এর বাণী- فَإِنَّمَا جُعِلَتْ قَاسِمًا বাক্যটির অর্থ হলো, আমাকে বটনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বাক্যটির মর্ম উদঘাটনে মুহাম্মদসগণ বিভিন্ন অতিমত ব্যক্ত করেছেন।

১। কারো কারো মতে, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম, এ হিসেবে তাকে **ابو القاسم** বলা হয়।

২। জুমহুর মুহাদ্দিসিন বলেন, **قاسم** শব্দের অর্থ- বটনকারী। যেহেতু তিনি উম্মতের মধ্যে ইলম ওহি, হেকমত ও গনীমতের মাল বটন করেছেন। এ গুণসমূহ তাঁর জন্য খাস বিখ্যার **ابو القاسم** কুনিয়াতও তাঁর জন্য খাস হবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন- **إنما أنا قاسم والله يعطى**

হাদিস-১০০:

۱۰۰- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রিয় নাম আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

রাবি পরিচিতি:

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه): ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুক্তফা (ﷺ) এর নবুওয়্যাত শান্তের দুই বছর পর মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবু আবদির রহমান। মাতার নাম যখনব। পিতার ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত-পালিত হন এবং পিতার সাথে নবুওয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরে মদিনায় হিজরত করেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) একজন বিচক্ষণ সাহাবি, নির্ভীক মুজাহিদ ও বড় মাপের আলিম ছিলেন। তিনি হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে ও খুলাফায় রাশেদায় সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৬৩০টি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে তিনি ৮৩/৮৪ বছর বয়সে ৭৩/৭৪ হিজরিতে মক্কার ইত্তিকাল করেন।

হাদিস-১০১:

۱۰۱- عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمَيْنَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رِيحًا وَلَا حَيْحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَنْتُمْ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تَسْمِ غُلَامَكَ رِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا

অনুবাদ: হজরত সামুদাহ ইবনে জুলদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তুমি কখনও তোমার পুত্রের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজিহ, ও আফলাহ রেখো না। কেননা, যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে, অনুক এখানে আছে কি? ততপর যদি সে তুমি উপস্থিত না থাকে, তখন কেউ বলবে, সেই। ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনার রয়েছে যে, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তুমি তোমার পুত্রের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ কিংবা নাকে' রেখো না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النهي ماسداه تفعيل باب نهي حاضر معروف بانون ثقيلة باهه واحدا مذكر حاضر حيا: لا تسمين
 - م - م - و - ماسداه التسمية
 - ج - ح - ماسداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - ماسداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باহে واحدا مذکر حیا: نجح

হাদিস-১০২:

١٠٢- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِبَيْعَلٍ
 وَبَيْرَكِيٍّ وَيَأْفَلَحَ وَيَيْسَارَ وَيَنْخُو ذَالِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, তিনি ইয়ালা, বরকত, আফলাহ, ইয়াসার, নাকে, এবং অনুজপ নাম রাখতে লোকদের নিষেধ করবেন। ততপর তাঁকে আমি (এ ব্যাপারে) নিশ্চুপ থাকতে দেখলাম। এরপর রসূলের গুফাত হল, অর্থাৎ তিনি এরূপ নাম রাখতে (আর) নিষেধ করেন নি। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النهي ماسداه تفعيل باب نهي حاضر معروف بانون ثقيلة باهه واحدا مذكر حاضر حيا: لا تسمين
 - م - م - و - مাসداه التسمية
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح

التسمية ماسداه تفعيل باب نهي حاضر معروف بانون ثقيلة باهه واحدا مذكر حاضر حيا: لا تسمين
 - م - م - و - مাসداه التسمية
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح
 - ج - ح - مাসداه النجاح فتح يفتح باب صفت مشبهه باهه واحدا مذكر حيا: نجح

قبض : হিগাহ্ব واحد مذکر غائب : হিগাহ্ব
 ضرب : ضرب ماسدائر فعل ماضی مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : هিগাহ্ব
 ض-ب-ض صحيح جينس : তাৰ্কে কবজ করা হলো।

হাদিস-১০৩:

۱۰۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْفَى الْأَسْمَاءِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسْمَى مَالِكِ الْأَمْلَاكِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٌ قَالَ أَعْطَى رَجُلٌ
 عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِئَهُ رَجُلٌ كَانَ يُسْمَى مَلِكِ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكِ إِلَّا اللَّهُ .

১০৪. অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকট নাম হবে সে ব্যক্তির, যার নাম রাজাধিরাজ রাখা হয়। ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং অধিক নিকট ব্যক্তি সে হবে, যার নাম রাজাধিরাজ রাখা হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ রাজাধিরাজ নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أخفى : হিগাহ্ব واحد مذکر غائب : হিগাহ্ব
 سمع : سمع ماسدائر اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ্ব
 اسم تفضيل : অতি নিকট।

الأملاك : الملك একবচন, কব্বচন, বাদশাহগণ।

أخبث : هিগাহ্ব واحد مذکر غائب : হিগাহ্ব
 سمع : سمع ماسদائر اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ্ব
 اسم تفضيل : অত্যধিক ঘৃণিত।

হাদিস-১০৪:

۱۰۴- عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْرِ مِنْكُمْ سَمَوْهَا زَيْنَبُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত বরনব বিনতে আবি সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নাম বাররাহ (পুণ্যবতী) রাখা হয়েছে। অতপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা নিজেরা নিজেদের পবিত্রতা প্রকাশ করো না। তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক অবহিত। তোমরা তার নাম বরনব রাখ। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ز ماكداه المزكية ماسداه تفعيل باب نهى حاضر معروف باهاه جمع مذكر حاضر حاضره حياها : لاتزكوا
অর্থ- তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না।

হাদিস-১০৫:

১০৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةٌ إِسْمُهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْمَهَا جُوَيْرِيَةً وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত জুয়াইরিয়াহ (رضي الله عنه) এর নাম ছিল 'বাররাহ' 'বার' অর্থ পুন্যবতী ও শুণবতী মহিলা। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম পরিবর্তন করে 'জুয়াইরিয়া' রাখেন। কেননা, তিনি এ কথা কলা অপছন্দ করতেন যে, নবি করিম (ﷺ) পুন্যবতীর নিকট হতে বের হলেন। (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি কর্ণা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التحويل ماسداه تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف باهاه واحد مذكر غائب حوئل : حوئل
অর্থ- সে কিয়াল, তিনি পরিবর্তন করলেন।

يسمع ماسداه سمع يسمع باب اثبات فعل مضارع معروف باهاه واحد مذكر غائب يكره : يكره
অর্থ- তিনি অপছন্দ করেছেন।

হাদিস-১০৬:

১০৬- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ بِنْتًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيْلَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর এক কন্যা ছিল, যাকে আছিয়া (পাপিষ্ঠা) নামে ডাকা হত। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম রাখলেন জামিলাহ (সুন্দরী)। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

عاصية ماسداه ضرب يضرب باب اسم فاعل باهاه واحد مؤنث عاصية : عاصية

التسمية ماسداتر تفعليل باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : سماها

যাক্কাহ - তিনি তাঁর নাম রাখলেন।

جميلة : سماها واحد مؤنث : جميله

হাদিস-১০৭:

١٠٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَى بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخْدِهِ فَقَالَ مَا إِسْمُهُ قَالَ فَلَانٌ قَالَ لَا لِحِكْنِ إِسْمُهُ الْمُنْدِرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত মুন্দির ইবনে আবি উসাইদ (রা.) স্মিট হলে তাকে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর কাছে আনা হয়, তিনি তাকে নিজের হানের উপর কালেন এবং জিজ্ঞাস করলেন, এর নাম কি? উত্তরদাতা কালেন, তার নাম অমুক। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন না; বরং তার নাম মুন্দির। (বুখারি ও মুসলিম)

হাদিস-১০৮:

١٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عِبْدِي وَأُمَّتِي كُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نَسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلِحِكْنِ لِيُثَلَّ عُلَايِي وَجَارِيَتِي وَقَتَائِي وَقَتَائِي وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلِحِكْنِ لِيُثَلَّ سَيِّدِي - وَفِي رِوَايَةٍ لِيُثَلَّ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ - وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ. (رِوَاةُ مُسْلِمٍ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ (নিজের দাস-দাসীকে) যেন কখনও আমার বান্দা এবং আমার বান্দি না বলে। কেননা তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তোমাদের প্রত্যেক নারী আল্লাহ তাআলার বান্দি। তবে তার কলা উচিত আমার ভৃত্য এবং আমার পৃথকী, আমার ছেলে এবং আমার মেয়ে। আর গোলাম যেন নিজ মনিবকে না বলে আমার প্রভু; বরং সে যেন বলে, আমার সর্দার। অপর এক বর্ণনার রয়েছে, গোলাম যেন বলে, আমার সর্দার এক আমার মনিব। অন্য বর্ণনার আছে যে, কোন দাস তার সর্দারকে যেন না বলে, আমার মাওলা। কেননা, তোমাদের সকলের মাওলা আল্লাহ। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أماء : বহুবচন, একবচন إماء অর্থ- বান্দি, দাসী।

سيده : একবচন, বহুবচن سادة অর্থ- মেতা, মনিব।

হাদিস-১০৯:

১০৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُفْرَ فَإِنَّ الْكُفْرَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَالِدِ بْنِ حُجْرٍ لَا تَقُولُوا الْكُفْرَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা আবু হুরায়রা গাছকে 'কারম' বলা না। কেননা, কারম হলো মুমিনের কাশ্ব বা অঙ্গুর। ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর বর্ণনার আছে হজরত ওয়ায়েল ইবনে হজর হতে বর্ণিত, হজরত রসূলগ্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, তোমরা আবু হুরায়রা গাছকে কারম বলা না, বরং তোমরা 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বলা। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العنب : একবচন, বহুবচন أعناب অর্থ- আবু হুরায়রা, আবু হুরায়রা গাছ।

الحبلية : একবচন, বহুবচن الأحبال অর্থ- আবু হুরায়রা গাছ।

হাদিস-১১০:

১১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكُفْرَ وَلَا تَقُولُوا يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, হজরত রসূলগ্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আবু হুরায়রা নাম 'কারম' রেখো না এবং হে যুগের ব্যর্থতা ও হতাশা এরূপ শব্দ উচ্চারণ করো না। কেননা, আবু হুরায়রা তাআলাই হলেন যুগ তথা যুগের স্রষ্টা। (ইমাম বৈহাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خيبة : ইহা বাবে يضرب এর মাসদার, অর্থ- হতাশা, মৈরাশ্য, বঞ্চিত হওয়া।

الدهر : একবচন, বহুবচن الدهور অর্থ- যুগ, কাল, সময়।

হাদিস-১১১:

১১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْبُ أَحَدَكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন যুলকে গাশি না দেয়। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হলেন যুল তথা যুলের পরিবর্তনকারী। (ইযাহ মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১১২:

۱۱۲- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ يَمُوتُ لَيْسَتْ نَفْسِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো এ কথা না বলে যে, خبيثت نفسي (আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে)। কয় সে যেন বলে لقيت نفسي আমার আত্মা অস্বস্তিবোধ করছে তথা কষ্ট অনুভব করছে। (বুখারি এক মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خبثت : খিলাহ বাহা হ মুন্ত গائب واحد مؤنث غائب : খিলাহ কرم মাসদার বাহা হ معروف ماضى فعل ماضى معروف واحد مؤنث غائب : خبيثت سے কলুষিত হয়েছে, অপকির হয়েছে।

ليقل : খিলাহ বাহা হ معروف ماضى معروف واحد مؤنث غائب : ليقل سے যেন বলে।

يؤذى : খিলাহ বাহা হ معروف مضارع معروف واحد مؤنث غائب : يؤذى سے কষ্ট দেয়।

হাদিস-১১৩:

۱۱۳- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكْتَبُونَ بِأَيِّ الْحُكْمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُكْمُ وَاللَّيْلَةُ وَاللَّيْلَةُ فَلِمَ تُكْتَبُ بِأَيِّ الْحُكْمِ قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْقَرِيقَيْنِ مُحْكَمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত ওমাইহ ইবনে হানি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর শিষ্য (হানি) হতে বর্ণনা করেন, (হজরত হানি বলেন) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিনিধিরূপে হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আগমন করলেন, তখন হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) জনলেন যে, গোত্রের লোকজন তাকে 'আবুল হাকাম' উপনামে ডাকছে। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আব্বাহ তাআলাই হলেন হাকাম (করসালাদানকারী) এবং হুকুম ও করসালার তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। তাহলে কেন তোমাকে "আবুল হাকাম" উপনাম দেয়া হয়েছে? উত্তরে হজরত হানি (رضي الله عنه) বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতনৈক্যে লিপ্ত হয় তখন তারা আমার কাছে আসে। আমি তাদের মাঝে এমনভাবে করসালার করে দেই যে, উভয় দল আমার করসালার উপর সন্তুষ্ট হয়। (এ কারণে তারা আমাকে আব্বাহ হাকাম) উপনামে ডাকে। তখন হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ কাজটি কতই না উত্তম। আচ্ছা। তোমার কোন সন্তান আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, ওমাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিন পুত্র আছে। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তিনি বললেন, আমি বললাম, ওমাইহ। এবার হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আজ হতে তোমার উপনাম ابو شريح (আবু ওমাইহ)। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

- التكنية تفعيل বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر غائب يكتنون : মাফাহ - ن - ك - ي কিনস - ن - ي - ي তাঁরা উপনাম ধরে ডাকছে।
- الدعوة نصر ينصر বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب دعا : মাফাহ - د - ع - و কিনস - و - ي তিনি ডাকলেন।
- الاختلاف افتعال বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ جمع مذكر غائب اختلفوا : মাফাহ - خ - ل - ف কিনস - ح - ل - ف তাঁরা মতভেদ করল।
- الرضاء سمع يسمع বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب رضي : মাফাহ - ر - ض - ي কিনস - ر - ض - ي সে সন্তুষ্ট হয়েছে।

হাদিস-১১৪:

١١٤- عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لَيْقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فُلْتُ مَسْرُوقٌ بِنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

অনুবাদ: হজরত মাসরুফ রহ. হতে বর্ণিত, একদিন আমি হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরুফ ইবন আজদা। হজরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে চেনেছি, আজদা হল শরতান। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اللقاء ماسداتر سمع يسعم باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد متكلم هياح : نقيت
আমি সাক্ষাৎ করলাম। - ناقص يائي جنس ل - ق - ي ماضيه

হাদিস-১১৫:

١١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিনতোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের নাম ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ। (ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الدعاء نصر ينصر باب إثبات فعل مضارع مجهول باهاح جمع مذكر حاضر هياح : تدعون
তোমাদেরকে ডাকা হবে। - ناقص واوي جنس د - ع - و ماضيه - الدعوة

الإحسان ماسداتر إفعال باب أمر حاضر معروف باهاح جمع مذكر حاضر هياح : احسنوا
তোমরা সুন্দরভাবে কর। - صحيح جنس ح - س - ن

তারকিব: فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

مضاف , مضاف اليه هياح উহার ক্রম আর مضاف اسماء . ضمير انتم فاعل আর فعل احسنوا
হল। جملة فعلية মিলে مفعول ও فاعل তার فعل পরিশেষে মিলে مفعول مضاف اليه ও

হাদিস-১১৬:

۱۱۶- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ إِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) তার নাম ও উপনাম এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন-কারো নাম মুহাম্মদ এক আবুল কাশেম এক সাথে রাখা। (ইমাম তিরমিযি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১১৭:

۱۱۷- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ مَنْ نَسَى بِاسْمِي فَلَمْ يَكْتُمْ بِكُنْيَتِي وَمَنْ نَكَّفَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তখন আমার উপনামে উপনাম রেখো না। (ইমাম তিরমিযি ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। ইমাম আবু দাউদের বর্ণনার রয়েছে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে যেন আমার উপনামে উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখবে, সে যেন আমার নামে নাম না রাখে।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ما كذا الاكتناء ما سناد افتعال باب نهى حاضر معروف جمع مذكر حاضر حياض : لا تكتنوا

অর্থ- তোমরা উপনাম রেখো না। ক-ন-ই জিন্স

ما كذا التسمي ما سناد فاعل باب نهى غائب معروف واحد مذكر غائب حياض : لا يتسم

অর্থ- সে যেন নাম না রাখে। স-ম-ও জিন্স

হাদিস-১১৮:

۱۱۸- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنِّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذَكَّرَنِي إِنَّكَ تَكْفُرُهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمَهُ وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مِنْهُ السُّنَّةُ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত আরেশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! সাপ্তালাহ্ আলাইহি গিয়া সাপ্তাম, আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি। আমি তার নাম মুহম্মদ এবং উপনাম আবুল কাসেম রেখেছি। অতপর আমার নিকট উপস্থিত করা হয়েছে যে, আপনি এটা অস্বীকার করেন। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল? এবং উপনাম হারাম করল? অথবা তিনি বলেছেন, কিসে আমার উপনাম হারাম করল? এবং আমার নাম হালাল করল? (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মহিউসসুন্নাহ (বাগতি) রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الولادة ماسداه ضرب يضرب باب اثبات فعل ماضٍ معروفٌ وَاوَيَّ جِنْسٌ وَ- ل - د مَافَاح

অর্থ- আমি জন্ম দিয়েছি।

الإحلال ماسداه إفعال باب اثبات فعل ماضٍ معروفٌ وَاوَيَّ جِنْسٌ وَ- ل - د مَافَاح

অর্থ- সে বৈধ করল।

الصَّحْرَم ماسداه تفعليل باب اثبات فعل ماضٍ معروفٌ وَاوَيَّ جِنْسٌ وَ- ل - د مَافَاح

অর্থ- সে অবৈধ করল।

হাদিস-১১৯:

۱۱۹- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَوَلَدَ أَسْمِيهِ بِأَسْمِيكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! যদি আপনার মৃত্যুর পর আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, তবে আমি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারব কি না? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১২০:

۱۲۰- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبِي كُنْتُ أَجْتَنِبُهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْمَصَابِيحِ صَحَّاحَهُ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার উপনাম রাখলেন এক জাতীয় শাকের নামানুসারে, যা আমি সংগ্রহ করতে ছিলাম। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি বর্ণনার এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমি পাইনি। তবে মাসাবিহ গ্রন্থকার একে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التكنية ماسداه تفعيل باب إثبات فعل ماضٍ معروفٍ ماضٍ واحد مذكر غائب : কিনা
 ماضٍ واحد مذكر غائب - ن - ي ماضٍ واحد مذكر غائب - ن - ي মাসদাহ তিনি উপনাম রেখেছেন।

الاجتناء ماسداه افتعال باب إثبات فعل مضارع معروف ماضٍ واحد متكلم : اجتنى
 ماضٍ واحد متكلم - ن - ي ماضٍ واحد متكلم - ن - ي মাসদাহ আমি সংগ্রহ করি, আমি ফল ফুলি।

হাদিস-১২১:

١٢١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) খারাপ ও কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে দিতেন (এক তদয়ালে উত্তর নাম রেখে দিতেন)। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التغيير ماسداه تفعيل باب ماضٍ استمراري معروفٍ ماضٍ واحد مذكر غائب : كان يغير
 ماضٍ واحد مذكر غائب - ي - غ - ي - ر ماضٍ واحد مذكر غائب - ي - غ - ي - ر তিনি পরিবর্তন করতেন।

القبيح ماسداه اسم فاعل معروف ماضٍ واحد مذكر : القبيح
 ماضٍ واحد مذكر - ب - ح ماضٍ واحد مذكر - ب - ح মাসদাহ ক্রম বাব اسم فاعل معروف ماضٍ واحد مذكر - ب - ح মাসদাহ মন্দ, খারাপ।

হাদিস-১২২:

١٢٢- عَنْ بَيْشَرَ بْنِ مَيْمُونٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةَ بْنِ أَخْتَدِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَضْرَمُ
 كَانَ فِي النَّقْرِ الَّذِي أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

اسمك قَالَ أَضْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَعَمْرُ بْنُ النَّهْثِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَايِنِ
وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانَ وَالْحَكَمَةَ وَغُرَابٍ وَحَبَابٍ وَشَهَابٍ وَقَالَ تَرَكْتُ أَسَانِيذَهَا لِلْإِخْتِصَارِ)

অনুবাদ: হজরত দাব্বি ইবনে মাইয়ুন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা উসামা ইবনে আখদারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা একদল লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আগমন করল। তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল যাকে 'আসরাম' (কাঠুরিয়া) বলা হতো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বলল আসরাম। তখন তিনি বললেন, না বলং তোমার নাম 'যুরআহ'। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেছেন, নবি করিম (ﷺ) আস, আযীব, আতলাহ, শরতান, হাকিম, হুরাব, ছাব এবং শিহাব নামগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে আমি এগুলোর বর্ণনা সূত্রে পরিত্যাপ করেছি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النفرة : একবচন, কহবচন الانفار অর্থ- এমন দল, যার সংখ্যা তিন হতে দশ পর্যন্ত।

اسانيد : বহুবচন, একবচন اسناد অর্থ- সনদসমূহ।

الاختصار : ইহা বাব افتعال এর মাসদার, অর্থ- সংক্ষিপ্তকরণ।

হাদিস-১২৩:

١٢٣- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعْمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئْسَ مَطِيئَةَ الرَّجُلِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي)

অনুবাদ: হজরত আবু মাসউদ আল-আনসারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, অথবা হজরত আবু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) আবু মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি زعموا শব্দটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কি বলতে শুনেছ? জবাবে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, এ শব্দটি মানুষের নিকট বহন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন আবু আবদুল্লাহ হল হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) এর উপনাম।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الزعم আসদার فتح باب اثبات فعل ماضی معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : هجاء

م - ع - ز جینا صحیح অর্থ- তারা খারশা করছে।

مطية : একবচন, বহুবচন مطايا অর্থ- বাহন।

হাদিস-১২৪:

۱۲۴- عَنْ حُدَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا
تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

অনুবাদ: হজরত হুদায়কা (رضي الله عنه) নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) থেকে বর্ণনা করেন। তোমরা “যা কিছু আল্লাহ চান এবং
অন্যক ব্যক্তি চায়” এরূপ বলা না; বরং তোমরা বল, যা কিছু আল্লাহ চান” অতঃপর “অন্যক ব্যক্তি চায়”। ইমাম
আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনার আছে যে, নবি করিম
(ﷺ) বলেছেন, যা কিছু আল্লাহ ও মুহাম্মদ (ﷺ) চান” এরূপ কথা বলা না, বরং তোমরা বল, একমাত্র
আল্লাহ তাআলা যা চান। (মাসাবিহ প্রমিতা এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ এছ বর্ণনা করেছেন।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع - ط - ع আসদার الانقطاع আসদার اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : منقطع

বিচ্ছিন্ন।

হাদিস-১২৫:

۱۲۵- عَنْ حُدَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمُتَأَنِّفِ سَيِّدًا
فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسَخَطْتُمْ رِئْسَكُمْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত হুদায়কা (رضي الله عنه) নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা কোন মুনাফিককে নেতা
বলা না। কেননা, সে যদি নেতা হয় (অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর), তাহলে অবশ্যই
তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

হিগাহ বাহাহ جمع مذكر حاضر حاضره : قد اسخطتم
 صحيح جليل س - خ - ط ماخاه الاسخاط
 করলে।

হাদিস-১২৪:

١٢٨ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا
 قَدِيمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا
 بِمُقَيَّرٍ اسْمًا سَمَانِيَهُ أَنِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحَزُونَةُ بَعْدَ (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আবদুল হামিদ ইবনে জুবাইর ইবনে শাইবা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইবিব এর নিকট য়েসেছিলাম। তখন তিনি আমকে হাদিস বর্ণনা করে শুনালেন যে, তাঁর দাদা 'হাযন' নবি করিম (ﷺ) এর খেদমতে হাজির হলেন। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? জবাব তিনি বললেন, "আমার নাম হাযন" রসুল (ﷺ) বললেন, না; বরং তোমার নাম 'সাহল'। আমার দাদা বললেন, আমি এমন নাম পরিবর্তন করতে চাই না, যে নাম আমার পিতা রেখেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইবিব (রা) বলেন, এরপর হতে আমাদের পরিবারে সর্বদা দুখ কষ্ট লেগেই থাকত। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التحديث ماسداه تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف باهه واحده مذكر غائب هه : حدث
 ماخاه ح - د - ث صحيح جليل তিনি বর্ণনা করলেন।

مغير غ - ي - ر ماخاه التغيير ماسداه تفعيل باب اسم فاعل واحده مذكر هه : حدث
 اءوف يائي - परिवर्तनकारी।

হাদিস-১২৭:

١٢٧ - عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجَشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا
 بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ
 وَمَرْءَةٌ - (رواه أبو داود)

অনুবাদ: হজরত আবু ওহাব আল মুশারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নবিশনের নামে নাম রাখবে। আল্লাহ তাআলার নিকট নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। তার সর্বাধিক সত্য নাম হারেরু এবং হান্নাম, আর সর্বাধিক মন্দ নাম হল হারব ও মুররাহ। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. اسم শব্দের অর্থ কী?

ক. নাম।

খ. পদবী।

গ. উপাধী।

ঘ. উপনাম।

২. সর্বোত্তম নাম কোনটি?

ক. বকর।

খ. ওমর।

গ. খালেদ।

ঘ. আব্দুল্লাহ।

৩. لا تصكتموا শব্দটি বাহাছ কোনটি?

ক. نفي فعل مضارع معروف

খ. نهي حاضر معروف

গ. نفي جحد بلم معروف

ঘ. نفي تأكيد بلم معروف

৪. কোন্ নামটি রাখা জায়েজ নয়।

ক. حارث

খ. عبد الرحمن

গ. مالك الأملاك

ঘ. إبراهيم

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাওলানা আব্দুর রহমান তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আত্মীয়টি তার ছেলের মটু, কটু, পিটু ইত্যাদি নামে ডাকছে। নামগুলো শুনে তিনি অবাক হলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে নামগুলো পাঠে ইসলামি নাম রাখতে বললেন।

৫. আত্মীয়পুত্রদের নামগুলো শুনে মাওলানা আব্দুর রহমান অবাক হলেন কেন?

ক. কোন মানুষের নাম এরূপ হতে পারে না।

খ. মুসলমানের নাম এরূপ হতে পারে না।

গ. নামগুলো বিদেশী নাম বলে।

ঘ. নামগুলো কুরআন ও হাদিসে নাই বলে।

৬. তাদের জন্য তুমি নিচের কোন নামগুচ্ছ প্রস্তাব করবে?

ক. পিয়াল, রিয়াল, রিয়াজ

খ. বিকাশ, বিলাস, বিলাল

গ. সাকির, শাকিব, সাজিদ

ঘ. রনি, রাহাত, রিফাত

৭. ইসলামে যেসব নাম রাখা নিষিদ্ধ-

- i. যেসব নামের অর্থে শিরক ও কুফর থাকে।
- ii. যেসব নাম কোন কাফির ও মুশরিকের নাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
- iii. যেসব নামের মধ্যে অহংকার ও ব্যক্তির পূতঃপবিত্র হওয়ার অর্থ- বিদ্যমান থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নুরুল ইসলামের মেয়েটির জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখা ও আকীকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। অনুষ্ঠানে আগত তার আত্মীয়-স্বজন বিভিন্নজন বিভিন্ন নাম প্রস্তাব করল। কেউ বলল, 'বাররাহ', কেউ 'আছিয়া', কেউ বা 'জামিলা'। নামগুলো নিয়ে নুরুল ইসলাম স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করলে ইমাম সাহেব 'জামিলা' নামটি রেখে দিলেন।

(ক) كنية শব্দের অর্থ কী?

(খ) নাম, কুনিয়াত ও লকবের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) প্রস্তাবিত প্রথম ও দ্বিতীয় নাম দুটি রাখার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মেয়েটির নাম রাখার ব্যাপারে নুরুল ইসলামের উদ্যোগটি কেমন হয়েছে? মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়

باب حفظ اللسان والغيبة والشتيم

জিহ্বা সংযত করণ, গিবত ও গালমন্দ সংক্রান্ত অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মুখে, লিখনে, ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কারো অনুরূপিত্তিতে তার এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা, যা জনসে সে মনে কষ্ট পেতে পারে তাকে গিবত বলে। যদি এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা হয় যা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গিবত নয়; বরং তুহমত বা অপবাদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে তুহমত গিবতের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। জীবিত ব্যক্তির গিবত যেমন নিষেধ, তেমনি মৃত ব্যক্তির প্রতি গালমন্দ করা, তার গিবত ও দোষ চর্চা করাও নিষেধ। গিবতের ফলে মানুষের মধ্যে একতা বিনষ্ট হয়, সমাজের সম্মানিত লোকদের প্রতি শ্রোতার মনে বিরূপ ধারণা জন্মে, পারস্পরিক শত্রুতা, অপর মুসলিম ভাই-বোনের সম্মান ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষ চরম অবহেলা করে। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

হাদিস-১২৮:

۱۲۸- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবন সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বন্ধ অর্থাৎ, জিহ্বা ও তার দু'উরুর মধ্যবর্তী তথা লজ্জাহানের হিফাযতের নিশ্চয়তা দেবে আমি তার জন্য জান্নাতের বিন্দাদার হব। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ:

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর হাদিসের "اضمن له الجنة"- এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যদি কোন ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাহান, অঙ্গুলি বাক্য ও কাজ থেকে নিজেকে হিফাযত করে, আমি তার জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী হবো। যদি এ দু'টি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে পাশ কাছ অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। আর যে ব্যক্তি পাশকাছ থেকে বিরত থাকবে, তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الضمن ماسدادر سمع باب اثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب حياح ضمن
মাসদাহ ম - ম - ন জিনস صحيح অর্থ- সে জামিন হবে।

হাদিস-১২৯:

۱۲۹- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوَى بِهَا فِي النَّارِ أَيْ أَبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বান্দাহ কোন কোন সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এমন কথা বলে, যা সে মনোযোগ তথা গুরুত্ব সহকারে বলে না। আল্লাহ তাআলা এ কারণে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দাহ কোন কোন সময় আল্লাহ নারাজ হন এমন কথা বলে, যা মনোযোগ সহকারে বলে না। এ কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (ইমাম বুখারি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, এ কথা বলার কারণে সে জাহান্নামের এতটা দূরত্বে (গভীরে) পতিত হবে, যতটা দূরত্বে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اثبات فعل مضارع باهاح واحد مذكر غائب حياح يتكلم لام تاكيد تي ل : ليتكلم
সে অর্থ- صحيح জিনস ك - ল - ম মাসদادر تفعل باب معروف
অবশ্যই কথা বলে।

إفعال ماسدادر باهاح واحد مذكر غائب حياح لا يلقى :
নাফস যাই জিনস ل - ق - ي মাসদادر الالقاء
নিষ্কপ করে না।

المهوى ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب حياح يهوى :
সে পতিত হবে। জিনস ه - و - ي মাসদادر

হাদিস-১৩০:

۱۳۰- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি তথা পাপাচার এবং হত্যা করা কুফরি। (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

اضافت المصدر إلى المفعول سباب المسلم : এর তাৎপর্য : سباب المسلم বা ক্যাটি মفعول إلى المصدر হয়েছে। অতএব ক্যাটির অর্থ হবে- কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি কাজ। অর্থাৎ, অপর মুসলমানকে গালমন্দ করা কবিরাত গুনাহ। কেননা এতে অন্যের মর্যাদা নষ্ট হয়, যা যুলম মাত্র। সুতরাং মুমিন মাত্রই গালমন্দ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা বিদায় হজের ভাষণে রসুল (ﷺ) বলেছেন كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سباب : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার, অর্থ- গালি দেওয়া।

فسوق : ইহা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- পাপাচার, আনুগত্য থেকেবের হয়ে যাওয়া।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه): প্রখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিস সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আবদির রহমান আল হুজালি। মাতার নাম উম্মু আবদ। ইসলামের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি প্রায় সময় রসুলুল্লাহ (ﷺ) সফর সঙ্গী হিসেবে থাকতেন এবং রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বহন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদার আমলে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৮৪৮টি/ ৮৪৬টি। হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর খিলাফত কালে হিজরি ৩২ সনে মদিনায় ইস্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের অধিক। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

হাদিস-১৩১:

۱۳۱- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে লোক তার মুসলমান ভাইকে কাফির বলে, তাহলে অবশ্যই তাদের একজন তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তথা তাদের একজন এর উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিস-১৩২:

۱۳۲ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আবু জার গিফারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ফাসেকি তথা পাপাচারের অপবাদ নিষ্ক্ষেপ করবে না এবং এমনিভাবে একে অপরের প্রতি কুফরের অপবাদ নিষ্ক্ষেপ করবে না। যদি সে (অভিযুক্ত) লোক এরূপ না হয়, তবে তার অপবাদ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ضرب يضرب বাব نفى فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : لا يرمى
মাসদার ضرب يضرب বাব نفى فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : لا يرمى
সে নিষ্ক্ষেপ করবে না।
যিনস يرمى - م - ي - رمى

الارتداد ماسدادر افتعال باব اثبات فعل ماضى معروف باহাছ واحد مؤنث غائب : ارتدت
মাসদার ارتداد ماسدادر افتعال باব اثبات فعل ماضى معروف باহাছ واحد مؤنث غائب : ارتدت
সে প্রত্যাবর্তন করল।
যিনস ارتدت - د - د - د

হাদিস-৩৩:

۱۳۳- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَوَلَّيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু জার গিফারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফির বলে ডাকে, অথবা সে কাউকে আল্লাহ তাআলার শত্রু বলে, অথচ সে ব্যক্তি (অভিযুক্ত ব্যক্তি) এরূপ নয়। তবে একথা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

عدو : এটা একবচন, বহুবচন اعداء অর্থ- দুশমন, শত্রু।

حار : ছিগাহ مذکر غائب واحد বাহাছ ماضی معروف نصر باب اثبات فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب : حار
 ر - و - ح - جینس اجوف واوي اर्थ- তা ফিরে আসল, প্রত্যাবর্তন করল।

হাদিস-১৩৪:

۱۳۴- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আনাস ও আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, পরস্পর গালিদানকারী দু'ব্যক্তি যে গালমন্দ করে উক্ত গালমন্দের পাপ সূচনাকারীর উপর বর্তায়, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাহিত ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

س-ب-ب-ب-الاستبَاب ماسدادر افتعال باب اسم فاعل باهاس تثنية مذکر : المستبان
 جینس مضاعف ثلاثي اर्थ- পরস্পর গালি দানকারী দু'ব্যক্তি।

مهموز لام جینس ب-د-د-ء ماسدادر البدء باب اسم فاعل باهاس واحد مذکر : البادي
 اর্থ- সূচনাকারী।

افتعال باب نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف باهاس واحد مذکر غائب : لم يعتد
 ماسدادر الاعتداء ماسدادر ع-و-ي اর্থ- সে সীমালঙ্ঘন করেনি।

হাদিস-১৩৫:

۱۳۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِي أَنْ يَكُونَ لِعَانًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, একজন সিদ্দিকের জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া উচিত নয়। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৩৬:

۱۳۶- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شَفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই অভিসম্পাতকারীগণ কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদানকারী হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اللعن الماسدأر فتح يفتح باص اسم فاعل مبالغة باهاض جمع مذكر اللعانين : অর্থ- অধিক অভিসম্পাতকারীগণ।

شهداء : অর্থ- শহিদগণ।

شفعاء : অর্থ- সুপারিশকারীগণ।

হাদিস-১৩৭:

١٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনলোক বলে, মানুষ ধ্বংস হোক, তখন সে নিজেই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

হাদিস-১৩৮:

١٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوَ لَاءٍ بِوَجْهِهِ وَهُوَ لَاءٍ بِوَجْهِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হিসেবে তাকে পাবে যে দ্বিমুখী। সে এক চেহারা নিয়ে এদের কাছে যায় এবং আরেক চেহারা নিয়ে ওদের কাছে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الوجدان الماسدأر ضرب باص اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر حاضر تجدون : অর্থ- তোমরা পাবে।

مآدأر ج - د - جينس و - ج - د

الاتيان ماسدار ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : حياها
 ياتي : حياها واحد مذكر غائب : حياها
 ماسدار ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : حياها
 ماسدار ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : حياها

হাদিস-১৩৯:

۱۳۹- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٌ نَمَامٌ)

অনুবাদ: হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, চোগলখোর তথা পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিম শরিফের অপর বর্ণনায় قنات ছিলে (শব্দ রয়েছে।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

قتات : حياها واحد مذكر غائب : حياها
 ماسدار ضرب و نصر باب اسم فاعل مبالغة باهاض واحد مذكر : حياها
 চোগলখোর, পরনিন্দাকারী।

نم : حياها واحد مذكر غائب : حياها
 ماسدار ضرب و نصر باب اسم فاعل مبالغة باهاض واحد مذكر : حياها
 চোগলখোর, পরনিন্দাকারী।

হাদিস-১৪০:

۱۴۰- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ بَرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সত্যানুরাগী হওয়া উচিত। কেননা, সত্যবাদিতা পূণ্যের প্রতি পথ দেখায় এবং পূণ্য জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। যে লোক সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আল্লাহ তাআলার

দরবারে তাকে সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। (রসূল ﷺ) আরো বলেছেন) মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারিতার পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে লোক সর্বদা মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আল্লাহ তাআলার দরবারে তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা হল পুণ্য। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর নিশ্চয়ই মিথ্যা বলা পাপ। আর পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

البر : ইহা বাবে نصر এর মাসদার, অর্থ- পুণ্য, সদাচরণ।

يتحرى : ছিগাহ واحد مذکر غائب বাহাছ مضارع معروف বাব اثبات فعل مضارع ماسدার تفعل
মাদ্দাহ ی - ر - ح জিনস ناقص يأتي سے চিন্তা ভাবনা করে।

يكذب : ছিগাহ واحد مذکر غائب বাহাছ مضارع معروف বাব اثبات فعل مضارع ماسدার ضرب
মাদ্দাহ ی - ذ - ك জিনস صحيح অর্থ- সে মিথ্যা বলে।

হাদিস-১৪১:

١٤١- عَنْ أُمِّ كَلْبُومٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكُذَّابُ
الَّذِي يُصَلِّحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত উম্মে কুলসুম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা আদান-প্রদান করে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الكذاب : ছিগাহ واحد مذکر বাহাছ مبالغة اسم فاعل ماسদার الكذب অর্থ- অধিক মিথ্যাবাদী।

ينمي و : ছিগাহ واحد مذکر غائب বাহাছ مضارع معروف বাব اثبات فعل مضارع ماسدার ضرب
মাদ্দাহ ی - م - ن জিনস ناقص يأتي বৃদ্ধি করবে, পৌছাবে।

হাদিস-১৪২:

۱۴۲- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে অতি মাত্রায় প্রশংসা করতে দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

م-د-ج-ما مدح المدح ماضى فاعل مبالغة باه جمع مذكر حاضر حيا : مداحين

জিনস অর্থ- অতিরিক্ত প্রশংসাকারীগণ।

ح-ث-ي-ما مدح الحث ماضى فاعل باه امر حاضر معروف جمع مذكر حيا : احتوا

জিনস অর্থ- তোমরা নিক্ষেপ কর।

হাদিস-১৪৩:

۱۴۳- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبِّكَ قَطَعَتْ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَا دَحَا لَا مَحَالَةَ فَلْيُقِلْ أَحْسِبُ فَلَنَا وَاللَّهِ حَسِيْبُهُ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَا يُزَيِّئُ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু বাকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সম্মুখে একজন লোক অপর একজন লোকের খুব প্রশংসা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার ধনে হোক। তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেলেছ। তিনি কথাটি তিনবার বললেন, (অতঃপর রসূল (ﷺ) বললেন) তোমাদের কেউ যদি একাঙ্কই করে প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে-আমি অল্পকি ব্যক্তিকে এরূপ ধারণ করি, আর প্রকৃত অবস্থার হিসাবে আত্মাই জানেন (আর এটাও ঐ সময় বলবে) যখন দেখা যাবে যে, লোকটি বাস্তবিকই অনুরূপ। আর কাউকে পুত-পবিত্র আখ্যায়িত করতে আত্মাই তা'আলার উপর বাড়াবাড়ি করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الثناء ماضى ماضى معروف واحد مذكر غائب : اتى

মাদ্দাহ য - ن - ث জিনস যائي ناقص سے প্রশংসা করল।

الحسبان ماسদار حسب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد متكلم হিসাহ : احسب

মাদ্দাহ য - س - ح জিনস صحيح অর্থ- আমি মনে করি।

التزكية ماسদار تفعيل কবে نفي فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب لا يزي

মাদ্দাহ য - ك - ز জিনস يائي ناقص অর্থ- সে পবিত্র করবে না, সে পবিত্রতা বর্ণনা করবে না।

হাদিস-১৪৪:

١٤٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ
قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْفُرُهُ قَبِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَبِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ
فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا قُلْتَ
لَأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়ালাদ করেছেন, গিবাতে কাকে বলে
তা কি তোমরা জান ? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই তাগো জানেন। তিনি বললেন, তোমার
কোন ধীনি তাই সম্পর্কে এমন কথা বল, যা সে অপহাসন করে তাই-ই গিবাতে। জিজ্ঞেস করা হলো, (যে
আল্লাহ রসূল) আমি যে দোষের কথা বলি, তা যদি আমার তাইয়ের মধ্যে থাকে (তাও কী গিবাতে হবে?)
উত্তরে তিনি বললেন, তুমি দোষের কথা বল, তা তোমার তাইয়ের মধ্যে থাকলে অবশ্যই তুমি তার গিবাতে
করলে। আর তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ
করলে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনার রয়েছে যে, যখন তুমি
তোমার তাইয়ের এমন দোষের কথা বলবে যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহলে তুমি তার গিবাতে করলে।
আর যদি তুমি তার এমন দোষের কথা বল যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الدراية ماسدار ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر হিসাহ : تدرؤن

মাদ্দাহ য - ر - د জিনস يائي ناقص অর্থ- তোমরা জান।

اغتبته ماسدار افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر হিসাহ : اغتبته

মাদ্দাহ য - غ - ي জিনস اجوف يائي অর্থ- তুমি গিবাতে করেছ।

হাদিস-১৪৫:

۱۴۵- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذْذُنُوا لَهُ فَبَيْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى عَاهَدْتَنِي فَحَاشَا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَ النَّاسَ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি (সাহাবীগণকে) বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। সে গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট লোক। অতপর যখন লোকটি বসল, নবি করিম প্রশস্ত চেহারায় তার প্রতি তাকালেন এবং হাসি মুখে তার সাথে কথা বললেন। অতপর লোকটি যখন চলে গেল, তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি তার সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন। অতপর আপনিই প্রশস্ত চেহারায় তার প্রতি তাকালেন এবং হাসিমুখে তার সাথে কথা বললেন। (একথা শুনে) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কখনো আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতার ভয়ে ত্যাগ করে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

۱. اذذنا ماسدار الاذن ماسدار سمع باب امر حاضر معروف باهاج جمع مذكر حاضر حياج : اذذنا
 - জিনস - ড - ن
 তোমরা অনুমতি প্রদান কর। অর্থ- مهموز فاء
- انبط ماسدار انفعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاج واحد مذكر غائب حياج : انبط
 - জিনস - ب - س - ط
 সে হাসিমুখে কথা বলল। অর্থ- صحيح
- عاهدت ماسدار مفاعله باب اثبات فعل ماضى معروف باهاج واحد مؤنث حاضر حياج : عاهدت
 - জিনস - ع - ه - د
 প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। অর্থ- صحيح
- اتقاء : ইহা বাব افتعال এর মাসদার, অর্থ- বেঁচে থাকা, ভয় করা।

হাদিস- ১৪৬:

۱۴۶- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ مُعَايٍ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ - وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا قَلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبِّي وَيُصْبِحُ يَعْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমার সকল উম্মত ক্ষমা প্রাপ্ত। তবে তারা ব্যতীত যারা প্রকাশ্যে নিজেদের অশরাযের কথা বলে বেড়ায়। এটা বড় স্পর্ধা যে, এক ব্যক্তি রাতে জনায়েহে কাজ করে আর আল্লাহ পাক তা গোপন রাখলেন। অতঃপর সকাল হতেই সে লোকদের বলে, আমি গত রাতে এমন কাজ করেছি। সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে, তার প্রতিপালক তার সোখ গোপন করেছিলেন। আর সকাল হতেই সে আল্লাহ তাআলার পর্দা উন্মুক্ত করে দিল। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع-ف-ي-ما: المعافاة মাসদার মفاعلة বাব اسم مفعول বাহা বাহা واحد مذكر هيا: معافى
জিনস- ناقص يائي- অর্থ- ক্ষমাপ্রাপ্ত।

الكشف ماسدার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف هيا: يكشف
মাক্দাহ- ك- ش- ف- جينس صحيح- অর্থ- সে প্রকাশ করে।

হাদিস-১৪৭:

۱۴۷- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكَيْدَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَيْضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحْيٍ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي الْمَصَابِيحِ قَالَ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করবে, আর মিথ্যা প্রকৃতপক্ষেই বাস্তব ও গর্হিত কাজ। তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে ব্যক্তি বগড়া-বিবাদ পরিহার করবে, অথচ সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী অর্থাৎ, তার বগড়া ছিল ন্যায় সংগত, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, তার জন্য বেহেশতের উঁচু স্থানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। (ইমাম তিরমিযি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। অনুক্রম শরহে সুন্নাহ গ্রন্থেও একে হাসান বলা হয়েছে। তবে মাসাবিহ গ্রন্থকার একে গরিব বলেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

البناء : হিগাহ বাহাছ বাহাছ مجهول ماضى فعل مثبت باب ضرب ماسدার ضرب باب اثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ
 ماضى ناقص يائي جنس ب - ن - ي ماضى ناقص

رياض : এক বচন, ارياض কুবচন অর্থ- প্রাণ্ড, পার্শ্ব।

المراء : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার, অর্থ- বগড়া, বিবাদ করা।

اعلى : হিগাহ বাহাছ বাহাছ تفضيل বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : হিগাহ
 العلو ماسدার نصر অর্থ- অতি উচ্চ।

হাদিস-১৪৮:

١٤٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ
 مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجْوَابَانِ الْقَمُّ
 وَالْفَرْجُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি
 জান, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? আল্লাহ শীতি ও সুন্দর চরিত্র।
 তোমরা কি জান, কোন জিনিস মানুষকে অধিকহারে দোজখে প্রবেশ করাবে? তাহলো দুটি গল্প, মুখ এবং
 লজ্জাহান। (ইমাম তিরমিডি ও ইবনে মাজাহ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الدراية : হিগাহ বাহাছ বাহাছ معروف مضارع جمع مذکر حاضر : হিগাহ
 ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باহাছ جمع مذکر حاضر : হিগাহ
 الألفاظ : হিগাহ বাহাছ বাহাছ معروف مضارع جمع مذکر حاضر : হিগাহ
 الألفاظ : হিগাহ বাহাছ বাহাছ معروف مضارع جمع مذکر حاضر : হিগাহ

الاجوفان : বিবচন, একবচন الجوف অর্থ- দুটি গর্ত, দুটি গল্প।

الفرج : একবচন, বহুবচন الفروج অর্থ- লজ্জাহান।

হাদিস-১৪৯:

١٤٩- عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ
 لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا وَيَكْتُمُ اللَّهُ لَهَا بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ
 بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا وَيَكْتُمُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

رَوَى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ

অনুবাদ: হজরত কেশান ইবনুল হারেস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিচরই এক ব্যক্তি ভালো কথা বলে, কিন্তু সে এর মর্যাদা ও পরিণাম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহতাআলা উক্ত কথার কারণে তার জন্য ঈদ সজ্জাটি লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত) পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি মুখ দিয়ে মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে এর পরিণাম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা এ কথার কারণে তার উপর নিজের ক্ষেত্র ও অসজ্জাটি লিপিবদ্ধ করেন, আল্লাহ তাআলার সাথে তার সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত। (শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, আর ইমাম মালিক, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ রহ. অনুক্রম হাদিস বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৫০:

١٥٠- عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِلٌ لِمَنْ يَحْدُثُ فَيَكْذِبُ يُضْحِكُ بِهِ النَّوْمُ وَنِلٌ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত বাহর ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর দাদা) বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অবধারিত, যে কথা বলে এক জনগণকে হাসাবার জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস তার জন্য ধ্বংস। (ইমাম আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ ও দারেমি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ونيل : ইহা اسم جامد वर्ष - ধ্বংস, সর্বনাশ, আক্ষেপ।

হাদিস-১৫১:

١٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّا يُضْحِكُ بِهِ النَّاسُ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمَيْهِ - (رَوَاهُ التَّبَيْهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিচরই বাস্তব একটি কথা বলে, আর এটা শুধু এ জন্য বলে যে, তার দ্বারা সে মানুষকে হাসাবে। সে এ কথার কারণে দোজখের মধ্যে এতখানি দূরে তথা পতীরে নিক্ষেপ হবে, যতখানি দূরত্ব রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে। আর নিচরই বাস্তবের ভাষার স্থান তার পদস্থান হতে অধিক তরানক। (ইমাম বায়হাকি রহ. ও আবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الهُوى ماسداه ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باسما واحداً مذكراً غائباً : هوى
মাসদাহ মাসদাহ-হ-ও-য়-সে নিশ্চিত হবে।

الزلل ماسداه ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باسما واحداً مذكراً غائباً : لزل
মাসদাহ মাসদাহ-ল-ল-ল-জিনস ত্রয়ী অর্থ-অবশ্যই তার পদচলন হবে।

হাদিস-১৫২:

۱۵۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
صَمَتَ نَجًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّوَسُّطِيُّ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নীরব থাকল সে মুক্তি পেল। (ইমাম আহমদ, তিরমিছি, দারেমি রহ. আর বায়হাকি রহ. তার তআকুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১৫৩:

۱۵۳- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا
التَّجَاهُ - فَقَالَ أَمَلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَتَسْمَعَكَ يَتَنَكَّ وَأَبِي عَلَى حَظِيَّتِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত উক্বা ইবনে আমের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অতপর আরজ করলাম, হে রসুল! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন, ছুঁমি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, নিজের ঘরে গড়ে থাক এবং নিজের পাশের জন্য তন্দন কর। (ইমাম আহমদ ও তিরমিছি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

التَّجَاهُ : ইহা বাব نصر এর মাসদাহ, অর্থ- মুক্তি লাভ করা।

و ماسداه الوسعة سمع باب امر غائب معروف باسما واحداً مذكراً غائباً : ليسع
মাসদাহ মাসদাহ-স-স-স-জিনস ত্রয়ী অর্থ- বেন প্রশস্ত হয়।

ابك : হিগাহ বাহা হ حاضر معروف واحد مذکر حاضر : হিগাহ
 ی - ک - ب - جینس ناقص یائی ارف - تومی کاند ।

হাদিস-১৫৪:

۱۵۴- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَضْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفَرُ
 اللِّسَانَ فَتَقُولُ إِنِّي اللَّهُ فَيُنَا فَأَنَا نَحْنُ بِكَ فَإِنَّ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا (رواه
 الترمذی)

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি একে মারফু হিসেবে তথা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আদম সন্তান বখন সকালে উপনীত হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুন্নয়-
 বিনয় করে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আত্মাহকে স্তম্ব কর। কেননা, আমরা অবশ্যই তোমার সাথে জড়িত।
 যদি তুমি ঠিক থাক, আমরাও ঠিক থাকব। আর যদি বাঁকা পথে চল, তাহলে আমরাও বাঁকা পথ অনুসরণ
 করব। (হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ)

الاعضاء : কবচন, একবচন, العضو অর্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ।

تكفر : হিগাহ বাহা হ حاضر معروف واحد مؤنث غائب : হিগাহ
 ر - ف - ك - جিনস صحيح অর্থ অনুন্নয়, বিনয় করে, আবেদন করে,
 সেটার।

الاعوجاج : হিগাহ বাহা হ حاضر معروف واحد مذکر حاضر : হিগাহ
 ع - و - ج - জিনস اجوف واوي অর্থ- তুমি বাঁকা হয়েছ।

হাদিস-১৫৫:

۱۵۵- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ
 إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْينِيهِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَمْدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ
 فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُمَا)

অনুবাদ: হজরত আলি ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,
 একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, যা কিছু অর্থহীন তা পরিত্যাগ করা (ইমাম শাখিল ও আহমদ রহ.

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযি ও বায়হাকি রহ. ওআবুল ইমান এছ হজরত হাসান ইবনে আলি ও হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) উভয় হতে বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১৫৬:

۱۵۶- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا تَدْرِي فَلَعمَهُ تَعَلَّمْ فِينَا لَا يَغْنِيهِ أَوْ يَجِلُّ بِمَا لَا يَنْتَقِصُهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতে জমৈক সাহাবি ইতিকাল করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, তুমি আল্লাহের গুণ সংবাদ গ্রহণ কর। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) (একথা শুনে) বললেন, তুমি তো জান না, (তার ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য) সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছেন, অথবা এমন ব্যাপারে কার্পণ করেছে, যা দান করলে তার কিছু কমে যেতো না। (ইমাম তিরমিযি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تولى : হিগাহ মাক্দাহ তوفী বাব اثبات فعل ماضى مجهول বাহাহ واحد مذکر غائب : تولى

সে সূত্র্যবরণ করল। - অর্থ- লগিফ মফরুq - ফ - য়

ابشر : হিগাহ মাক্দাহ الابشار বাব امر حاضر معروف واحد مذکر حاضر : ابشر

তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। - অর্থ- صحيح জিনস - প - শ - র

النقص : হিগাহ মাক্দাহ النصر বাব نفي فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب : لا ينقص

তা কমে না। - অর্থ- صحيح জিনস - ন - ق - ص

হাদিস-১৫৭:

۱۵۷- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

অনুবাদ: হজরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আছ সাকাফি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি আরম্ভ করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! যে জিনিসগুলোকে আপনি আমার জন্য ভয়ের কারণ বলে মনে করেন, তদ্বাখে

সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস কোনটি ? হজরত সুফিয়ান (রা) বলেন, তখন তিনি বীর জিহ্বা ধরলেন এক বললেন, এটা (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এক এটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

হাদিস-১৫৮:

۱۵۸- عَنْ أَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مَيْلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন, বালাহ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন কেবলতা তার মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের কারণে তার নিকট হতে এক মাইল দূরে সরে যায়। (ইমাম তিরমিযি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التباعد ماسدائر تفاعل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিলাহ
মাক্দাহ - ع - د - صحيح জিনস - অর্থ- সে দূরে চলে গেল।

نتن : ইহা বাব ضرب و سمع এর মাসদার, অর্থ- দুর্গন্ধ বৃদ্ধ হওয়া।

হাদিস-১৫৯:

۱۵۹- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ الْخَطْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَثُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَحَاك حَبِيئًا هُوَ لَكَ بِه مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِه كَاذِبٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত সুফিয়ান ইবনে উসায়দ আল হানযালি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হল, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে কোন কথা বললে, আর সে তোমাকে এ ব্যাপারে সত্যায়ন করল, অথচ তুমি এ ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছ। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تحدث ماسدائر تفعيل باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : হিলাহ
মাক্দাহ - ح - د - ث - صحيح জিনস - অর্থ- তুমি কথা কাবে, বর্ণনা করবে।

ص - د - ق ماسدائر التصديق تفعيل باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : হিলাহ
মাক্দাহ - ق - د - ص - صحيح জিনস - অর্থ- বিশ্বাস স্থাপনকারী, সত্যায়নকারী।

হাদিস-১৬০:

১৬০- عَنْ عَمْرِو بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا رَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বি-মুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। (ইমাম দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৬১:

১৬১- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا أَلْفَاحِشٍ وَلَا أَلْبَيْدِيِّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلَا أَلْفَاحِشٍ أَلْبَيْدِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, একজন মুমিন ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল পালমসকারী এবং নির্ভঙ্ক হতে পারে না। (ইমাম বায়হাকি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকির এক বর্ণনায় আছে যে, মুমিন অশ্লীল নির্ভঙ্ক হতে পারে না। (ইমাম তিরমিডি (র) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ط-ع-ن-ع-ن-ع-ن الطعان : আসদার ফতহ বাব اسم فاعل مبالغة واحد مذكر : طعان
জিনস অর্থ- অধিক ভর্ৎসনাকারী।

البيد : আসদার নসর বাব اسم فاعل مبالغة واحد مذكر : البيد
বহুবচনে ابيدباء

হাদিস-১৬২:

১৬২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُتَبَغَى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মুমিন অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনার আছে যে, একজন মুমিনের গকে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৬৩:

١٦٣- عَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَاعِنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا يَقْضِبِ اللَّهُ وَلَا يَجْهَنَّمْ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا بِالنَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত সামুয়াহ ইবনে জুনদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পরকে এভাবে অভিসম্পাত করবে না যে, “তোমার উপর আল্লাহ অভিসম্পাত হোক” “তোমার উপর আল্লাহ তাআলার গণব হোক” এবং “তোমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হোক”। অপর এক বর্ণনার আছে যে, “তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোক”। (অর্থাৎ جهنم শব্দের স্থলে النار শব্দটি রয়েছে।) (ইমাম তিরমিযি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

الملاعنة ما ساءل مفاعلة باب نهي حاضر معروف باسما جمع مذكر حاضر حياض : لا تلعنوا
 ن - ع - ج - ل - ص - صحیح জিনস - অর্থ - তোমরা পরস্পর অভিসম্পাত কর না।

হাদিস-১৬৪:

١٦٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَعْلُقُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تُهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُعَلِّقُ أَبْوَابَهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَمِينِنَا وَشِمَالِنَا فَإِذَا نَمَّ تَحِدَّ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الْيَمِينِ لَعْنٌ فَإِنَّ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَالْأَرْضَ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিচয়ই বান্দাহ যখন কোন বস্তুকে শানিত বা অভিসম্পাত করে, তখন সে অভিসম্পাত আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর উক্ত অভিসম্পাতের জন্য আকাশের দারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তা জমিনের দিকে আসে। তখন তার জন্য জমিনের দার বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তা ডানদিকে ও বামদিকে যায় এবং যখন সেখানেও প্রবেশের কোন পথ না পায়, তখন সেই বস্তু বা ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাকে শানিত দেয়া

হয়েছে। যদি সে লানতের উপযোগী হয়, তাহলে তার উপর পতিত হয়। অন্যথায় অভিসম্পাতকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (ইমাম আবু দাউদ (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الصعود মাসদার سمع বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : صعدت
মাকাহ - ع - ص - صحيح জিনস সে ওপরে ওঠে।

الاغلاق মাসদার افعال বাব اثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مؤنث غائب : تغلق
মাকাহ - ل - ق - صحيح জিনস বন্ধ করে দেয়া হয়।

الرجوع মাসদার فتح বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : رجعت
মাকাহ - ع - ج - صحيح জিনস সে ফিরে আসে।

হাদিস-১৬৫:

١٦٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا نَارَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَائَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে আকাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিরেছিল, তখন লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করল, তৎপর হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, জুঁমি বাতাসকে অভিসম্পাত করো না, কেননা সে তো আদিষ্ট। বস্তুত যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে লানত করে, অথচ বস্তুটি লানতের উপযোগী নয়, তবে লানত তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نازعت مفاعلة ماسدার باব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : نازعت
মাকাহ - ع - ن - صحيح জিনস সে ঝগড়া করল।

مامورة الامر মাসদার نصر বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مؤنث : مامورة
মাকাহ - ع - م - صحيح জিনস নির্দেশিত।

হাদিস-১৬৬:

১৬৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلَغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আমার সাধীগণের মধ্য হতে কেউ কারও ব্যাপারে আমাকে মন্দকথা শোনাবে না। কেননা, আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসি, আমি প্রশান্ত মনে থাকি। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

التبليغ ماسدائر تفعيل باب نفي فعل مضارع معروف बाबाह واحد مذکر غائب لا يبلغ :
 মাঙ্গাহ সে পৌছাবে না।
 صحيح جنس ب-ل-غ

س-ل-م ماسدائر السلامة ماسدائر سمع باب اسم فاعل مبالغة बाबाह واحد مذکر لا يبلغ :
 সলিম মালিক নিরাপদ।
 صحيح جنس

الصدر : একচান, বহুচান الصدر جرح- বক্ষ, অন্তর।

হাদিস-১৬৭:

১৬৭- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَرَجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَرَجَتْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম صلى الله عليه وسلم কে বললাম, হজরত সাফিয়াহ رضي الله عنها সম্পর্কে আপনার জন্য এতটুকু বখেট যে, তিনি এরূপ, এরূপ। অর্থাৎ, তিনি তো বেঁটে। এ কথা শুনে রসূল صلى الله عليه وسلم বললেন, অবশ্যই তুমি এমন একটি কথা বললে, যদি এর সাথে সমুদ্রকে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে তা সমুদ্র পরিবর্তন করে দেয়। (ইমাম আহমদ তিরমিডি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

العنى হাসদার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : হিগাহ
 মাক্দাহ ی - ن - ع জিনস য়াঈ ناقص অর্থ- উদ্দেশ্য করে।

مزج হাসদার نصر باب اثبات فعل ماضی مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ
 মাক্দাহ ج - ز - م জিনস صحیح অর্থ- মিশ্রিত করা হয়েছে।

হাদিস-১৬৮:

١٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْمُحْشَى فِي شَيْءٍ إِلَّا شَأْنَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, কোন বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকলে সেটা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। আর কোন বস্তুর মধ্যে লজ্জাশীলতা থাকলে তা তার শ্রী বৃদ্ধি করে তোলে। (ইমাম তিরমিডির রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৬৯:

١٦٩- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ يَعْنِي مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)

অনুবাদ: হজরত খালিদ ইবনে মাদান রহ. হতে বর্ণিত, তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। হজরত রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিমান ভাইকে কোন পাপ বা অপরাধের কথা বলে লজ্জা দেয়, সে উক্ত অপরাধ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ, এমন অপরাধ বা হতে তার মুসলিমান ভাই তাওবা করেছে। (ইমাম তিরমিডির রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদিসটি পরিব। এর সনদ মুস্তাসিল নয়। কেননা, হজরত খালিদ ইবন মাদান হজরত মু'আয ইবনে জাবাল এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি)।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

عير হাসদার تفعیل باب اثبات فعل ماضی معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ
 মাক্দাহ ع - ی - ر জিনস য়াঈ اجوف অর্থ- সে লজ্জা দিল।

افعال نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف باهاض واحد مذکر غائب : لم يدرك
 আসদার الادراك ماكدار ر-ك صحیح জিনস د-ر-ك سے پائین ا۔

হাদিস-১৭০:

۱۷۰- عَنْ وَائِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشُّمَاتَةَ
 لِأَخِيكَ فَيَرَحَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ ((رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ))

অনুবাদ: হজরত ওয়াইলা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তুমি তোমার কোন
 ভাইয়ের বিশদদেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। কেননা, এমনটি হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তার উল্লর দয়া
 করবেন এক তোমাকে বিশদ এই করবেন। (ইমাম তিরমিযি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি
 বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান গরিব)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الشُّمَاتَةَ : ইহা বাব سَع এর আসদার, অর্থ- কারো বিশদে খুশী হওয়া।

يبتل : হিগাহ واحد مذکر غائب : يبتل
 আসদার افتعال বাব اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذکر غائب : يبتل
 অর্থ- সে পরীক্ষা করবে, বিশদে লিঙ করবে।

হাদিস-১৭১:

۱۷۱- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَتْ
 أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَدًّا وَكَدًّا ((رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ))

অনুবাদ: হজরত আয়েশা রাডিআল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমি কারো
 সম্পর্কে (তার দোষ ক্রটি বর্ণনাপূর্বক) গল্প করা পছন্দ করি না। যদিও আমাকে এরূপ এরূপ (অর্থ-সম্পদ)
 দেওয়া হয়। (ইমাম তিরমিযি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহিহ বলেছেন)।

হাদিস-১৭২:

۱۷۲- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاحَ رَاجِلَتُهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
 فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَلَى رَاجِلَتُهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى أَللَّهُمَّ

ازْمَنِي وَحَمْدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ وَهُوَ أَضَلُّ أَمْ
بِعِزَّةِ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হযরত জুনদুব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন আসলো। অজ্ঞপ্তর নিজেই
উটকে বসালো এবং তাকে বাঁধলো। অজ্ঞপ্তর সে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর
পেছনে নামায পড়লো। এরপর সে নামাযের সালাম ফিরিয়ে নিজের উটটির কাছে গেলো এবং বাঁধন
খুলে দিলো। অজ্ঞপ্তর সে উটের পিঠে আরোহণ করলো এবং উচ্চৈশ্বরে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে
ও মুহাম্মদ ﷺ কে অনুগ্রহ করো আর আমাদের অনুগ্রহে অন্য কাউকে শরিক করো না। (এ কথা
শনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কী বলো? এ গ্রাম্য লোকটি বেশী পথভ্রষ্ট, না তার উটটি?
তোমরা কি শোনেনি, লোকটি কী বললো? তারা বললো, হ্যাঁ। (আমরা শুনেছি) (ইমাম আবু দাউদ
(রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اعرابي : একবচন, বহুবচন, অعراب, অর্থ- বেদুঈন, গ্রাম্য।

اناخ : হিগাহ বাব اثبات فعل ماضٍ معروف বাহাছ واحد مذکر غائب :
মাদাহ জিনস - ن - و - خ

العقل : হিগাহ বাব اثبات فعل ماضٍ معروف বাহাছ واحد مذکر غائب :
মাদাহ জিনস - ع - ق - ل

اطلاق : হিগাহ বাব اثبات فعل ماضٍ معروف বাহাছ واحد مذکر غائب :
মাদাহ জিনস - ط - ل - ق

اضل : হিগাহ বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر :
মাদাহ জিনস - ل - ل - ل

হাদিস-১৭৩:

١٧٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ
غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَرَّتْ لَهُ الْعَرْشُ - (رَوَاهُ التَّبَهَاتِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন কোন কাফির তথা পাশি ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়, তখন আব্রাহ তাআলা ক্ষেত্রখণ্ডিত হন এবং তার প্রশংসার কারণে আব্রাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠে। (ইমাম বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান এছহে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الفاسق অর্থ- সীমান্তজনকারী। الفسوق মাসদার نصر বাব اسم فاعل বাহাহ واحد مذکر হিগাহ : الفاسق

الاهتزاز ماسدার افتعال বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাহ واحد مذکر غائب হিগাহ : اهتز
ماদ্ধাহ ز-ز-ز জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে কেঁপে উঠল।

হাদিস-১৭৪:

۱۷۴- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْمَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْحِلَالِ كُلِّهَا أَلَا الْحَيَاةَ وَالْكَذِبَ- (رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن أبي وقاص)

অনুবাদ: হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মুমিনকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সম্ভাব্য উপর সৃষ্টি করা হয়। (ইমাম আহমদ (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকি রহ. তাঁর শুআবুল ইমান এছহে হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াছাল (رضي الله عنه) এর সূত্র ধরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৭৫:

۱۷۵- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيُّكُمْ الْمُؤْمِنُ بَغِيلاً قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيُّكُمْ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا - (رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان مرسلًا)

অনুবাদ: হজরত সাকুওয়ান ইবন সুলায়ম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একদা জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি ভীরা হতে পারে? হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি কুপন হতে পারে? তিনি বললেন হ্যাঁ। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল-মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন না। (ইমাম মালিক রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকি (র) শুআবুল ইমান এছহে হাদিসটি মুরছাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

جبان : ছিগাহ الحبين মাসদার نصر বাব صفت مشبهه বাহাহ واحد مذکر : জিগাহ

كذاب : ছিগাহ الكذب মাসদার ضرب বাব اسم فاعل مبالغه বাহাহ واحد مذکر : ছিগাহ

জিনস صحيح অর্থ- অধিক মিথ্যাবাদী।

হাদিস-১৭৬:

١٧٦- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ قِيَامِي الْقَوْمِ
فَيَحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَمَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفَ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي
مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, শিষ্টাই কখনো কখনো শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আসে একে তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর (মজলিশ শেষে) লোকজন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে চলে যায়। তখন তাদের মধ্যে হতে একজন বলে, আমি এক ব্যক্তিকে একরূপ বলতে শুনেছি। যার মুখটিনি, কিছু তার নাম জানি না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يتمثل : ছিগাহ التمثل মাসদার تفعل বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : ছিগাহ
ما كما ه ل - م - ث - ص صحيح জিনস - সে আকৃতি ধারণ করে।

الغرف : ছিগাহ الغرف مাসদার تفعل বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : ছিগাহ
ما كما ه ل - م - ث - ص صحيح জিনস - তারা ছয়জন হয়।

لا ادري : ছিগাহ لا ادري مাসদার ضرب বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাহ واحد متكلم : ছিগাহ
ما كما ه ل - م - ث - ص صحيح জিনস - আমি জানি না।

হাদিস-১৭৭:

١٧٧- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئًا
بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَخَدَّهُ قَدْ لُتَّ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيلِ السُّوءِ وَالْجَلِيلِ الصَّالِحِ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَأَمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ
السُّكُوتِ وَالسُّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ إِمْلَاءِ الْغَيْرِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হিশান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত আবু বর দিকারি (রা.) এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু বর। এই নির্জনতা কেন? তিনি জবাব বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার রসূলকে ইরশাদ করতে শুনেছি, “নির্জনতা অসৎ সঙ্গী হতে উত্তম আর সৎ সঙ্গী একাকিত্ব থেকে উত্তম। ভালো কথা শিক্ষা দেয়া চুপ থাকা থেকে উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেয়ার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।” (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اتيت : অতিহা হিগাহ্ব واحد متكلم : বাহাহ্ব فعل ماضى معروف

আমি আসলাম। অর্থ- মরক্ব সিনস। - ত - ي

كساء : একবচন, বহুবচন اكسية : অর্থ- চাঁদর, কাপড়, কবল।

ج-ل-س : الجلس : বাহাহ্ব اسم فاعل مبالغة واحد مذكر جليسا : অর্থ- সঙ্গী, উপবিষ্ট ব্যক্তি।

صحيح : অর্থ- সঙ্গী, উপবিষ্ট ব্যক্তি।

املاء : ইহা বাবে افعال এর আসদার, অর্থ- শিক্ষা দেয়া।

তারকিব: الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيلِ السُّوءِ

শব্দটি السوء আর مضاف এখানে جليسا , من حرف جار , خير شبه فعل , مبتدأ الوحدة

خير متعلق بمرور جار , আর مجرور مبالغة مضاف اليه , مضاف اليه

مبتدأ خبر হয়েছিল। পরিশেষে فعل جملہ متعلق بمرور مضاف اليه , مضاف اليه

مبتدأ خبر হয়েছিল।

হাদিস-১৭৮:

١٧٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامُ

الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইব্রাহীম ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির নীরব থাকার সম্বন্ধ ও বর্ষালা অর্জিত হয়, তা যাট বছরের নকল ইবাতদের থেকেও উত্তম। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৭৯:

۱۷۹- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزِينٌ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَتُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطَوِيلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَعْتَرِدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمَيِّتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مَرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخْفُفِ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَلِيمَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَيْتَ خَجْرَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ (رَوَاهُ النَّبَيْهَتِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু জার গিকারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে হাজির হলাম। অন্তর্গত হজরত আবু যর দীর্ঘহাদিস বর্ণনা করলেন। তিনি এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, আমি আরব করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসূল আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, এটা তোমার সকল কাজের অধিক শোভানর্ধনকারী। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কুরআন পাঠ করা এবং মহামহিম আল্লাহ তাআলার বিকর করা তোমার উপর আবশ্যিক। কেননা, এটা তোমার জন্য আকাশে স্মরণযোগ্য এবং জমিদে তোমার জন্য আলোক স্বরূপ হবে। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। কেননা, এটা শয়তানকে বিভ্রান্ত করে এবং তোমার ধীনি কাজের ব্যাপারে সহায়ক হয়। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, অধিক হাসি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা অন্তরকে মৃত করে কেলে এবং মুখ মস্তকের আলো দূরীভূত করে দেয়। আমি বললাম, আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, সত্য কথা বল; যদিও তা তিরস্ক হয়। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার পথে কাজ করতে কোন নিদুকের নিন্দাকে ভয় করো না। আমি (সর্বশেষ) বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে যে দ্রুটি আছে বলে তুমি জান, সেটা যেন তোমাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা থেকে বিরত রাখে। (বায়হাকি)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أوص : হিলাহ امر حاضر معروف واحد مذكر حاضر : অর্থ- উপদেশ দিন।
و- ص- ي : অর্থ- উপদেশ দিন।

ز - ی - ن - ماحد الزينة ماسدادر ضرب باب اسم تفضيل باحد مذکر هياح : ازین
 جنس صحيح ارب- امیک شোভা বর্ধনকারী।

مطرده : এটা বাব نصر এর মাসদার, অর্ধ- দূরীভূত করা।

والحجز المحجزة ماسدادر ضرب باب امر غائب معروف باحد مذکر غائب هياح : ليحجز
 ماحد ح - ج - ز جنس صحيح ارب- সে যেন বিরত থাকে।

হাদিস-১৮০:

۱۸۰- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى
 خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَحْفَى عَلَى الظَّهِيرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ قُلْتُ بَلَى قَالَ طَوْلُ الصُّمْتِ وَحُسْنُ المَخْلُقِ وَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ المَخْلَاقُ بِمِثْلِهِمَا .

অনুবাদ: হজরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইয়শাদ
 করেছেন, হে আবু ধর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলব, যা পৃষ্ঠদেশে খুব হালকা এক
 গাভার খুব ভারী? আমি বললাম হ্যাঁ। রাসূল صلى الله عليه وسلم বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম চরিত্র। সে সমস্ত শপথ,
 যার হাতে আমার প্রাণ, সৃষ্টিকুল এ দুটো কাজের মত উত্তম আর কোন কাজ করে না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خصلتين : দ্বিবচন, একবচনে, خصلة বহুবচন خصال অর্থ- দুটি স্বভাব, দুটি চরিত্র।

الظهر : একবচন, বহুবচন الظهر অর্থ- পিঠ।

المخلوق : বহুবচন, একবচন المخلوق অর্থ- সৃষ্টিকুল।

হাদিস-১৮১:

۱۸۱- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ
 بَعْضَ رَقِيقِهِ فَأَلْتَمَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَعَانِينَ وَصِدْقَيْنِ كَلَّا وَرَبِّ الكَعْبَةِ فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ
 رَقِيقَةٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعُوذُ (رَوَى التَّبَهِيُّ الأَحَادِيثَ المُنَسَّةَ فِي
 شُعَبِ الإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদিন নবি করিম (ﷺ) হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর নিকট নিয়ে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কোম দাসকে স্তর্সনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে ডাকলেন এবং বললেন, কা'বার রব এর কসব। এমন স্তর্সনাকারী ও সিদ্ধিক কখনও একই ব্যক্তি হতে পারে না। (একথা শুনে) সেদিন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) তাঁর কিছু দাস আবাদ করে দিলেন। অতঃপর তিনি নবি করিম (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন, আমি কখনও এ কাজের পুনরাবৃত্তি করব না। (ইমাম বায়হাকি (র) এ পাঁচটি হাদিস তাঁর জাভাবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الالذفات ماسدات افتعال باب اثبات فعل ماضٍ معروفٍ واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : الضفت
মাদাহ ল - ফ - ত জিনস সচিহ অর্থ- ডাকলেন, মুখ কেবালেন।

لااعود ماسدات العود ماسدات نصر باب نفي فعل مضارعٍ معروفٍ واحدٍ متكلمٍ : لااعود
মাদাহ অ- জিনস ও- দ অর্থ- পুনরাবৃত্তি করব না।

হাদিস-১৮২:

١٨٢- عَنْ أَسْمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى ابْنِ بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَهُوَ يَجْبُدُ لِسَانَهُ
فَقَالَ عُمَرُ مَهْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْزَقَنِي الْمَوَارِدَ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

অনুবাদ: হজরত আসলাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হজরত ওমর (رضي الله عنه) হজরত আবু বকর সিদ্ধিক (رضي الله عنه) এর নিকট প্রবেশ করলেন। সে সময় তিনি নিজের জিহ্বা টানছিলেন। তখন হজরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, থামুন। আপনি কি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) বললেন, নিশ্চয়ই এটিই আমাকে ধ্বংসের স্থান সমূহে অবতীর্ণ করেছে। (ইমাম মালিক রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجبذ ماسدات ضرب باب اثبات فعل مضارعٍ معروفٍ واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : يجبذ
অর্থ- তিনি টানছেন।

الموارد : হিগাহ جمع বাহাহ ظرف اسم বাব الورد ماسদار ضرب অর্থ- অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সমূহ, ধনসম্বলসমূহ।

হাদিস-১৮৩:

۱۸۳- عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَضْدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اتُّمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ - (رَوَاهُ التَّبَيْهِيُّ)

অনুবাদ: হজরত উবাদাহ ইবনে সামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ে (নিশ্চয়তা) দাও, তাহলে আমি তোমাদের আত্মার জামিনদার হব। (১) যখন তোমরা কথা কলবে, সত্য কলবে। (২) যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, তা পালন করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে (কোন জিনিস) আমানত রাখা হয়, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাহানসমূহকে হিকাযত করবে। (৫) তোমাদের চক্কুলোকে অবনমিত রাখবে (৬) নিজেদের হস্তধরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الضمان والضمن ماسدال سماع امر حاضر معروف جمع مذكر حاضر : হিগাহ
যাক্বাহ ض - م - ن জিনস صحيح অর্থ- তোমরা জামিন, দায়িত্ব গ্রহণ কর।

و- الأوفاء ماسدال افعال امر حاضر معروف جمع مذكر حاضر : হিগাহ
যাক্বাহ و- لفيف مفروق জিনস ف- ي অর্থ- পূর্ণ কর।

غ- الغض ماسدال نصر امر حاضر معروف جمع مذكر حاضر : হিগাহ
যাক্বাহ غ - ض - ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- অবনমিত কর।

হাদিস-১৮৪:

۱۸۴- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُذِّقُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَسَاءُونَ بِالنَّيْمَةِ الْمُعْرِقُونَ بَيْنَ الْأَجْبَةِ الْبَاغُونَ الْبِرَاءَ الْعَنَتَ (رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالتَّبَيْهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল রহমান ইবনে গানাম এবং আসমা বিনতে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইয়াশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার খির ও পছন্দনীয় বান্দাহু তারাই, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তাআলার স্মরণ হয়। আর আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দাহু তারাই, যারা পরনিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এক পুত-পবিত্র লোকদের পদতলন ও ধ্বংসে প্রত্যাশা করে। (ইয়াস আহমাদ ও ইয়াস বায়হাকি (৯) খীয় ওআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিস দুটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ম-শ-য মাফাহ المشئ মাসদার ضرب বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ جمع مذكر هياح : مشاءون

জিন্স যাই নাক্ষ অর্থ- পরনিন্দাকারীগণ, অধিক বিচরণকারীগণ।

البراء : اسم बहुचन, एकचन البر অর্থ- পুত-পবিত্র লোকগণ।

হাদিস-১৮৫:

১৮৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعْيِدُوا وَضُؤُوا كَمَا وَصَلَوْتُمْ كَمَا وَأَمَّيْنَا فِي صَوْمِكُمْ وَأَقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَا لَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِغْتَبْتُمْ فَلَأَنَا .

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক যুহর কিংবা আসরের নামাজ আদায় করল। তার দু'জন ছিলেন রোজাদার। অস্তরণ বন্ধ হজরত নবি করিম (ﷺ) নামাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন পুনরায় অযু কর এবং নামাজ আদায় কর। আর তোমাদের রোজা পূর্ণ কর এবং অন্য একদিন তা কাযা কর। তার বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসূল। কেন রোজা কাযা করবা? তিনি বললেন, তোমরা অযু কর ব্যক্তির গিৰাত বা পর নিন্দা করেছ (বায়হাকি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ص-ও-ম মাফাহ الصوم মাসদার نصر বাব اسم فاعل ثنية বাহাছ ثنية مذكر هياح : صائمين

জিন্স বায়ি অর্থ- দু'জন রোজাদার।

اقضيا : هياح حاضر معروف ثنية مذكر حاضر هياح : امر حاضر ضرب

অর্থ- তোমরা দুজন কাযা কর।

الاغتياب ما سدا من افتعال باب اثبات فعل ماضٍ معروف باهـ جمع مذكر حاضر حياها : اغتبتم
মান্দাহ অর্থ- اجوف يائي جينس غ- ي- ب مان্দাহ

হাদিস-১৮৬:

١٨٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ
أَشَدُّ مِنَ الرَّثَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّثَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ وَفِي رِوَايَةٍ
أُتِيَ قَالَ صَاحِبُ الرَّثَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ (رَوَى التَّبِيهِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ
الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ খুদরি ও জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, গিবাৎ বা পরনিন্দা ব্যক্তির হতে ভয়ঙ্কর। সাহাবায়ে কিরাম আরব করলেন, পরনিন্দা কিভাবে ব্যক্তির হতে ভয়ঙ্কর হতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, মানুষ ব্যক্তির করে, অতঃপর ব্যক্তির তাওবা করে এবং আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনার আছে যে, অতঃপর ব্যক্তির তাওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু নিন্দাকারীকে ক্ষমা করা হবে না; যতক্ষন না যার নিন্দা করা হয় সে ক্ষমা করে। হজরত আনাস (رضي الله عنه) এর বর্ণনার আছে যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ব্যক্তির তাওবা করে, কিন্তু নিন্দাকারীর জন্য তাওবা নেই। (ইমাম বায়হাকি রহ. ক্বাবুল ইমান গ্রন্থে হাদিস তিনটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-১৮৭:

١٨٧- عَنْ أُتَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ
أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَابَكَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ . (رَوَاهُ التَّبِيهِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ وَقَالَ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, গীবাতের কাফফরা বা প্রতিকার হলো তুমি যার গিবাৎ করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তুমি এভাবে বলবে, যে আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর। (ইমাম বায়হাকি (র) হাদিসটি “দাওয়াতুল কবির” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এক তিনি বলেছেন, এর সনদে দুর্বলতা আছে।)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ব্যক্তির জান্নাতের জিম্মাদার হবেন। ?

- ক.যে ব্যক্তি হাত ও পায়ের হেফায়ত করবে।
- খ. যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফায়ত করবে।
- গ.যে ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করবে না।
- ঘ. যে ব্যক্তি কোন জীবকে কষ্ট দিবেনা।

২. غيبة শব্দটির অর্থ কী ?

- ক. কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা।
- খ. অনুপস্থিতিতে কারো প্রতি মিথ্যামিথি দোষারোপ করা।
- গ. অনুপস্থিতিতে কাউকে গালমন্দ করা।
- ঘ. কারো অগোচরে তার অনিষ্ট চিন্তা করা।

৩. কোন মুসলমানকে গালি দেয়া কী ?

- ক.ফাসেকি।
- খ. গর্হিত।
- গ. মাকরুহ।
- ঘ. অনুচিত।

৪. নাম অর্থ কী?

- ক. গোনাহগার।
- খ. চোগলখোর।
- গ. গালমন্দকারী।
- ঘ. ওয়াদা খেলাফকারী।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হাবিবুর রহমান একটি অফিসের বড় কর্মকর্তা। তার গালমন্দ ও বকাবকার কারণে কর্মচারীরা সহসা তার কাছে ঘেঁষে না। বিষয়টি নিয়ে তারাও নিজেদের মধ্যে কানাঘুসা করে।

৫. হাবিবুর রহমানের আচরণ শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন পর্যায়ে পড়ে?

- ক. حرام
- খ. كفر
- গ. بدعة
- ঘ. مكروه

৬. অফিসের কর্মচারীদের জন্য উচিত হচ্ছে-

- i. তার থেকে সতর্ক থাকতে সবাইকে সচেতন করা
- ii. সবাই একতাবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন পড়ে তোলা
- iii. কয়েকজন মিলে বিষয়টি তার সাথে আলোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

৭. কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করার হুকুম কী?

ক. حرام

খ. مكروه

গ. مستحب

ঘ. مباح

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাসরিন ও ফাহিমা দু'জন প্রতিবেশি। তারা প্রায়শঃ মানুষদের ভালোমন্দ বা কীর্তিকলাপের বিষয় নিয়ে গল্প করে। একদিন তাদের প্রতিবেশি রাবেয়া বেগম তাদেরকে পরনিন্দারত দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা গিবাত করো না।

(ক) $\text{إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتہ}$ হাদিসের অনুবাদ কর।

(খ) من صمت نجا হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) নাসরিন ও ফাহিমার গালগল্পের হুকুম শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) রাবেয়া বেগমের মন্তব্যটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

باب الوعد

প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অধ্যায়

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইসলামি শরিয়তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। ওয়াদা ভঙ্গ করা এক ধরনের মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা কথার ন্যায় ইসলামি শরিয়তে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে কাবীরা স্তরভেদে অঙ্গরুদ্ধ করেছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নের হাদিসসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে জানা যাবে।

হাদিস-১৮৮:

۱۸۸- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قَيْلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَيْلُهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَقَى لِي حَشِيَّةٌ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ ثَمَسٌ مِائَةٌ وَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইনতিকাল করলেন এবং খলিফা আবু বকর (رضي الله عنه) এর নিকট (বাহরাইনের পতঙ্গর) হযরত আল্লা ইবনে হাযরামী (رضي الله عنه) এর পক্ষ থেকে কিছু মাল এল। তখন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) (জনতার উদ্দেশ্যে) বললেন, আব্দুল্লাহ নবির নিকট যার ঋণ বা পাওনা আছে, অথবা তিনি কারো সাথে ইত্যপূর্বে ওয়াদা করেছিলেন, সে যেন আমার কাছে আসে। হজরত জাবির (رضي الله عنه) বললেন, তখন আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, যে তিনি আমাকে এত, এত, এত দিবেন। একসঙ্গে তিনি তিনবার নিজের দু'হাত প্রসারিত করলেন। হজরত জাবির (رضي الله عنه) বলেন, হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) আমাকে এক অঙ্গুলী দিরহাম দিলেন। তখন আমি শুনে সেখানাম যে, উহার পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম। অতপর তিনি বললেন, আরো বিংশ দিরহাম গ্রহণ কর। (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- لا دين لمن لا عهد له, যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করে না তার ধীনদারিত্ব নেই। ওয়াদা পালন একটি মহৎগুণ এবং ইসলামে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব অপরিণীম। ওয়াদা পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদিস নিম্নরূপ-

- ১। মহান আল্লাহ তাআলার বানী يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমরা কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর।
- ২। মহানবি (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ৩টি। তন্মধ্যে একটি হলো اذا وعد اخلف অর্থাৎ, যখন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে। কাজেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ। ওয়াদা পালন করা ফরজ। আর বিনা ওজরে তা ভঙ্গ করা হারাম।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دين : একবচন, বহুবচন, ديون অর্থ- ঋণ।

العد والتعداد : হিসাব বাহায় معروف ماضى واحد متكلم : عددت
মাসদার তাসদাদ نفس باب اثبات فعل ماضى معروف واحد متكلم : عددت
অর্থ- আমি হিসাব করলাম।

স্বাভি পরিচিতি :

হজরত স্বাভির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) : প্রখ্যাত আনসারি সাহাবি হজরত স্বাভির (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে মদিনার খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। মাতার নাম নাসিবাহ। তিনি ও তাঁর পিতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে আকাবাবে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮/১৯ বছর। উহুদ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাহাবি ও সত্য প্রকাশে অকৃতভঙ্গ একজন সাহাবি। মেহমানদারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীর হাদিস বর্ণনায় তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি অধিকহাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৫৪০ টি। তিনি দীর্ঘ দিন মাসজিদে নব্বীতে হাদিসের দরস দিয়েছিলেন। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের আমলে তাঁর গণ্ডগর হাজ্জাজের নির্বাচনে হজরত স্বাভির (رضي الله عنه) হিজরি ৭৪ সনে মদিনায় হজ্জিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তাঁকে মদিনায় দাফন করা হয়।

হাদিস-১৮৯:

١٩١- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ

وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قُلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْبُضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا سَيِّئًا
فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَصْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَجِيئِي فَمَنْتُ إِلَيْهِ
فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হাজারকা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখেছি যে, বার্ষিকের কারণে তাঁর চুলে কিছুটা শ্রবতা প্রকাশ পেয়েছে। আর হজরত হাসান ইবনে আলি (রা) ছিলেন, রসূলের অনুরূপ (দেখতে রসূলের সাথে সাদৃশ্য ছিল) তিনি (রসূল) আমাদেরকে তেরটি স্কল উট দিতে আদেশ করেছিলেন। আমরা উটগুলো গ্রহণ করতে গেলাম, এমন সময় আমাদের নিকট তাঁর গুফাতের খবর এল। তখন আমাদেরকে কিছুই দেয়া হল না। অতঃপর যখন আবু বকর (رضي الله عنه) খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন বোঝা গেলেন- 'যদি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কারো সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সে যেন আমার কাছে আসে।' (এ বোঝনা শুনে) আমি তাঁর কাছে গেলাম এক ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। ফলে তিনি আমাদেরকে উক্ত ১৩টি উট দিতে আদেশ করলেন। (ইমাম তিরমিযি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الشبيبة ما سدا من ضرب واحد مذكر غائب : শাব
অর্থ- তিনি বার্ষিক্যে উপনীত হয়েছেন।

قلوص : একসকল, বহুবচনে قلوص, قلص অর্থ- লথা পা বিশিষ্ট উষ্ট্রী, জোরান উষ্ট্রী।

হাদিস-১১০:

١٩٠- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ
أَنْ يُبْعَثَ وَيَقِيمَتْ لَهُ بَيْمَةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَتَسَمَيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ هُوَ فِي مَكَانِهِ
فَقَالَ لَقَدْ شَقَمْتُ عَلَيْهِ أَنَا هُنَا مِنْذُ ثَلَاثِ أَنْتَظِرُكَ- (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু হাসমা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সাথে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে বেচা-কেনা করেছিলাম। যার কিছু মূল্য বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে গুয়াদা করেছিলাম যে, নির্দিষ্ট একটি স্থানে বাকি মূল্য নিয়ে হাজির হব। আমি তা স্মরণে গেলাম। তিন দিন পরে আমার স্বপ্ন হল (এসে দেখলাম) তখন তিনি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান আছেন। (আমাকে দেখে) তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি এখানে তিন দিন যাবততোমার অপেক্ষা করছি। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

بيعث মাফাহ البعث ماسداه فعل مضارع مجهول বাহাহ واحد مذکر غائب : হিগাহ
 অর্থ- তিনি ধেরিত হন।
 جينس ب - ع - ث

المشقة ماسداه نصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাহ واحد مذکر حاضر : شققت
 অর্থ- ছুঁমি কষ্ট দিয়েছ।
 جينس ثلاى ش - ق - ق

হাদিস-১১১:

١٩١- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَحَاهُ
 وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا إِنْثَمَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত বায়েদ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। যখন কোন লোক তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তার নিয়ত থাকে যে, সে ওয়াদা পালন করবে। কিন্তু সে (কোন কারণ বশত) তা পালন করল না, সে ওয়াদা মোতাবেক যথা সময়ে আসল না। তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

মহানবি (ﷺ) এর মুখনিসৃত বাণী فلا اثم عليه এর অর্থ- হচ্ছে, তার কোনো গুনাহ হবে না। অর্থাৎ, ওয়াদা তথা অঙ্গীকার পালন করার পূর্ণ অভিয়ার থাকা সত্ত্বেও কোন জাগতিক বা শরয়ী বিশেষ ওয়ানের কারণে ব্যর্থ হলে কোনো গুনাহ হবে না। এ ধরনের ওয়াদা তহ করার কারণে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার নিয়ত সম্পর্কে জানেন। আর হাদিসে এসেছে- انما
 الاعمال بالنيات অর্থাৎ, সকল কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الوفاء ماسداه ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : يفي
 অর্থ- সে পূরণ করবে।
 جينس و - ف - ي

ضرب باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : لم يجي
 অর্থ- সে আসেনি।
 جينس لام ج - ي - ء

হাদিস-১৯২:

۱۹۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَعْتَنِي أُمَّيْ يَوْمَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ مَا تَعَالَى أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنْتِ كَأَنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। এ সময়ে হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের ঘরে বসে ছিলেন। অতঃপর মা বললেন, ওহে! এদিকে আস; আমি তোমাকে কিছু দেব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার মাকে বললেন- তুমি তাকে কি দেয়ার ইচ্ছে করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুর দেয়ার ইচ্ছা করেছি। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সাক্ষান, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার (আফলনামায়) একটি মিথ্যা শিখা হত। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বায়হাকি রহ. সজাবুল ইমান এহে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন"।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تعال : এটা اسم فعل বা আমরে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- তুমি এস।

كُتِبَتْ : ছিলাহ বাহাছ مجهول ماضى فعل اثبات باب نصر মাসদার الكتابة
মাঝাহ - ب صحیح جنس ك - ت - ب

তারকিব: دَعَعْتَنِي أُمَّيْ يَوْمَا :

দেউত মনটি আর মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ
মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ
মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ মনটি আহ

হাদিস-১৯৩:

۱۹۳- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدَهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ

অনুবাদ: হজরত বায়েদ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কারে সাথে ওয়াদা করে এবং তাদের একজন নামাজের সময় পর্বত উপস্থিত না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি যখনসময়ে এসেছিল সে যদি নামাজ পড়তে চলে যায়, তাহলে তার কোন (ওয়াদা অনুবায়ী তথ্য না থাকার কারণে) ক্ষমাহ হবে না। (ইমাম রাযীন রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الوعد ما سدا ر ضرب باب اثبات فعل ماضٍ معروفٍ واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : هياح
 মাঙ্গাহ-দ-ع-ও-জিন্স ঝাল ঝারি অর্থ- সে ওয়াদা করেহে।

ضرب باب نفي جحد بلم در فعل مستقبلٍ معروفٍ واحدٍ مذكرٍ غائبٍ : لم يأت
 মাঙ্গাহ-লা-ত-ই-মরুভ ঝাল ঝারি অর্থ- সে আসেনি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الوعد শব্দটি কোন বাবের মাঙ্গাহ?

ক. نصر - ينصر.

খ. ضرب - يضرب.

গ. سمع - يسمع.

ঘ. فتح - يفتح.

২. ওয়াদাকৃত স্থানে বখা সময়ের উপস্থিত হওয়ার পর সময়মত নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হলে কী হবে?

ক. ওয়াদা ভঙ্গ হবে।

খ. ওয়াদা ভঙ্গ হবেনা।

গ. ওয়াদা ভঙ্গ হবে, তবে গোনাহ হবেনা।

ঘ. জামায়াতে না গিয়ে ওয়াদা রক্ষা করা উত্তম হবে।

৩. الميعاد এর বাহাচ কোনটি?

ক. مصدر ميمي.

খ. اسم مفعول.

গ. اسم ظرف.

ঘ. اسم آلة.

৪. ওয়াদা পূর্ণ করার নিয়্যাত থাকলে কোন কারণে ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারলে তার হুকুম কি?

ক. গোনাহ হবেনা।

খ. গোনাহ হবে।

গ. গোনাহ ক্কার যোগ্য হবে।

ঘ. বেকোন মূল্যে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আব্দুল হক একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি যখন যে ওয়াদা করেন তা পালন করেন। একদা তিনি আবরারের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে সঙ্গী সাথীদের ফেলে তিনদিন পর্যন্ত তার জন্য তার জন্য অপেক্ষা করেন। বিষয়টি তার ওয়াদা রক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এলাকায় খ্যাতি লাভ করে।

৫. আব্দুল হকের দৃষ্টান্তটি কার আমলের সাথে মিলে যায়?

ক. হজরত ইবরাহিম (عليه السلام)

খ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

গ. হজরত মুসা (عليه السلام)

ঘ. হজরত ইসা (عليه السلام)

৬. দেখা না করে আবরার কোন ধরণের অপরাধ করল?

ক. শিরক

খ. কুফর

গ. হারাম

ঘ. মাকরুহ

৭. ওয়াদা রক্ষার হুকুম কী?

ক. ফরজ

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত

ঘ. মুস্তাহাব

৮. ওয়াদা পূর্ণ না করলে—

- i. মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে
- ii. মুনাফিক সাব্যস্ত হবে
- iii. নামাজ হবে না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুমাইয়া বাচ্চাকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চা কিছুতেই খেতে চাচ্ছিল না। খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে সুমাইয়া বাচ্চাকে বলল, বাবু ! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাব। খাওয়া শেষে সুমাইয়া কথামত বাচ্চাকে ঘুরতে না নিলে তার শাওড়ি বললেন, বাচ্চাদের সাথে এরূপ করতে নেই। কেননা, মায়ের আচরণ থেকেই বাচ্চারা বেশি শিখে।

(ক) إذا وعد أخلف হাদিসাংশের অনুবাদ লিখ।

(খ) إذا وعد الرجل أخاه و من نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) বাচ্চার সাথে সুমাইয়া আচরণের হুকুম শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সুমাইয়ার শাওড়ির বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

শররি বিধান: শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে مزاح দুই প্রকার। যথা-

১। হারামঃ যে কৌতূকের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়া, অপমানিত করা, মিথ্যা বলা, উপহাস করা, ইত্যাদির উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তা مزاح না হয়ে তা سخريه (উপহাস) হয়ে যার বা হারাম। এ মর্মে আব্দুল্লাহ বলেন-

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

কোন সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করবেনা। সম্ভবত সে তাদের থেকে উত্তম। (সূরা হজরাত-১১)

২। মুবাহ তথা বৈধ কৌতুক- কাউকে কষ্ট না দিয়ে, মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে যে কৌতুক করা হয় তা বৈধ। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনে এধরনের مزاح বা কৌতূকের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন-

আব্দুল্লাহ বিন হারের বলা- مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مِرَاحًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اخ لي صغير এর ব্যাখ্যা:

এই হাদিসাংশের মাধ্যমে হজরত আনাস (রা.) এর বৈপ্লবের ছোট ভাই কাবশা (আবু ওমায়ের) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আবু ওমায়ের একটি ছোট বুলবুল পাখি ছিল। সে পাখিটি নিয়ে খেলা করত। একদা পাখিটি মারা গেল। এ জন্য সে মর্মান্বিত ও দুঃখিত হলো।

ما فعل النغير এর ব্যাখ্যা:

হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাগী النغير এর মধ্যে نغير এর অর্থ অভিধানে একাধিক পাওয়া যায়। (১) লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই পাখির মত এক প্রকারের ছোট পাখি। (২) কেউ কেউ বলেন-লাল রক্তের মাথা ও ছোট ঠোঁট বিশিষ্ট পাখি। (৩) কেউ কেউ বলেন-এটি বুলবুল পাখি।

হজরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) এর ছোট ভাই বাগচীকালে এ পাখিটি নিয়ে খেলা করতো। একদিন পাখিটি মারা গেলে সে খুবই মর্মান্বিত হল। এমন সময় হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার মনে আনন্দ জাগানোর জন্য রসিকতা করে হস্টকরে তাকে জিজ্ঞাসা করেন- হে আবু ওমায়ের! তোমার নুগারের তথা বুলবুল পাখিটি কি করল? মহানবি (ﷺ) এর কৌতুকে তার মুখে বিস্ময়তা ছাপ কেটে হাদিস রেখা মুটে উঠল।

হাদিস-১৯৫:

١٩٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنْ لِي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا

(رواه الترمذي)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন, যে আনুহ তাআলার রসূল! আপনি তো আমাদের সাথে কৌতুক করেন। হজরত রসূলুলাহ (ﷺ) বললেন, আমি (এ কৌতুকপূর্ণ কথাই মাঝে) সত্য ব্যতীত অন্য কোন কথা বলি না। (ইমাম তিরমিযি রহ. হামিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نداعب مفاعلة বাব اثبات فعل مضارع معروف বাهاه واحد مذکر حاضر حياها :
 اءءاءه المءءاعبة صحیح جینس ء-ع-ب مءءاءه المءءاعبة

حق : একবচন, বহুবচন حقوق অর্থ- সত্য, ন্যায্য অধিকার।

المخالط مفاعلة বাব اثبات فعل مضارع معروف বাهاه واحد مذکر غائب حياها :
 المءءاءه صحیح جینس خ-ل-ط مءءاءه المءءاءه

عمير : ইহা শব্দের تصغیر অর্থ- ছোট ওমর। হজরত আনাস (রা.) এর ছোট ভাই।

نفير : ইহা শব্দের تصغیر, ওমন فعیل অর্থ- ছোট বুলবুল পাখি।

يلعب مفاعلة বাব اثبات فعل مضارع معروف বাهاه واحد مذکر غائب حياها :
 الءءاءه صحیح جینس ل-ع-ب مءءاءه الءءاءه

فمات مفاعلة বাব اثبات فعل ماضی باهاه واحد مذکر غائب عرف عطف ف اءءاءه :
 الءءاءه صحیح جینس م-و-ء مءءاءه الموت مءءاءه نصرینصر বাব معروف
 সে যাত্রা গেল।

হাদিস-১১৯৫:

١١٩٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَرْأَةٍ عَجُوزٍ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزًا فَقَالَتْ وَمَا لِهِنَّ وَكَأَنَّ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَيْنِ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا- (رواه رزين وفي شرح السنة بلفظ المصاحب)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। একদা তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে কৌতুক করে বললেন, “কোন বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” বৃদ্ধা আরম্ভ করল, কি

कारणे तारा जान्नाते याबेन ना? अथच वृद्धा महिलाटि कुरआन पाठ करत । हजरत नबि करिम (ﷺ) तাকে बल्लेन, तूमि कि कुरआनेर ए आयात पाठ करनि? انا اُنْشَأْنُهُنْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنُهُنْ اِبْكَارًا (निश्चयइ आमरा महिलादेरके पुनराय सृष्टि करबो एवं तादेरके कुमारी बानाब ।) (इमाम राजिन हदिसटि वर्णना करेछेन । आर शरहे सुन्नाह किताबे मासाबिह एर इबारते हदिसटि वर्णित हयेछे ।)

ब्याख्या-विश्लेषण:

لا تدخل الجنة عجزوز : हजरत रसुलुल्लाह (ﷺ) कौतुक करे एक वृद्धा महिलाके सम्बोधन करे बलेछिलेन 'वृद्धा महिलारा जान्नाते प्रवेश करबे ना । ए उक्तिटि वास्तवतार उपर प्रयोज्य नय । वरं एटि مجاز क्योन तथा भविष्यकालीन रूपक अर्थे व्यवहृत । अर्थात्, कोन रमनी वृद्धार आकृतिते जान्नाते प्रवेश करबे ना । वरं आल्लाह ताआला तार कुदरते कामेला द्वारा बेहेस्ते प्रवेशकारिनी नारीदेरके कुमारीरूपे सृष्टि करबेन । येमन इरशाद हछे- (سورة الواقعة) اِنَّا اُنْشَأْنُهُنْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنُهُنْ اِبْكَارًا अर्थात्, निश्चयइ आमि नारीदेरके पुनराय सृष्टि करब एवं तादेर सकलके कुमारी बानाब ।

اما تقرأ القرآن : এই प्रश्नटि हजरत रसुलुल्लाह (ﷺ) वृद्धा महिलाके करेछिलेन । यखन ह्युर (ﷺ) कौतुकबशत बलेछिलेन- لا تدخل الجنة عجزوز এই कथा सुने वृद्धा महिला हजरत रसुलुल्लाह (ﷺ) एर निकट जानते चाहिल कि कारने वृद्धा महिलारा जान्नाते याबे ना । तखन हजरत रसुलुल्लाह (ﷺ) बल्लेन- اما تقرأ القرآن अर्थात्, तूमि कि कुरआन पड़ ना । एर उत्तरतो कुरआनेइ सुस्पष्टताबे देया आछे । कुरआन पड़ले तो एर उत्तर अनायाशेइ पेये येते । एरशाद हछे- انا اُنْشَأْنُهُنْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنُهُنْ اِبْكَارًا निश्चयइ आमि नारीदेरके पुनराय सृष्टि करब एवं तादेर सकलके कुमारी बानाब । मूल कथा कोन रमनी वृद्धा आकृतिते जान्नाते प्रवेश करबे ना वरं युवती आकृतिते प्रवेश करबे ।

تحقيقات الألفاظ (शब्द विश्लेषण):

عجزوز : एकबचन, बहुबचने عجزوز अर्थ- वृद्धा ।

ابكار : बहुबचन, एकबचने بكر अर्थ- कुमारी ।

तारकिब: لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ

तार फल परिशेषे, फاعल مؤخر عجزوز आर मفعول مقدم الجنة, فعل لاتدخل

। جمله فعلية مفعول و فاعل

হাদিস-১১৭:

۱۹۷- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَارِ أَحَاكَ وَلَا تُسَارِخُهُ وَلَا تَبْعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ - (رواه الترمذی وقال هنا حديث غريب)

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) তিনি নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) হতে কর্না করেন। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তার সাথে কৌতুক করো না এবং তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিও না, বা তুমি ভঙ্গ করবে। (ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি কর্না করেছেন এবং তিনি বলেছেন এ হাদিসটি পরিব।)

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

المارة ماسدائر مفاعلة باب نهى حاضر معروف واحداً مذكر حاضر : لا تمار
মাদাহ -ي-م-ر-ي জিনস -م- ر-ي-ي মাদাহ

الممازحة ماسدائر مفاعلة باب نهى حاضر معروف واحداً مذكر حاضر : لا تمازح
মাদাহ -ح-م-ز-ح জিনস -م- ز-ح-ح মাদাহ

রাবি পরিচিতি:

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه): হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) এর চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁর মাতা হজরত লুবাবা বিনতে হারেহ হজরত রসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রী হজরত মায়মুনাত (رضي الله عنها) বোন ছিলেন। এজন্য ছোট বেলার খালা হজরত মায়মুনাত (رضي الله عنها) এর ঘরে রাখিতে রসূলুল্লাহ এর সঙ্গে থাকতেন। তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রসূল (صلى الله عليه وسلم) যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ১৩/১৫ বছর। তিনি উন্নতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। হজরত রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) তাঁর জন্য হিকমত, ফিকহ ও তাবীল (ব্যাখ্যা) করার যোগ্যতা লাভের নিমিত্তে দোআ করেছিলেন। তিনি হজরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম কে দুইবার দেখেছেন। হজরত মাসরুক রহ. বলেন, আমি যখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দেখতাম তখন কলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর মানুষ। যখন দেখতাম তিনি বক্তৃতা করতেন তখন কলতায় "সুন্দরিতাধী" যখন হাদিস কুরআন কলতেন তখন কলতায় শ্রেষ্ঠ আলিমে বীন। হজরত উমার (رضي الله عنه) তাকে তার পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত করেন। তিনি ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে ভাইকে ইনতিকাল করেন। তিনি দাফিত্তে যেহেদি ব্যবহার করতেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المزاح শব্দের অর্থ কী ?

ক. কৌতুক ।

খ. হাস্যরস ।

গ. ঠাট্টা ।

ঘ. হেয় প্রতিপন্ন করা ।

২. ليخالطنا শব্দটি কোন্ বাবের ?

ক. باب مفاعلة

খ. باب تفاعل

গ. باب افتعال

ঘ. باب انفعال

৩. المزاح এর হুকুম কী ?

ক. সর্বসাকুল্যে জায়েজ ।

খ. সর্বসাকুল্যে মানদুব ।

গ. শর্ত সাপেক্ষে বৈধ ।

ঘ. শর্তহীনভাবে বৈধ ।

৪. تقرئين শব্দটি কোন্ ছিগাহ?

ক. واحد مذکر حاضر.

খ. واحد مؤنث حاضر.

গ. واحد مؤنث غائب.

ঘ. واحد مذکر حاضر.

৫. কোনটি কৌতুক বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত ?

ক. কৌতুক কারী ছোট হওয়া ।

খ. কৌতুক মিথ্যা যুক্ত না হওয়া ।

গ. কৌতুকের দ্বারা হাসির উদ্বেক হওয়া ।

ঘ. কৌতুককৃত ব্যক্তির কৌতুকের বিষয়ে টের না পাওয়া ।

৬. কৌতুকের দ্বারা উদ্দেশ্য কী ?

ক. অনাবিল আনন্দ দেয়া ।

খ. জটিল বিষয়কে সহজ ভাবে উপস্থাপন করা ।

গ. এড়িয়ে যাওয়া বিষয়কে ধরিয়ে দেয়া ।

ঘ. তীর্থকভাবে কটাক্ষ করা ।

৭. সত্য ও বাস্তব কৌতুক জায়েয্ । কেননা -

- i . এতে মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই ।
- ii .এতে ধোকা খাওয়ার সম্ভাবনা নেই ।
- iii .এতে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৮. সত্য কথা কৌতুকাকারে বলে মানুষকে হাসানো কিরূপ?

- | | |
|-------------------|------------|
| ক. জায়েজ | খ. সুন্নাত |
| গ. খেলাফে সুন্নাত | ঘ. হারাম |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাওলানা ওসমান গনি তার এক সহকর্মীর সঙ্গে একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে কৌতুক করলে সহকর্মীটি ক্ষেপে যান । তিনি রাগান্বিত হয়ে বিষয়টি অধ্যক্ষ মহোদয়ের গোচরে আনেন । অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের বক্তব্য শুনে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর রসিকতার একটি উদাহরণ পেশ করে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে বলেন, শালীন আনন্দ ও কৌতুক ইসলামে নিষেধ নয় ।

(ক) بكار শব্দটির তাহকিক কর?

(খ) মাওলানা ওসমান গনির আচরণটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা কর ।

(গ) মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) কৌতুকের একটি উদাহরণ দাও ।

(ঘ) অধ্যক্ষ মহোদয়ের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ।

ষাদশ অধ্যায়

باب المفاخرة والعصبية

বংশ গৌরব ও স্বজন-প্রীতির বর্ণনা অধ্যায়

বিশ্বমানবের মাঝে সৃষ্টিগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই সকলে সমান। ইসলামে বংশ-কৌলিন্য, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতির কোন স্থান নেই। বরং মানব মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধারিত হবে ব্যক্তির তাকওয়া ও খোদাতীকতার ভিত্তিতে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-‘হে মানব জাতি! মুগল নরনারী থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রতোমাদের বিস্তৃত করেছি। তাকওয়া ও আল্লাহ তীকতার তোমাদের মাঝে বারী উত্তম, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদায় তারা ই শ্রেষ্ঠ। ইসলামে কি কি বিষয় নিয়ে গর্ব বৈধ, নিজে গোত্রের লোক অন্যায় করলে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে রসূল (ﷺ) এর দিক-নির্দেশনা আলোচ্য *باب المفاخرة والعصبية* বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিস-১৯৮:

١٩٨- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَن هَذَا نَسْتَلْكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُؤَسَّفُ نَبِيُّ اللَّهِ إِنْ نَبِيَّ اللَّهِ بِنِ حَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَن هَذَا نَسْتَلْكَ قَالَ فَعَن مَعَادِنِ الْعَرَبِ نَسْتَلُونُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَعِهُوا - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন লোক সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহ তীক। সাহাবিগণ বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন হজরত ইউসুফ (আ)। যিনি আল্লাহ তাআলার নবি, আল্লাহ তাআলার নবির পুত্র। আল্লাহ তাআলার নবির পৌত্র এবং আল্লাহ তাআলার বন্ধু হজরত ইব্রাহিমের প্রপৌত্র। সাহাবিগণ (পুত্ররায়) বললেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাদের আরবদের বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? তারা বললেন, হ্যাঁ। ছবাব তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বারী জাহেলি যুগে সম্মানিত, তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত। যদি তারা স্বীনি উজান অর্জন করে। (সুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

اللَّهُمَّ اكرم الناس عند الله يوسف نبى الله এর ব্যাখ্যা : কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রসূল (ﷺ) হলেন সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তদুপরি রসূল (ﷺ) হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলেছেন। এই বলার কারণ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন।

- ১। রসূল (ﷺ) তাঁর স্বভাব সুলভ ভদ্রতা-নম্রতা ও নমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশার্থে হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলেছেন।
- ২। রসূল (ﷺ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে سيد البشر و افضل الخلائق এই ঘোষণার আগে বলেছিলেন।
- ৩। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) তার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রসূল (ﷺ) এর এর যুগে নয়।
- ৪। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) এর পূর্ব পুরুষগণ নবি ছিলেন, তাই তাকে اكرم الناس বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে সম্মানের মাপকাঠি তার বংশ বা আত্মমর্যাদা নয়। বরং যিনি যতবেশী খোদাতীক তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তত বেশী মর্যাদাশীল। যেমনটি হাদিসের প্রথমাংশের উত্তরে এসেছে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-‘হে মানব জাতি! যুগল নরনারী থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি। তাকওয়া ও আল্লাহ তীকৃতায় তোমাদের মাঝে যারা উত্তম, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ।

فخياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام এর মর্মার্থ :

হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এই বাণীর অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে যে সকললোক জাহেলিয়া যুগে সম্মানিত ও উত্তম ছিল তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত ও উত্তম। রসূল (ﷺ) এর বাণীটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরাম (রা) রসূল (ﷺ) থেকে জানতে চেয়েছিলেন আরবদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ? তখন রসূল (ﷺ) উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এর মাধ্যমে রসূল (ﷺ) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, বংশগত মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাই বংশ মর্যাদার কোনরূপ গর্ব চলে না। বরং ইসলাম পূর্ব যুগে যে সকল লোক চরিত্রে, মাধুর্যে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে ও উদারতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসিন ছিলেন। ইসলামোত্তর যুগেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। যেমন হজরত আবু বকর (রা), ওমর (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ জাহেলিয়া যুগে নিজেদের কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন তদ্রূপ ইসলামি সমাজেও তাঁরা নিজ কর্মগুণে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন। তবে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান ভিত্তি হলো تفقه في

“আমি নবি, এতে মিথ্যার লেশ মাত্র নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র (পৌত্র)। হজরত বারা ইবনে আযেব (رضي الله عنه) বলেন, সেদিন মানুষের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক বীর-বিক্রম কাউকে দেখা যায়নি। বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

انا انى لا كذب এর ورود : رسول (ﷺ) ঐতিহাসিক হনাইন যুদ্ধের দিন এ উক্তিটি করেছিলেন। বশব কাফের মুশরিকরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। বসূল (ﷺ) এর উক্তি থেকে প্রল্ন আসে বংশ গৌরব নিয়ে অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তাহলে বসূল (ﷺ) এরূপ উক্তি কিভাবে করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মাদিসলণ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন-

১। ঐহকার উত্তরে বলেন- يا سنة شرح কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- “তখু মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বংশ গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের অনুমোদন আছে। অন্য কোন অবস্থাতে নয়।

২। مضمومة একটি জাহেলিয়া যুগের গর্ব অহংকার। অন্যটি হলো علاء كلمة الله এর জন্য অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার বানীকে সম্মুত করার জন্য কাফের-মুশরিকদের সম্বন্ধে নিজের বংশীয় মর্বাদাকে তুলে ধরা। আত্ম অহংকারের জন্য নয়।

৩। تعليق الصبيح ঐহকার বলেন আল্লাহ তাআলার শোকর আদার করতে গিয়ে এ ধরনের গর্ব প্রকাশ প্রশংসনীয় কাজ তাই তিনি করেছেন। এতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলার নেয়ামতেরই প্রকরণা জ্ঞাপন হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন- واما بنعمة ربك فحدث

৪। মুশরিকরা জানতো আব্দুল মোত্তালিবের বংশ হতে শেব নবি আসবেন। তাই যুদ্ধের ময়দানে তাদের জা নিয়ে দিলেন। বস্তুত আমিই সেই প্রতিশ্রুত নবি। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা বিজয় লাভ করতে পারবে না। তাই বসূল (ﷺ) এ ধরনের উক্তি অহংকার প্রকাশ নয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিপ্লেষণ):

عانان : একবচন, ক্ববচনে عنان و اعنة অর্থ- লাগাম।

الغشى : ঘিগাহ মাসদার سمع বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহা মذكر غائب হিগাহ : মাচ্ছাহ ناقص يائى جينس غ-ش-ى

হাদিস-২০০:

২০০- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْثَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে খ্রিষ্টানগণ মরিয়ম (عليها السلام) এর পুত্র (হজরত ইসা) এর বেশার বাড়াবাড়ি করেছে। কেননা, আমি তো আল্লাহ তাআলার একজন বান্দাহ। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার বান্দাহ এবং তাঁর রসূল বলাও। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

النصارى كما اطرت النصارى বলার কারণ: হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আলোচ্য হাদিসের অর্থ হলো তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করবে না যেমনটি করেছিলেন খ্রিষ্টানগণ তাদের নবি হজরত ইসা (عليه السلام) এর ব্যাপারে। খ্রিষ্টানগণ তাদের নবি হজরত ইসা (عليه السلام) কে অতিশয় শ্রদ্ধা করতো। সে শ্রদ্ধার মধ্যে এমন বাড়াবাড়ি করল যে, তারা এক পর্যায়ে ইসা (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছিল।

احكام :

সীমালঙ্ঘন করে কারো প্রশংসা করা জায়েজ নাই। নাসারা তথা খ্রিষ্টানগণ হজরত ইসা (عليه السلام) অগাধ শ্রদ্ধা রাখত, যে শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি করে শেষ পর্যন্ত খোদার পুত্র তথা দেবতা হিসাবে পূজা আরম্ভ করল। বার ফলে তারা কুকুরীতে লিপ্ত হল। অনুক্রমভাবে আমরাও যেন আবেগে আশ্রিত হয়ে নাসারাদের মত রসূল (ﷺ) ও অন্যদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করি। রসূল (ﷺ) সে বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বলেছেন-“তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার রসূল ও বান্দা ছাড়া অন্য কোন কিছু বলাও না।”

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاطراء: আসদার অفعال نهي حاضر معروف বাহা جمع مذکر حاضر : لا تطروا

ط-ر-ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না।

القول نصر ينصر امر حاضر معروف বাযাহ جمع مذكر حاضر هياض : فقولوا

যাদাহ ل-و-ق জিনস ق-و-ل অর্থ- তোমরা বলো।

রাবি পরিচিতি:

হজরত ওমর (رضي الله عنه): ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (رضي الله عنه) ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু হাক্কাস। উপাধি আল ফারুক। তাঁর পিতার নাম আল খাত্তাব। মাতার নাম হানতামা বললে তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়ে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি নবুওয়্যাতের ৬ষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কালে মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ পেয়েছিল। তিনি মহানবি (ﷺ) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৩ হিজরি সনে তিনি দ্বিতীয় খলিফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১০ বছর ৬ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে অধিকাংশ দেশ মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৯টি। হজরত মু'ীরা ইবনে 'ও'বায় খু'ইন দাস আবু হু'লু এর মু'রিকাযাতের কালে তিনি ২৩ হিজরি সনে শাহাদাত কমান করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। মসজিদে নববীর রাতজা সুবারকে হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদিস-২০১:

٢٠١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِينَ يَدْعُوهُ الْخِرَاءَ بِأَنفِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَحَرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تَرَابٍ (رواه الترمذی وابو داود)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্যই ঐ সব লোকেরা তাদের সে সকল বাপ-দাদাদের নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে, যারা মৃত্যুবরণ করে সোজাখের কমলার পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার নিকট আবর্জনার কীট হতে অধিক নিকট হবে, যে (কীট) নিজের নাক দ্বারা ময়লা আবর্জনা নাড়াচাড়া করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়্যাতের গর্ব-অহংকার এবং বাপ-দাদার সৌন্দর্যের ব্যাধি দূর করে দিয়েছেন। এখন সে মুত্তাকী মুমিন হোক বা হতভালা পাপী হোক, সকল মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে তৈরি। (ইমাম তিরমিধি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إن الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية এর ব্যাখ্যা:

عبية অর্থ- গর্ব, অহংকার। বাক্যটির অর্থ হলো-নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য হতে জাহেলিয়াতের অহংকার দূর করেছেন। জাহেলিয়া যুগে পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ব অহংকার করার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তা রহিত করে দিয়েছেন। ইসলামে বিন্দুমাত্র তার স্থান নেই। সুতরাং পূর্ব পুরুষ খোদাভীরু হউক বা পাপী হউক কারো দ্বারা গর্ব করা যাবে না। কেননা ইমানের বিষয়টি আল্লাহই ভালো জানেন।

الناس كلهم بنو ادم وادم من تراب এর ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) মানুষ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনপূর্বক তাদের গর্ব অহংকার পরিত্যাগের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। উক্ত অংশের অর্থ- ‘সকল মানুষ আদম (ﷺ) এর সন্তান আর আদম (ﷺ) মাটির সৃষ্টি।’ এখানে আদম সন্তানের গর্ব না করার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে-

- ১। সকল মানুষ আদম সন্তান। সুতরাং সকলে পরস্পর ভাই ভাই। তাই এক ভাই অপর ভাইয়ের উপর গর্ব করা বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।
- ২। সকল মানুষ মাটির তৈরী। সুতরাং মাটির তৈরী মানুষ মাটি নিয়ে গর্ব করা চরম ধৃষ্টতার শামিল। তাই সকল মুমিনের গর্ব-অহংকার থেকে বেঁচে থাকা উচিত। ইরশাদ হচ্ছে- **إنه لا يجب المستكبرين** অর্থাৎ, “নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) গর্ব-অহংকারকারীকে ভালোবাসেন না।”

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لينتهين
বাব افتعال মাসদার الانتهاء মাদ্দাহ ن-ه-ى জিনস يائي ارف- সে অবশ্যই বিরত থাকবে।

الافتخار ماسدادر افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر غائب : يفتخرون
মাদ্দাহ ف-خ-ر জিনস صحيح অর্থ- তারা গর্ব করে।

فحم : একবচন, বহুবচনে فحام و فحوم অর্থ- কফলা।

يدهده : ছিলাহ باব اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب

যাফাহ ৩-৩-৩-৩ ছিল মضاএফ راعى অর্থ- সে নাড়াচাড়া দেবে, দোশা দেবে।

المشراء : একবচন, বহুবচনে المشروء অর্থ- মফলা।

হাদিস-২০২:

٢٠٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى الْعَصْبِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصْبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصْبِيَّةٍ (رواه ابو داؤد)

অনুবাদ: হযরত যুবায়র ইবন মুতয়িম رضي الله عنه হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গোত্রহীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি নিছক সাম্প্রদায়িকতার কারণে যুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি গোত্রহীনতার উপর মৃত্যুবরণ করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

العصبيّة এর ব্যাখ্যা: রসূল ﷺ ছিলেন ন্যায়-নীতি ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক মূর্ত প্রতীক। তাই তিনি গোত্র হীনতা বা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রণয় দেননি। আলোচ্য হাদিসের অর্থ হচ্ছে- এই ব্যক্তি আমার উন্নতির অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি নিছক সাম্প্রদায়িকতার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে। অর্থাৎ, বংশ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আহ্বান করার নামই আসাবিয়্যা। যাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় গোত্রবাদ এবং বর্ণবাদ বলা হয়। এখানে রসূল ﷺ আসাবিয়্যা বলতে বুঝিয়েছেন, যে ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় বিচার বিশ্লেষণ না করে নিছক গোত্র বংশ এলাকা ও জাতির পোকজনের যে কোন বিষয় পক্ষ-পাতিত্ব ও তাদের সাহায্যে

সহানুভূতি করে থাকে তাকে *عصيبة* বা স্বজনস্বীতি বলে। *عصيبة* বা গোত্রস্বীতি তথা সাম্প্রদায়িকতার পরিসর ব্যাপক হওয়ার ভিত্তিতে উহা বিভিন্ন হতে পারে।

احكام বা শরয়ি বিধান:

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ন্যায়-ইনসাক প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের নিরসন। সুতরাং ন্যায় ও ইনসাকের খাতিরে নিজ বংশ সৌত্র জাত ও এলাকার লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। উহার জন্য সংগ্রাম করা ইসলাম সমর্থন করে এবং ইহা নেকের কাজ। কিন্তু অন্যায় ও যুলুমের ক্ষেত্রে কোন লোক তার জাতিকে সাহায্য করা হজরত সুবানর ইবনে মুত্তরিম (رضي الله عنه) এর হাদিসে বর্ণিত *عصيبة* বা জায়েজ নেই।

ভারকিব: لَيْسَ مِثْلًا مَاتَ عَلَى الْعَصِيْبَةِ

যা মিলে মিলে *جار و مجرور* , না *مجرور* , *من* *حرف جار* , *فعل ناقص* বা *ليس بمعنى لا* *من* , *خير مقدم ليس* হয়ে *شبه جملة* মিলে *متعلق* ও *فاعل* তার *شبه فعل* । *جار و مجرور* *عصيبة* , *على حرف جار* , *هو ضمير فاعل* , *فعل* *مات* *مات* *موصول* , *موصول* *جملة فعلية* মিলে *متعلق* ও *فاعل* তার *مات* *فعل* । *فعل* এর সঙ্গে *فعل* *متعلق* হয়ে *مجرور* *صلة* হয়ে *عصيبة* *اسم مؤخر ليس* পরিশেষে *اسم* তার *ليس* *من موصول* হয়ে *صلة* । *عصيبة* *اسمية* *جملة* *اسمية* *خير* ।

হাদিস-২০৩:

۲۰۳- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرٍ الثَّامِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلِسْطِينَ عَنْ إِمْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَيْسَيْلَةُ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصِيْبَةُ أَنْ يُجِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيْبَةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ (رواه احمد وابن ماجه)

অনুবাদ: হজরত উবাদাহ ইবনে কাশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় গোত্রের এক মহিলা হতে বর্ণনা করেন, যাকে 'ফাসীলাহ' নামে ডাকা হতো। কাশিলাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি

আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কোন লোকের গোত্রকে ভালোবাসা কি সাম্প্রদায়িকতা অন্তর্ভুক্ত? জবাব তিনি বললেন, না। বরং সাম্প্রদায়িকতা হলো কোন ব্যক্তির নিজের গোত্রকে অন্যায়-অত্যাচারের উপর সাহায্য করা। (ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المفاخرة কোন বাবের মাছদার ?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب تفاعل

২. اكرم শব্দটির বাহাছ কোনটি ?

ক. إثبات فعل مضارع معروف

খ. اسم تفضيل

গ. اسم فاعل مبالغة

ঘ. صفة مشبه

৩. সম্মান কিসের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে ?

ক. সম্পদের ভিত্তিতে ।

খ. তাকওয়ার ভিত্তিতে ।

গ. শক্তিমত্তার ভিত্তিতে ।

ঘ. দানশীলতার ভিত্তিতে ।

৪. সৌভাগ্যবান ও দূর্ভাগ্যবান সবাই কার সন্তান?

ক. হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর ।

খ. হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এর ।

গ. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর ।

ঘ. হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার দু'টি বিবাদমান গোত্র স্বজনপ্রীতিবশত কোন্দলে জড়িলে পড়লে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদেরকে গর্ব-অহংকার, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হয়ে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে সমাজে বসবাস করার তাগিদ দেন।

৫. গোত্র দুটির জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির কারণ-

ক. গোত্রপ্রীতি।

খ. সাম্প্রদায়িকতা।

গ. দেশপ্রেম।

ঘ. পারস্পারিক বন্ধুত্ব।

৬. স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগটি শরিয়তে কোন পর্যায়ভুক্ত?

ক. العدل

খ. الامانة

গ. الإصلاح بين أخوين

ঘ. إقامة الصلاة

৭. গোত্রীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে যদি -

- সত্যকে অকপটে গ্রহণ করা হয়।
- কোন প্রকার জুলুমের সহায়তা না করা হয়।
- অন্য গোত্রকে হেয় প্রতিপন্ন না করা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৪. সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আক্কেলপুর গ্রামে কাজি ও ভূঞা বংশের লোকদের মধ্যে দীর্ঘ কলহের পর গতকাল মারামারি হল। এতে কাজী পরিবারের ৩ জন দারুণভাবে আহত হয়েছে। ফলে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মীমাংসার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজি পরিবারের লোকজন বলছে আমরাই এর বিচার করব এবং উপযুক্ত বদলা নিব।

(ক) عصبية অর্থ কী?

(খ) প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষেধ কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) শেখ বংশের কাজিটি কিরূপ হয়েছে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) কাজি বংশের বিচার ও বদলা নেওয়ার বিষয়টি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

باب البر والصلة

দয়া অনুগ্রহ ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদাচারণ অধ্যায়

পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন তথা এক মানুষের সাথে অপর মানুষের কিরণ আচরণ হওয়া উচিত তার বাহন-সম্বন্ধ দিক নির্দেশনা রয়েছে **باب البر والصلة** অধ্যায়ের মধ্যে।

হাদিস-২০৪:

٢٠٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبِيكَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ- (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরব করল, যে আল্লাহ তাআলার রসূল! আমার সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। তারপর কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারো বলল, তারপর কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতা, তোমার পিতা। অপর এক কর্নানার আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতা, অতঃপর তোমার মাতা, অতঃপর তোমার মাতা, অতঃপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

হাদিসাংশের ব্যাখ্যা: قال امك ثم من قال امك ثم ابوك

ইসলামের দৃষ্টিতে-আল্লাহ ও তার রসূলের পরে বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক হচ্ছে সর্বোচ্চ। এই পিতা-মাতার মধ্যে মাতার অধিকার পিতার চেয়েও বেশি যাহাদিস শরীফে স্পষ্টতই বর্ণিত হয়েছে। এর বৌদ্ধিক কিছু কারণ বা ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসগণ দিয়েছেন। যেমন-

১. মা-ই তো সন্তান গর্ভে ধারণ করেন। গর্ভ ধারণকালীন সময় অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ নয় মাস অতি যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসবকালীন অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেন। সে কষ্ট পিতার হয় না। এরশাদ

حمله امه کرها ووضعتہ کرها- হচ্ছে

২. সম্ভবত দুটি বচন যাবত অন্য পালন করান এবং পালন পালন করেন।
৩. শৈশবকালীন সম্ভবত পালন পালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব একমাত্র মা-ই পালন করেন। তাই হাদিস শরীফে মাকে পিতার উপর অধিকার দিয়েছেন।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

- رجل** : একজন, বহুবচনে رجال - اسم جامد - অর্থ- একজন পুরুষ (শোক)।
- ح-ق-قی-قی** : আসমার الحقی আসমার ضرب ضرب আসমার تفضیل বা واحد مذکر هلال : অর্থ- অধিক হকদার।
- صحابة** : একজন, বহুবচনে اصحاب অর্থ- সাথী।
- د-ن-و** : আসমার الدنو আসমার نصر ينصر বা اسم تفضیل বা واحد مذکر هلال : অর্থ- অধিক নিকটবর্তী।
- اب** : একজন, বহুবচনে اباہ অর্থ- বাবা।

হাদিস-২০৫:

۲۰۵- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَىٰ أَبِي وَمِنْ مُشْرِكَةٍ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدِمْتُ عَلَىٰ وَمِنْ رَأِيَةٍ أَفَاصِلَهَا قَالَ نَعَمْ صِلَيْتَهَا (متفق عليه)

অনুবাদ: হাজারত আসমা বিনতে আবু বকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের হুমায়বিয়ার সন্ধি স্থাপনকালে আমার মা আমার কাছে শরীফা অবস্থায় আসলেন। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি ইংলারের প্রতি অসন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: রসূল (ﷺ) ৬ষ্ঠ হিজরিতে কুরাইশদের সাথে যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, হাদিস এর উক্তি في عهد قريش দ্বারা হুমায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে।

الحكم في الصلة مع الوالدين في الشرك و الاسلام : পিতা-মাতা মুসলিম হলে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মত তাদের সাথে সম্মান ও সদাচারণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- وبالوالدين احسانا “মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও সদাচারণ প্রদর্শন কর।” এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি কি ধরনের আচরণ করবে? এই প্রশ্নের জবাব ইসলামি পণ্ডিতগণ দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন।

- ১। পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সম্মান ও ভাল ব্যবহার করতে হবে। আলোচ্য হাদিসটিই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- ২। মাতা-পিতা যদি অমুসলিম হয় এবং তাঁরা যদি ইসলামি শরিয়া বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেন তবে তাদের এরূপ নির্দেশ পালন করা অবশ্যই জায়েজ নাই। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق- অর্থাৎ, স্রষ্টার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

الاحكام : পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ ও দেখাশুনা করা প্রতিটি মুসলিম সম্ভানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা জাগতিক বিষয়ে কাফেরদে সহিত ও সৌজন্য আচরণ করা জায়েজ। আলোচ্য হাদিসেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

- سمع باب نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ
মাসদার القدوم মাদ্দাহ ম-দ-ম জিনস صحيح অর্থ- সে মহিলা এসেছে।
- ش-ر-ك ماد্দাহ الاشراك মাসদার افعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : مشركة
জিনস صحيح অর্থ- সে আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদারকারী।
- ر-غ-ب ماد্দাহ الرغبة মাসদার سمع باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : رغبة
জিনস صحيح অর্থ- আগ্রহিনী।
- الصلة مাসদার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد متكلم : اصل
মাদ্দাহ و-ل-ص জিনস مثال অর্থ- আমি সত্ববহার করব।
- واحد مؤنث حاضر صلي ছিগাহ حاضر صلي : صليها
বাহাছ امر حاضر معروف باب ضرب ماسداه الصلة اর্থ- তুমি তার সাথে সত্ববহার কর, তার সাথে মিলিত হও।

সাবি পরিচিতি:

হজরত আসমা বিনতে আব্বি বকর (رضي الله عنه): হজরত আসমা আবু বকর (رضي الله عنه) এর কন্যা ছিলেন। তাকে বাতুল নাতাকাইন বলা হয়। কেননা তিনি তার পায়জামার রশিকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে এক ভাগ দিয়ে রসুলের হিজরত উপলক্ষে মালপত্র বেখে ছিলেন তিনি প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর মাতা ছিলেন। তিনি তার বোন আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। তিনি তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর মর্যাদিক মৃত্যুর দশদিন পরে মক্কার ৭৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

হাদিস-২০৬:

٢٠٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالْيَدِيَّةُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَثْمِمُ الرَّجُلُ وَالْيَدِيَّةُ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاءَهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّةً- (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তান নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া কবিরাত্তম গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসূল! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন হ্যাঁ, সে কোন ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেয়, আবার সে ব্যক্তি (যাকে গালি দিচ্ছে) তার পিতা ও মাতাকে গালি দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার হুকুম :

মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কবিরাত্তম গুনাহ। এ বিষয় সকল জামায়া একমত। কেননা গালি দিলে তারা কষ্টপান। আর পিতা-মাতা কে কষ্টদেয়া স্পষ্ট হারাম বা কবিরাত্তম গুনাহ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- وَلَا تَقْلُ لِمَا

وَلَا تَنْهَرِمَا اف আলোচ্য হাদিসের আলোকে আরো একটি সুন্দর বিষয় ফুটে ওঠে তা হলো কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় প্রতিউত্তরে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে গালিদেয় প্রকারভাবে গালি দাতা হয়ে দ্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দেয়। কেননা পিতা-মাতাকে গালি শোনার কারণ একমাত্র সে-ই। তাই এইভাবে তাদের গালি শোনানো হারাম। যেমন হাদিসে এসেছে- من الكبائر شتمهم الرجل والديه

كبيرة গুনাহের পরিচয়:

كبيرة শব্দটি একবচন, কবائر কবائر অর্থ- বড় গুনাহ। শরিয়তের পরিভাষায় كبيرة গুনাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

যেমন- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **كل ما نهى الله عنه في كبرى**, 'বে সকল কাজ আব্দুল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন তাই কবিরাহ স্তনাহ'। ইমাম রাজি (র) বলেন- **الكبيرة هي ذنب** **مقدار عذابها عظيم** অর্থাৎ, 'কবিরাহ এমন স্তনাহকে বলে যে স্তনাহের শাস্তি স্তনানক।' হজরত আলি (রা) বলেন, 'যে স্তনাহের ব্যাপারে আব্দুল্লাহের হুকুম এসেছে।'।

يسب ابا الرجل فيسب اياه এর ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় একই এর প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালিদেয়। এটাই ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়। কারণ ঐ ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি না দিত তবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার পিতা-মাতাকে গালি দিত না। এর দ্বারা প্রমানিত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেওয়ার মাধ্যমে নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিল। আলোচ্য হাদিসে উহাকেই **يسب ابا الرجل فيسب اياه** বলা হয়েছে।

হাদিস-২০৭:

٢٠٧- **عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ (رواه ابن ماجه)**

অনুবাদ: হজরত ছাওবান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোআ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না। আর নিশ্চয়ই মানুষ পাপ কাজ করার কারণে রিজিক হতে বঞ্চিত হয়। (ইমাম ইবনে মাজা (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

রসূল (ﷺ) এর বাণী- **الدعاء - لا يرد القدر الا الدعاء** ব্যাখ্যা: দোআ ছাড়া ভাগ্য তথা তাকদীরের পরিবর্তন ঘটে না। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো-
তাকদির মু'খকার। অথা-

ক) **ميرم** বা অপরিবর্তনীয়।

খ) **معلق** বা পরিবর্তনীয় তথা কুল্ল।

১। **تقدير ميرم** বা অপরিবর্তনীয় তাকদির

২। **تقدير معلق** যা দোআর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। এখানে **القدر** বলতে **معلق** কে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজিদে এসেছে- **بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب**

مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَّةَ الرَّجِيمِ مُحِبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ (رواه الترمذی)
 وقال حديث غريب

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় এ পরিমাণ শিক্ষা কর, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা সম্পর্ক আপনজনের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদের মধ্যে প্রবৃদ্ধি এবং আত্মতে দীর্ঘজীবী হওয়ার উপলক্ষ হয়। (ইমাম ডিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাদিসটি গরিব)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع- মাঝাহ التعلّم মাসদার تَعَلَّمَ বাব امر حاضر معروف جمع مذکر غائب : تعلموا
 অর্থ- তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।
 জিনস ل-م

انساب : একবচন, বহুবচনে نسب অর্থ- বংশ পরিচয়।

الوصل الماسدার ضرب বাব اثبات فعل مضارع مجهول বাহাহ جمع مذکر حاضر : تصلون
 অর্থ- তোমরা সম্পর্ক বহাল রাখবে।
 জিনস و-ص-ل

محبة : এ শব্দটি বাব ضرب-এর মাসদার মাঝাহ ح-ب-ب জিনস ثلاثي
 অর্থ- মৃগুয়াস হ্রপন করা, প্রেম, দয়া।

مَثْرَاءٌ : এ শব্দটি বাকে فتح-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ث-ر-ي) জিনস يائي ناقص
 অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া।

مَنَسَاءٌ : এ শব্দটি বাকে فتح-এর মাসদার, মূলবর্ণ (أ-س-ن) জিনস مهموز لام
 অর্থ- বিলম্ব হওয়া, পিছিয়ে দেওয়া, দেবী করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার অধিকারী কে?

ক. মাতা ।

খ. পিতা ।

গ. দাদা ।

ঘ. দাদী ।

২. ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে কিসে ?

ক. নামাজে ।

খ. রোজায় ।

গ. যাকাতে ।

ঘ. দোআয় ।

৩. شركة শব্দটির বাব কি?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب افتعال

ঘ. باب انفعال

৪. افاصلها শব্দটির মূল অক্ষর কি?

ক. و-ل-و

খ. و-ل-ي

গ. و-ص-ل

ঘ. أ-ص-ل

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

দিনমজুর ফজলু তার মাকে কষ্ট দিত।খেতে পরতে দিতনা। স্ত্রীর কথা মত মাকে গালমন্দ করত। গতকাল গ্রামে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রধান বক্তা মাওলানা নাজমুল হুদা মাতাপিতার প্রতি সদ্যবহার করার গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াজ করেন। ওয়াজ শুনে ফজলুর মন বিগলিত হয়। সে সংকল্পবদ্ধ হয়, আর মায়ের সাথে অসদাচারণ করবেন। তাই সে পরদিন সকালে ফজর নামাজ বাদ মায়ের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে মাফ চায়। পরিবর্তন দেখে মায়ের স্নেহ উথলে ওঠে। তিনি অশ্রুসজল নয়নে ফজলুর কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দোআ করেন।

৫. ফজলুর পূর্বের আচরণগুলো শরিয়তে কোন পর্যায়ভুক্ত?

ক. حرام

খ. مباح

গ. مكروه تنزيهي

ঘ. مكروه تحريمي

৬. মা ফজলুর অপরাধ ক্ষমা করে দেন, কারণ-

- i. এটা মাওলানা নাজমুল হুদার নির্দেশ।
- ii. মা সন্তানকে ক্ষমা না করে পারেন না।
- iii. সন্তানকে মা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৭. كبيرة শব্দটির বহুবচন কোনটি?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. أكابر | খ. كبيرون |
| গ. كبائر | ঘ. كبيرات |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মফিজ ও তমিজ দুই ভাই। খাদিজা নামে তাদের একটি বোন রয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর খাদিজা পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করতে এলে মফিজ তাকে তাড়িয়ে দেয়। পুনরায় এলে তার পা ভেঙ্গে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। তমিজ ভাইয়ের এসব আচরণে অনেক লজ্জিত হয় এবং খাদিজার হক বুঝিয়ে দিতে ভাইকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু এখনও কোন ফল পায়নি।

(ক) صلة الرحم অর্থ কী?

(খ) يسب الرجل فيسب اياه হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) মফিজের আচরণ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) খাদিজা তার অধিকার কিভাবে ফিরে পেতে পারে? এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী তোমার মতামত উল্লেখ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

باب الشفقة والرحمة على الخلق

সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা অধ্যায়

মহাবিশ্বের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। এই সৃষ্টিরাজিকে তিনি অতি যত্নে মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। তাই এতিম, অনাথ, অসহায়, মানুষসহ পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও অন্যান্যপ্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আলোচ্য **باب الشفقة والرحمة على الخلق** অধ্যায়ে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

হাদিস-২০৯:

٢٠٩- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ-

অনুবাদ: যজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন না, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

لا يرحم الله من لا يرحم الناس এর ব্যাখ্যা:

রসূল (ﷺ) ছিলেন বিশ্বমানুষের পরম বন্ধু ও কল্যাণকামী। হার বাজব উদাহরণ হচ্ছে তার মুখনিসূত বাণী- 'যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তার প্রতিও দয়া করেন না।' এইহাদিসটির ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদিসিনগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন-

১। অধিকাংশ মুহাম্মাদিস ও হাদিস বিশারদদের মতে আল্লাহ অতি আদর ও পরম অনুগ্রহে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। কারো সামর্থ্য থাকে সত্ত্বেও যদি কেউ দয়া ও অনুগ্রহ না করে তবে সে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু সাধারণ রহমত যা সকল সৃষ্টির প্রতি অবশরত বর্ষিত হয় তা বন্ধ হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- **ورحمق وسعت كل شيء**

২। কারো কারো মতে- যে সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করে না। সে আল্লাহ তাআলার **رحمة عامة** এর ভাগিদার।

হলেও **رحمة خاصة** তথা বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

৩। (رح) علامه طیبی এর মতে, হাদিসে বর্ণিত প্রথম রহমত শব্দটি مجاز এবং দ্বিতীয় রহমত শব্দটি حقیقی অর্থে ব্যবহৃত। কারণ প্রথম রহমত শব্দটির প্রকৃত অর্থ رقة القلب বিনয়, নম্রতা ও অন্তর বিগলিত হওয়া। এটা মহান আল্লাহ তাআলার শানে অসম্ভব। সুতরাং রহমত শব্দের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার দিকে হলে অর্থ হবে সম্ভূষ্ট হওয়া ও পুরস্কার প্রদান করা। পরিশেষে বলা যায়-যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন না। অন্যত্র ঘোষণা এসেছে- من لا یرحم لا یرحم لا یرحم যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سلم : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ বাহাছ معروف ماضی فعل اثبات باب تفعیل ماسদার মূলবর্ণ
 (س-ل-م) صحیح জিনস অর্থ- তিনি শাস্তি বর্ষণ করেন।

الرحم ماسدার سمع باب نفي فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب : ছিগাহ বাহাছ معروف ماضی فعل اثبات باب تفعیل ماسদার মূলবর্ণ
 (ح-م) صحیح জিনস অর্থ- অনুগ্রহ করে না।

হাদিস-২১০:

۲۰۱- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلْنِي فَلَمْ نَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَفَسَمَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক মহিলা আমার নিকট আসল। তার সাথে দুটি কন্যা ছিল। সে আমার কাছে শিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি সে খেজুরটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে খেজুরটি তার দু'কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল, তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। অতপর সে উঠে চলে গেল। এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। আমার কথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ কন্যাদের কারণে সংকটাবর্তে পতিত হবে এবং সেই কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তবে এ কন্যারাই তার জন্য দোজখের আগুনের সামনে আবরণ হবে। অর্থাৎ, কন্যাদের ওছলিয়ায় সে দোজখ থেকে রক্ষা পাবে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

جاءتني امرأة এর ব্যাখ্যা : উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর উক্তি جاءتني امرأة ومعها ابنتان এর অর্থ- হচ্ছে-‘আমার নিকট এক মহিলা তার দু’টি কন্যা সন্তান নিয়ে আসল। উক্ত মহিলা অভাবী ও নিঃস্ব ছিল। সে ও তার দু’টি কন্যা তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর দ্বারস্থ হয়েছিল। হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন-ঐ অবস্থায় আমার ঘরে খাদ্য হিসেবে একটি খেজুরই ছিল। আমি তাকে সেই খেজুরটি দান করলাম।

ঐ বাক্য থেকে বুঝায় যায় যে-

- ১। পর্দা অবলম্বন করত প্রয়োজনে নারীদের অন্যের দ্বারস্থ হওয়া বৈধ।
- ২। কোন অভাবী ব্যক্তি কিছু চাইলে সাধ্যমত সদকা করা সওয়াবের কাজ।
- ৩। রসুল (ﷺ) এর আর্থিক অবস্থা করুণ ছিল, অথচ তিনি سيد الكونين এর প্রতিটি মাতা-পিতা নিজের অভাবের চেয়ে সন্তানের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

من ابنتي من هذه البنات এর তাৎপর্য:

রসুল (ﷺ) কন্যা সন্তানদেরকে স্নেহে লালন-পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেন- من ابنتي

من ابنتي من هذه البنات যে পিতা-মাতা কন্যা সন্তানদের নিয়ে সংকটে পতিত হবে এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তাদের যথাযথ লালন-পালন করে আদর্শ ও চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলে। আল্লাহ তাআলা পরকালে উক্ত পিতা-মাতাকে কন্যাদের উসিলায় দোজখের আগুন থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর কন্যা সন্তানগণ তাদের জন্য দোজখের আগুনের অন্তরায় ও প্রাচীর হয়ে দাড়াবে। রসুল (ﷺ) এই বাণীর মাধ্যমে জাহেলিয়াত যুগে নারীদের প্রতি যে, নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হতো তার মূলোৎপাটন করেছেন। তাদের নিকট কন্যা সন্তান জন্ম ছিল দূর্ভাগ্যের লক্ষণ। পিতার উক্তরাধীকার হিসাবে তাদের গণ্য করা হতো না। তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। রসুল (ﷺ) আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে তাদের সেই ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঘোষণা করেন- من ابنتي من هذه البنات الخ

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المجيئة ماسدار ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف وواحد مؤنث غائب : ছিগাহ
মাদ্দাহ سے আসল। ج-ي-ء জিনস

ابنتان : দ্বিবচন, বহুবচনে بنات একবচনে ابنة ও ابنت অর্থ- কন্যা।

السؤال ماسدائر فتح باب اثبات فعل ماضى معروف باسما واحد مؤنث غائب : تسأل
ماكداه ل-س-ع جينس مهموزعين ارف-سے ارفنا كرل۔ آবেدن كرل।

ضرب باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف باسما واحد مؤنث غائب : لم تجد
ماسدائر الوجدان ماكداه و-ج-د جينس مثال واوي ارف-سے پেল نا।

ع- ماسدائر افعال باب اثبات فعل ماضى معروف باسما واحد متكلم : اعطيت
ماكداه ط-ي جينس ناقص يائي ارف-آمي ديلام।

التقسيم ماسدائر تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف باسما واحد مؤنث غائب : قسمت
ماكداه ق-س-م جينس صحيح ارف-سے ভাগ كرل।

نصر باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف باسما واحد مؤنث غائب : لم تأكل
ماسدائر الأكل ماكداه ل-ك-ا جينس مهموز فاء ارف-سے খায়নি।

الابتلاء ماسدائر افتعال باب اثبات فعل ماضى مجهول باسما واحد مذكر غائب : ابتلى
ماكداه ب-ل-و جينس ناقص واوي ارف-سے পরিক্ত হল।

ستر : একবচন, কছবচনে استار ارف-পর্দা, আবরণ।

হাবি পরিচিতি :

হজরত আরেশা বিনতে আবু বকর (رضي الله عنه) :

ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর কন্যা হজরত আরেশা (رضي الله عنها) হিজরতের ৮/৯ বছর পূর্বে মকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম উম্মু রুমান। তাঁর উপনাম উম্মু আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকাহ ও হুমায়রা। মহানবি (ﷺ) এর স্ত্রী হুমায়রা তাঁকে উম্মুল মুমিনিন বলা হয়। হিজরতের তিন বছর পূর্বে মহানবি (ﷺ) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬/৭ বছর। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইতিকালের সময় হজরত আরেশা (رضي الله عنها) এর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। তার বর্ণিত হাদিস সংখ্যা- ২২১০টি।

হাদিস-২১১:

২১১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمَنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত ইরশাদ করেছেন, তোমার (মুসলমান) ভাইকে সাহায্য কর। চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি আরম্ভ করল, ইয়া রসূলুল্লাহ। আমি তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করব, অত্যাচারিকে কিভাবে সাহায্য করব, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাকে অত্যাচার থেকে বাধা দাও। এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

انصر اخاك ظالما أو مظلوما এর ব্যাখ্যা :

রসূল (ﷺ) ছিলেন সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন দয়া ও অনুগ্রহের তাগিদার হতে পারে সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠাই ছিল লক্ষ্য। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে তার বাস্তব চিত্র কুটে উঠেছে। নবি করিম (সা.) বলেছেন 'তুমি তোমার ভাই অত্যাচারীকে ও অত্যাচারিতকে সাহায্য কর।' এ কথা শ্রবণে ধ্বন আসে যে, অত্যাচারিতকে তার পাশে এসে সাহায্য করা যায়, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যায়? এর উত্তরে রসূল (ﷺ) বললেন অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে বিরত রাখাই অত্যাচারীকে সাহায্য করা।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

النصرة و النصر ما سدا ر باب امر حاضر معروف و احد مذكر غائب : انصر
 মাঙ্গাহ-ن-ص-ر- صحیح জিনস-অর্থ- সাহায্য করা।

ظالم : ظ-ل-م- মাঙ্গাহ-الظلم ما سدا ر باب اسم فاعل و احد مذكر : ظالم
 জিনস-অর্থ- অত্যাচারী।

مظلوم : صحیح জিনস-ظ-ل-م- মাঙ্গাহ-ضرب باب اسم فاعل و احد مذكر : مظلوم
 অর্থ- অত্যাচারিত।

انصر : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد متكمم : হিগাহ : انصر
 المنع : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر حاضر : হিগাহ : المنع
 ماضع واحد متكمم : হিগাহ : المنع

الظلم : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر غائب : لا يظلم
 ماضع واحد متكمم : হিগাহ : الظلم

انصر : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد متكمم : হিগাহ : انصر
 المنع : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر حاضر : হিগাহ : المنع

انصر : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد متكمم : হিগাহ : انصر

انصر : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد متكمم : হিগাহ : انصر
 المنع : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر حاضر : হিগাহ : المنع
 الظلم : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر غائب : لا يظلم

হাদিস-২১২:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ
 الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
 ইরশাদ করেছেন, আমি ও ইয়াতিমদের লালন-পালনকারী, ইয়াতিম নিজের আত্মীয় হোক বা অন্য কারো
 হোক উভয়ে বেহেশতে একশ থাকবে, একথা বলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের তর্জনী ও
 মধ্যমা আঙ্গুলি প্রদর্শন করলেন। তখন দু'আঙ্গুলির মধ্যে সামান্য কঁক ছিল। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি
 বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিপ্লবণ:

انصر : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد متكمم : হিগাহ : انصر
 المنع : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر حاضر : হিগাহ : المنع
 الظلم : হিগাহ বাহাছ معروف ماضع واحد مذکر غائب : لا يظلم

وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة ' আমি একই প্রতিম (চাই নিজের রক্ত সম্পর্কীয় হটক বা অন্যের হটক) এর শালন-পালনকারী জান্নাতে আমার কাছাকাছি স্থানে থাকবে। রসূল (ﷺ) তাঁর দুই হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে প্রদর্শন করে ইয়াতিমদের অভিভাবকদের জান্নাতে অবস্থানের বর্ণনা তুলে ধরেন।'

এখানে কافل শব্দটি اسم فاعل এর صيغة অর্থ- অভিভাবক। كافل এর সম্ভার কলা হয়েছে- الكافل هوالقائم بامر اليتيم المرئي له অর্থাৎ, ইয়াতিমের শালন-পালনের দায়িত্বে যিনি অধিষ্ঠিত বা দায়িত্বশীল বা বংশীয় জিম্বাদার। ঐ ব্যক্তি নিজের, অথবা ইয়াতিমদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। এখানে ইয়াতিমদের রক্ত সম্পর্কীয় كفيل হতে পারেন আবার অপরিচিত ভিন্ন কোন ব্যক্তিও হতে পারেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

كافل : ك-ف-ل-ال كفاالة মাসদার বাব اسم فاعل واحد مذکر هিলাহ : কফিল
জিনস صحيح অর্থ- অভিভাবক।

اليتيم : اليتامى কহ্বচনে একবচন, কহ্বচনে পিতৃহীন।

اشار : الاشارة মাসদার افعال বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب هিলাহ : ইশার
অর্থ- তিনি ইঙ্গিত করলেন।

فرج : التفريج মাসদার تفعيل বাব اثبات فعل ماضى معروف واحد مذکر غائب هিলাহ : ফরজ
মাসদার ف-ر-ج জিনস صحيح অর্থ- তিনি ফাক করলেন, দূর করলেন।

হাদিস-২১৩:

٢١٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِثًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَتَا وَنَمْ يُوَقِّرْ كِبِيرَتَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب)

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা ও অনুগ্রহ করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সৎ কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ হতে নিবেশ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইমাম তিরমিযি (র) উক্তই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদিসটি গরিব)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا এর ব্যাখ্যা: রসূল (ﷺ) ছিলেন বিশ্ব সভ্যতার জন্য আদর্শের মডেল। আল্লাহ এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেন- لقد كان لكم في رسول الله اسوة- “নিশ্চয়ই রসূল (ﷺ) জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।” তাই রসূল (ﷺ) ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে সমাজ জীবনে স্থিতিশীল সুন্দর ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ঘোষণা দেন- لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا- যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের (আদর্শের) দলভুক্ত নয়।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

- ماسداری سمع باب نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাهاছ واحد مذکر غائب : لم یرحم
 اর্থ- صحیح جینس ر-ح-م مাদدھ الرحمۃ سے دয়া করেনি।
- تفعیل باب نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাهاছ واحد مذکر غائب : لم یوقر
 اর্থ- مثال واوی جینس و-ق-ر مাদدھ التوقیر ماسداری سے সম্মান করেনি।
- الامر ماسداری نصر باب اثبات فعل مضارع معروف বাهاছ واحد مذکر غائب : یامر
 اর্থ- مهموز فاء جینس ا-م-ر مাদدھ سے নির্দেশ করে।
- ال- معرفة ماسداری ضرب باب اسم مفعول বাهاছ واحد مذکر : المعروف
 اর্থ- পছন্দনীয়।
- النهی ماسداری فتح باب اثبات فعل مضارع معروف বাهاছ واحد مذکر غائب : ینه
 اর্থ- صحیح جینس ن-ه-ی مাদدھ سے নিষেধ করে।
- جینس ن-ك-ر ماسداری الانکار باب اسم مفعول বাهاছ واحد مذکر : المنکر
 اর্থ- অপছন্দনীয়। صحیح

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আল্লাহ কার প্রতি দয়া করবেন না?

ক. যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করে না।

খ. যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে।

গ. যে ব্যক্তি গোনাহের কাজ করে।

ঘ. যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।

২. انصر اخاك ظلما এর মর্মার্থ কী?

ক. জালিমের জুলুম প্রতিহত করা।

খ. মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করা করা।

গ. জালিমের জুলুমে সাহায্য করা।

ঘ. জালিমকে জুলুম করতে উৎসাহিত করা।

৩. انصر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. اسم تفصيل

খ. أمر حاضر معروف

গ. إثبات فعل مضارع مجهول

ঘ. إثبات فعل مضارع معروف

৪. لم يوقر শব্দটির বাব কী?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب نصر ينصر

ঘ. باب ضرب- يضرب

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হুমায়ুন একদিন নীলক্ষেত হয়ে সাইন্সল্যাবের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখতে পেল একজন মধ্যবয়সী গ্রাম্য লোককে কয়েকজন কমবয়সী ছেলে ছিনতাই করা উদ্দেশ্যে মারধর করছে। হুমায়ুন অমনি তাদেরকে তাড়া করে বৃদ্ধকে উদ্ধার করল বটে, কিন্তু ততক্ষণে সে ছিনতাইকারীর আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে।

৫. হুমায়ুন কেন বৃদ্ধ লোকটিকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হল ?

- ক. অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে খ. ছিনতাইকারীদের সাথে শত্রুতার জের ধরে
গ. বৃদ্ধলোকটি তার আত্মীয় হওয়ার কারণে ঘ. আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ায় বাধা দিতে

৬. ছিনতাইকারীরা হাদিসের আলোকে কী অন্যায় করেছে?

- ক. অন্য অসম্মান করেছে খ. পথচারীদের বাঁধা দিয়েছে
গ. অন্যের অধিকার হরণ করেছে ঘ. রাস্তার হক নষ্ট করেছে।

৭. انا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا- হাদিস দ্বারা বুঝান হয়েছে-

- i. ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী ব্যক্তি জান্নাতে নবি করিম (ﷺ) এর নিকটে অবস্থান করবে।
ii. ইয়াতিমের লালন-পালন করা মহৎ কাজ।
iii. ইয়াতিমের লালন-পালন কারী নবি করিম (ﷺ) এর দিদার লাভ করবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

বেলাল ও নেহাল দুই ভাই। বাবা জীবিত থাকাকালে দু'ভাইকে এক খণ্ড করে জমি দান করে যান। হেলাল তার নিজের খণ্ডটি বাবার কাছ থেকে কৌশলে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেন। নেহালেরটি তেকে যায়। বাবার মৃত্যুর পর নেহাল তার খণ্ডটি বিক্রি করতে গেলে বেলাল এসে তাতে তার অধিকার দাবি করে। পরবর্তীতে সম্পর্ক আরো খারাপ হয়। নেহাল অত্যাচারিতকে সাহায্য করার হাদিসটি স্মরণ করে বিভিন্ন স্থানে বিচার চায়।

(ক) كافل اليتيم অর্থ কী?

(খ) হাদিসে ليس منا বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) ছোট ভাইয়ের প্রতি বেলালের আচরণটি কেমন হয়েছে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) অত্যাচারিতকে সাহায্য ও নিজের অধিকার আদায়ে হাদিসের প্রতি আমল করতে গিয়ে নেহালের উদ্যোগটি মূল্যায়ন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

باب الحب في الله ومن الله

আব্রাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর পক্ষ থেকে ভালোবাসা সম্পর্কিত অধ্যায়

আব্রাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ও আব্রাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসা একজন মুমিনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আব্রাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। আব্রাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই ইহকালে মুক্তিও পরকালে নাজাতের আশা করা যায়। তাই প্রতিটি মোমেনের উচিত যে কাজে আব্রাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে কাজে এগিয়ে আসা, সাহায্য সহযোগিতা করা ও সম্পর্ক রাখা আর যে কাজে আব্রাহ তাআলার অনসন্তুষ্টি আব্রাহ তাআলার ভয়ে সে কাজ থেকে নিজেকে ও সমাজকে দূরে রাখা ও সম্পর্কচ্ছেদ করা একান্ত কর্তব্য।

হাদিস-২১৪:

٢١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَيْلَ فَقَالَ إِنْ أَحَبُّ فَلَنَا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيَحِبُّهُ جِبْرَيْلُ ثُمَّ يَتَادَى فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَنَا فَأَحِبُّوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرَيْلَ فَيَقُولُ إِنْ أَبْغَضَ فَلَنَا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ جِبْرَيْلُ ثُمَّ يَتَادَى فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَنَا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আব্রাহ তাআলা কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈল (جبرائيل) কে ডেকে বলেন, আমি অনুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি তাই তুমিও তাকে ভালোবাস। রসূল (ﷺ) বলেন, অতপর জিবরাঈল (جبرائيل) ও তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং তিনি আকাশে ঘোষণা করেন যে, আব্রাহ তাআলা অনুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, অতপর ভোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতপর জমিনেও সে বান্দার জন্য কবুলিয়াত বা স্বীকৃতি ছাপন করা হয়। পক্ষান্তরে যখন আব্রাহ কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরাঈল (جبرائيل) কে ডেকে বলেন যে, আমি অনুক

বান্দাহকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। রসুল (ﷺ) বলেন, অতপর জিবরাঈল (ﷺ) ও-তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। রসুল (ﷺ) বলেন, অতপর আকাশবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন অন্তর ভূ-পৃষ্ঠে তার প্রতি ঘৃণা স্থাপন করা হয়। (ইমাম মুসলিম (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ان الله اذا احب عبدا دعا جبرائيل

যখন কোন মানুষ আল্লাহ তাআলার যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলে এবং তার আনুগত্য প্রকাশ করে তখন আল্লাহ তাকে ভালো বাসেন। এবং তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিব্রাইল (ﷺ) সহ সকল ফেরেস্তা তাকে ভালোবাসতে থাকেন। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- তার প্রতি রহমত বর্ষণ করা তাকে হিদায়াত দান করা। তার প্রতি নেয়ামত দান করা তার কল্যাণ সাধন করা। আর জিব্রাইল (ﷺ) সহ সকল ফেরেস্তা ভালোবাসেন এর অর্থ হচ্ছে- ঐ আনুগত্যশীল বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তার প্রশংসা করা।

ثم يوضع له القبول في الارض

অর্থ- অতঃপর ভূপৃষ্ঠে তার (স্বীকৃতি) কবুলিয়ত সৃষ্টি করা হয়। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন বান্দা যদি তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তখন আল্লাহ এর বিনিময় স্বরূপ ঐ বান্দার জন্য ভূপৃষ্ঠে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছেন। এর পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ হজরত জিব্রাইল (ﷺ) কে ডেকে বলেন আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমি তাকে ভালোবাস। তখন হজরত জিব্রাইল (ﷺ) সহ সকল ফেরেস্তা তাকে ভালো বাসতে থাকে এবং তার জন্য পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে এই ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। ফলে মানুষ তার প্রতি সম্ভ্রষ্ট থাকে এবং মানব হৃদয় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النداء ماسدادر مفاعلة باب اثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذکر غائب : ینادی
المنادية / অর্থ- ঘোষণা প্রচার করে।

الوضع ماسدادر فتح باب اثبات فعل مضارع مجهول باهاح واحد مذکر غائب : یوضع
অর্থ- রাখা হয়।

الإبغاض باسماز افعال باب البات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : ابغض
অর্থ- তিনি ঘৃণা করেন।

البغضاء : অর্থ- ঘৃণা।

হাদিস-২১৫:

۲۱۶- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ
قَالَ وَبِلَيْكَ وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَقْبَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ
أَنْسُ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحَهُمْ بِهَا- (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ কিয়ামত কখন হবে? জবাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি ধ্বংস হও, ওই কিয়ামতের জন্য তুমি কি তৈরি করেছ? সে কল, আমি কিছুই তৈরি করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কলেন, (কিয়ামতে) তুমি তার সাথেই থাকবে বাকি তুমি ভালোবাসো। রাবি হজরত আনাস (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোন কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি, যতটা খুশি হয়েছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতে। (অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে।) (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

انت مع من احببت তুমি তার সাথেই انت مع من احببت এর ব্যাখ্যা: রসূল (ﷺ) এর অধীর বাণী (পকালে থাকবে) থাকে তুমি ভালোবাস। সুতরাং আলোচ্যহাদিসাংশের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় যে, দুনিয়াতে মানুষ যার সাথে থাকবে তথা যাকে অনুসরণ অনুকরণ করবে কেয়ামতের দিন তার সাথেই তার হাশর নশর হবে। কেউ ভালো মানুষকে ভালোবাসলে তার সাথেই তার হাশর হবে। এবং অসৎ লোককে ভালোবাসলে তার সাথেই তার হাশর হবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলার বাণী-

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم

কোন কোনহাদিস বিশারদ বলেন, হাদিসের এই বাণী দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, عمل صالح এর ঘাটতি থাকলেও নির্ভার সাথে লোককার লোকদেরকে ভালোবাসলে তাদের সাথে একত্রিত হওয়া বাবে।

احكام : রসূল (ﷺ) এর অহাদিস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, নবিশণ, সালেহিন ও তাকওয়াবান লোকদের ভালোবাসতে হবে। এবং তাদের অনুসরণ অনুকরণ করলেই পরকালে তাদের দলভুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্যকারী তথা ইসলামের শত্রুদের ভালোবাসলে তাদের সাথেই

হাশর হবে। মহান আল্লাহ কুরআনের বহু আয়াতে এরই বোধনা দিয়েছেন-

১- قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

২- اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين-

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে যার অনুসরণ অনুকরণ করবে তার হাশর নশর ঐ আনুগত্যের সাথে হবে।

এর মর্মার্থ:

হজরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোন কথাই এতটা খুশি হতে দেখিনি যতটা খুশি হয়েছিল রসূল (ﷺ) এর বাণীতে। (অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে) হজরত রসূল (ﷺ) যখন বলেন- اجبت مع من احببت তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তুমি থাকবে। তখন উপস্থিত এ কথা শোনারপর এতবেশী আনন্দিত হলো। ইসলাম গ্রহণের পর আর কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) কে মনে প্রানে ভালোবাসতেন। এমনকি নিজের জ্ঞান-মাল, স্বী-পরিজন থেকে তাকে অধিক ভালোবাসতেন। লোকটির প্রশ্নের জবাব সাহাবারে কেবলম রাতিআল্লাহ আনহম যখন জানতে পারলেন হাদিসের আলোকে তাদের হাশর আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে হবে। তখন তারা আনন্দ ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاعداد ماسدات افعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذکر غائب : اعددت
মাক্কাহ , مضاعف ثلاثى جينس ع-د-د অর্থ- তুমি প্রস্তুত করেছ।

الرؤية ماسدات فتح باب اثبات فعل ماضى معروف واحد متكلم : رأيت
মাক্কাহ , ارمى-آمي দেখেছি।

الفرح ماسدات سمع باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض جمع مذکر غائب : فرحوا
মাক্কাহ , صحيح جينس ف-ر-ح অর্থ- তারা খুশি হয়েছে।

আরকিব: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتِ

صلة সহচর فاعل তার فعل , ضمير انت فاعل , احببت فعل , من موصول مع مضاف , انت مبتدأ
হয়েছে। مضاف اليه ও مضاف مিলে خير হয়েছে। مضاف اليه موصول و صلة
পরিশেষে مبتدأ و خير مিলে اسمية হল।

হাদিস-২১৬:

২১৬- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ - (رواه مالك) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ جَلَاءُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغِيظُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ-

অনুবাদ: হজরত মু'আয ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমাকে খুশি করার জন্য এক স্থানে মিলিত হয়ে আমার গুনগান করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমার ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, তাদের ভালোবাসা আমার জন্য গুণাজিব। ইমাম মালেক (র) এ হাদিসের বর্ণনাকারী। তিরমিযি শরিফের এক বর্ণনায় আছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা হ্রাসন করে তাদের জন্য পরকালে সু-উচ্চ মিনার হবে, যা দেখে নবি ও শহিদগণ ঈর্ষা করবেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

المتحابين في এর মর্মার্থ:

এর হাদিসটুকু হাদিসে কুদসির অর্ন্তভুক্ত এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বোঝা করেন আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর এক স্থানে মিলিত হয়ে বসে এবং তথায় আমি আল্লাহ তাআলার গুনগান করে এবং ধীনের সাথে কথা বার্তা বলে এবং কার্যকরি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন এবং তাদের জন্য জাহ্নাত অনিবার্য। কারণ তারা সকল কাজে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার আশা করে এবং সকল কাজে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়।

المتحابين والشهداء এর মর্মার্থ:

এই হাদিসাংশের মর্মার্থ হচ্ছে যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা হ্রাসন করবে, পরকালে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জাহ্নাতে নূরের মিনার তৈরী করে দেবেন। এতদ্বশনে নবিগণও শহিদগণ তাদের প্রতি গোভাতুর হবেন। এই হাদিস থেকে বস্তুবতই প্রাপ্ত উদ্ভাসিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদাশীল নবিগণ তারপর শহিদগণ এদের এই বিশেষ মর্যাদা সত্ত্বেও তারা এদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন কেন? এর জবাব হাদিস বিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেন।

১. এখানে রূপক অর্থে يَغِيظُهُمُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তখন অর্থ- হবে আদিরা আল্লাহর সালাম ও শহিদগণ তাদের প্রশংসার মগ্ন থাকবেন।

২. মর্বাদাশীলদের মধ্যেও এমন আকর্ষণীয় বিষয় থাকবে যা শীর্ষ স্থানীয়দের তাদের মধ্যে দেখতে পাবেন না। তাই তারা তা দেখে লোভান্বিত হবেন।
৩. প্রকৃত পক্ষে নবি রসূলগণ ও শহিদগণ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই প্রতি লোভান্বিত নন। তাই বলা যায় এখানে রূপক অর্থে- **يَغِيظُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ**

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الوجوب ماسدات ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف باحد مؤنث غائب : হিগাহ
মাক্দাহ , مثال واوي جينس -و- ج -ب مাক্দাহ

ج-ل-ي مাক্দাহ التجالس ماسدات تفاعل باب اسم فاعل باحد مؤنث غائب : هـ
جينس مাক্দাহ -و- ر مাক্দাহ المتزاور ماسدات تفاعل باب اسم فاعل باحد مؤنث غائب : هـ
جينس مাক্দাহ -و- ز مাক্দাহ المتزاور ماسدات تفاعل باب اسم فاعل باحد مؤنث غائب : هـ
جينس مাক্দাহ -و- ل مাক্দاه المتبادل ماسدات تفاعل باب اسم فاعل باحد مؤنث غائب : هـ
جينس مাক্দاه

مينر ماسدات ماضى معروف باحد مؤنث غائب : هـ مينر ماسدات ماضى معروف باحد مؤنث غائب : هـ

الغيبه ماسدات ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باحد مؤنث غائب : هـ
مাক্দاه -و- غ مাক্দاه

منابر : বহুবচন, একবচনে

مينر ماسدات ماضى معروف باحد مؤنث غائب : هـ مينر ماسدات ماضى معروف باحد مؤنث غائب : هـ

রাবি পরিচিতি:

হজরত মুআজ ইবনে আবাল (رضي الله عنه): হজরত মুআজ ইবনে আবাল (رضي الله عنه) এর উপাধি ছিল আবু আবদুল্লাহ আনসারি। তিনি মদিনার বিখ্যাত কংশ খায়রাজ গোত্রের লোক ছিলেন। যে ৭০ জন সাহাবি আকাবায়ে ছানীতে রসূলুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বদর সহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ কাছী অথবা শিক্ষকরূপে ইয়ামনে প্রেরণ করেন। তার থেকে হজরত উমার (رضي الله عنه), হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৩৮ বছর বয়সে শামে ইনতেকাল করেন।

হাদিস-২১৭:

২১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَيِّ ذَرْبٍ يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ - (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

অনুবাদ: হজরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু যর সিকারি (رضي الله عنه) কে কলেন, যে আবু যর! ইমানের কোন শাখাটি বেশি মজবুত? তিনি বললেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। ইমাম বায়হাকি পোয়াকুল ইমান এহে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

হাদিস-২১৭ এর ব্যাখ্যা:

রসূল (ﷺ) এর বাণী عرى الإيمان أوثق ای ইমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত। হাদিসাংশে عرى শব্দটি عروة থেকে থেকে وغيرها والكرز وغيرها ما يتعلق به من طرفي الدلو والكرز وغيرها عروة থেকে থেকে আলোচ্য হাদিসে عرى শব্দটি معنى حقيقي হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং معنى مجازى হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসাবে হাদিসাংশের অর্থ হচ্ছে- ما يمسك به في امر الدين ويتعلق به شعب - ایমন বিষয় বা দ্বারা ধীনকে মজবুতভাবে ধারণ করা বার এবং যেটি ইমানের শাখার সাথে সম্পৃক্ত।

ইমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) কে রসূল (ﷺ) এরশাদ করেন ইমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্যতম মজবুত শাখা হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং কারো সাথে বন্ধুত্ব করা। যেমন জেনে হকশাহী আলেম ও বুর্গকে ভালোবাসা। তার থেকে কিছু জ্ঞানার জন্য তার সহচর্য গ্রহণ করা। এবং পাপী ব্যক্তি পাপ থেকে নিবৃত্ত হয় না বরং প্রকাশ্যে ওনাহের কাজে লিপ্ত হয় এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশার ঘৃণা করা। আর এটাই ইমানের সর্বাধিক মজবুত শাখা।

الحب في الله والبغض في الله এর মর্মার্থ:

রসূল (ﷺ) এর বাণী - **الحب في الله والبغض في الله** আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা। ইমানের একটি সুদৃঢ় শাখা। এই হাদিসের মাধ্যমে রসূল (ﷺ) তার উম্মতদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, মুমিন কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আবার কাউকে ঘৃণা করতে হলে বা শত্রুতা পোষণ করতে হলেও তা হতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। প্রার্থী কোন সুযোগ বা স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে কাউকে ভালোবাসা বা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসার অর্থ হলো কোন আল্লাহ ওয়ালাকে বা দ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের দ্বীনদারীর কারণে ভালোবাসা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণার অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রসূলের দ্বীনকে অমান্যকারীকে ঘৃণা করা। এটাই ইমানের প্রকৃতি দাবি। তাইতো রসূল (ﷺ) এরশাদ করেন-

من احب لله وأبغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان

যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলার জন্যই কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাউকে দান করে এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই কাউকে দান থেকে বঞ্চিত করে সে ব্যক্তি ইমানকে পরিপূর্ণ করল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

و-ث-ق - **ق** ماداه الوثوق ماسداه ضرب باب اسم تفضيل واحدا مذكر **ছিগাহ** : **أوثق**

জিন্স **أجوف** **আজিফ** অর্থ- অধিক মজবুত।

اعلم - **ع** ماداه العلم ماسداه سمع باب اسم تفضيل واحدا مذكر **ছিগাহ** : **اعلم**

المولات - **ع** ماداه مفاعلة এর মাসদার অর্থ- ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব।

হাদিস-২১৮:

٢١٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. (رواه احمد والترمذى وابو داؤد والبيهقى فى شعب الايمان وقال

الترمذى هذا حديث حسن غريب وقال النووى اسناده صحيح)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ তার বক্তৃতা আদর্শে গড়ে ওঠে। সুতরাং বক্তৃতা নির্বাচনের সময় তোমাদের প্রত্যেকের এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কাকে বক্তৃতা হিসেবে নির্বাচন করছে। (আহমদ, তিরমিডি, আবু দাউদ ও বায়হাকি)। হিমাম তিরমিডি রহ. বলেন, এ হাদিসটি গরিব। ইমাম নববি (র) বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাসূত্র সঠিক।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دين : একবচন, বহুবচনে اديان অর্থ- নীতি, আদর্শ, ধর্ম।

خليل : একবচন, বহুবচনে اخلاء অর্থ- বক্তৃতা।

لينظر :- নিগাহ গ্রন্থের মাসদার معروف বাহাছ واحد مذکر غائب হিগাহ :- তার লক্ষ্য করা উচিত।
صحيح কিন্তু -ظ-

يخالل :- হিগাহ গ্রন্থের মাসদার مفاعل باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب হিগাহ :- সে বক্তৃতা শ্রবণ করেছে।
مضاعف ثلاثي ج-ل-ل الخاللة

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন:

১. ইসলামের কোন শাখাটি বেশী মজবুত ?

ক. الحب في الله والبغض في الله

খ. الصلاة والسلام على رسول الله

গ. أداء الصلوات على ميعاتها

ঘ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

২. المرء على دين خليله এর মর্মার্থ কী ?

ক. মন্দলোকের সংশ্রব ত্যাগ করা।

খ. ব্যক্তি তার বক্তৃতা শ্রবণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ. অসৎ লোকদের সাহায্য করা।

ঘ. মন্দলোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাকে ভালো বাসান।

৩. فلينظر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. أمر غائب معروف

খ. أمر غائب مجهول

গ. إثبات فعل مضارع مجهول

ঘ. إثبات فعل مضارع معروف

৪. میخالل শব্দটির বাব কী?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعیل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب تفاعل

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রায়হান ও ফয়সাল ঢাকায় একটি মেসে থাকে। তারা দু'জনই নামাজি। এর মধ্যে রায়হান একটি কোম্পানীতে চাকরি করে। ফয়সাল চাকরি খুঁজতে থাকতে। রায়হান ফয়সালকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। ফয়সালের কষ্ট দেখে রায়হান তার কোম্পানীর মালিককে বলে তার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

৫. রায়হান ও ফয়সালকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। কারণ-

- i. তারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে
- ii. তারা একসাথে মিলে মিশে থাকে
- iii. তার নিয়মিত নামাজ পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

৬. রায়হান ও ফয়সাল নিচের কোন শ্রেণিভুক্ত?

ক. المتحابون في الله

খ. المتجالسون في الله

গ. المتزاورون في الله

ঘ. المتبادلون في الله

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

রিফাত একজন স্থানীয় যুবক। সবাই তাকে ভদ্র হিসেবেই জানে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। নিয়মিত পড়াশোনা করে। সকলের সাথে মিলে-মিশে চলে। কিন্তু হঠাৎ বদলে যেতে থাকে তার স্বভাব। তার মা লক্ষ্য করেন, এখন কাজ-কর্মে রিফাতের কোন রুটিন নেই। খরচের হাত অনেক বেড়ে গেছে। বাসা থেকে বিভিন্ন দামি জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। রিফাতের মা একদিন আবিষ্কার করেন যে সে কিছু খারাপ মাদকাসক্ত ছেলের সাথে। এ অবস্থায় মা রিফাতকে বুঝান এবং অনেক কান্নাকাটি করেন। তখন রিফাত ওয়াদা করে সে ঐ ছেলের সাথে আর মিশবে না।

(ক) أنت مع من أحببت এর অর্থ লিখ।

(খ) المرء على دين خليله এর মর্মার্থ বর্ণনা কর।

(গ) রিফাতের বদলে যাবার কারণ কোন হাদিসে উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে রিফাতের মায়ের সাথে ওয়াদা করার বিষয়টি হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

বর্ষদশ অধ্যায়

باب ما ينهى من التهاجر والتقاطع واتباع العورات

কাউকে বর্জন, সম্পর্কচ্ছেদ এবং দোষাশেষের নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়

প্রকৃতপক্ষে যিনি ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও তদানুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করেন তার পক্ষে অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হতে পারে না। মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ কিংবা তাদের গোপন কোন বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না। কারো সম্পর্কে অমূলক সুখান্বিতাশ্রয় করতে পারে না। এমনকি অপর মুসলিম ভাইয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু তার দ্বারা প্রকাশ পাওয়া ইমান বহির্ভূত কাজ।

হাদিস-২১৯:

٢١٩- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ- (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশি সময় অপর কোন মুসলমান ভাইকে বর্জন বা ত্যাগ করে। অর্থাৎ, তারা কোথাও একে অপরের সন্মুখীন হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অতঃপর তাদের দু'জনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেশ্বপ:

لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال : এর ব্যাখ্যা :

আলোচ্য হাদিসাংশের দ্বারা প্রতীতমান হয় যে, তিনদিন পর্যন্ত এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়েজ। কিন্তু তিন দিনের অধিক তা করা জায়েজ নেই। এখানে চূড়ান্ত সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। কারণ হলো একজন মুমিন স্বভাবজাত কারণে অপর মুমিনের সাথে দু'একদিন কথা বন্ধ রাখতে পারে। বেশি হলে তিনদিন, তিন দিনের বেশি প্রকৃত মুমিন তার অপর ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখতে পারে না। অন্যথায় এটা ইমানের পরিপন্থী হবে। তাছাড়া তিনদিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ থাকলে বিবেক তাদের দংশন করবে। তাই রসূল (ﷺ) এরশাদ করেন- لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال

তবে কোন নামধারী মুসলমান যে সব সময় ইসলাম, আলিম-উলামা তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফসা রটনা করে বা ইসলামের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত এমন ব্যক্তির সাথে তিনদিনের অধিক সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা বাবে। কারণ তার সাথে কথা বললেই ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

خيرهما الذي يبدأ بالسلام এর ব্যাখ্যা :

বাগড়া ফাসাদে লিগু দু' জনের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথমে সালাম দেয়। রসুল (ﷺ) তাদের সম্পর্কে এই বাণী উচ্চারণ করেছেন। এখানে প্রথম সালাম প্রদানকারীকে উত্তম বলার কারণ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

- ১। প্রথম সালাম প্রদানকারী পূর্বের ভুল বুঝাবুঝি ও সম্পর্ক চিহ্ন ভুলে গিয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।
- ২। মনের কালিমা ও রেষারেষি দূর করতে সেই প্রথমে এগিয়ে এসেছেন।
- ৩। সালামের মাধ্যমে তার বিনয়ী স্বভাব প্রকাশ পেল।
- ৪। এ ব্যক্তি যে অহংকারী নয় তা স্পষ্ট হলো।

তাই বলা যায় সৎপথ প্রদর্শক হিসাবে প্রথম সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিই উত্তম ব্যক্তি।

لا يحل للرجل ان يهجر اخاه এর মর্মার্থ :

আলোচ্য হাদিসে لا يحل للرجل ان يهجر اخاه এর মধ্যে اخ বলতে সাধারণভাবে সকল মুসলমান ভাই বুঝানো হয়েছে। এই ভ্রাতৃত্ব কয়েকভাবে হতে পারে।

- ১। রক্ত সম্পর্কীয় ভাই।
- ২। আত্মীয়তার সম্পর্কীয় ভাই।
- ৩। সঙ্গী-সাহী ভাই।
- ৪। ধর্মীয় বন্ধনের ভাই।

এক কথায় ধর্মীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ সকল মুসলমান পরস্পর ভাই হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের ভুল বুঝা-ঝুঝি তা সর্বোচ্চ তিন দিন থাকতে পারে। তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ করা ইসলামি নীতি আদর্শের খেলাফ হবে। তিন দিনের মধ্যেই উহা মীমাংসা করা প্রত্যেকের ইমানি দায়িত্ব।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الحل ماسدادر ضرب باب نفى فعل مضارع معروف باهاح واحد مذکر غائب : لا يحل

মাদ্দাহ ل-ل-ح জিন্স ثلاثي مضاعف اর্থ- হালাল হবে না, জায়েজ হবে না।

الهمجرة ماسدادر نصر باب اثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذکر غائب : يهجر

মাদ্দাহ ر-ج-ه জিন্স صحيح اর্থ- সে ত্যাগ করবে।

يلتقيان : হিগাহ মাসদার বাব اثبات فعل مضارع معروف باهاج ثنية مذکر غائب : هياج
 ناقص جينس ل-ق-ي-مادھ الاعطاء তারা দু'জন পরস্পর সাক্ষাৎ করবে।

الاعراض : হিগাহ মাসদার বাব اثبات فعل مضارع معروف باهاج واحد مذکر غائب : هياج
 صحيح جينس ع-ر-ض-مادھ سے বিয়ুথ হবে।

البداء : হিগাহ মাসদার فتح বাব اثبات فعل مضارع معروف باهاج واحد مذکر غائب : هياج
 مهموز لام جينس ب-د-م-مادھ سے আরম্ভ করবে।

হাদিস-২২০:

۲۲۰- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ
 أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تُدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
 إِخْوَانًا وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَنَاقَسُوا - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন
 তোমরা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কুখ্যবনা হল জঘন্যতম মিথ্যা কথা।
 কারো দোষ-ত্রুটি জানার চেষ্টা কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, আর একজনের উপর দিয়ে মাল দর কর না ও
 দালালী কর না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অপরের পিছনে
 পেলনা; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহ বান্দাহ, তাই তাই হয়ে থাকবে। অপর এক রেওয়াজে আছে, পরস্পরে
 পার্শ্বিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা করো না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্রেষণ:

এই ব্যাখ্যা: أَيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ এর ব্যাখ্যা:

তোমরা কু-ধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা কু-ধারণা জঘন্যতম মিথ্যাচার। হজরত রসূল (ﷺ) ছিলেন
 ইসলামি আত্মত্ব প্রতিষ্ঠার এক মহানায়ক। ইসলামি সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এমন কাজ-কর্মকে তিনি নিষিদ্ধ
 ঘোষণা করেছেন। তারই বাস্তব সমস্ত দিক-নির্দেশনা আলোচ্য হাদিস।

কু-ধারণা ও সন্দেহ অনেকাংশেই অবাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে। আর অবাঞ্ছিত বিষয় মিথ্যা হয়ে থাকে। কোন
 ব্যক্তি সম্পর্কে প্রথমে মনে যে কু-ধারণা সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে তা মিথ্যায় পরিণত হয়। এ জন্যই রসূল (ﷺ)
 এ سورة حجرات অপরাধ। এ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- **يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم** হে মুমিন তোমরা অধিক ধারণা থেকে বৈতে থাক। কেননা কোন কোন কু-ধারণা পাপ। অতএব সবার উচিত কু-ধারণা পরিহার করে সর্বাধিক সু-ধারণা পোষণ করা।

وكونوا عباد الله اخوانا এর মর্মার্থ:

খোঁসটি বহুবচন। একবচনে **اخ** অর্থ- ভাই। এখানে **اخوان** বশতে বীনি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। , মুসলমানরা যে পরস্পর ভাই ভাই কুরআনেও এর প্রমাণ এসেছে- **انما المؤمنون اخوة** নিশ্চয়ই ইমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই। এর দ্বারা বুঝা যায় নিজেদের সহোদর ভাইর যেমন কৃতি করে না তেমনি এক মুমিন ভাই অপার মুমিন ভাইর কৃতি না করে তার ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ কামনা করবে। সারকর্মা আলোচ্য হাদিসে **اخوانا** বশতে মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ, সহনশীল হওয়ার প্রতি উদ্ধৃক করা হয়েছে।

تاركيب: إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

© **مضاف** , **الحديث** **مضاف اليه** **اكذب** **مضاف** , **الظن** **اسم** **ان** , **ان** **حرف** **مشبه** **بالفعل** **هـ** **جملة** **اسمية** **مبني** **خبر** © **اسم** **ان** **تاركيب** **هـ** **مبني** **مضاف اليه**

হাদিস-২২১:

২২১- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ اَتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا- (رواه مسلم)**

অনুবাদ: হজরত হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক সপ্তাহে দু'বার অর্থাৎ, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বাঙ্গার কার্বাকশী ও আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকে ক্ষমা করা হয়; কিন্তু ঐ বান্দাহকে ক্ষমা করা হয় না, যার সাথে কোন মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা আছে। তার সম্পর্কে বলে দেয়া হয় যে, তাদেরকে সময় দাও, যাতে তারা পরস্পর আপোষ-মীমাংসার উপনীত হতে পারে। (ইমাম মুসলিম (রহ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

اتركوا هذين حتى يفيا এর মর্মার্থ: এদের অবকাশ দাও যাতে তারা পরস্পর আপস মীমাংসা করে নিতে পারে অর্থাৎ, প্রত্যেক বান্দার আমল সমূহ সপ্তাহে দু'বার ক্ষেত্রের কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থাপন

করা হয়। এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় কিন্তু পারস্পরিক হিংসা পোষণকারী দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের বলেন এ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কাছে কোন ক্ষমা প্রার্থনা করো না বরং তাদেরকে সময় দাও। এবং আমলের প্রতিদান দেয়া ছুগিত রাখ। তাদের পারস্পরিক হিংসা হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও। হাদিসাংশে **اتركوا هذين حتى يفيتا** দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে।

مهموز জিনস ১-ম-ন-মাদ্দাহ এর মাছদার **باب افعال** শব্দটি **ایمان** এর আন্তর্ধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান দৃঢ়তা অবলম্বন।

পারিভাষিক অর্থ- **هو التصديق بما جاء به النبي (ص-)** من عند الله - **ایمان** এর পারিভাষিক অর্থ: 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবি করিম (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি প্রদান করা।'

জুমহুর মুহাদ্দিসগন **ایمان** এর সংজ্ঞায় বলেন **هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالركان**

'আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কর্মে পরিণত করাকে ইমান বলা হয়।'

ایمان এর সংজ্ঞার আলোকে যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন তাকে **مؤمن** বলে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاعراض মাসদার **افعال** বাব **اثبات فعل مضارع مجهول** বাহাছ **واحد مذكر غائب** **يغرض** : মাদ্দাহ **ع-ر-ض** জিন্স **صحيح** অর্থ- পেশ করা হয়।

المغفرة মাসদার **ضرب** বাব **اثبات فعل مضارع مجهول** বাহাছ **واحد مذكر غائب** **يغفر** : মাদ্দাহ **غ-ف-ر** জিন্স **صحيح** অর্থ- ক্ষমা করা হয়।

تركوا - মাদ্দাহ **الترك** মাসদার **نصر** বাব **امر حاضر معروف** বাহাছ **جمع مذكر حاضر** **اتركوا** : মাদ্দাহ **ر-ك** জিন্স **صحيح** অর্থ- তোমরা অবকাশ দাও।

الفى মাসদার **ضرب** বাব **اثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **تثنية مذكر غائب** **يفيتا** : মাদ্দাহ **ف-ي-ت** জিন্স **صحيح** অর্থ- তারা দু'জন ফিরে আসবে। মিটিয়ে ফেলবে।

হাদিস-২২২:

২২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ
أَخَاهُ فَوْقَ ذَلِكَ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ذَلِكَ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ- (رواه احمد وابو داود)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা বৈধ নয় যে, সে রাগ করে তিনদিনের বেশি সময় অপর মুসলমান ভাইকে (অসন্তুষ্ট করে) পরিত্যক্ত করবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করল, আর এ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে, তবে সে দোজখে প্রবেশ করবে। (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

স-ন-ম-আদাহ-ইসলাম-মাসদার-أفعال-باب-اسم-فاعل-واحد-مذكر-هياح-مسلم
জিন্দুস-صحيح-অর্থ-মুসলমান।

الهجرة-نصر-باب-اثبات-فعل-ماضي-معروف-واحد-مذكر-غائب-هياح-هجر
আদাহ-সে-ত্যাগ-করল।-অর্থ-صحيح-জিন্দুস-ج-ر-আদাহ

الموت-نصر-باب-اثبات-فعل-ماضي-معروف-واحد-مذكر-غائب-هياح-مات
আদাহ-সে-মৃত্যুবরণ-করল।-অর্থ-أجوف-واوي-জিন্দুস-ম-ও-ত-আদাহ

হাদিস-২২৩:

২২৩- وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى
بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِيضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤَدُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا
تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ
يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ- (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিন্বরের উপরে উঠে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে সম্প্রদায়! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে ইমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না এবং তাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাদের দোষ

অনুেষণ করেন। আল্লাহপাক যার দোষ খুঁজবেন, সে অইমানিত ও লাঞ্ছিত হবে, যদিও সে নিজের ঘরের গোপন কক্ষে থাকে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

قلبه لم يقض الايمان إلى قلبه এর ব্যাখ্যা: রসূল (ﷺ) এর বাণী- 'তাদের অন্তরে ইমান পৌঁছেনি। আলোচ্য হাদিসাংশের তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। যারা ইমান বা ইসলাম বলতে মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই শুধু বুঝেন। বাস্তব জীবনে ইমানের প্রতিফলনের প্রয়োজন মনে করেন না। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ইমানের পারিভাষিক সংজ্ঞার সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। তারা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারেনি। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার সন্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তার যথাযথ বিধান পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা তাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হয়েছে।

ولوفى جوف رحله এর মর্মার্থ:

ولوفى جوف رحله অর্থ- যদিও সে তার নিজ গৃহে অবস্থান করে, কারো দোষক্রটি খুঁজে বের করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষক্রটি খুঁজে প্রকাশ করে থাকে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দোষক্রটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। যদিও ঐ ব্যক্তি নিজ গৃহে অবস্থান করে। আর আল্লাহ যার দোষক্রটি প্রকাশ করে দিবেন অবশ্যই ঐ ব্যক্তি পার্থিব জীবনে ও পরকালে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- **ان الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الاخرة والله** অর্থাৎ, যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الصعود ماسدأر سمع باب اثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب : ছিগাহ

صعد : ছিগাহ
 مادأহ -ع- د- ص জিন্স صحيح অর্থ- তিনি আরোহন করলেন।

المنادى ماسدأر مفاعلة باب اثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذكر غائب : ছিগাহ

نادى : ছিগাহ
 مادأহ -ي- ن- د- ي জিন্স ناقص يائي অর্থ- সে আহবান করল।

افعال نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف باهاح واحد مذكر غائب : ছিগাহ

لم يقض : ছিগাহ
 ماسدأر الافضاء مادأহ -ي- ف- ض- ي জিন্স ناقص يائي অর্থ- সে পৌঁছেনি।

মাদ্দাহ الايذاء ماسدار افعال باب نهى حاضر معروف باهاض جمع مذکر حاضر حياها : لا تؤذوا
 ا- ذ- ي اركب جنس اركب- اركب دي و نا ।

مادداه الاتباع ماسدار افعال باب نهى حاضر معروف باهاض جمع مذکر حاضر حياها : لا تتبعوا
 ب- ع اركب جنس اركب- اركب دي و نا ।

مادداه الفضح ماسدار فتح باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذکر غائب حياها : يفضح
 ف- ض- ح اركب جنس اركب- اركب دي و نا ।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কতদিনের বেশী কাউকে বর্জন করা বৈধ নয় ?

ক. তিনদিন ।

খ. পাঁচদিন ।

গ. সাতদিন ।

ঘ. দশদিন ।

২. اكذب الحديث . كى ؟

ক. الطن .

খ. الغيبة

গ. البهتان

ঘ. الخداع

৩. لا تجسسوا . শব্দটির বাহাছ কী?

ক. نهى حاضر معروف

খ. نفي فعل مضارع معروف

গ. نفي فعل مضارع مجهول

ঘ. نهى حاضر مجهول

৪. কাদের আমল আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করা হয়না ?

- ক. পরম্পর শত্রুতা পোষণকারী । খ. পরম্পর হিংসাকারী ।
গ. পরম্পর প্রতিযোগিতাকারী । ঘ. পরম্পর নিন্দাকারী ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

নাদিয়া ও মাহমুদা দুই বান্ধবী । তারা এ বছর দাখিল পরীক্ষার্থী । বই দেয়া-নেয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে আজ দশদিন হলো তাদের পরম্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ ।

৫. নাদিয়া ও মাহমুদার জন্য কোন কাজটি বৈধ হয়নি?

- ক. বই দেয়া-নেয়া খ. পরম্পরকে সালাম না দেয়া
গ. পরম্পর তিন দিনের বেশি কথা না বলা ঘ. নিজেদের দ্বন্দ্বের বিষয়টি শিক্ষককে না জানানো ।

৬. তাদের মধ্যে উত্তম হবে সে যে-

- i. আগে সালাম দ্বারা কথা শুরু করবে
ii. বিষয়টি শিক্ষকের কাছে উত্থাপন করবে
iii. যুক্তির মাধ্যমে নিজের অবস্থান যথাযথভাবে তুলে ধরবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আফজাল ও আলতাফ একই এলাকায় বসবাস করে । একটি বিষয়ে দ্বন্দ্বের কারণে তারা কেউ কাউকে দেখতে পারে না । একে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে । এলাকার আলেম মাওলানা সাইফুল কবির বিষয়টি জানতে পেরে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে বলেন, মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের শত্রু হতে পারে না ।

(ক) شحناء শব্দের অর্থ কী?

(খ) كونوا عباد الله أخوانا এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর ।

(গ) আফজাল ও আলতাফ কোন হাদিসের বিধান লঙ্ঘন করেছে? হাদিসটি উল্লেখ পূর্বক এর ব্যাখ্যা কর ।

(ঘ) 'মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের শত্রু হতে পারে না'- হাদিসের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ।

সপ্তদশ অধ্যায়

بَابُ الْحَذَرِ وَالثَّانِي فِي الْأُمُورِ

সকল কাজে আত্মসংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায়

সকল কাজে আত্মসংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অকলম্বন জীবনের অন্যতম হাতিয়ার। মানব জাতির প্রধান ও প্রথম শত্রু শয়তান। এই শয়তানের ধ্বংসের পক্ষে মানুষ কতইনা সমস্যার সন্মুখীন হয়। আর শয়তানের ধ্বংসের অন্যতম একটি লক্ষণ হলো কোন কাজে আত্মসংযম সতর্কতাও ধীরস্থিরতা অকলম্বন না করা। তাই প্রতিটি মুমিন যেন সকল কাজে উক্ত গুণাবলি অর্জন করতে পারে এক তার পদ্ধতি ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আলোচ্য অধ্যায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

হাদিস-২২৪:

۲۲۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جَحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد

রসূল (ﷺ) এর অমীর বাণী-‘মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দুই বার দংশিত হয় না।’ আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাজ্জিসগণ বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন-

- ১। সচেতন ও বিবেকবান মুমিনগণকে যেকোন কেসে একবারই কেলতে পারে। দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি সতর্ক হয়ে যান। অনুরূপভাবে কোন গুনাহর কাজ তার দ্বারা হলেও দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি সতর্ক হয়ে যান। অনুরূপভাবে কোন গুনাহর কাজ তার দ্বারা হলেও দ্বিতীয়বার গুনাহে পতিত হন না।
- ২। অনুরূপভাবে শত্রু গণ মুমিনকে একবার ঘায়েল করলেও দ্বিতীয়বার সতর্ক থাকার কারণে সে আর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না।
- ৩। কারো করো মতে-কোন সচেতন মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার গুনাহ করে থাকলে দুনিয়াতেই আত্মা ত্যাগ করার কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাওবা করে মাক নিয়ে নেন। কলে পরকালে শাস্তির সন্মুখীন হবে না এবং দ্বিতীয়বার আর গুনাহে নিপতিত হন না।

হাদিসের ورود : শান

কুরাইশ কাফেরদের মাঝে আব্দুল ওযযা নামক এক কুখ্যাত কবি ছিল। সে সবসময় রসূল (ﷺ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কবিতা রচনা করত। কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করত। সে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গান গেয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহ যোগায়। বদর যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। কবি আব্দুল ওযযা রসূল (ﷺ) নিকট ফিরে এলে এবারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে ভবিষ্যতে আর এমন করবে না। রসূল (ﷺ) তার প্রতিশ্রুতির কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কিছুদিন পর উহুদ যুদ্ধে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে কাফের সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে তোলে। আল্লাহ তাআলার অশেষ কুদরতে এ যুদ্ধেও সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। এবারও সে রসূল (ﷺ) এর নিকট ক্ষমার আকুতি জানায়। তখন রসূল (ﷺ) এই হাদিসটি ব্যক্ত করেন-
 لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين অর্থাৎ 'মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।' অবশেষে হজরত রসূল (ﷺ) এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اللدوغ ماسدادر فتح باب نفي فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : لا يلدغ
 মাদ্দাহ - د-غ - ل-جিন্স - صحيح অর্থ- দংশিত হয় না।

جحر : একবচন, বহুবচনে اجحار অর্থ- গর্ত।

مرتین : দ্বিবচন, একবচনে مرة বহুবচনে مرات অর্থ- দু'বার।

তারকিব: لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

হলো واحد এবং মাওসুফ জحر আর حرف جار হলা, من, ফায়েল নায়েবে المؤمن মাজহুল ফেলে لا يلدغ তার مرتين হলো আর متعلق আর حرف جار و مجرور এবার مجرور সিফাত ও মাওসুফ মিলে পরিষেপে মফুول + متعلق + فاعل + نائب مجهول + جملہ فعلية মিলে

হাদিস-২২৫:

২২৫- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَانَاةٌ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب) وقد تكلم بعض اهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس الراوى من قبل حفظه .

অনুবাদ: হজরত সাহল বিন সা'দ সার্বিদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তাঁআলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। (তিরমিযি) ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি গারীব, কোন কোন হাদিসবিদ এর অন্যতম বর্ণনাকারী আব্দুল মুহাম্মিদ ইবনে আব্বাস এর অরবশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিপ্লবেষণ:

الإتانة من الله এর ব্যাখ্যা :

الإتانة অর্থ- ধীরস্থিরতা। কর্মে ধীরস্থিরতা আল্লাহ তাঁআলার পক্ষ থেকে আসে। আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসূল (ﷺ) মুসলমানদেরকে কাজের মাঝে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং কাজের কলাকল চিন্তা করে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা কাজের কলাকল বিবেচনা করে কাজ করার যোগ্যতা ও কাজে পরিণামদর্শী হওয়া আল্লাহ তাঁআলার বিশেষ নেছামত সমূহের একটি। তবে একথাও জানা প্রয়োজন যে, ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে দ্রুত করা صفات محمودة বা প্রশংসনীয় গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত।

والمجلة من الشيطان এর অর্থার্থ :

রসূল (ﷺ) এর মুখনিসৃত বাণী-‘তাড়াতাড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে’। কেননা পার্শ্ব কাজে তড়িঘড়ি করা এবং শেষ ফল চিন্তা না করে কাজ শুরু করা মূলত শয়তানের প্ররোচনার হয়ে থাকে। এ সকল কাজে অনেক সময় আল্লাহ তাঁআলার রহমত না আসায় কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। সামান্য তাড়াহুড়ার কারণে কাজটি সিঁছিরে যায়। এ ধরনের তাড়াহুড়া কখনো কখনো বড় ধরনের বিপদ ও ছেকে আনে। যেমন আরবি প্রবাদ বাক্য التعلل سبب الثاني ‘তাড়াহুড়া কিলবের কারণ’। তাই প্রতিটি মুমিন পার্শ্ব কাজে তাড়াহুড়া না করে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা উচিত। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পরকালীন কল্যাণকর কাজে তাড়াহুড়া সোবের নয়। যেমন কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে- وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিপ্লবেষণ):

العجلة - ইহা বাবে ضرب এর মাসদার, মাদ্দাহ ل-ج-ع জিন্স صحيح অর্থ- তড়িঘড়ি করা।

تفعل মাসদার মাদ্দাহ واحد مذكر غائب : تكلم

ل-ن-م জিন্স صحيح অর্থ- সে কথা বলেছেন।

হাবি পরিচিতি :

হজরত সাহল ইবনে সা'দ সার্বিদী (رضي الله عنه):

হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) এর উপনাম ছিল আবুল আকাস। জাহেলি যুগে তার নাম ছিল ছ্বন। পরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম রাখেন সাহল। ৯১ হিজরিতে তিনি যদিনায় ইনতিকাল করেন। হাদিস বিশারদ ইমাম জুহরি ও আবু হাযিম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-২২৬:

۲۲۶- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْجِسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسْمْتُ الْحَسَنَ وَالتَّوَدُّةَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبِوَةِ - (رواه الترمذی)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- উত্তম, চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং সকল কাজে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزء من النبوة

'উত্তম, চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং সকল কাজে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।' আলোচ্য হাদিসের তাৎপর্য সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন- হাদিসে বর্ণিত উপাধি নবি-রসূলদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, মুমিনদের উচিত নবীদের এ সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি জীবনে অনুসরণ করা। অর্থাৎ, সকল কাজে যে মিকটি উত্তম ও প্রশংসনীয় সে কাজটিকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা এটা নবি-রসূলদের চরিত্র।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ) :

السمت : ইহা বাব نصر এর মাসদার মাদ্দাহ স-ম-ت صحيح জিন্স , অর্থ- উত্তম পন্থা অবলম্বন করা।

الاقتصاد : ইহা বাব افتعال এর মাসদার মাদ্দাহ د-ص-ق صحيح জিন্স অর্থ- মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

جزاء : একবচন, বহুবচন অর্থ- অংশ।

হাদিস-২২৭:

۲۲۷- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْتِصَادُ فِي التَّقْوَةِ يَصْفُ

الْمَعِيشَةِ وَالْوَدَّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ . (رواه البيهقي الأحاديث
الاربعة في شعب الايمان)

অনুবাদ: হজরত ইবনে গমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞান বুজির অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। (ইমাম বায়হাকি ওআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الْمَعِيشَةِ وَالْوَدَّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ এর ব্যাখ্যা : রসূল (ﷺ) এর অমীয় বাণী- 'ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক।' রসূল (ﷺ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী তাই ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে শান্তি স্থিতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষে আলোচ্য হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তি জীবনে অশব্দ্য ও কৃপণতা দুটোই খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। অশব্দ্যের কারণে অনেক সময় যান্ত্রিক জীবন যাপন সম্ভব হয় না। তাকে অনেকদূর পর্যন্ত পড়তে হয় এক জীবনে এক পর্যায়ে চরম সুর্বিসহ কষ্ট নেমে আসে। অনুরূপভাবে কৃপণতাও মানুষের জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। কৃপণ ব্যক্তি সামাজিকভাবে ঘৃণিত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামর্থ অনুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। যার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুন্দর জীবন গড়তে পারে। তাইতো আরবিতে ক্বা হয়- خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

حسن السؤال نصف العلم এর ব্যাখ্যা:

রসূল (ﷺ) এর বাণী-জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। আলোচ্য হাদিসাংশটুকু বিশ্বের জ্ঞান পিপাসু কৌতূহলী (শিকার্থী) মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অমীয় বাণী। কেননা প্রশ্নের মাধ্যমে গভীর জ্ঞানের মূল ধারাটি প্রস্ফুটিত হয়। এখানে মানুষের জ্ঞানের পরিধি তথা কোন বিষয়ে ইলুম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কুরআনে হাকীমেও আল্লাহ তাআলা বোষণা দেন-

فاسئلواهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

এখানে উল্লেখ্য যে প্রশ্ন করতে হবে গঠন মূলক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে সুন্দর করে প্রশ্ন করার বোধ্যতা অর্জন করল সে ব্যক্তি জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করল আর বিষয়টির উপর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাকি অর্ধেক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النفقة : একবচন, বহুবচনে النفقات অর্থ- খরচ।

المعيشة : ইহা বাব ضرب এর মাসদার, মাদ্দাহ শ-ع-ي-ش জিন্স أجوف يائي অর্থ- জীবন যাপন করা।

التودد : ইহা বাব تفعل এর মাসদার, অর্থ- ভালোবাসা ছাপন করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. يلدغ لا শব্দটি কোন বাহাছের ?

ক. نفي فعل مضارع مجهول

খ. نفي فعل مضارع معروف

গ. نهي غائب مجهول

ঘ. نهي غائب معروف

২. العجلة من الشيطان এর মর্মার্থ কী ?

ক. তাড়াহুড়া করা শয়তানি কাজ।

খ. শয়তান নিজে তাড়াহুড়া করে।

গ. তাড়াহুড়া কারীর সাথে শয়তান থাকে।

ঘ. কাজে তাড়াহুড়া শয়তানে অসওয়াসার কারণে হয়।

৩. মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের কত ভাগের এক ভাগ ?

ক. ২৪ ভাগের এক ভাগ।

খ. ৪০ ভাগের এক ভাগ।

গ. ৪৬ ভাগের এক ভাগ।

ঘ. ৭০ ভাগের এক ভাগ।

৪. المعيشة শব্দটি কোন বাব এর মাসদার?

ক. باب نصر – ينصر

খ. باب ضرب – يضرب

গ. باب سمع – يسمع

ঘ. باب فتح – يفتح

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাকিব দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে অফিসে পৌঁছে দেখল বাসায় চাবি রেখে এসেছে। মেজাজটা খারাপ করে মোবাইলে স্ত্রীকে এজন্য অনেক বকাঝকা করল। অগত্যা সিএনজি করে পুনরায় বাসা থেকে চাবি নিয়ে অফিসে ফিরে দেখল সবাই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

৫. হাদিস অনুযায়ী অফিসের সকলের ভোগান্তির পেছনে মৌলিক ভূমিকা কার ?

ক. সাকিবের

খ. সাকিবের স্ত্রীর

গ. শয়তানের

ঘ. অফিসের কর্মচারীদের

৬. সাকিবের উচিৎ ছিল—

- i . তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা
- ii. ধীরস্থিরভাবে বাসা থেকে বের হওয়া।
- iii .কর্মচারীদের একটু দেরী করে অফিসে আসতে বলা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী التودد إِلَى النَّاسِ نِصْفَ الْعَقْلِ এর মর্মার্থ হল—

- i .বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হতে পারে।
- ii .মানুষের ভালোবাসাপেতে বুদ্ধিমত্তার অর্ধেক ব্যয় করতে হয়।
- iii .কেউ বুদ্ধিমান কি নির্বোধ তা নির্ভর করে তার মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির উপর।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মহসিন মিয়া তার বাড়ীর পাশে রাস্তার ধারে দাড়িয়ে ছিলেন। সম্মুখ দিয়ে শাঁ করে একটি মটর সাইকেল নিমিষে পার হয়ে গেল। পিছন থেকে দেখা গেল সাইকেলে তিনজন আরোহী আছে। অদূরেই বিশ্বরোড। দ্রুত গতির কারণে বিশ্বরোডে উঠতে পিয়ে দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় সাইকেলটি সিট্কে পড়ে গভীর খাদে। যাত্রীদের একজন রাস্তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে বিপরীত দিকের একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মুহূর্তেই একজন নিহত ও বাকী দু'জন আহত হয়। মহসিন মিয়া ভাবলেন, ধীরতা অবলম্বন করলেই এত বড় করুণ পরিণতি বরণ করতে হতো না।

- (ক) الاناة من الله এর অর্থ কী?
- (খ) حسن السؤال نصف العلم হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।
- (গ) মটর সাইকেল আরোহীদের দুর্ঘটনার কারণ হাদিসাংশের আলোকে বর্ণনা কর।
- (ঘ) দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে মহসিন মিয়ার ভাবনা হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

অষ্টদশ অধ্যায়

باب الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخَلْقِ

দয়া, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা অধ্যায়

যে ব্যক্তি কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। আলোচ্য **باب الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخَلْقِ** অধ্যায়ের হাদিসের মাধ্যমে মুমিনগণ উপরোক্ত গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়াও যে সকল কারণে এ গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয় সে সম্পর্কে জেনে তা থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।

হাদিস-২২৮:

۲۲۸- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ .

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নম্র, তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি নম্রতা ও কোমলতার ওপর যা দান করেন, কঠোরতার জন্য তা দান করেন না। আর কোমলতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না। (ইমাম মুসলিম (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশা (رضي الله عنها)কে বললেন, নম্রতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। কঠোরতা ও নির্লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, যে জিনিসের মধ্যে নম্রতা আছে, সে নম্রতাই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে নম্রতাকে প্রত্যাহার করা হয়, সে জিনিস ত্রুটিপূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الحَيَاءُ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ- الحَيَاءُ শব্দটি حَيَاة থেকে নির্গত, এর আভিধানিক অর্থ- লজ্জাশীলতা, লাজুকতা। লজ্জাশীল ব্যক্তিকে حَي বলে। الحَيَاءُ এর পারিভাষিক অর্থ- هو تغير وانكسار - কোন কাজের পরিণামে তিরস্কার বা অপমানের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকার নাম الحَيَاءُ বা লজ্জাশীলতা।

الحَيَاءُ وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ريك - কলেন- মিসরি রহ.

অর্থাৎ - তোমার পক্ষ হতে তোমার রূবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেল হওয়ার কারণে হৃদয়ের উদ্বেক হওয়ারকে
الحَيَاءُ বা লজ্জাশীলতা বলে।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

الاحباب আসদার افعال বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يجب
মাদ্দাহ হ-প-ব জিন্দস مضاعف ثلاثي ارف- সে ভালোবাসে।

الاعطاء আসদার افعال বাব نفي فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يعطى
মাদ্দাহ ع-ط-য জিন্দস ارف- তিনি প্রদান করবেন না।

الزينة আসদার ضرب বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : زان
অর্ধ- সৌন্দর্য করল।

الانزع আসদার افعال বাব نفي فعل مضارع مجهول : لا ينزع
অর্ধ- প্রত্যাহার করা হবে না।

হাদিস-২২৯:

٢٢٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ
يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ - (متفق
عليه)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম একদা জনৈক আনসারির নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। সে আনসারি সাহাবি তখন তাঁর ভাইকে লজ্জা
সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ, লজ্জা কম করার জন্য বলছিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম কলেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ইমানের অংশ। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ হাদিসাংশের তাৎপর্ষ :

অর্থাৎ, লজ্জাশীলতা ইমানের অংশ। রসূল (ﷺ) এই হাদিসাংশের মাধ্যমে মানুষদিগকে

লজ্জাশীলতা তথা নৈতিকতাকার মাধ্যমে বহু ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লামা নববি বলেন আনসারি সাহাবি তাঁর ভাইয়ের কর্মের জন্য নিন্দাবাদ করে তাকে সতর্ক করছিলেন। রসূল (ﷺ) তখন উক্ত কাজ থেকে বায়ত করেন। বাস্তবিকই ইমানের সাথে লজ্জার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। الحياء তথা লজ্জা মুমিনকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষা করে এবং সৎকাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এটাই ইমানের দাবি। তাই দেখা যায় লজ্জা ইমানের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। লজ্জাহীন মানুষ যে কোন অন্যায় কাজ নির্বিধায় করতে পারে। এমনকি সে পশুত্বের ঘৃণ্য চরিত্রেও নেমে যেতে পারে। যেমন রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت- যখন লজ্জা হারিয়ে ফেলো তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। সৎ কাজে অহাস্য হওয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পিছনে الحياء এর ভূমিকা অনন্য। এ জন্যই লজ্জাশীলতা ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

انصار : বহুবচন, একবচনে الناصر বা ينصر نصر- যাক্বাহ -ص- ر- মাক্বাহ অর্থ সাহায্যকারীগণ।

الوعظ : হিগাহ বা واحد مذكر غائب বা واحد معروف معروض বা ضرب বা مسدود অর্থ- সে উপদেশ দিচ্ছে।

الدع : হিগাহ বা واحد مذكر حاضر বা امر معروف معروض বা امر حاضر فتح বা مسدود অর্থ- তুমি ছেড়ে দাও।

হাদিস-২৩০:

٢٣٠- عَنْ التَّوَّابِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, পুণ্য হল উত্তম স্বভাব এবং পাপ হল, যা তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং ঐ কাজ মানুষের মাঝে প্রকাশ হওয়াকে তুমি খারাপ মনে কর। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

والاِثْمَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ অর্থাৎ, বলার কারণ : রসূল (ﷺ) এর বাণী 'গুনাহ হচ্ছে-উহা যা, তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।' মহান আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির বহু-পূর্বেই আকল (বিবেক) সৃষ্টি করেছেন। আকল বা বিবেকের মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আলোচ্যহাদিসাংশে তারই বাস্তব দিক-নির্দেশনা আলোচিত হয়েছে। হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) পাপ-পুণ্যের পার্থক্য ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেন- 'যা তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।' অন্তরে ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং নিজেকে অপরাধী মনে হয় সেটাই পাপ ও গুনাহের কাজ। এ জন্যই রসূল (ﷺ) বলেন- والاِثْمَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سَأَلْتُ : ছিগাহ বাহাছ বাহাছ واحد متكلم অর্থ- আমি জিজ্ঞেস করেছি।
জিনস স-ল-এ

حَاكَ : ছিগাহ বাহাছ বাহাছ واحد مذکر حاضر অর্থ- সে অস্থির হল।

كُرِهَتْ : ছিগাহ বাহাছ বাহাছ واحد مذکر حاضر অর্থ- তুমি পছন্দ করছ।
জিনস ক-র-হে

يَطْلَعُ : ছিগাহ বাহাছ বাহাছ واحد مذکر غائب অর্থ- সে অবগত হবে।
জিনস ট-ল-এ

তারকিব: وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ

এবং مضاف , صدرك , في حرف جار , ضمير هو فاعل , حاك فعل , ما موصول , الاثم مبتدأ
جملة متعلق و فاعل তার فعل। متعلق मिले مجرور ও جار , مجرور मिले مضاف إليه
جملة خبر و مبتدأ পরিশেষে मिले صلة ও موصول হয়ে صلة فعلية
اسمية হল।

হাদিস-২০১:

۲۳۱- وَعَنْ حَارِثَةَ بِنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاظُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاظُ الْقَلِيظُ الْقَطُّ (رواه ابو داود في سننه والبيهقي في شعب الایمان وصاحب جامع الاصول فيه عن حارثة وكذا في شرح السنة عنه ولفظه قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاظُ الْجُعْظَرِيُّ يُقَالُ الْجُعْظَرِيُّ الْقَطُّ الْقَلِيظُ وفي نسخ المصابيح عن عكرمة بن عكرمة بن وهب ولفظه قال والجواظ الذي جمع ومنع والجعظري الغليظ اللفظ)

অনুবাদ: হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন দুচরিত্র, মন্দ স্বভাব ও কঠোরভাষী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, الجواظ অর্থ- দুচরিত্র, মন্দ স্বভাব। এ হাদিসটি আবু দাউদ (র) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আর বায়হাকি ও আবু ইয়্যাস ইয়্যাস গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং জামিউল উসুল গ্রন্থেতা নিজ কিতাবে হজরত হারিছা হতে বর্ণনা করেন। অনুরূপ শব্দে সুন্নাহ গ্রন্থে হজরত হারিছা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শব্দে সুন্নাহ-এর ভাষ্যটি নিম্নরূপ لا

يدخل الجنة الجواظ الجعظري يقال الجعظري الغليظ আর মাসাবিহ গ্রন্থে এ হাদিসটি ইকরামা ইবনে ওহাব এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, الجواظ বলা হয় ঐ লোককে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু দান করে না, এবং الجعظري শব্দের অর্থ কঠোর ও রক্ষণভাষী। (যাওলাজ শব্দের অর্থ- অহংকারী, পেটুক, আরাম প্রিয়, সম্পদ জমাকারী কৃপন, দুচরিত্র, অশ্রীল ভাবায় চিন্তাকারকারী। বায়জারি অর্থ কঠোর ও রক্ষণভাষী।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: الجواظ ولا الجعظري

হজরত যুসুফুল্লাহ (رضي الله عنه) এর এরশাদ করেন- 'কোন রক্ষণ স্বভাবের ও দুচরিত্র লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' الجواظ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন- 'মন্দ স্বভাব الجواظ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে কিন্তু দান করে না।' অনুরূপভাবে অহংকারী, পেটুক, আরাম প্রিয় ও সম্পদ জমাকারী কৃপন ব্যক্তিকে الجواظ বলে।

الجعظري এর অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন- 'কঠোর ও রক্ষণভাষী ব্যক্তি।' যে সব ব্যক্তির মাঝে এই দুটি স্বভাব বিদ্যমান সেসব ব্যক্তি সমাচ্ছে মূলত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এ সব স্বভাবের ব্যক্তি মুনাব্বিক পরীক্ষার হলে তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে

পারবে না। যদি কোন মুমিন ব্যক্তির এই স্বভাব বিদ্যমান থাকে তবে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট পুয়ুফর গ্রাঞ্চ মুমিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং নিম্ন স্তরের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجواظ : হিগাহ اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذکر جمع : হিগাহ অর্থ- অতি রক্ষণাশী।

جمع : হিগাহ الجمع ماضى معروف واحد مذکر غائب : হিগাহ
ع-م-ج জিনস صحيح অর্থ- সে একত্রিত করল।

م- منع : হিগাহ ماضى معروف واحد مذکر غائب : হিগাহ
ع-ن জিনস صحيح অর্থ- সে বিরত রাখল।

হাবি পরিচিতি :

হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (رضي الله عنه) হজরত হারিছা ইবনে ওহাব ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর বৈশিষ্ট্যকর ছাত্র। তিনি কুফায় বসবাস করতেন। তার থেকে আবু ইসহাক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-২৩২:

۳۳- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ
النَّاسَ وَيَضِيرُ عَلَى أَدْنَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَضِيرُ عَلَى أَدْنَاهُمْ- (رواه الترمذى وابن
ماجه)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, বসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে মুসলমান মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে এবং তাদের জ্বালা-ঝগড়ার ঝৈর্ষ খারণ করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে না এবং তাদের জ্বালা ঝগড়াও সৃষ্টি করে না। (ইমাম তিরমিযি ও ইবনে মাজা (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ال- : হিগাহ مفاعلة ماضى معروف واحد مذکر غائب : হিগাহ
ع-ل-ط জিনস صحيح অর্থ- সে মেলায়েশা করবে।

الصبر ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذکر غائب : صبر
 امدادھ ر - ب - ض جنس صحيح اর্থ- ধৈর্যধারণ করবে।

, ف - ض - ل مাদداه الفضل ماسدادر ضرب باب اسم تفضيل باهاض واحد مذکر : افضل
 جنس صحيح اর্থ- অতি উত্তম।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. الحياء অর্থ কী ?

ক. লজ্জাশীলতা।

খ. সংকুচিত হওয়া।

গ. অলস হওয়া।

ঘ. বিমর্ষ হওয়া।

২. عليك শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত?

ক. اسم الإشارة.

খ. اسم الموصول

গ. اسم الفعل

ঘ. اسم الأصوات

৩. يعظ শব্দটির মূল অক্ষর কী ?

ক. ي-ع-ظ

খ. و-ع-ظ

গ. ع-و-ظ

ঘ. ع-ي-ظ

৪. الجعظرى শব্দটির অর্থ কী ?

ক. বুদ্ধভাষী।

খ. নিন্দুক।

গ. মিথ্যুক।

ঘ. গালিদাতা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আব্দুর রহমান আলিম শ্রেণির ছাত্র। হঠাৎ তার জীবন বদলে গেল। মসজিদে আসলেও কারো সাথে মিশে না। হাটে-বাজারে কোথাও তাকে দেখা যায় না। বাসায় বসে সারাক্ষণ শুধু তসবি জপে। তার মা এসবের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, পাপ-পঙ্কিলময় সমাজ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। আমি আল্লাহ তাআলার অলি হতে চাই।

৫. আব্দুর রহমান নিচের কোন শ্রেণির মানুষ?

ক. বৈরাগী

খ. প্রকৃত আল্লাহওয়ালা

গ. মধ্যমপন্থী

ঘ. আল্লাহ ওয়ালা ও বৈরাগী

৬. হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর অলি হতে হলে আব্দুর রহমানকে কী করতে হবে?

ক. আরো বেশি বেশি তসবি পড়তে হবে

খ. লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে যেতে হবে

গ. আরো বেশি বেশি মসজিদে আসতে হবে

ঘ. সমাজের মধ্যে থেকে সঠিক পন্থায় ইবাদত করতে হবে

৭. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী **البر حسن الخلق** সচরিত্রই প্রকৃত নেকির কাজ কেননা-

i. চরিত্রবান ব্যক্তি নেক কাজে অগ্রগামী হয়।

ii. চরিত্রবান ব্যক্তির নেকির কাজ বিনষ্ট হয়না।

iii. সচরিত্রের তুলনায় অন্য নেকির কাজ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

তানজিল ও ইমরান দুই বন্ধু। তারা নিম্নরূপ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী:

তানজিল	ইমরান
১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে	১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে
২. অনেক দান-সাদাকা করে	২. অনেক দান-সাদাকা করে
৩. বেশিরভাগ সময় মসজিদে গিয়ে কাটায়	৩. বেশিরভাগ সময় মসজিদে গিয়ে কাটায়
৪. রুক্ষ ও কর্কশ মেজাজের অধিকারী	৪. কোমল ও মিষ্টি স্বভাবের অধিকারী

(ক) **حسن الخلق** অর্থ কী?

(খ) **فإن الحياء من الإيمان** হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) তানজিল ও ইমরানের মধ্যে কে বেশি দীনদার? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) খাঁটি দীনদারী অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মধ্যে কে বেশি অগ্রসর? হাদিসের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

باب الغضب والكبر

ক্রোধ ও অহংকারের বিবরণ অধ্যায়

একজন মুমিন প্রকৃত মুমিনরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে কিছু গুণাবলি নিজের মধ্যে অর্জন (خصلة) বা প্রশংসনীয় স্বভাব বলা হয়। পক্ষান্তরে কিছু স্বভাব বর্জন করতে হয়। তাকে (خصلة ذميمة) বা নিন্দনীয় স্বভাব বলা হয়। মন্দ স্বভাবগুলোর অন্যতম হল ক্রোধ ও অহংকার। আলোচ্য অধ্যায়ে এ দুটি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস-২৩৩:

۴۳۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدُّ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি নবি করিম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আশ্রয় করলেন, যে শিখ নবি করিম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু উপদেশ দিন তিনি বলেন, তুমি রাগ করবে না। লোকটি কয়েকবার একই কথা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও প্রত্যেকবারই বললেন, তুমি রাগ করবে না। (ইয়াম মুখাবি (য়হ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

غضب এর অপকারিতা: غضب বা ক্রোধের বহুবিধ ক্ষতিকর দিক রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল।

- ১। ক্রোধ মানুষের মানবীয় মূল্য বোধ ধ্বংস করে দেয়।
- ২। ক্রোধ মানুষের ইমান নষ্ট করে দেয়। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে ان الغضب ليفسد الايمان অর্থাৎ, ক্রোধ ইমানকে এমনিভাবে নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে পিপুল গাছের রস মধু নষ্ট করে দেয়।
- ৩। ক্রোধের সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফলে ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় বিবেচনা করার সুযোগ পায়না। ফলে তার দ্বারা যে কোন ধ্বংসাত্মক ও অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে পারে।
- ৪। ক্রোধের কারণে মানুষ তার কর্মের সুগুণগুণিত লাভ করতে পারে না।

৫। ক্রোধের কারণে অনেক সময় আদর্শবান মানুষও আদর্শচ্যুত হয়ে বিপদগ্রামী হয়ে অনেক গর্হিত কাজ করে বসে।

৬। ক্রোধের কারণে মানুষ সীমা অতিক্রম করে এমনকি কখনো শরিয়ত পরিপন্থি কাজেও লিপ্ত হয়ে যায়।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أوصى : হিগাহ حاضر مذكر واحد বাহাহ معروف বাব امر حاضر معروف افعال ماسدات الايصاء ماددাহ
مركب جنس و-ض-ي , অর্থ- আমাকে অসিরত করুন।

لا تغضب : হিগাহ حاضر مذكر واحد বাহাহ معروف বাব نهى حاضر معروف افعال ماسدات الايصاء ماددাহ
جنس غ-ض-ب , অর্থ- ভূমি রাগ কর না।

رد : হিগাহ غائب مذكر واحد বাহাহ معروف বাব اثبات فعل ماض معروف افعال ماسدات الايصاء ماددাহ
جنس ر-د-د , অর্থ- সে কিরিয়ে দেয়।

مرار : বহুবার, একবারে مرة , অর্থ- বার বার।

হাদিস-২৩৪:

۲۳۴- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ. (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন বার অল্পে একটি সন্নিবা পরিমাণ ইমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এক বার অল্পে একটি সন্নিবা পরিমাণ অহকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (ইমান মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

كبر এর পরিচয়:

العظمة والتكبر اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয়। مصدر سَمِعَ بِسَمْعٍ كَبِيرٍ থেকে। অর্থ- অহকার ও গর্ব। علامة ابن السيد এর মতে, ضد الصغر ছোট এর বিপরীত।

পরিভাষার কীর হলো-

(১) কীর এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হাদিসেই বিদ্যমান তা হলো **بطر الحق و غمط الناس** সত্য প্রত্যক্ষান করা ও মানুষকে ভুছে মনে করা।

(২) **علامة راغب اصفهاني** বলেন কীর তথা অহংকার হলো কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ও মহৎ মনে করা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সত্য গ্রহণ না করে ইবাদতে অনীহা প্রকাশ করা।

অহংকার আল্লাহ তাআলার চান্দর ও তাঁর গুণ। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন বলেছেন **ردائي الكبرياء** সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক অহংকার করা হারাম। ইরশাদ হচ্ছে- **مثنوى المتكبرين** কত নিকৃষ্ট জাহান্নামিদের আবাসস্থল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

مثقال حبة : এক দানা পরিমাণ।

خردل : সরিষা।

হাদিস-২৩৫:

۳۵- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءَ رِدَائِي وَالْعِظْمَةَ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاجِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ - وَفِي رِوَايَةٍ قَدْفُتُهُ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তাআলা বলেন, অহংকার আমার চান্দর এবং মহত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দুটির কোন একটি নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ করলে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করব। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الكبرياء رداي والعظمة ازارى এর ব্যাখ্যা:

আলোচ্যহাদিসাংশটুকু হাদিসে কুদসির অর্ন্তুক্ত যা রসূল (ﷺ) এর জ্বান মোবারক দিবে আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন। **الكبرياء رداي والعظمة ازارى** অহংকার আমার চান্দর শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি বস্ত্র। এর একটি

কেউ নিজের জন্য চাইলে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এখানে **كبرياء** ও **عظمة** শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে **عظمة** অপেক্ষা **كبرياء** একটু উঁচু পর্যায়ে। সত্তাগত শ্রেষ্ঠত্বকে **كبرياء** এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্বকে **عظمة** বলে। আল্লাহ তাআলা **كبرياء** ও **عظمة** এ দুটি গুণ তার জন্য খাস করেছেন। এটা অন্য কারো জন্য শোভনীয় নয়। মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন- **انه لا يحب المستكبرين**

সুতরাং, আল্লাহ তাআলার এই দুটি গুণ কেউ যদি নিজের জন্য গ্রহণ করে তবে তার জন্য অবধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

قذفته في النار এর মর্মার্থ:

মহান আল্লাহ তাআলা অতিযত্ন ও স্নেহ করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত তথা আদেশ-নিষেধ পালন করে পরকালীন মহাশাস্তির জান্নাতে সুখ ভোগ ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। পার্থিব জীবনে তাদের আরাম আয়েশের জন্য অসংখ্য নেয়ামত রাজি সৃষ্টি করেছেন। তবুও মানুষ তার সে নেয়ামত ভুলে গিয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পরিবর্তে গর্ব ও অহংকার-দাঙ্কিতা প্রকাশ করে পৃথিবীতে চলাফেরা করে। মানুষের জন্য এসকল কর্মকাণ্ড অশোভনীয়। কেননা মানুষের দ্বারা এ সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাই তিনি ঘোষণা দেন- **قذفت في النار** “আমি তাকে (গর্ব ও অহংকারকারীকে) অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।”

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

رداء : একবচন, বহুবচনে **اردية** অর্থ- চাদর।

المنازعة **ماسدادر** **مفاعلة** **باب اثبات فعل ماضى معروف** **واحد مذكر غائب** : ছিগাহ

মাদ্দাহ **ع** - **ز** - **ن** জিনস **صحيح** অর্থ- সে ঝগড়া করল।

তারকিব: **مَنْ نَارَ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ**

جارو **مجرور** , **منهما** **جار** ও **مجرور** , **واحد** **مفعول** , **نازعي** **فعل** **فاعل** , **من** **متضمن** **معنى** **الشرط** **فعل** , **شرط** **هয়ে** **جملة** **فعلية** **مিলে** **متعلق** **ও** **مفعول** **দুই** **فاعل** **তার** **فعل** , **متعلق** **মিলে** .

হয়ে **جملة** **فعلية** **মিলে** **مفعول** **দুই** **ও** **فاعل** **তার** **النار** **مفعول** **ثاني** , **ادخلته** **فعل** **وفاعل** **و** **مفعول** **جزاء** **مিলে** **شرطية** **جزاء** **ও** **شرط** **পরিশেষে** **جزاء** .

হাদিস-২৩৬:

২৩৬- عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَرْوَةَ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الْقَضْبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُظْفَى النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه أبو داود)

অনুবাদ: হজরত আতিয়াহ ইবনে উরওয়াহ সাদি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং শয়তানকে আত্মন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আত্মন পানি দ্বারা নেভানো যায়। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রাগ হয়, তবে সে যেন অম্বু করে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

فإذا غضب احدكم فليتوضأ এর মর্মার্থ:

গضب তথা ক্রোধ মানুষের কু-বিশুদ্ধতার মধ্যে অন্যতম, যা মানুষকে ফায়সের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আর এই ক্রোধ নামক ধবংস থেকে মুক্তির এক অতিনব কৌশল রসূল (ﷺ) মানুষের সামনে তুলে ধরে বলেন-فليتوضأ-فإذا غضب احدكم অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ যখন ক্রোধাবিত্ত হয় তখন সে যেন অম্বু করে।' ক্রোধের সময় মানুষের শরীরে উত্তাপ বেড়ে যায়। শিরা-উপশিরা ফুলে উঠে, যা উত্তপ্ত আত্মনেরই বহিঃপ্রকাশ। আত্মন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। তাই রাগের সময় পানি দ্বারা অম্বু করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাকে পানির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার শরীরকে শীতল করে রাগ প্রশমিত করে দেন।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

الاطفاء : হিগাহ বাব اثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : يطفى
যাক্বাহ -ف- ي ناقص জিন্দ -ط- ف- ي

التوضاء - বাব امر غائب معروف : يطفى : هـ
যাক্বাহ -مركب جينس -و- ض- هـ

হাদিস-২৩৭:

২৩৭- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ
قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضْبُ وَالْأَفْلِيضُطْحَجُ - (رواه أحمد والترمذی)

অনুবাদ: হজরত আবু যর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যখন তোমাদের কারো দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসে সে যেন কসে পড়ে এতে তার রাগ না কমলে সে যেন চিৎ হয়ে উঠে পড়ে। (ইমাম আহমাদ ও তিরমিযি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجلوس : الجلوس আসদার ضرب باب امر غائب معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ليجلس
অর্থ- তার বসা উচিত।
ج-ل-س جینس صحیح

الاضطجاع : الاضطجاع আসদার افتعال باب امر غائب معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ليضطجع
অর্থ-সে যেন চিৎ হয়ে উঠে পড়ে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু যার সেকারি (رضي الله عنه): আবু যার সেকারির পূর্ণনাম আবু যার জুন্দুব ইবনে জানাদাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবি ও আসহাবে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মক্কাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মদিনায় হিজরতের আগে শীঘ্র সম্প্রদায়ের কাছে বসবাস করতেন। খলিফা ওসমান (رضي الله عنه) এর সময় তিনি রাব্বাহ নামক স্থানে নির্বাসিত হন এবং তথায় ৩২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তিনি নবুওয়াদের পূর্বেও ইবাদাত বন্দেগী করতেন। অনেক সাহাবি ও তাবেরি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-২৩৮:

۲۳۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَلْتُ مُنْجِيَاتٍ وَتَلْتُ مُهْلِكَاتٍ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبِعٌ وَشَحُّ مَطَاعٌ وَأَعْجَابُ التَّرَةِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشْدُّهُنَّ
(روى البيهقي في شعب الإيمان)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-
তিনটি কাজ নাজাত বা পরিত্রাণকারী এবং তিনটি কাজ ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী তিনটি কাজ হল- (১) পোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) মানুষের খুশীও নারাজ উভয় অবস্থায় হক ও সত্য কথা কলা (৩) ধনাঢ্য ও দারিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজগুলো হল- (১) এমন প্রবৃত্তি, যার অনুসরণ করা হয় (২) এমন কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয় (৩) ব্যক্তির নিজের মতকে ভালো মনে

করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর। (ইমাম বায়হাকি (রহ) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ন-ج-ي مآءه الانءاء ماسءاءر افعال باب اسم فاعل باءاءء جمع مؤنءء ءيءاء : منءءاء

জিন্স নাকস অর্থ- পরিত্রাণ দান কারী।

হ-ل-ك مآءه الاهلاءك ماسءاءر افعال باب اسم فاعل باءاءء جمع مؤنءء ءيءاء : مهلاءك

জিন্স সাহীহ অর্থ- ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ।

ত-ب-ع مآءه الاتباء ماسءاءر افتعال باب اسم مفعول باءاءء واوء مءكر ءيءاء : مءبع

জিন্স সাহীহ অর্থ- অনুসৃত।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. لا نغضب শব্দটির বাহাছ কোনটি ?

ক. نهى حاضر معروف

খ. نهى حاضر مجهول

গ. نفي فعل مضارع معروف

ঘ. نفي فعل مضارع مجهول

২. যা শস্য পরিমাণ থাকলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

ক. হিংসা।

খ. অহংকার।

গ. আত্ম-তুষ্টি।

ঘ. কপটতা।

৩. الكبرياء رءاءى ?

ক. অহংকার আমার গুণ।

খ. অহংকার আমার ভূষণ।

গ. অহংকার আমার স্বভাব।

ঘ. অহংকার আমার জন্য খাস।

৪. কোনটি সর্বাধিক ক্ষতিকর ?

ক. কৃপণতা।

খ. আত্মসন্ত্রিতা।

গ. কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব।

ঘ. গালি-গালাজ করা।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইমাদ উদ্দীন বাজারে যাচ্ছে। রাস্তার অদূরে একটি বাড়ী হতে ঝগড়া-ঝাটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন খালেদ ও তাজ দুইভাই ঝগড়া করছে। বড়ভাই খালেদ অত্যধিকক্রোধাধিত হয়ে আছে। তিনি তাকে রাগ সম্বরণ করতে বললেন। তাজকেও বারণ করলেন। তিনি উভয়কে অজু করে আসতে বললেন। তারপর ঝগড়া-ঝাটির খুটি নাটি সব কিছু শুনে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন।

৫. ইমাম উদ্দীন খালেদ ও তাজকে অজু করে আসতে বললেন কেন?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ক. অজু করলে সাওয়াব হবে | খ. নামাজের সময় হয়েছিল, তাই |
| গ. কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য | ঘ. অজু করলে রাগ প্রশমিত হয় |

৬. নিচের কোন হাদিসে এমতাবছায় তাদের করণীয় প্রসঙ্গে নির্দেশনা আছে?

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ক. إذا غضب أحدكم فليتوضأ | খ. إياك والعنف والفحش |
| গ. فإن الحياء من الإيمان | ঘ. الطهور شرط الإيمان |

৭. জনৈক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওসিয়ত করতে বললে তিনি তাকে বার বার রাগাধিত হতে বারণ করলেন। কেননা -

- রাগাধিত হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা।
- মানুষকে রাগাধিত হতে শয়তান সাহায্য করে, তাই রাগাধিত অবস্থায় সে শয়তানের নির্দেশ মত চলে।
- রাগ একটি ঘৃণ্য ও গর্হিত মানবিক দোষ। ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও ii |
| (গ) i ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আশিক ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসায় পড়ে। সে খুবই মেধাবি; কিন্তু অহংকারী। পড়াশুনার বিষয়ে কেউ সাহায্য চাইলে অপারগতা প্রকাশ করে। এজন্য তার সহপাঠীরা তাকে অপছন্দ করে।

- خصلة ذميمة (ক) অর্থ কী?
- الكبرياء ردائي والعظمة إزاري (খ) হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।
- আশিকের অহংকারী স্বভাব হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি ব্যাখ্যা কর।

উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও চিন্তা-গবেষণা থেকে বিরত রাখলো সে যেন তার নিজের উপরই জুলুম করল।

হাদিস-২৪০:

২৪০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তির দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, অথবা অন্য কোন রূপে নির্বাসিত হয়। তবে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়; যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। সে দিন তার কাছে কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে অত্যাচারের পরিমাণ মত আমল নেয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে তা হলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশকে এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه

রসূল (ﷺ) এর বাণী- 'যে ব্যক্তির দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, অথবা অন্য কোনরূপে নির্বাসিত হয়। সে ব্যক্তি যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। যদি কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে না নেয়, তবে সে পার্থিব জীবনের শান্তি এড়াতে পারলেও পারলৌকিক জীবনের শান্তি হতে কোন ভাবেই রেহাই পাবে না বরং পারলৌকিক জীবনে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আলোচ্যহাদিস দ্বারা তা বুঝানো হয়েছে।

হাদিস-২৪১:

২৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هُنَا وَقَذَفَ هُنَا وَأَكَلَ مَالَ هُنَا وَسَقَمَكَ دَمَ هُنَا وَضَرَبَ هُنَا فَيُعْطَى هُنَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهُنَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّارِ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা কি জ্ঞান করিব কে? সাহাবায়ে কেরাম কলন, আমাদের মধ্যে যার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত নেই, সেই করিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে বেশি করিব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে নাজাজ, রোজা ও জাকাত আদায় করে আসবে, আর সাথে ঐ সব বিষয়ে লোকদেরকে নিয়ে আসবে যে একজনকে গাশি দিয়েছে, আর একজনের অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে, এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়া হবে। আর প্রতিপক্ষকে নেক দিতে হবে যখন তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যাবে, অর্থাৎ পাণ্ডনাদারের পাণ্ডনা হক তখনো থাকবে তখন পাণ্ডনাদারের পাপসমূহ এনে তার উপর চেলে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিপ্লবণ:

المفلس এর পরিচয়:

مفلس শব্দের আভিধানিক অর্থ: مفلس শব্দটি হিগাহ واحد مذکر বাহাছ اسم فاعل বাব আসদার মাসদার من فقد ما له فاعسر- পরিশ্রম, নিঃস্ব। পরিভাষায় المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- بعد يسر অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ হারায় তথা স্বচ্ছলতার পর অবচ্ছল ও নিঃস্ব হয়ে যায়।

রসূল (ﷺ) এর স্তাবর- مفلس ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নাজাজ, রোজা, জাকাত আদায় করে আসবে। এর সাথে ঐ সব বিষয়ে এমন সব লোকদের নিয়ে আসবে-বাকে সে গাশি দিয়েছিল, অপবাদ রটিয়েছিল, কারো সম্পদ খেয়েছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে আঘাত করেছিল। এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সে নেক শূন্য হয়ে যাবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ ব্যক্তিকে مفلس আলোচ্য হাদিস দ্বারা বুঝা যায়-ওধু নেক হারাই জাহান্নাত লাভ সম্ভব নয়। বরং নেক আমলের পাশাপাশি আবতীর জুসুম ও কনাহের কাজ থেকে বেচে থাকার মাধ্যমেই নাজাত লাভ সম্ভব।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিপ্লবণ):

الدراية المراسية ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهواছ جمع مذکر حاضر حيا: تدرون
মাসদাহ -د-ر-ء অর্থ- তোমরা অবগত হবে।

ف-ل-س ماسداه الافلاس اسم فاعل واحد مذکر حيا: المفلس
জিন্দা صحیح অর্থ- দরিদ্র।

القذف : হিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ :
মাক্দাহ - ذ- ف জিন্স صحيح অর্থ- সে অলবাদ দিয়েছে।

القضاء : হিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ :
মাক্দাহ - ض- ی জিন্স ناقص يائى অর্থ- করসাদা করা হবে।

الفناء : হিগাহ বাহাছ واحد مؤنث غائب : হিগাহ :
মাক্দাহ - ن- ي জিন্স معتل لام অর্থ- সে শেষ হয়ে গিয়েছে।

الطرح : হিগাহ বাহাছ واحد مؤنث غائب : হিগাহ :
মাক্দাহ - ط- ر- ح জিন্স صحيح অর্থ- নিক্ষেপ করা।

তারকিব: **أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ**

جملة خبرية مبتدأ , المفلِس مبتدأ مؤخر , ماخِر مقدم , ضمير انتم فاعل آتدرون فعل
جملة مفعول به فاعل آتدرون فعل اسمية
فعلية

হাদিস-২৪২:

٢٤٢- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّتِي آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ
ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا نَمَّ
يَنْظِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ قَوْلَ لُقْمَانَ
لِإِنِّيهِ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ
لُقْمَانُ لِإِنِّيهِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন এ আয়াত নাযিল হল-
الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم (سورة النحل) অর্থাৎ, তারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি। আয়াতটি
হসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের কাছে কঠিন মনে হল। তাঁরা আশ্ব করল, ইয়া

রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর জুলুম করেনি; তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জুলুম দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি, বরং এখানে জুলুম শব্দের অর্থ- শিরক বা আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত। তোমরা লোকমান (رضي الله عنه) এর উপদেশ কি শোননি, যা তিনি তার পুত্রকে দান করেছেন? সেটা এই যে, হে বৎস! আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক কর না, নিশ্চয়ই শিরক করা সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন তোমরা যা ধারণা করেছ প্রকৃত অবস্থা তা নয়, জুলুম দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, যা লোকমান (رضي الله عنه) তার পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

انما هو الشرك এর তাৎপর্য :

রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন- 'যুলুম দ্বারা কুরআনের আয়াতে شرك কে বুঝানো হয়েছে।' যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন- ان الشرك لظلم عظيم "নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলুম।" এখানে ظلم দ্বারা সাধারণ অত্যাচার ও জুলুম উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সাধারণ ছোট গুনাহের কারণে তোমাদের ইমান নষ্ট হবে কিংবা তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে না। তখন আয়াতের অর্থ- হবে- 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে অতঃপর আল্লাহ তাআলার স্বত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে শরীক করে না সে শাস্তির কবলথেকে নিরাপদ ও সু-পথ প্রাপ্ত হবে।

شرك এর অর্থ ও প্রকারভেদ:

هو اثبات شيء- পরিভাষায় শিরক বলা হয়- مساويا في ذات الله أو في صفاته 'কোন কিছুকে আল্লাহ তাআলার জাত বা ছিফাতের সমতুল্য সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

شرك এর প্রকারভেদ : শিরক প্রথমত দু'প্রকার-

১। শিরকে জলি

২। শিরকে খফি

- ১। শিরকে জলি (প্রকাশ্য) বা জঘন্য শিরক হলো আল্লাহ তাআলার জাতের সাথে ব্যক্তি বা কোন বস্তুকে সমকক্ষ মনে করা। যেমন-মূর্তি, চন্দ্র, সূর্যকে প্রভু মনে করা এবং এদের পূজা করা। এ জাতীয় কাজকে শিরকে আকবার ও বলা হয়।
- ২। শিরকে খফি (অপ্রকাশ্য) বা লঘু শিরক আল্লাহ তাআলার জাত নয় বরং এমন আকিদা পোষণ করা যা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাক্বদিরের উপর আঘাত আসে। যেমন-কারো এই ধারণা পোষণ করা যে, আমি এই ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ার কারণে পেটের পীড়া হয়েছে। যদি ঠাণ্ডা দুধ না খেতাম তবে এ রোগ হত না। এ জাতীয় আকিদার কারণে ইমান নষ্ট হবে না তবে এরূপ আকিদা বর্জনীয়।

تحقیقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ)

- سمع نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ جمع مذکر غائب : هياھ
 আসদার اللیس ماکھ ل-ب-س صحیح জিন্স অর্থ- তারা সহমিশ্রণ করেনি।
- الشق ماسدات نصر باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : هياھ
 মাকھ শ-ق-ق-ق জিন্স , مضاعف ثلاثي الألفاظ , অর্থ- সে কঠোর হল।
- لم يظلم جينس ظ-ل-م ماکھ الظلم ماسدات ضرب বাহাছ واحد مذکر غائب : هياھ
 অর্থ- সে অত্যাচার করেনি।
- لا تشرك ماسدات الاشرار افعال باب نهي حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : هياھ
 জিন্স শ-ر-ك صحیح , অর্থ- তুমি শিরক কর না।
- الظن ماسدات نصر باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : هياھ
 মাকھ ظ-ن-ن-ن জিন্স , مضاعف ثلاثي الألفاظ , অর্থ- তোমরা ধারণা কর।

হাদিস-২৪৩:

٢٤٣- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ
 مَنْزِلَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ أَخْرَجَهُ بِذُنُوبِهِ - (رواه ابن ماجه)

অনুবাদ: হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়শাদ করেন, কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পন্নকালকে অন্যের দুনিয়ার দার্ব হাঙ্গিলের উদ্দেশ্যে ধবংস করেছে। (ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) আবু উমামাহর পূর্ণনাম আবু উমামাহ সাদ ইবনে সাহল। তিনি মদিনার বিখ্যাত আওস গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবি করিম (ﷺ) এর শুকাতের দুই বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

এজন্য তিনি সরাসরি রসুল (ﷺ) থেকে কোন হাদিস শুনেননি। ঐতিহাসিক আবদুল বাররু তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন, তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে মদিনায় একজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন। তিনি ৯২ বছর বয়সে ১০০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কিয়ামতে অত্যাচারের প্রতিফল কীরূপ হবে ?

ক. অন্ধকারাচ্ছন্ন।

খ. এলোমেলো।

গ. ভীতপ্রদ।

ঘ. অস্থিরতাপূর্ণ।

২. প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র কে ?

ক. যার জ্ঞান নেই।

খ. যার ধন সম্পদ নেই।

গ. যার স্বাস্থ্য ঠিক নেই।

ঘ. কিয়ামতে যার নেকি থাকবেনা।

৩. সবচেয়ে বড় জুলুম কী?

ক. কারো সর্বস্ব হরণ করা।

খ. অহেতুক কাউকে প্রহার করা।

গ. কারো মান-সম্মানের হানি করা।

ঘ. আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা।

৪. কিয়ামত দিবসে সর্বনিকৃষ্ট স্তরে কে অবস্থান করবে ?

ক. গালি - গালাজ করে অপরের মনে কষ্ট দেয়।

খ. অন্যকে জড়ানোর জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে।

গ. যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তা না করে দুনিয়ায় যা ইচ্ছা তাই করে।

ঘ. যে ব্যক্তি অন্যের দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য তার আখেরাত বরবাদ করে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আতিয়ার, মতিয়ার ও নার্বিস তিনি ভাই-বোন। তাদের বাবার মৃত্যুর পর আতিয়ার ওয়ারিসি সম্পত্তি বোনকে না দিয়ে নিজে ভোগ-দখল করতে থাকে। মতিয়ার বোনের সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলে আতিয়ার রেগে যায়।

৫. বোনের সম্পত্তি বুঝিয়ে না দিয়ে আতিয়ার কোন ধরনের অপরাধ করেছে?

ক. শিরক

খ. জুলুম

গ. বিদআত

ঘ. কারাহাত

৬. অন্যের সম্পত্তি দখল করার কারণে আড়িয়ারকে

- i. দুনিয়ার ষিঙগ সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে
- ii. পরকালে সাঞ্জাব দ্বারা বদলা দিতে হবে
- iii. পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

৭. نَدْرُون শব্দটি মাদ্দাহ কী?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. ر + د + ت | খ. و + ر + د |
| গ. و + ر + د | ঘ. ن + و + ر |

৮. সাহাবি আবু উমায়্যা (رضي الله عنه) কোন গোত্রের সদস্য ছিলেন?

- | | |
|---------|------------|
| ক. আওস | খ. খাজরাজ |
| গ. নজির | ঘ. কুরায়শ |

৯. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এলাকার মানুষ শাকারাত সাহেবকে নামাজি, রোজাদার এবং ভালো মানুষ হিসেবে জানে। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর উপর অল্পতে রোগে যান, মারধর করেন। সামান্য অপরাধে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। এ সমস্ত কারণে তার স্ত্রী অসহায় বোধ করেন এবং একদিন স্বামীভাবে তাকে ছেড়ে চলে যান।

(ক) لم يلبسوا (ক) কী?

(খ) إن الشرك لظلم عظيم (খ) কী বুকানো হয়েছে?

(গ) শাকারাত সাহেবের কর্ম কেমন হয়েছে? হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

(ঘ) উদ্দীপকের শাকারাত সাহেবের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

একবিংশ অধ্যায়

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ অধ্যায়

নেককাজ (معروف) নিজে করা ও অন্যকে করতে উৎসাহিত করা আর মন্দকাজ (منكر) হতে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকা এটা দীন ইসলামের একটি অন্যতম কর্মসূচি। উপদেশ (نصيحة) ও আদেশ-নিষেধ (أمر- نهى) এক ও সমার্থবোধক নয়। নসিহতের ক্ষেত্রে উপদেশ দানকারী ব্যক্তি যার উদ্দেশ্যে নসিহত করে তার প্রতি কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ বা শক্তি প্রয়োগ করে না। পক্ষান্তরে আদেশ-নিষেধের আজ্ঞাদান কারী ব্যক্তি তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী অধীনস্তদের প্রতি উহা মান্য করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে শাস্তি বিধানও করে থাকে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ পূর্ব সতর্কীকরণ মাত্র। ইহার হুকুম ফরজে কিফায়াহ। সমাজের কতকে ইহা আদায় করলে অন্যরা গোনাহগার হবে না আর কেউ আদায় না করলে সকলে ফরজ তরকের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
অর্থ তোমাদের মধ্যে একদল লোকের এমন হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারাই কামিয়াব। অত্র ফরজ বিধান ক্ষমতার তারতম্যের নিরীখে পর্যায়ক্রমে আরোপিত হয়। এ প্রসঙ্গে কালামে পাকের ঘোষণা নিম্নরূপ-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অর্থ তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী করি, তখন তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে। আর আল্লাহ তাআলার নিমিত্ত সর্ব বিষয়ের পরিণাম সমর্পিত।

সৎকাজের প্রতি আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা নবি ও রসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মুখে পবিত্র কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে -

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ- যারা অনুসরণ করে সেই উম্মি (নিরক্ষর) রসুলের যার কথা তারা তাদের নিকটে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়। যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন।

নবিদের যুগ অবসানে এ দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদির উপর অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ- আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণ একে অপরের বন্ধু-বান্ধব স্বরূপ। তারা সৎকাজের প্রতি আদেশ দেয়, মন্দকাজ হতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসরণ করে অচিরেই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এটা উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব হওয়ার পাশাপাশি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকও বটে। কুরআন মাজিদের অমোঘ ঘোষণা-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

অর্থ-তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদিগকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে, মন্দকাজ হতে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনবে। যদি আহলে কিতাবগণ ইমান আনয়ন করত তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কতকলোক ইমানদার আছে, আর বেশীর ভাগই তারা ফাসিক।

অতএব শক্তি, সামর্থ, দায়িত্ব, নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নিরীখে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৎকাজের প্রতি আদেশ দান ও মন্দকাজ হতে নিষেধ করার বিষয়ে সকলের সচেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন।

হাদিস-২৪৪:

٢٤٤- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ رَأَى
مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْتَرِهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়াজেত করেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে উহা নিজ হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি সে সক্ষম না হয়, তবে তার যবান দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি সে সক্ষম না হয়, তবে অঙ্ককরণ দ্বারা প্রতিহত করার চিন্তা ও পরিকল্পনা করবে। আর এটাই ইমানের দুর্বলতম স্তর। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

মন্দকাজে বাধা দেয়ার হুকুম :

অত্র হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন্দকাজে বাধা দেয়া ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থের নিরীখে ফরজে ক্বিকারাহ (অর্থাৎ, যা সমাজের কেউ আদায় করলে অন্যরা গোনাহ হতে বেচে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ আদায় না করলে সবাই সমস্যায় পরজ্জ্ব তরকের অপরাধে গোনাহগার হবে। আর বাধা দেয়ার বাহ্যিক শক্তি- সামর্থের সাথে তার মনের ইমানি শক্তিও নিরূপিত হবে। অর্থাৎ, বাধা দানের ক্ষমতা ও শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে ইমানের চাহিদা অনুযায়ী সে মনে মনে তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা করতে থাকবে এবং মৃণা ভরে তা পরিহারে সচেষ্ট থাকবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

رأي : হিগাহ বাব ماضي معروف إثبات فعل বাহাছ واحد مذکر غائب : رأي
সেকা (পূ.) সে-অর্থ- مرکب (معتل ومهموز) জিন্স-ر-أ-ي-ماদ্ধাহ الرؤية

منكر : হিগাহ বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر : منكر
গর্হিত কাজ-অর্থ- صحيح জিন্স

تفعيل : হিগাহ বাব امر غائب معروف বাহাছ واحد مذکر ضمير منصوب متصل : فليغيره
পরিবর্তন করুক-অর্থ- يائي جينس-غ-ي-ر-ماদ্ধাহ التغيير

استطاع : হিগাহ বাব نفي جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لم يستطع
সক্ষমতা রাখে না।-অর্থ- معتل أجوف واوي جينس-ط-و-ع-ماদ্ধাহ الإستطاعة

أضعف : হিগাহ বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : أضعف
অপেক্ষাকৃত দুর্বল।-অর্থ- صحيح جينس-ض-ع-ف

তারকিব: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

মিলে জার ও مجرور, كم مجرور, من حرف جار, ضمير هو فاعل, رأى فعل, من حرف الشرط
ضمير, فعل فليغير। شرط معلق و مفعول, فاعل তার فعل, منكرًا مفعول, متعلق
جار و مجرور, ه ضمير مجرور, يد مضاف, ب حرف جار, ضمير هو فاعل, منصوب مفعول
মিলে জ্ঞান ও شرط মিলে جزء হল। পরিশেষে شرط ও মিলে
جملة شرطية হল।

হাদিস-২৪৫:

۲۴۶- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْصِمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ওহে মানব সকল- তোমরা এ
আয়াতখানি তেলাওয়াত করে থাক, "হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি
তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর, তবে যারা পঞ্চাশটা তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" নিশ্চয়ই আমি
রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- নিশ্চয়ই মানবগণ যখন কোন মন্দকাজ দেখে
অতঃপর তাকে প্রতিহত না করে, তবে অচিরেই আল্লাহ পাক তার শাজির মধ্যে সকলকে অজরর্ভূত করে
নিবেন। (ইবনু মাজাহ ও তিরমিযি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেশ্বন:

হাদিসে উদ্ধৃত আয়াত (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) অর্থ-
"হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর তবে যারা
পঞ্চাশটা তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" এর বাহ্যিক অর্থে অনুমিত হতে পারে যে, কেউ ইমান গ্রহণ
করলে সে নিজেকে মুক্ত করে ফেলল। অন্যরা কে নেক কাজ করল বা বদ কাজ করল তাতে তার কিছু যায়
আসে না। কেননা, সে তো আর অন্যায় কাজের সাথে জড়িত নয়। এমন ভুল ধারণার উদ্বেক হওয়ার সম্ভাবনা
থেকেই অত্র হাদিসের অবতারণা। হাদিসে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, মন্দকাজে বাধা দেয়া অবশ্য কর্তব্য।
এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতে সৎকর্মশীলরাও মন্দকাজে জড়িতদের সাথে একত্রে আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্র ও

গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইহা ছিল প্রাথমিক যুগের বিধান। পরবর্তী কালে উক্ত বিধান পরিবর্তন হয়ে মন্দকাজে বাধা দান অত্যাৱশ্যক হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার فتح-يفتح باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح جمع مذکر حاضر حياح : تقرؤون
তোমরা (পু.) পাঠ করছ। অর্থ- مهموزلام জিন্স ق-ر-أ ماد্দাহ القراءة

معروف نفي فعل مضارع باهاح واحد مذکر غائب حياح ضمير منصوب متصل كم : لا يضرکم
ক্ষতি (পু.) সে- অর্থ- مضاعف ثلاثي جينس ض-ر-ر ماد্দাহ الضرر ماسدادر نصر باب
করবে না

الإهداء ماسدادر إفتعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح جمع مذکر حاضر حياح : إهتديتم
হেদায়েত লাভ করলে তোমরা(পু.) অর্থ- معتل ناقص يائي جينس ه-د-ي ماد্দাহ

السمع ماسدادر سمع-يسمع باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد متکلم حياح : سمعت
আমি শুনলাম অর্থ- صحيح جينس س-م-ع ماد্দাহ

, إهإفعال باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذکر غائب حياح : يوشك
নিকটবর্তী হবে। অর্থ سے اسم فعل

باهاح واحد مذکر غائب حياح ضمير منصوب متصل هم. حرف ناصب أن : أن يعمهم
ماد্দাহ العموم ماسدادر نصر-يتصر باب إثبات فعل مضارع معروف
জিন্স ع-م-م ম-ع-م (পু) শামিল করবে অর্থ- مضاعف ثلاثي

ع-ق-ب ماد্দাহ اسم جامد حياح ضمير مجرور متصل -ه , حرف جار -ب : بعقابه
শান্তি অর্থ- صحيح جينس

ماسدادر سمع-يسمع باب ماضي معروف إثبات فعل باهاح واحد متکلم حياح : سمعت
আমি শুনলাম অর্থ- صحيح جينس س-م-ع ماد্দাহ السمع

হাবি পরিচিতি:

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه)

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু বকর, উপাধি আতিক ও সিদ্দিক, পুরুষদের মাঝে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। তিনি সারা জীবন রসূল (ﷺ) এর সাথে ছিলেন। তিনি রসূলের প্রদান পরামর্শ দাতা ও ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন। তিনি ১০ জন বেহেশতের সুস্বাদু শাওরদের অন্যতম। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) রসূলের নবুওয়্যাত প্রাঙ্গির ৩৮ বছর পূর্বে আনুমানিক ৫৭৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল বৃদ্ধে রসূলের সাথে ছিলেন। ডাকের বৃদ্ধে তিনি তার সকল সম্পদ রসূলের খেদমতে গেশ করেন। তিনি সর্বমোট ১৪২টি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি ১৩ হিজরির ২১ জুমাদাল উখরা রোজ মঙ্গলবার ৬২ বছর বয়সে ইচ্ছেকাল করেন। তাকে রসূলে করিম (ﷺ) এর পাশেই দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুক। আমিন

হাদিস -২৪৬:

٢٤٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي رِجَالٍ تُقْرَضُ بِشَفَاهُمُ بِمَقَارِيضٍ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَا مُرُوءَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالتَّبَيُّهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرَأُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالتَّبَيُّهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করমায়েছেন- আমি ইসরার (মি'রাজের) রজনীতে কতক লোকদের দেখলাম তাদের ঠোঁট আঙনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন- এরা আপনার উম্মতের বক্তাপণ, তারা মানুষদিগকে নেক কাজের আদেশ দিত আর নিজেদেরকে নেক কাজ হতে ছুলায়ে রাখত। (শরহু সুন্নাহ ও শুবাহুল ইমান) ইমাম বায়হাকির শুবাহুল ইমান কিতাবের অপর এক রেওয়াজেতে আছে- তারা আপনার উম্মতের অজবুত বক্তাপণ দ্বারা এমন কিছু বলত যা তারা করত না, তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব পাঠ করত কিন্তু তদনুযায়ী আমল করত না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

আবুলের শুবাহু : ইসলাম ধর্মে আমলের শুবাহু অপরিণীম। আমলহীন মুসলমান ফল ওণ্য বৃক্ষের মত। আমলই ইমানের পরিচয় বহন করে। আমলহীন ব্যক্তির ইমানের দাবী অসার। তদুপরি যারা অন্যকে আমল করার বিষয়ে আদেশ উপদেশ দেয়, অর্থাৎ নিজেরা আমল করে না। তারা জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী।

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- আল্লাহ আব্বা ওয়া আল্লা জিবরীল আলাইহিস সালাম এর নিকট গৃহি প্রেরণ করলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সঙ্কারে উচ্চিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে ঐশ্বর। তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে ব্যক্তি একটি চোখের পলকেও আপনার অবাধ্যতা করেনি। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন অতপর আল্লাহ তাআলা বললেন-তাকে ও অন্যান্য অধিবাসীদেরসহ উক্ত শহর উচ্চিয়ে দাও। কেননা, তার মুখমতল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মগ্ন হয়নি। (তবারানি, বায়হাকি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط :

অর্থ- কেননা তার মুখমতল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মগ্ন হয়নি। বর্ণিত ঘটনার সারাংশ ইবাদত-কসেবীতে লিখিত থেকেও ভালো লোকটি রেছাই গেলনা। তাকেও অন্যর কারীদের সাথে জমিন উন্টে ধরুন হতে হল। এর কারণ একটাই; তাহলো, সে ব্যক্তি হরতো সময় সত মন্দকাজের প্রতি নিষেধ করলে মানুষেরা এতটা অবাধ্য হয়ে শাক্তির সম্মুখীন হতো না। অসত্য সে তার দায়িত্ব পালন করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাব দিহি হতে পরিত্রাণ লাভ করত। অথবা, মন্দকাজে বাধা দেয়ার মত সামর্থ্য তার না থাকলেও সে অন্যায়কারীদের প্রতি ক্রোধাবিত হলে তাদের সংশ্রব ত্যাগ করতে পারতো এবং তার মুখে এ অপারগতার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। তার এ অসহায়তা ও অন্যায়ের প্রতি মনের বিতৃষ্ণতার প্রদর্শনে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে শাক্তি হতে অবশ্যই রেছাই দিতেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ضرب - يضر ب বাব حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر ছিলাহ : اقلب
অর্থ- ভূমি(পূ.) উচ্চিয়ে দাও
জিন্স ق-ل-ب মাফাহ القلب

ففي جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذکر غائب (ضمير منصوب متصل) : لم يعصك
অর্থ- নাফস যাই জিন্স ع-ص-ي মাফাহ العصيان বাব حاضر معروف
সে (পূ.) অবাধ্য হয়নি।

شهر - ارض صحيح جিন্স م-د-ن -ن-م-د-ن মাফাহ مدائن / مدن बहुबचन اسم واحد ছিলাহ : مدينة

التمعر لم يتمعر : لم يتمعر
অর্থ- সে (পূ.) মগ্ন হয় নি।
জিন্স م-ع-ر মাফাহ

ضرب - يضرب باب إثبات فعل ماضي معروف باحداً مذكر غائب : ضارب
 বাসদার যাসদাহ যাসদাহ - ي- غ- ي- ب- الغيبوية

হাদিস-২৪৯:

٢٤٩- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَجَاءُ بِالرَّجُلِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيْلُ فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ فِيهَا كَدُورِ الْحِمَارِ بِرَحَاءٍ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ
 عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ
 أَمْرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آيِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآيِيهِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত উসামা বিন যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করিয়েছেন, এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে এনে দোজখে নিষ্ক্ষেপ করা হবে।
 অতঃপর তার নাড়িগুলি বের হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে যেমনি ভাবে গাখা আটার চাকি নিয়ে ঘুরতে থাকে।
 অতঃপর দোজখবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে বলবে- ওহে অমুক তুমি কি আমাদিগকে সৎকাজের আদেশ
 দিতে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে না? সে বলবে আমি তোমাদিগকে ভালো কাজের আদেশ দিতাম
 অথচ আমি তা করতাম না। আমি তোমাদিগকে মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমি নিজে তা
 করতাম। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إثبات : ضارب - يضرب باب إثبات فعل ماضي معروف باحداً مذكر غائب : ضارب
 অতঃপর তার নাড়িগুলি বের হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে যেমনি ভাবে গাখা আটার চাকি নিয়ে ঘুরতে থাকে। যারা ভালো কাজের আদেশ করে, অথচ
 নিজে ভালো কাজ করে না, এবং যারা মন্দকাজ হতে নিষেধ করে, অথচ নিজে মন্দ কাজ করে বেড়ায়।
 এহেন ব্যক্তিকে কিয়ামতে দোজখে যে শাস্তি দেয়া হবে তার একটির বর্ণনা হাদিসে উল্লেখিত অংশে দেয়া
 হয়েছে। পূর্বকালে মেশিনারিজ আবিষ্কারের পূর্বে আটা পিসতে আটার চাকি ঘুরানোর জন্য গাখা ব্যবহার করা
 হত। গাখা সারাক্ষণ বৃত্তাকারে ঘুরে আটার চাকি ঘুরানোর মাধ্যমে আটা তৈরী করা হত। উপরোক্ত বক্তাদের
 পেটের নাড়িগুলিও দোজখে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যা বাইরে থেকে দেখা যাবে। এতদর্শনে অন্যরা
 তাদেরকে তিরস্কার করবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع مجهول واحد مذكر غائب : ضارب
 বাসদার যাসদাহ যাসদাহ - ي- ج- ي- ب- الجعبي

تندلق : হিলাহ বাহাھ معروف مضارع واحد مؤنث غائب : হিলাহ
 الإندلاق : হিলাহ جمع اسم একবচন قتب : হিলাহ باھ معروف مضارع
 الإندلاق : হিলাহ جمع اسم একবচন قتب : হিলাহ

أقتاب : হিলাহ جمع اسم একবচন قتب : হিলাহ باھ معروف مضارع
 الإقتاب : হিলাহ جمع اسم একবচন قتب : হিলাহ

نصر-ينصر : হিলাহ باھ معروف مضارع مستمراري واحد متكلم : কنت أمر
 الأمر : হিলাহ باھ معروف مضارع مستمراري واحد متكلم : কنت أمر

لا آتية : হিলাহ باھ معروف مضارع واحد متكلم (هـ) ضمير منصوب متصل : لا آتية
 آتية : হিলাহ باھ معروف مضارع واحد متكلم (هـ) ضمير منصوب متصل : لا آتية

হাদিস-২৫০:

٢٥٠- عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ يَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْمُنْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَأَقِيعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةَ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالنَّاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذُّوْا بِهِ فَأَخَذَ قَاسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتَوَّهَ فَقَالُوا مَا لَكَ؟ قَالَ تَأَذُّبْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ النَّاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أُنْجَوْهُ وَخَبَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوْهُ أَهْلَكَوْهُ وَأَهْلَكَوْا أَنْفُسَهُمْ ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত নোমান বিন বাশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ সীমারেখার মধ্যে শৈখিল্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এবং উহার মধ্যে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল, কোন কণ্ডম জাহাজে আরোহন করল, অতঃপর কতক নিচতলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান নিল। অতঃপর যারা নিচতলায় ছিল, তারা উপরের তলা হতে পানি আনত। তাতে উপরের তলার লোকেরা কষ্টবোধ করল। সুতরাং নিচতলার একজন একটি কুড়াল নিয়ে জাহাজের তলা খুঁড়তে আরম্ভ করল। এটা দেখে তারা বলল, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, তোমরা কষ্ট বোধ করছ? অথচ আমার পানি প্রয়োজন। যদি তারা তার হাত ধরে তাকে বাধা দেয়, তবে তারা তাকে বাচাবে এবং নিজেদেরও পরিচাণ পাবে। আর যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরও ধ্বংস হবে। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

দৃষ্টান্তের বিস্তারিত বর্ণনা :

একটি দোতলা জাহাজ। আরোহীগণ দোতলা নিচতলা সবখানে অবস্থানরত। জাহাজটি নদীপথে গন্তব্যের দিকে ধাবমান। মাঝনদীতে জাহাজটি চলমান। জাহাজে পানীয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে দোতলায়। নিচতলার যাত্রীরাও দোতলা হতে পানি সংগ্রহ করে। এতেদোতলার যাত্রীরা নিচতলার যাত্রীদের উপর ক্ষুব্ধ হল। নিচতলার জনৈক যাত্রী তার পানির প্রয়োজনে জাহাজের তলা ছিদ্র করে নদীর পানি সংগ্রহের কুবুদ্ধি আটলো। এখন যদি তাকে একাজ করতে বাধা দেয়া হয়। তবে সকলের প্রাণ রক্ষা পাবে আর যদি বাধা দেয়া না হয় তবে ঐ লোকটিসহ সকলের সলিল সমাধি ঘটবে। তদ্রূপ দুনিয়া একটি জাহাজ বিশেষ। আর দুনিয়াবাসী যাত্রী তুল্য। এদের একজনের অন্যায় আচরণ সকলের মুসীবতের কারণ হতে পারে। তাই অন্যায় কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণকারীকে বাধা প্রদান করে সকলকে মুসিবত হতে রক্ষা করতে হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

د - ه - ن - الإدهان ماسدأر إفعال باب اسم فاعل باهاض واحد مذكر هيا: مدهن
জিন্স صحيح অর্থ- সে(পু.) শিখিলতা কারী।

استهموا ماسدأر استفعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض جمع مذكر غائب هيا: استهموا
মাদাহ. الإستهمام জিন্স مضاعف ه - م - م. তারা (পু.) ইচ্ছা করল।

التأذي ماسدأر تفعل باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض جمع مذكر غائب هيا: تأذوا
মাদাহ. التأذي জিন্স مركب أ - ذ - ي. কষ্ট পেল।

أسفل ماسدأر السفلة ماسدأر سمع - يسمع باب اسم تفضيل باهاض واحد مذكر هيا: أسفل
অপেক্ষাকৃত নিচু। اسفل জিন্স صحيح س - ف - ل.

نجوا ماسدأر نصر - ينصر باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض جمع مذكر غائب هيا: نجوا
তারা (পু.) পরিত্রাণ পেল। نجوا জিন্স ناقص يائي ن - ج - ي.

أهلكوا ماسدأر الإهلاك ماسدأر إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض جمع مذكر غائب هيا: أهلكوا
ধ্বংস করল। أهلكوا জিন্স صحيح ه - ل - ك.

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. কী ?

- ক. গর্হিত কাজ দেখে দূরে পালিয়ে যাওয়া।
- খ. গর্হিত কাজের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করা।
- গ. গর্হিতকাজকে প্রতিহত করতে মনে মনে পরিকল্পনা করা।
- ঘ. গর্হিত কাজ দেখে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন মহলকে অবহিত করা।

২. গর্হিতকাজ প্রতিরোধ না করলে কী শাস্তি হবে ?

- ক. ভালোকাজ বাধাগ্রস্ত হবে।
- খ. জাগতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।
- গ. সকলে শাস্তির সম্মুখীন হবে।
- ঘ. মন্দকাজ ভালোকাজের স্থান দখল করে নিবে।

৩. আগুনের কাঁচি দ্বারা কাদের জিহ্বা কর্তন করা হবে ?

- ক. গালি-গালাজ করে।
- খ. মুখে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে।
- গ. হারাম খাদ্য পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করে।
- ঘ. যারা অন্যদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, অথচ নিজেরা আমল করেনা।

৪. لَمْ يَعْصِكَ শব্দটি বাব কী ?

- ক. نصر - ينصر
- খ. ضرب - يضرب
- গ. سمع - يسمع
- ঘ. فتح - يفتح

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলি হায়দার বাজারে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি চুপিসারে আরমান সাহেবের আম বাগান হতে আম পেড়ে বস্তাবন্দী করছে। সে তৎক্ষণাৎ ফোন করে বিষয়টি আরমান সাহেবকে জানাল। তিনি লোকজন নিয়ে এসে চোরকে হাতে নাতে ধরে থানায় সোপর্দ করলেন।

৫. আলী হায়দারের কাজটি কোন পর্যায়ের?

ক. الامر بالمعروف

খ. النهي عن المنكر

গ. الطاعة لأولى الأمر

ঘ. تبليغ الدين

৬. আলি হায়দার আরমান সাহেবকে বিষয়টি না জানালে সে নিজেও

- i. চোর হিসেবে সাব্যস্ত হত
- ii. চোরের সহযোগী হিসেবে গণ্য হত
- iii. নাহি আনিল মুনকার না করার দায়ে দায়ি হত

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

৭. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর জবাব দাও:

সমাজে এমন বক্তা আছে যারা সুললিত কণ্ঠে ওয়াজ নসিহত করে মানুষকে হাঁসিয়ে কাঁদিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কুহআন হাদিসের আলোচনা শুনিয়ে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও আত্মহ সৃষ্টি করে। মুনাযাতে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আব্দুল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয়ী করে তোলে। মাতাপিতার খেদমতসহ সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সুনামব্রিক গড়তে সাহায্য করে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তারা নিজেরা এর উপর আমল করেনা, বরং অর্থ উপার্জন তাদের মূল উদ্দেশ্য।

(ক) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) সর্বমোট কতটি হাদিস বর্ণনা করেন।

(খ) يَا مُرُؤْنَ الْكَاسِ بِالْبَيْرِّ وَيَنْسُونَ أَنْفُسَهُمْ . হাদিসাংনের মর্মার্থ লিখ ?

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্তাদের কী ভয়াবহ পরিণামের কথা হাদিসে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্তাদের সংশোধনের জন্য কী করণীয়? কুহআন ও হাদিসের আলোকে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

বাইশতম অধ্যায়

باب الأَطْعَمَةِ

খাদ্যবস্তু সম্বন্ধীয় অধ্যায়

খাদ্য ও পানীয় বস্তু মানুষের মৌলিক ও জৈবিক চাহিদার অন্তর্গত। শরীরকে সুস্থ,সতেজ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে যথা সময়ে ও নিয়ম মারফিক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা অপরিহার্য। শরীর সুস্থ না থাকলে ঠিক মত ইবাদত-বন্দেগীও করা যায় না। ইসলামি শরিয়তে খাদ্য ও পানীয় উপার্জন, গ্রহণ ও উহার ধরন ইত্যাদি বিষয়ে বহু বিধান রয়েছে। যা প্রতিপালন না করা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তদীয় রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্যতার শামিল।

খাদ্য ও পানীয় হতে হবে বৈধ পন্থায় উপার্জিত। তাতে সুদ,প্রতারণা, অপহরণ, অন্যায় ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকবে না। সাথে সাথে উহা হবে হালাল। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ বস্তু যথা- মৃত জন্তু ,শুক্র,মদ, হিংস্র জন্তু, নখওয়ালা পক্ষী ও মাদকযেমন খাদ্য পানীয় হবে না। হালাল ও বৈধ খাদ্য-পানীয় গ্রহণেরও রয়েছে বিশেষ নিয়ম। যথা- ডান হাত দ্বারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিজ কোলের পাশ হতে খাদ্য গ্রহণ করা,অপচয়-অপব্যয় না করা, খাদ্য-পানীয় গ্রহণের প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ ও শেষে আলহাম্দুলিল্লাহ বলা, উদর পূর্তি করে না খাওয়া ও দাঁড়িয়ে খানা-পিনা না করা ইত্যাদি। খাদ্য-পানীয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু খাদ্য-পানীয় হজরত নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহেবে গ্রহণ করা বা পছন্দ করার কারণে তা মর্যাদাপূর্ণ খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন- মধু,দুধ, আজওয়া খেজুর, কদু ও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি। খাদ্য-পানীয় দ্রব্যের এসব বিধান মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত ওহাদিস শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

কিসে মানবতার কল্যাণ হবে আর কিসে মানুষের জন্য অকল্যাণ আছে তা রক্বুল আ'লামীন আল্লাহ জাল্লা শানুহুই সম্বন্ধে অবগত। তাই শরিয়ত প্রবর্তিত বিধি-বিধানসমূহ সম্পূর্ণরূপে মানব কল্যাণে নিবেদিত।কোন বিধানে কী রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে তা গবেষণার দাবী রাখে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এ যুগে শরিয়তের অনেক বিধানের কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে। যথা- কুকুরের লালার বিষক্রিয়া নষ্ট করতে মাটির কার্যকারিতা, মধু ও খেজুরের খাদ্যগুণ, পেট পুরে না খাওয়ার উপকারিতা ইত্যাদি চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই খাদ্য-পানীয়সহ সকল বিষয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান নির্দিধায় মান্য করে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে এবং বহুবিধ অকল্যাণ হতে রক্ষা পেতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

হাদিস-২৫১:

۲۵۱- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدَيَّ تَطْيِئُ فِي الصَّفْحَةِ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَمَّ اللَّهُ وَكُلَّ بِيَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাস: হযরত ওমর ইবন আবু সালামা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাশাবিল্লার রসুলুল্লাহ সাদ্রুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেনেড়ে পানিত হিলাম। আমার হাত খাদ্য গ্রহণের সময় পাত্রে সর্বথানে ঘুরত। অতঃপর রসুলুল্লাহ সাদ্রুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ছুমি কিসমিল্লাহ বলো এবং ডান হাত দিয়ে খানা খাও এবং তোমার নিকটবর্তী প্রান্ত হতে খাদ্য গ্রহণ কর। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

খানা পিনার আদব :

খানা খাওয়া বা পানীয় পান করার ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে বেশ কিছু নিয়ম বা শিষ্টাচার যা প্রতিপালন করা প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলমানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। অত্র হাদিসে তন্মধ্যে তিনটি আদব উল্লিখিত হয়েছে।

১. খানা-পিনার শুরুতে কিসমিল্লাহ বলা,
২. ডান হাত দিয়ে খাওয়া বা পান করা,
৩. নিজের কোলের দিক হতে খানা খাওয়া।

অন্যান্য আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে-

৪. পেট পুরে না খাওয়া,
৫. সুল্লাত তরিকা মোতাবেক কসে খাওয়া,
৬. আঙ্গুল ও বালা-বাসন চেটে খাওয়া,
৭. খানা-পিনা শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা,
৮. খাবার পূর্বে হাত ধোয়া,
৯. খানা-পিনার সময়ে কথা না বলা,
১০. একত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যকে প্রাধান্য দেয়া
১১. খানার অপচর না করা ,
১২. পড়ে খাওয়া খাদ্য উঠিয়ে পরিকার করে খাওয়া ইত্যাদি।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ضرب-يضرب বা ب إثبات فعل مضارع معروف বাهاض واحد مؤنث غائب : تطيش
মাসদার الطيش মাদ্ধাহ -ي-শ. ش. أجوف يائي جينس ط-ي-ش. سے এদিক ওদিক ঘুরছে।

التسمية ماسداه تفعيل বা ب أمر حاضر معروف বাهاض واحد مذکر حاضر : سم
মাদ্ধাহ ناقص يائي جينس س-م-ي. ي. ছুমি কিসমিল্লাহ বলা।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

নصر- যাসদার বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : امر
مهموز فاء جينس أ-م-ر মাফাছ الأمر

الإصبع اجمع اسم جمع : الأصابع

يضرب- যাসদার বাব نفي فعل مصارع معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : لا تدرّون
ناقص يائي يائي جينس د-ر-ي মাফাছ الدراية

صحيح جينس ب-ر-ك মাফাছ البركات বহু বচন اسم مفرد : البركة

হাদিস-২৫৩:

٢٥٣- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ
أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيَنْطِ مَا
كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا قَرَعَ فَلْيَلِيقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ
طَعَامِهِ يَسْكُونُ الْبَرْكَةُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে কলান্তে জনেছি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট তার প্রত্যেক বিষয়ে উপস্থিত থাকে।
এমনকি তার খাদ্য গ্রহণের সময়েও উপস্থিত থাকে। যখন কারো এক টুকরা খাদ্য পড়ে যায়, তখন সে বেন
উহা ময়লা দূর করে খেয়ে নেয়। যেন সে উহা শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর যখন খানা খাওয়া শেষ
করে তখন বেন তার আঙ্গুল চেটে ধায়। কেননা সে জানেনা তার কোন খাদ্যের মধ্যে বরকত রয়েছে।
(ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

ولا يدعها للشيطان : হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- পড়ে যাওয়া
খাদ্যে বেন কেউ শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। বরং উহা উঠিয়ে কোন ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে
নিবে। উহা না উঠিয়ে পড়া অবস্থায় রেখে দিলে উহা শয়তানের জন্য রাখা হবে। কেননা শয়তান মানুষের সর্ব
কাজে উপস্থিত থেকে তার হারা শরিয়তের খেলাফ কাজ করাবে থাকে। খানা-পিনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়
না। আর এমনও হতে পারে যে পড়ে যাওয়া খাদ্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার বরকত থাকতে পারে, সুতরাং
উহা উঠিয়ে না খেলে খানার বরকত হতে বঞ্চিত হতে হবে। যা খানা খাওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যহত করবে।
সুতরাং পড়ে যাওয়া খাদ্য বেন উঠিয়ে খাওয়া যায় এবং তাতে বেন কোন ময়লা লাগতে না পারে তখনই খাদ্য
না পড়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং পরিচ্ছন্ন দস্তখান বিছিয়ে খানা খাওয়া যেতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يَحْضُر - ينصر - يَنْصُرُ বাব إثبات فعل مضارع معروف বাهاج واحد مذکر غائب هِجَاهُ : يحضر
উপস্থিত হচ্ছে। (পু.) অর্থ- صحيح جينس ح - ض - ر. ماداه الحضور

ط - ع - م . ماداه أطعمه कहबतन اسم مفرد هِجَاهُ (ه - ضمير مضاف إليه) : طعامه
খাদ্যবস্তু অর্থ- صحيح جينس

ينصر - ينصر - يَنْصُرُ বাব إثبات فعل ماضي معروف বাهاج واحد مؤنث غائب هِجَاهُ : سقطت
পতিত হল। অর্থ- صحيح جينس س - ق - ط. ماداه السقوط

يَمْسُكُ - يمسك - يَمْسُكُ বাব امر غائب معروف বাهاج واحد مذکر غائب هِجَاهُ (فاء - جزائية) : فليمسك
সে বেন তা পরিষ্কার করে। অর্থ- اجوف يائي جينس م - ي - ط . ماداه الإمطة

باب نهي غائب معروف বাهاج واحد مذکر غائب هِجَاهُ (ها - ضمير منصوب متصل) : لا يدعها
সে যে তাকে না ছাড়ে। অর্থ- مثال واوي جينس ر - د - ع. ماداه الودع ماسداه ففتح - يفتح

يسمع - يسمع - يَسْمَعُ বাব امر غائب معروف বাهاج واحد مذکر غائب هِجَاهُ (فاء - جزائية) : فليسمع
সে যেন উহা চেটে খায়। অর্থ- صحيح جينس ل - ع - ق. ماداه اللعق ماسداه

হাদিস - ২৫৪:

٢٥٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِلَّا إِشْتَهَاءَهُ
أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত নবি আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। যদি তিনি উহার প্রতি আশ্রয়ী হতেন তবে উহা ভক্ষণ
করতেন। আর যদি উহা অপছন্দ করতেন তবে উহা রেখে দিতেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط : অর্থ- হজরত নবি আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। এটা ছিল মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
এর একটি আদর্শ চরিত্র। কেননা, খাদ্য দ্রব্য মাত্রই আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক, দোষ বর্ণনা করলে প্রকারান্তরে
আল্লাহ তাআলাকেই সোধারোপ করা হয়। তাছাড়া খাদ্য রান্না বা পরিবেশনের কারণেও দোষ যুক্ত হতে পারে।

এক্ষেত্রে দোষ বললে তা বাবুর্চি ও দাওয়াতকারী ব্যক্তির মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে। অথবা একজন দোষ বললে অন্যরা উক্ত খাদ্য খাওয়ার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতে পারে। তাতে খানা অপচয় হতে পারে। তাই ধনী-দরিদ্র সকলকে অত্র অনুপম আদর্শ গ্রহণ করে খানার দোষ বলা হতে বিরত থাকা উচিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

মাসদার ضرب-يضرِبُ باب فاعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ماعاب
 (পু.) দোষারোপ করল না।
 অর্থ- معتل أجوف يائي جنس ع-ي-ب. مادداه العيب

إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : إشتهاء
 (হ) = ضمير منصوب متصل (:
 (পু.) আগ্রহ করল
 অর্থ- ناقص يائي جنس ش-ه-ي مادداه الإشتهاء ماسدادر إفتعال باب

إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : كرهه
 (হ) = ضمير منصوب متصل (:
 (পু.) সে অপছন্দ করল।
 অর্থ- صحيح جنس ك-ر-ه. مادداه الكراهة ماسدادر فتح-يفتح باب

إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : تركه
 (হ) = ضمير منصوب متصل (:
 (পু.) সে ত্যাগ করল
 অর্থ- صحيح جنس ت-ر-ك. مادداه الترك ماسدادر نصر-ينصر باب

হাদিস-২৫৫:

٢٥٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلْتَلْبِينَةُ حُمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهَبُ بِيَعِضِ الْحُزْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তালবিনা (আটা,পানি ও তেল দ্বারা পাকানো এক প্রকার তরল পানীয়) রুগ্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণের জন্য আরামদায়ক। ইহা কতক চিন্তা দূরীভূত করে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

التلبينة حمة لفؤاد المريض : অর্থ- তালবিনা হলো- আটা,পানি ও তেল দ্বারা পাকানো এক প্রকার তরল পানীয়। ইহা রুগ্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণের জন্য আরামদায়ক। তালবিনা হাদিসে বর্ণিত একটি মহৌষধ, যা শোকাহত লোকদের জন্য শোকের পরিমাণ লাঘব ও শরীর রক্ষার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক। মূলত মানুষের খাদ্য-পানীয় গ্রহণ এবং উহার উপকার বহুলাংশে শারীরিক ও মানসিক স্থিতি অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই শারীরিক মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে যে খাদ্য সহজে গ্রহণ করা যায় এবং যা দ্রুত শরীরের সাথে মিশে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তা গ্রহণ করাই যুক্তি যুক্ত। এ ক্ষেত্রে তালবিনা নামক পানীয় জাতীয় খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ ও মানসিক প্রশান্তি আনয়নে খুবই ফলদায়ক। কেননা ইহা তরল হওয়ার কারণে অনায়াসেই গিলে ফেলা যায় এবং স্বল্প সময়ে শরীরের সাথে মিশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

- السمع ماسدادر سمع-يسمع باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد متكلم هخا: سمعت
 আমি শুনলাম অর্থ- صحيح جينس س-م-ع مادাহ
- ماسدادر نصر-ينصر باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب هخا: يقول
 বলছে। (পু.) সে- অর্থ- أجوف واوي جينس ق-و-ل. مادাহ القول
- দুধের মত অর্থ- صحيح جينس ل-ب-ن مادাহ تفعيل باب اسم مصدر هخا: التليينة
 সাদা এক প্রকার আটা তেল ও পানি দ্বারা রান্না করা তরল খাদ্য ।
- ماسدادر إفعال باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مؤنث غائب هخا: تذهب
 (স্ত্রী) নিয়ে যায়/ দূরীভূত করে। অর্থ- صحيح جينس ذ-ه-ب. ماداه الإذهاب

হাদিস-২৫৬:

٢٥٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحُلُوءَاءَ وَالْعَسَلَ .
 رَوَاهُ البُخَارِيُّ

অনুবাদ: হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধুর গুণাগুণ :

মধু আল্লাহ তাআলার এক অপার নিয়ামত। যাতে রয়েছে সকল রোগের শিফা বা আরোগ্য। আল্লাহ তাআলার এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে ফুলের নির্ধাস সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মধু বানিয়ে থাকে। মধুচাক থেকে সেই মধু সংগ্রহ করে মানুষেরা খায়, ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার করে। মধু বেহেশতী খাদ্য। জান্নাতের চারটি নহরের মধ্যে একটি হবে মধুর নহর। মধু মিষ্টান্ন জাতীয় পানীয়ের মধ্যে সর্বাধিক মিষ্টি। আর মিষ্টি মানেই শর্করা। যা যেকোন খাদ্য হতে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি লাভ করে। সুতরা অন্য সব খাদ্য হতে মধু ও মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে শর্করা অনায়াসেই শরীর গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তাই অতি দ্রুত খাদ্যের উদ্দেশ্যে হাসিল হওয়ার নিরাশে এ দুটি খাদ্য ও পানীয় মিষ্টি ও মধুকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌক্তিক ভাবেই পছন্দ তালিকার শীর্ষে রেখে ইসলামের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে সম্বলিত করেছেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ماسدادر نصر-ينصر باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مؤنث غائب هخا: قالت

القول মাঝাহ ল-ও-ল জিন্স অর্থ- সে (স্ত্রী) বলল ।

إفعال باب فاعل ماضي إستمراري معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : كان يجب

মাসদার الإحباب মাঝাহ ব-ব-হ-হ জিন্স অর্থ- সে (পু.) গছন্দ করত ।

হাদিস-২৫৭:

٢٥٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসূলে আকরাম (সান্ত্রাহাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্রাহাম) বলেছেন-আজগুয়া জাতীয় খেজুর জান্নাত হতে এসেছে । এতে বিষক্রিয়া হতে আরোপ্য রয়েছে । আর মাসরুম মারা (বনী ইসরাইলদের প্রতি এক প্রকার আসমানি খাদ্য) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত । এর পানি চোখের রোগের জন্য উপশম । (ইমাম তিরমিডি হাদিসটি সর্পনা করেছেন ।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

العجوة من الجنة : হজরত রসূলুহাহ (সান্ত্রাহাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্রাহাম) বলেছেন আজগুয়া শ্রেণির খেজুর পাহ জান্নাত থেকে এসেছে । আর জান্নাতি খেজুর পাহ হিসেবে অন্যান্যখেজুরের তুলনায় আজগুয়া খেজুর বেশী উপকারী হওয়াই স্বাভাবিক । হাদিসে বর্ণিত আজগুয়া খেজুরের উপকার বৈজ্ঞানিক ভাবেও প্রমাণিত । মূলত সব নেয়ামতই যেমন আত্মাহ শ্রদন্ত তেমনি জান্নাতি নেয়ামতের দুনিয়াবী সংস্করণ । তন্মধ্যে আজগুয়া খেজুর বিশেষভাবে মহিমাযিত ।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

شفاء : হিলাহ اسم مصدر : شفاء

الصلوة ماضي تفعيل ماسدার تفعيل باب فاعل ماضي معروف বাহাহ واحد مذکر غائب : صل

মাঝাহ ল-ল-হ-হ জিন্স অর্থ- সে (পু.) রহমতের দোআ করল ।

হাদিস-২৫৮:

٢٥٨- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ تَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيُتْعَدَّ فِي بَيْتِهِ . وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضْرَاءٌ مَنْ بَقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلُّ فَرِيٍّ أَنَابِيٍّ مَنْ لَا تَنَابِيٍّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

: بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ "

খানা-সিনার শুরুতে বিসমিল্লাহ কলতে ফুলে গেলে যাকপক্ষে 'সরল হলে' بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ বলে বললে প্রথমে না কলার কতি পূরণ করে পূর্ণ বরকত হাশিল হওয়া বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম করণার বহিঃপ্রকাশ। মুসলমান মাঝেই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ও নামে সব কাজ করে থাকে। তথাপি 'সরল থাকা অবস্থায় আল্লাহ নামে শুরু করিলাম কলার দ্বারা প্রথমত বান্দার ইমান দারী প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত উক্ত কাজে শরতানের অনু প্রবেশ শ্রোধ হয়। তৃতীয়ত আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত হাশিল হয়। তাই কোন কারণে প্রথমে বিসমিল্লাহ কলতে ফুলে গেলেও 'সরল হওয়া মাত্র' بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ বলে উহা শুধরিয়ে নেয়া উচিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سمع - إثبات فعل ماضي معروف باهاج واحد مذکر غائب (ف- للعطف): فَنَسِي
 ১। সে ফুলে গেল। অর্থ- ناقص يَأْتِي جِنْس ن- س- ي. مَاكَاه النسيان আসনার

إثبات فعل مضارع معروف باهاج واحد مذکر غائب (أن- ناصبة للمضارع): أن يذكر
 ১। সে সরল করবে। অর্থ- صحيح جِنْس ذ- ك- ر مَاكَاه الذكر আসনার نصر- ينصر

হাদিস-২৬১:

٢٦١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হজরত আবু সায়িদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ের অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি খানা খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন- " الحمد لله " (অর্থ- আল্লাহ তাআলার জন্য সব প্রসংশা যিনি আমাকে খাওয়ায়েছেন, পান করায়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।) (ইমাম তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

খানা শেষের দোআ :

খানার শেষে দোআ গড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিছু ইবাদত আছে, যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা করতে হয়। যুঁষ অঙ্গ দ্বারা যে ইবাদত করা হয় তন্মধ্যে তেলাওয়াত ও দোআ অন্যতম। নামাজে তেলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত

সময় রয়েছে। তাছাড়া হওয়ার শাকের উদ্দেশ্যে অন্য সময়েও তেলাওয়াত করা যায়। তদ্রূপ দোআর অন্যও রয়েছে বিশেষ সময়। নির্ধারিত সময় ছাড়াও অনির্ধারিত দোআ সব সময় করা যায়। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ আশ্রাহ তাআশার নেরাযত। তাই খানা শেষে নির্ধারিত দোআ পড়ে ওকরিয়া আদায় করা উচিত।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

إثبات فعل ماضي معروف واحد مذكر غائب (না- ضمير منصوب متصل) : أطعمنا
বাব الإطعام ماسদার إفعال ط-ع-م صحیح জিন্স

الإسلام ماسدার إفعال اسم فاعل باهه جمع مذكر (حالت نصبي) : مسلمين
ماهه صحیح জিন্স س-ل-م তারা (পু.) ইসলাম গ্রহণকারী।

হাদিস-২৬২:

٢٦٢- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِقِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ
'كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزُلُ فِي وَسْطِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

অনুবাদ। হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়াজেত করেন যে, হজরত রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক পেয়লা ছারীদ (এক প্রকার মিষ্টান্ন খাদ্যদ্রব্য) আনা হল। তখন তিনি বললেন-তোমরা ইহার পার্শ্ব হতে খাও, মধ্যখান হতে খেয়ো না। কেননা বরকত উহার মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হয়। (ইমাম তিরমিযি, ইবনু মাজাহ ও দারেমি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি বলেছেন- এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

'البركة تنزل في وسطها' : অর্থ- বরকত খানার পাতের মধ্যখানে অবতীর্ণ হয়। খানার বরকত একটি শুদ্ধশূর্য বিষয়। বরকত হলে মানুষ অল্প খানার পরিতৃপ্ত হয়, অল্প খানা দ্বারা বহু লোকে ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম হয় এবং খাদ্যের দ্বারা শরীরের উপকার ত্বরান্বিত হয় কোন ক্ষতি হয় না। আর এ বরকত সাধারণত খাবার সময়ে নাজিল হয়। এবং পাতের মধ্যখানে নাজিল হয়। তাই খানা খাওয়ার সময়ে এক পার্শ্ব হতে খেতে কলা হয়েছে। প্রথমেই বরকত নাজিলের স্থান মধ্যস্থল খালি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ضرب- يضرِب باب إثبات فعل ماضي مجهول واحد مذكر غائب : أتى

মাসদার الإتيان মাক্কাহ -ت- ي. ناقص يأتي جينس -أ- ت- ي. তাকে আনা হল।

جوانب : ج- ن- ب مাক্কাহ جانب এক বচন اسم جمع হিলাহ : جوانب

نصر - ينصر باب نهي حاضر معروف বাহাহ جمع مذكر حاضر هिलाह : لا تأكلوا

مهموز فاء جينس -أ- ك- ل مাক্কাহ الأكل

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাহ واحد مؤنث غائب هिलाহ : تنزل

مাসদার النزول مাক্কাহ -ز- ل جينس صحيح -س- (সী.) অবতরণ করল।

তারকিব: إِنَّ الْبِرْكَاتِ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا

في حرف جار, ضمير هي فاعل, تنزل فعل, البركة اسم ان, ان حرف مشبه بالفعل,

مجرور و جار, مجرور مفعول مضاف و مضاف اليه, ها مضاف اليه و وسط مضاف

معلق خيران হয়ে জমাতে فعلية মিলে متعلق و فاعل তার فعل। فعل এর সাথে মিলে

পরিশেষে হল জমাতে اسمية মিলে خيران ও اسم তার ان।

হাদিস-২৬৩:

۲۶۳- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدُ مِنَ الخُنْزِرِ وَالثَّرِيدُ مِنَ الخُنْزِيرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অতি প্রিয় খাদ্য ছিল হুট্টির হারিদ (হুট্টি, পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) এবং হাইস জাতীয় হারিদ (খেজুর, পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য)। (ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

হারিদ প্রকারের খাদ্য কির কেল?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদেরকে হারিদ প্রকৃত প্রাণীর সিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। الثريد (হারিদ) হল হুট্টি অথবা খেজুরের সাথে পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য। আমাদের দেশে চাল দ্বারা বিহিমানী, পোশাও জাতীয় উপাদেয় খাদ্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে ঘি বা তেল একটি অপরিহার্য উপাদান। তেল বা ঘিের সংস্পর্শে খাদ্য যেমন হয় উপাদেয় তেমনি হয় সুবাদু। তাই খেজুর ও হুট্টির সাথে ঘি ও পনীর মিশ্রিত করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় হারিদ তৈরী করলে তা হয় সুবাদু, উপাদেয় ও হুট্টিবোধক। পাশাপাশি তাতে খাদ্য প্রাণ এক ভিটামিন ইত্যাদি পূর্ণ

মাঝায় অকুন থাকায় তা হয় শরীরবাকব। এ জন্যই হারিদ নবিকি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খির খাদ্য ছিল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الحب মাঝাহ নামদার نصر- ينصر. বাব اسم تفضيل বাহাহ واحد مذکر : أحب
। অর্থ- তুলনা মূলক অধিক খির।
-ب- ح- ب- ب. مضاعف ثلاثي جينس

أحب : أحب
-ع- م. مصدر الطعام মাঝাহ اسم مصدر : الطعام
খাদ্য/খানা

হাদিস-২৬৪:

٢٦٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدٌ إِذَا مَكَّمُ
الْمِلْحُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, তোমাদের উরকারির মূল হলো লবণ। (ইমাম ইবন মাযাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

سيد إدامكم الملح : হযরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এরশাদ করেছেন-সব উরকারির
সেবা হল নুন। নুন সব পরিমাণ মত সব উরকারীতেই প্রয়োজন হয়। পরিমিত মাঝায় নুনের ব্যবহার সব
উরকারীর খাদ বাড়িয়ে দেয়। তাই হাদিসটি যথার্থই হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

س- السيد السيادة নামদার نصر- ينصر. বাব اسم فاعل বাহাহ واحد مذکر : سيد
। অর্থ- নেতৃত্ব দান কারী।
-و- د. جينس واوي

إدام : إدام
-أ- د- م. مهموز فاء جينس الأدم নামদার اسم مفرد : إدام

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. খানার শুরুতে কী বলতে হয়?

ক. সুবহানাল্লাহ ।

খ. বিসমিল্লাহ ।

গ. আলহামদুলিল্লাহ ।

ঘ. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।

২. রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রিয় খাদ্য কোনটি?

ক. ছারিদ ।

খ. খুবয্ ।

গ. গোশত ।

ঘ. তালবিনা ।

৩. আজওয়া কোথা হতে এসেছে ?

ক. মিশর থেকে ।

খ. জান্নাত থেকে ।

গ. আরব দেশ থেকে ।

ঘ. লাওহে মাহফুজ থেকে ।

৪. তরকারীর সেরা উপাদান কোনটি ?

ক. নুন ।

খ. কদু ।

গ. শাক ।

ঘ. আলু ।

৫. মধু রসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কেমন পানীয় ছিল ?

ক. ভালো ।

খ. আকর্ষণীয় ।

গ. স্বাভাবিক প্রিয় ।

ঘ. সর্বাধিক প্রিয় ।

৬. খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার ছকুম কী?

ক. ওয়াজিব

খ. সুন্নাত

গ. মুস্তাহাব

ঘ. মুবাহ

৭. আঙ্গুল ও পাত্র চেটে পরিষ্কার করে খাবার হিকমত কী ?

ক. যেন খানার বরকত বাদ না পড়ে ।

খ. যেন হাত ও পাত্র ধোয়া না লাগে ।

গ. যেন শয়তানের অনুকরণ না করা হয় ।

ঘ. যেন শয়তানের জন্য কিছু অবশিষ্ট না থাকে ।

৮. কাঁচা পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা এর দুর্গন্ধে-

- i. মুসল্লিগণ কষ্ট পায়।
- ii. ফেরেশতাগণ কষ্ট পায়।
- iii. আল্লাহ তাআলার সাথে মুনাজাতে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হুমায়ূন রাতের খাবার খেতে বসে কোন দোআ-কালাম না পড়েই খাওয়া শুরু করে দেয়। খাওয়ার মাঝামাঝি তার বিষয়টি মনে পড়ে।

৯. হুমায়ূন কোন ধরনের আমল পরিত্যাগ করেছে?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. ফরজ | খ. ওয়াজিব |
| গ. সুন্নাত | ঘ. মুস্তাহাব |

১০. এখন হুমায়ূনের করণীয় কী?

- | | |
|--|--|
| ক. এবারের মত খাবার শেষ করা | খ. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া |
| গ. তৎক্ষণাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ বলা | ঘ. তৎক্ষণাৎ اَوْلِهٖ وَاٰخِرِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلِهٖ وَاٰخِرِهٖ বলা |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

সাদিয়া তার নানুর সাথে খেতে বসে খাওয়া শেষ করে বলল, بِحَمْدِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ এটা শুনে নানু তাকে খাওয়ার আগে ও পরের দোআ শিখিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ রিজিকদাতা। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

(ক) العجوة কী?

- (খ) فَإِنِ الْبِرْكَةُ تَنْزَلَ فِي وَسْطِهَا কর।
- (গ) সাদিয়া কী ভুল করল? হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর।
- (ঘ) সাদিয়ার নানুর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

باب الصدقة

দান-খয়রাত অধ্যায়

দুনিয়ার সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ তার উপার্জিত ও অন্য উপায়ে মালিকানায় আসা সম্পদের রক্ষক মাত্র। সে উহাকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় ভোগ করবে, ব্যয় করবে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সম্প্রদান করবে।

সাদাকাহ (صدقة) শব্দটি صدق মূল ধাতু হতে গঠিত। যার অর্থ-সত্যতা। যেহেতু দান-খয়রাত আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের ইমানের সত্যতা প্রমাণ করে, তাই দান-খয়রাতকে সাদাকাহ (صدقة) বলা হয়ে থাকে। ইবাদত বা আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের দাসত্ব প্রকাশ তিন ভাগে বিভক্ত। এক. শারীরিক (بدنية) যথা- নামাজ ও রোজা। দুই. সম্পদ ভিত্তিক (مالية) যথা-জাকাত। তিন. যৌগিক (مركب من البدن) যথা- হজ্জ। সাদাকাহ (صدقة) সম্পদ ভিত্তিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে। নেসাব পরিমাণ সম্পদ কারো মালিকানায় এক বৎসর পূর্ণ হলে জাকাত আদায় করা ফরজ। স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও অভাবগ্রস্থ মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করাও ফরজ। সামর্থবান ব্যক্তির উপর নিজের ও পোষ্যদের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। তদ্রূপ কোরবানী করাও ওয়াজিব। অতিথিদের আপ্যায়ন করা অবছাভেদে ওয়াজিব ও সুন্নাত। স্বচ্ছলতা সাপেক্ষে ভিক্ষুক ও অনাথদের প্রতি দান করা মুস্তাহাব ও অনেক সওয়াবের কাজ। মৃত মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াব করা ভালো কাজ। জন কল্যাণে দান করা সাদাকায়ে জারিয়াহ। প্রকৃত হকদারদের বঞ্চিত রেখে অন্যদের দান করা মাকরুহ। সুনাম সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা নিন্দনীয়। অন্যায় ও অশ্রীল কাজে দান করা হারাম।

দান-সাদাকাহর বহু ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে। দানকারীগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। দানে বালা-মুসীবত দূর হয়। দান করলে সম্পদে বরকত হয়। সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দানকারী ও তার বংশধরদের হাতে ধন-সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দানের দ্বারা মানুষের মধ্যে পরস্পরের শত্রুতা হ্রাস পায়, বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়, দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়ক হয়, শ্রেণিবৈষম্য কমে আসে, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়।

অতএব, সাদাকাহ ও দানের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী বান্দাদের পরিচয় বর্ণনায় নামাজের পরেই সাদাকাহর স্থান দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে **الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون** অর্থ- তারা ই মুত্তাকী, যারা গায়েবের প্রতি ইমান রাখে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা তাদের

রিযিক দান করি, তা হতে খরচ করে। কুরআন মাজিদে যেখানেই নামাজের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই

দান-সাদাকাহর বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং সাদাকাহ শরিয়তে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ লাভের জন্য সাদাকাহর বখাখাৎ প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যাৱশ্যক।

হাদিস-২৬৫:

۲۶۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمَرَةً مِنْ كَنْبِ طَيْبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ قُلُوبَهُ حَتَّى تَكُونُوا مِثْلَ الْحَبْلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণ বস্ত্র সাদাকাহ করবে, আর আল্লাহ পবিত্র বস্ত্র ব্যতীত কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা উহা তাঁর কুদরতি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। তারপর উহাকে তার মালিকের জন্য লালন পালন করেন। যেমনি ভাবে কেউ তার ঘোড়ার ছোট বাচ্চাকে লালন পালন করে। এতদূর পর্যন্ত যে, উহা (সাদাকাহ হওয়ার) পাহাড় সমান হয়ে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

بِطَيْبٍ : অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র বস্ত্র ব্যতীত কবুল করেন না। দান-খয়রাত করা যেমন বিশেষ সাওয়াবের কাজ, তেমনি সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করা হবে তা হতে হবে বৈধ উপায়ে অর্জিত। অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ দান করলে যেমন কবুল হয় না, তেমনি অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করাও ইসলাম সমর্থন করে না। তবে যদি কোন অবৈধ সম্পদ কারো হাতে কোনভাবে এসে যায়, যেমন সুদবৃদ্ধ একাউন্টের অর্জিত সুদের টাকা- তা সাওয়াবের নিয়্যাত না করে জনহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য দিয়ে দেয়া যায়।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

العصديق تفعل باب إثبات فعل ماضي معروف باحد مذكر غائب : تصدق
মাক্কাহ জিন্স -ص- د- ق. মাক্কাহ

التقبل تفعل باب إثبات فعل مضارع معروف باحد مذكر غائب : يتقبل
মাক্কাহ জিন্স -ق- ب- ل. মাক্কাহ

يرى تفعليل باب إثبات فعل مضارع معروف باحد مذكر حاضر : يري
মাক্কাহ জিন্স -ر- ب- ي. মাক্কাহ

- التبين : ত্বিন্ন বাব إثبات فعل ماضي معروف باسما واحد متكلم : تبيينت
 মাফাহ জিন্স ব-ই-ন- صحیح অর্থ-আমি স্পষ্ট করলাম।
- الأكل : অফুয়া বাব أمر حاضر معروف باسما جمع مذكر حاضر : أفسوا
 মাফাহ জিন্স ফ-শ-ই- ص- ناقص يأتي جينس : তোমরা (পু.) প্রচলন কর।
- ضرب : ضلوا বাב أمر حاضر معروف باسما جمع مذكر حاضر : ضلوا
 মাফাহ জিন্স ও-স- ل- مثال واوي جينس : তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর।
- النوم : নিয়াম বাب اسم جمع , একবচনে نائم বাব نصر : نام
 মাফাহ জিন্স ও-ম- أوجوف واوي : দুমত ব্যক্তিগণ।
- شاذي : শাতি বাب صحيح جينس س-ل-م : سلام
 মাফাহ জিন্স স-ল-ম- اسم مصدر : سلام

تَارِكِي: صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

হল মিলে متعلق جار و مجرور, الليل مجرور, ب حرف جار, ضمير انتم ذوالحال, صلوا فعل
 حال হয়ে جملة حالیه خيره مبتدأ, نيام خير, الناس مبتدأ, واؤ حالیه। فعل
 হয়েছ। جملة فعلية متعلق و فاعل তার فعل পরিশেষে। ذوالحال ও حال।

হাবি পরিচিতি:

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (رضي الله عنه): আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাওয়ারত ও ইনজিলের প্রখ্যাত আশিম
 ছিলেন। তিনি মূলত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর বংশধর ছিলেন। তিনি বনী আউফ ইবনে খামরাজ
 গোত্রের নেতা ছিলেন। রসূল (ﷺ) জালালের ব্যাপারে তাকে সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি ৪৩ হিজরিতে
 মদিনায় ইনতিকাল করেন।

হাদিস-২৬৭:

٢٦٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ
 صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَتَهْنِئَتُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِزْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ
 صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصِيرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاظَتُكَ الْحُجْرَةَ وَالشُّوكَ وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ
 صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত আবু বর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সম্মুখে তোমার মুচকী হাসি সাদাকার সমতুল্য, তোমার সং কাজের আদেশ সাদাকাহ তুল্য, অন্যায় কাজের প্রতি তোমার নিষেধ করা সাদাকাহ তুল্য, পথ ছুঁলে যাওয়া স্থানে কোন ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা সাদাকাহ তুল্য, কোন ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার সাহায্য করা সাদাকাহ তুল্য, রাহা হতে তোমার পাখর, কাঁটা ও হাড় সরানো সাদাকাহ তুল্য এবং তোমার বাস্তি হতে তোমার ভায়ের বাস্তিতে পানি ঢেলে দেয়াও সাদাকাহ তুল্য। (ইমাম শিরামিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

সাদাকার প্রকারভেদ:

সাধারণত অর্থ-কড়ি, খাদ্য ও সম্পদ দান করে মানুষের প্রয়োজন মিটানোকে 'সদকাহ' হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সদকার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। যারা ধন-সম্পদ সদকাহ করার সংগতি রাখে না বা ধন-সম্পদের যাদের কোন প্রয়োজন নেই, তাদের ক্ষেত্রে সদকাহ করার রয়েছে আরো বহু উপকরণ। মূলত সদকাহ দ্বারা যেমন দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ হয়, তেমনি যে কোন ভাবে মানবতার কল্যাণে অবদান রাখলে তার দ্বারা সদকার সত্ত্বাব হাসিল হতে পারে। অত্র হাদিসের মর্মানুযায়ী তা-ই প্রতীকমান হয়। এমন কর্মের মধ্যে রয়েছে-

১. মুচকী হাসি বদ্বারা অন্যের মুখে হাসি ও আনন্দের আভা সৃষ্টি করা যায়,

২. সং কাজের আদেশের দ্বারা একজন ও অন্যায় কাজের নিষেধের দ্বারা একজন জাহান্নামী লোককে জান্নাতী লোকে রক্ষা করিত করা সম্ভব। এর চেয়ে বড় দান আর কী হতে পারে ?

৩. পথভোলো লোককে পথ দেখিয়ে তাকে অনেক জোগাষ্টি হতে রক্ষা করা যায়,

৪. দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিকে সাহায্য করা, চলাচলের পথ হতে পাখর, কাঁটা ও হাড় ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং সামান্য পানি ভরে দেয়ার দ্বারাও মানবতার কল্যাণ হয়ে থাকে। তাই এ সব কাজের দ্বারা সদকার হত্ত্বাব প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্তিযুক্ত ভাে বটেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ب-س-م জিন্স
 ماضى تفاعل বাব اسم مصدر (ك-مضاف إليه) : تبسّمك
 অর্থ- তোমার মুচকি হাসি।

العرف ماضى বাضى ضرب-يضرب বাব اسم مفعول واحد مذكر معروف : معروف
 جينس ع-ر-ف
 অর্থ- নেক কাজ/ পরিচিত

ن-ك-ر ماضى الإنكار ماضى باضى واحد مذكر منكر : منكر
 جينس
 অর্থ- মন্দকাজ

إرشاد : إرشاد مصدر هادي وإفعال ما داه ر-ش-ن صحیح জিন্স র-শ-ن-د মাফাহ ইফعال বাব اسم مصدر هادي : إرشاد

ناقص جينس م-ط-ي ما داه إفعال বাব اسم مصدر هادي (ك-مضاف إليه) : إمامتك

يأتي অর্থ- দূর করা

إفراغك : إفراغك مصدر هادي وإفعال ما داه ر-غ-ف صحیح জিন্স ফ-র-গ-ফ মাফাহ ইফعال বাব اسم مصدر هادي : إفراغك

হাদিস - ২৬৮:

٢٦٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ
كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عَرِيٍّ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُطْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ
مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাদ ফরমায়েছেন- যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে বস্ত্রহীন অবস্থায় তাকে কাপড় পরিধান করাবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে খানা খাওয়াবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের রস ভক্ষণ করাবেন এবং যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে পিপাসার্ত অবস্থায় তাকে পানি পান করাবে, তাকে আল্লাহ পাক রাহীকুল মখতুম (জান্নাতের এক প্রকার পানীয়) পান করাবেন। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিডি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

দুনিয়ার দান আখেরাতে প্রাপ্তি:

দুনিয়া যেমন কপছাধী, দুনিয়ার সম্পদও তেমনি কপছাধী। তবে এ কপছাধী সম্পদ দ্বারা আখেরাতে চিরস্থায়ী ও তুলনাহীন অক্ষুরত সম্পদের অধিকারী হওয়ার অব্যাহত সুযোগ রয়েছে আমাদের জীবনে। তা হল - বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান আর তৃষ্ণার্তকে পানি পান করার দ্বারা কপছাধী সম্পদকে চিরস্থায়ী সম্পদে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ অর্থেই বোঝিত হয়েছে- الدنيا مزرعة الآخرة- দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন- وما تقدموا من خير نجده عند الله- আর যা তোমরা অর্পণ করবে তা আল্লাহর নিকট পাবে। তাই আখেরাতে প্রাপ্তির আশায় সামর্থ্যানুযায়ী জন্য কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

স-ল-ম-ই-মাসদার الإسلام মাঝাহ বাব إفعال اسم فاعل واحد مذکر هـ : مسلم

জিন্দা-স-ই-মাসদার الإسلام মাঝাহ বাব إفعال اسم فاعل واحد مذکر هـ : مسلم

নصر-ই-মাসদার النصر মাঝাহ বাব ماضي معروف إثبات فعل واحد مذکر غائب هـ : كسا

সে (পূ.) পরিধান করাবে।

ক-ম-ই-মাসদার النصر মাঝাহ বাব ماضي معروف إثبات فعل واحد مذکر غائب هـ : كسا

খ-ই-মাসদার الختم মাঝাহ বাব ماضي معروف إثبات فعل واحد مذکر هـ : المختوم

সীলনাকৃত।

হাদিস-২৬৬:

٢٧٠- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْتُمْ بِاللَّهِ فَأَعْيَدُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ لِيَنْتِظِمَ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে চায় তাকে প্রদান কর, যে ব্যক্তি দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও একে যে ব্যক্তিতোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাকে প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না পাও তবে তার জন্য দোআ কর। এতদূর পর্যন্তবে, তোমরা মনে করবে যে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়েছ। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

من سأل بالله فأعطوه : দুনিয়ার জীবনে আমাদের মালিকানায ঠাকা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহ তাআলার নামে কেউ আল্লাহ তাআলার সম্পদ প্রার্থনা করলে তাকে সামর্থ্যানুযায়ী প্রদান করতে হবে। তাকে কেবল দেয়া মূলত সম্পদের প্রকৃত মালিককেই তার সম্পদ দিতে অধীকার করার নামাঙ্কর হবে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে তার প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। আর আল্লাহ তাআলার নামের সম্মানে এ সামান্য দানও হতে পারে তার পরকালীন নাজাতের গুণিলা তদ্রূপ বিপন্ন মানবতাকে আশ্রয় দান, কারো ডাকে সাড়া দেয়া, কারো সৌজন্য আচরণের প্রতিদানে সৌজন্যতা প্রদর্শন অন্যথায় তার জন্য দোআ করা ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মের এ সব অনুগম চরিত্র মাখুর্ষের কোন দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না।

৫. কোন কাজে সদকার ছওয়াব হাসিল হয় ?

ক. ক্রন্দনে ।

খ. অটুহাসিতে ।

গ. মুচকি হাসিতে ।

ঘ. খিলখিল হাসিতে ।

৬. فلوہ শব্দের অর্থ কি ?

ক. ছাগলের বাচ্চা ।

খ. ঘোড়ার বাচ্চা ।

গ. গরুর বাচ্চা ।

ঘ. উটের বাচ্চা ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

আলতাফ বাসস্টান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল । এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সে তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিল ।

৭. আলতাফ নিচের কোন হাদিসাংশের বিধান লংঘন করল?

ক. من استعاذ بالله فأعبطوه

খ. من سأل بالله فأعطوه

গ. من دعاكم فأجيبوه

ঘ. من صنع إليكم معروفا فكافئوه

৮. আলতাফের উচিত ছিল-

- i. ধার করে হলেও তাকে ভিক্ষা দেয়া
- ii. সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে বিদায় দেয়া
- iii. ভিক্ষা দিবে না বলে জানিয়ে দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

জোবায়েরের চাচা একজন ধনী ব্যবসায়ী । তিনি নিয়মিত দান-সাদাকাহ করেন, জাকাত দেন । শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন । দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন । কিন্তু জোবায়েরের বাবা দরিদ্র হওয়ায় তিনি এসব করতে পারেন না । তাই জোবায়ের বাবাকে বলল, বাবা! আমাদের টাকা-পয়সা থাকলে দান করা যেত । বাবা বললেন, টাকা-পয়সা না থাকলেও কিছু কাজ করে এমন সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় ।

ক) صلوا الأرحام এর অর্থ কী?

(খ) ولا يقبل الله إلا الطيب হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখ ।

(গ) জোবায়েরে চাচার কাজগুলো কেমন? হাদিসের আলোক ব্যাখ্যা কর ।

(ঘ) জোবায়েরের বাবার মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

باب عذاب النار

জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা সম্বন্ধীয় অধ্যায়

দুনিয়াম আদ্রাহ তাআলার অপসিত সৃষ্টিরাজীর মধ্যে মানুষ ও জ্বীন জাতিই একমাত্র মুকাদ্দাফ বা আদ্রাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্যতার আওতাধীন। আদ্রাহ তাআলা তাদেরকে সীমিত আকারে স্বাধীনতা ও ইচ্ছা শক্তিও প্রদান করেছেন। যথারা তারা আদ্রাহ তাআলার আদেশ নিষেধ শংসনও করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টি জগৎ তারা শুধুমাত্র আদ্রাহ তাআলার উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন করে থাকে। কিন্তুমাত্র ব্যতিক্রম করারকোন ক্ষমতা তাদের নেই। তাই কিয়ামতে তাদের কোন বিচারও নেই। পক্ষান্তরে মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কিয়ামত দিবসে পুনরায় জীবিত করে তাদের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে ও বিচার করা হবে। বিচারান্তে মুক্তি পেলে তার চির শাস্তির জাহান্নাত বাসী হয়ে অনন্তকাল বাৎসুখের আগরে প্রফুল্ল সান্নিধ্যে ভোগ কিলাসে মস্ত থাকবে। আর যদি হিসাবে আটকে যায় তবে চির শাস্তির জাহান্নামে পতিত হয়ে দুখময় জীবনে অনন্তকাল যাবৎ কৃতকর্মের বর্ণনাজীত শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। সেখানে না মিলবে শাস্তির থেকে রেহাই আর না হবে মৃত্যু। জাহান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অঙ্গ। কুরআন মাঝিদে জাহান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা সম্বলিত অনেক আয়াত রয়েছে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ সুন্নাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজ রজনীতে ষটক জাহান্নাত-জাহান্নাম ও তার শাস্তি ও শাস্তিদেখিয়েছিলেন। সে দেখার ও শুধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বহু বর্ণনা হাদিসে বিদ্যমান। সেসব বর্ণনার নিরীখে জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে দুনিয়ামতে ইমানের সাথে নেক আমল করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যিক।

হাদিস-২৭০:

۲۷۰- عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَيْسِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا مَن لَّهُ نَعْلَانِ وَبِشْرَاكَيْنِ مِّنْ نَّارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجُلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَأَنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হজরত সো'মান বিন বশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করমানেছেন- নিচরই দোজখের সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি এমন হবে যে, তার পায়ে দুটি জুতা থাকবে যার কিতা দুটি হবে আগুনের। উহার উত্তাপে তার মস্তিষ্ক টগবগ করতে থাকবে যেমনি উনুনের উপর পানির হাড়ি যেমন টগবগ করে। দোজখের মধ্যে আর যাকেই দেখা যাবে তার তুলনায় এ ব্যক্তির কম শাস্তি হচ্ছে বলে ধারণা হবে। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

দোজখের সর্বনিম্ন আযাব : অত্র হাদিসে জানা গেল যে, দোজখের সর্ব নিম্ন আযাব কী হবে ? বর্ণিত আছে যে, দোজখের সর্ব নিম্ন আযাব হবে এই যে, তাকে দুটি ছুতা পরিবে দেয়া হবে, যার ফিটা দুটো হবে আঙনের যার তাপ ও গরমে যত্নিক টগবগ করে কুটতে থাকবে। এর চেয়ে যন্ত্রণাদারক আযাব আর কী হতে পারে ? অথচ এটাই হবে দোজখের সবচেয়ে হালকা আযাব। মূলত দোজখের শাস্তির কোন তুলনা দুনিয়াতে পাওয়া সম্ভব নয়।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

০- و- ن- ماحداھ المھون ماسدار نصر- ینصر باب اسم تفضیل বাھاھ واحد مذکر لھیاھ : اھون

অপেক্ষাকৃত সহজ- اجوف واوي جینس .

سمع- یسمع باب اثبات فعل مضارع معروف বাھاھ واحد مذکر غائب لھیاھ : یفعل

সে টগবগ করছে।- ناقص واوي جینس غ- ل- و. ماحداھ الغلیان ماسدار

مرجل لھیاھ : مرجل واحد بھ مفرد لھیاھ : مرجل

ش- الشدة ماسدار نصر- ینصر باب اسم تفضیل বাھاھ واحد مذکر لھیاھ : اشد

অপেক্ষাকৃত কঠিন।- مضاعف ثلاثي جینس د- د.

রাবি পরিচিতি:

হজরত নু'মান ইবনে বাশির (رضی اللہ عنہ): নু'মান ইবনে বাশির এর উপনাম আবু আবদুল্লাহ আনসারি।

হিজরতের পর আনসার মুসলমানদের মধ্য হতে তিনি প্রথম অনুগ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা.) এর ইনতিকালের সময় তার বয়স ৭/৮ বছর হয়েছিল। মুআবিয়া (রা.) এর শাসনামলে তিনি কুফার গর্ভনয় ছিলেন। পরে হামাস এলাকার গভর্নর হন। খিলাফতের ব্যাপারে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইর পক্ষ অবলম্বন করেন। ৬৪৭ হিজরিতে হামাস বাসী এজন্য তার উপর কিংক হয়ে তাকে হত্যা করে।

হাদিস-২৭১:

۲۷۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ

سَنَةٍ حَتَّى إِخْمَرَتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِبْيَضَتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِسْوَدَّتْ فَبَيَّ

سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আঙুনকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা শাল রূপ ধারণ করল, পুনরায় উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা সাদা রূপ লাভ করল, তারপর উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। (ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

দোজখের আঙুন দেখতে কেমন : হাদিসটিতে সে কথাই বলা হয়েছে। দোজখের আঙুন ক্রমাপত্ত এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা শাল রূপ ধারণ করেছে, পুনরায় এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা হয়েছে সাদা, এর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা হয়েছে কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। দোজখের আঙুন সম্বন্ধে আরো বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ার আঙনের তুলনায় দোজখের আঙুন সত্তর গুণবেশী তেজোদীর্ঘ ও তাপযুক্ত হবে। অত্র হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোজখ বহু পূর্ব হতেই সৃষ্টি হয়ে আছে। এমনটি নয় যে, উহাকে পরকালে নতুন ভাবে সৃষ্টি করা হবে। আল্লাত জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে আছে এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অস্তিত্ত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

الإيقاد ماسدات إفعال باب إثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : أوقد
মাসদাহ - و- ق- د. جিন্স - অর্থ- একে (পু.) প্রজ্জ্বলিত করা হল।

إحمرت ماسدات إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : إحمرت
মাসদাহ - ح- م- ن. جিন্স صحيح - অর্থ- এটি শাল রূপ ধারণ করল।

إسودت ماسدات إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : إسودت
মাসদাহ - و- د. جিন্স أسود - অর্থ- এটি (স্ত্রী) কালো রূপ ধারণ করল।

ظ- ل- م. ماسدات إفعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : مظلمة
জিন্স صحيح - অর্থ- এটি (স্ত্রী) অন্ধকারাচ্ছন্ন

হাদিস-২৭২:

٢٧٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنْ

الرَّقُومِ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ ؟ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- **اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون**- তোমরা আল্লাহকে যথযথ ভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যদি যাক্কুমের একটি ফোঁটা দুনিয়ায় পড়ত তবে দুনিয়া বাসীদের খাদ্য-পানীয় সব নষ্ট হয়ে যেত। তাহলে কেমন হবে যাদের (জাহান্নামীদের) খাদ্যই হবে শুধু যাক্কুম। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় :

উল্লেখ্য যে, পরকালে কোন মৃত্যু নেই। যত কঠিন শাস্তিই দেয়া হোক না কেন তাতে কারো মৃত্যু ঘটবে না। বরং আগুনে পুড়ে অংগার হওয়ার সাথে সাথে নূতন ভাবে চামড়া, গোস্তু ও রক্ত দিয়ে পুনরায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। যাতে নূতন ভাবে পূর্ণ মাত্রায় আযাব ভোগ করতে পারে। এতো গেল আগুনে পুড়িয়ে আযাব দেয়ার কথা, মূলত সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে যে আযাব হবে, তার ধরন হবে এইযে, পানীয় বলতে তাদেরকে দুর্গন্ধযুক্ত গিস্লিন নামীয় পূঁজ পান করানো হবে। যা পেটে পৌঁছার পূর্বেই বমি হয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হবে। অথচ পিপাসার অতিশয়ে তারা উহাই পান করে তৃষ্ণা মেটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করবে। আর খাদ্য হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে অতিশয় তিক্ত যাক্কুম নামক খাদ্য। যার তিক্ততা সম্মন্ধে বলা হয়েছে যে, যাক্কুমের একটি মাত্র ফোঁটাও যদি দুনিয়ায় পড়তো তাহলে দুনিয়ার মানুষ, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের খাদ্য-পানীয় সব তেতো হয়ে যেত। এখন অনুমেয় যে, যাদেরকে যাক্কুম পেট পুরে খাওয়ানো হবে তাদের অবস্থা কেমন হবে? তারপরেও জঠর জ্বালা মেটানোর জন্য উক্ত যাক্কুম খেতে বাধ্য হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الإتقاء মাসদার **إفتعال** বাব **حاضر معروف أمر** বাহাছ **جمع مذكر حاضر** ছিগাহ **إتقوا**

মাদ্দাহ **معتل لفيف مفروق** জিন্স **و-ق-ي** . অর্থ- তোমরা(পু.) ভয় কর

ينصر-نصر মাসদার **نهي حاضر معروف بنون ثقيلة** বাহাছ **جمع مذكر حاضر** ছিগাহ **لا تموتن**

অর্থ- তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে না। **أجوف واوي** জিন্স **م-و-ت** . মাদ্দাহ **الموت**

শ-ق ي- মাফাহ الشقي মাসদার ضرب-يضرب বাব أشقياء বাহাছ اسم مفرد : شقي
জিন্দাস দূর্ভাগ্যা- অর্থ- ناقص يأتي

মাসদার ضرب - يضرب বাব معاصي বহুবচন اسم واحد مع ميم مصدرى : معصية
পাপ- অর্থ- ناقص يأتي جينس ع-ص-ي. মাফাহ العصيان

তারকিব: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ

أحد مؤسسنا মুহাম্মদ শরি, মুসতাসনা মুহাম্মদা উহা মুহাম্মদা মিনহ أحد
এর সাথে বিলিত হয়ে ফায়েল, কেল,ফায়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে جملة فعلية হয়েছে।

হাদিস-২৭৪:

٢٧٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ
قَالَ لِجِبْرِئِيلَ إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ
رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالنَّكَارِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِئِيلُ إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا
فَذَهَبَ فَانظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ " . قَالَ " فَلَمَّا خَلَقَ
اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِئِيلُ إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا
أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِئِيلُ إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيُّ
رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَبْنَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন,আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন জিবরাইল আলাইহিস
সালামকে বললেন- যাও দেখে এস, অতপর তিনি গিয়ে উহার দিকে এবং উহার মধ্যে যা আল্লাহ তাআলা
জান্নাত বাসীদের জন্য নেয়ামভরাজী প্রস্তুত করে রেখেছেন তা দেখলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, যে প্রভু
আপনার ইচ্ছতে শপথ! জান্নাতের কথা কেউ শুনে উহাতে প্রবেশ না করে থাকবে না। তারপর তিনি উহাকে
কষ্ট-ক্রেশের দ্বারা ভয়পূর করে দিলেন। তারপর বললেন, যে জিবরাইল! যাও উহা দেখে এস। অতপর তিনি
গেলেন এবং দেখে এসে বললেন- যে প্রভু আপনার ইচ্ছতে শপথ! নিশ্চয়ই আমি ভয় করছি যে, উহাতে
কেউ প্রবেশ করবে না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-অতপর যখন আল্লাহ পাক সোজ্ব
সৃজন করলেন, তখন বললেন যে জিবরাইল তুমি যাও, উহা দেখে এস, অতপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে
বললেন- যে প্রভু আপনার ইচ্ছতে শপথ! জাহান্নামের কথা যে শুনে সে উহাতে প্রবেশ করবে না।

তারপর তিনি উহাকে কুপ্রবৃত্তির দ্বারা ভরপুর করে দিলেন, এবং বললেন হে জিবরাইল! তুমি যাও, এবং উহা দেখে এস, অতপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন, হে প্রভু! আপনার ইজ্জতের শপথ! নিশ্চয়ই আমি ভয় করছি যে, কেউ উহাতে প্রবেশ না করে থাকবে না। (ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃতি : জান্নাত শান্তির নিবাস। তাই জান্নাতে যেতে কে না চায়? আর জাহান্নাম শান্তির স্থান সেখানেতো কেউ যাবেই না। তথাপি অগণিত বনি আদম জাহান্নামী হবে, আর অনেকেই জান্নাতে যেতে পারবে না। তার কারণ হল - জান্নাত-জাহান্নামতো আখেরাতেংর বিষয়। তাই আখেরাতেংর শান্তি ও শান্তির কথা জানা গেলেও দুনিয়ায় থেকে কেউতো তা দেখেনি। তাছাড়া দুনিয়া হতেই যখন পরকালের অবস্থান স্থল ঠিক করে নিয়ে যেতে হবে, তখন দুনিয়াতে ঠিক আখেরাতেংর উল্টো প্রকৃতি বিরাজমান। দুনিয়ার জীবনে জান্নাতে যাবার আমল বেশ কষ্ট সাধ্য। এবং জাহান্নামের কাজ বেশলোভনীয় ও আকর্ষণীয়। তাই লোভে পড়ে আকর্ষণীয় কাজে যুক্ত হয়ে মানুষ অবলীলা ক্রমে জাহান্নামী হয়ে যায়। অপর দিকে কষ্টকর বেহেশতে যাবার আমল করতে অনেকেই শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। আর এ গাফলতির কারণেই তারা পরকালে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الإعداد ماسدادر إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مذکر غائب : أعدد
মাদ্দাহ - د. د. - ع. জিন্স - مضاعف ثلاثي (পু.) সে-অর্থ - প্রস্তুত করল।

مكراهه ماسدادر سمع باب مكره একবচন اسم جمع هياح : مكراهه
জিন্স - ك. - ر. - ه. মাদ্দাহ الكراهة ماسদادر سمع باب مكره একবচন اسم جمع هياح :
অর্থ - অপছন্দনীয় কাজ সমূহ।

الخشية ماسدادر سمع يسمع باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد متكلم : خشية
মাদ্দাহ - ي. - ش. - خ. জিন্স - ناقص يائي (পু.) অর্থ - আমি ভয় করলাম

إثبات فعل ماضي معروف باهاح غائب واحد مذکر (ضمير منصوب متصل) : حفها
বাব نصر ماسدادر الحفوف يائي (পু.) সে ভরপুর করল।

شهوة ماسدادر شهوة একবচন اسم جمع هياح : شهوات
কুপ্রবৃত্তিসমূহ।

سمع - يسمع باب نفي فعل مضارع معروف باهاح واحد مذکر غائب : لا يبقى
মাদ্দাহ - ي. - ق. - ب. জিন্স - ناقص يائي (পু.) সে অবশিষ্ট থাকবে না।

دخـل : ھـيـجـاھ وـاھـد مـذکـر غـائـب مـعـرـو فـ مـا سـدـا ر ینـصـر مـا سـدـا ر
 الدخول مـا دـا هـ لـ خـ دـ جـنـس صـحـیـح اـرـثـ سـه پـر بـهـش کـر لـ

أنظر : ھـيـجـاھ وـاھـد مـذکـر حـا ضـر مـعـرـو فـ مـا سـدـا ر ینـصـر مـا سـدـا ر
 مـا دـا هـ رـ ظـ نـ جـنـس صـحـیـح اـرـثـ تـو مـی نـجـر کـر

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জাহান্নামের সর্ব নিম্ন আযাব কী ?

ক. আগুনের জুতা ।

খ. আগুনের জামা ।

গ. আগুনের ঘর ।

ঘ. আগুনের টুপি ।

২. বর্তমানে দোজখের আগুন কী রঙ ধারণ করেছে ?

ক. সাদা ।

খ. কাল ।

গ. লাল ।

ঘ. হলুদ ।

৩. দোজখের মধ্যে উহার দিকে আকর্ষণকারী লোভনীয় কী আছে ?

ক. আগুনের নদী ।

খ. কষ্ট ও ক্লেশ ।

গ. কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ।

ঘ. আগুনের উদ্যান সমূহ ।

৪. কে দোজখে যাবে ?

ক. লজ্জাশীল ব্যক্তি ।

খ. বিনয়ী ব্যক্তি ।

গ. দূভাগ্যবান ব্যক্তি ।

ঘ. কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি ।

৫. নিম্নের কোনটি দোজখের নাম ?

ক. জাহিম ।

খ. নায়িম ।

গ. খুলদ ।

ঘ. কারার ।

৬. দুনিয়ার আগুন হতে দোজখের আগুন কতগুন বেশী তেজদীপ্ত ও তাপযুক্ত?

ক. ৭০গুন।

খ. ১০০গুন।

গ. ৭০০গুন।

ঘ. ১০০০গুন।।

৭. জান্নাত কবে সৃষ্টি হওয় সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামত কী?

ক. অন্যান্য সৃষ্টি বস্তু সৃষ্টির সময়ে জান্নাত সৃষ্টি।

খ. কিয়ামতে হিসাবের আগে জান্নাত সৃষ্টি করা হবে।

গ. কিয়ামতে হিসাবের পরে জান্নাত সৃষ্টি করা হবে।

ঘ. এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবেনা।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাইম ও নোমান দুই বন্ধু বিকেল বেলা হাটতে বাড়ির পাশে ইটের ভাটা দেখতে গেল। উত্তপ্ত আগুনে তখন ইট পোড়ানো হচ্ছিল। ভাটার ভেতর উকি মেরে নাইম আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঁকে উঠলো। নোমান বলল, সার কারখানার আগুন এর চেয়েও ভয়াবহ। নাইম বলল, বড় ভয় লাগে, জাহান্নামের আগুন তাহলে কত ভয়ানক হবে?

(ক) জাহান্নামিদের খাবার কী হবে?

(খ) من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) হাদিসের আলোকে নাইম ও নোমানের দেখা ইট-ভাটার সাথে দোজখের কতটুকু তুলনা চলে।

(গ) জাহান্নামের ভয়ে নাইম যে মত ব্যক্ত করেছে হাদিসের আলোকে তার ব্যাখ্যা দাও।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

باب نعم الجنة

জান্নাতের নেয়ামত সম্বন্ধীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার এবং দুনিয়ার জীবনে কৃত কর্মের হিসাব-নিকাশ অস্ত্রে চির শান্তির জান্নাত লাভ , অর্থবা চির শান্তির জাহান্নাম লাভের প্রতি দৃঢ় আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ। দুনিয়া মানুষের কর্মক্ষেত্র। আর আশেরাত কর্মকাল ভোগের স্থান। যারা দুনিয়ার জান্নাহ তাআলার একত্ববাদ ও নবি-রসুলদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে নেক আমল করেছে তারা শেখ বিচারের দিনে চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে ধন্য হবে। সেখানে তার অনন্তকাল অবস্থান করবে। সেখানে নেই কোন যত্ন, ক্লেশ, শ্রম, বার্ষিক্য ও অভাব-অতিযোগ। মহানবি হজরত মুহম্মদ মুক্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বীরাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করে চাকুল ভাবে সব কিছু দেখে এসেছিলেন। তাহাজ্জা খহি তথা- আন্বাহ তাআলার পক্ষ হতে খেরিত পরশামের মাধ্যমেও জান্নাত ও জাহান্নামের বহু নাজ- নিয়ামত এবং শান্তি - আশাবের কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস-২৭৫:

۲۷۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আন্বাহ তাআলা বলেন- আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অঙ্করে তার ধারণার উদ্বেক হয়নি। এবং তোমরা ইচ্ছা করলে (অর্থ হাদিসের সমার্থক) এ জান্নাতটি তেলাওয়ার করতে পার। **فلا تعلم نفس ما**

أخفي لهم من قرة أعين অর্থ- কোন আত্মা জানে না যে, তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতল করী কী নেয়ামত রাজী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين : অর্থ- কোন আত্মা জানে না যে, তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতলকরী কী নেয়ামত রাজী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। বেহেশতের নেয়ামতের বিস্তারিত জানতে পাকের মর্মই যথেষ্ট যে, আন্বাহ তাআলা তাদের চক্ষু শীতল করবেন। তারা নেয়ামত রাজী পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। আন্বাহ পাকও

তাদের প্রতি সম্বন্ধ হবেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন- আল্লাহ তাদের প্রতি সম্বন্ধ হবেন এবং তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্বন্ধ হবে। সুতরাং তাদেরকে সম্বন্ধ করতে যা নায-নিয়ামত লাগবে তার সবটুকু দিয়েই তাদেরকে সম্বন্ধ করবেন। এতে আল্লাহ তাআলার প্রতি বান্দার কোন অভিযোগ থাকবে না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الإعداد ماسدار إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد متكلم : أحياه : أعددت
মাদ্দাহ - আমি প্রস্তুত করলাম - অর্থ- مضاعف ثلاثي جينس ع - د - د. -

الصلاحه ماسدار كرم - يكرم باب اسم فاعل باهاح جمع مذكر : أحياه : صالحين
মাদ্দাহ - সৎকর্মশীলগণ - অর্থ- صحيح جينس ص - ل - ح.

القراءة ماسدار فتح - يفتح باب أمر حاضر معروف باهاح جمع مذكر حاضر : إقرأوا
মাদ্দাহ - তোমরা পড়। - অর্থ- مهموز لام جينس ق - ر - ء.

فتح ماسدار فتح - يفتح باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح جمع مذكر حاضر : شتمت
মাদ্দাহ - তোমরা ইচ্ছা করলে। - অর্থ- مركب جينس ش - و - ء. - المشيئة

إفعال ماسدار إثبات فعل ماضي مجهول باهاح واحد مذكر غائب : أخفي
মাদ্দাহ - সে কে গোপন করা হয়েছে। - অর্থ- ناقص يائي جينس خ - ف - ي - الإخفاء

أجوف يائي جينس ع - ي - ن. مাদ্দাহ عين একবচন اسم جمع : أحياه : أعين

তারকিব: أَعَدَّدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ

أعدت ♦ফল, মুযাফ, মুজাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ
ইলাইহি মিলে মাওসুফ, الصَّالِحِينَ সিফাত, সিফাত মাওসুফ মিলে মাজরুর, যার মাজরুর মিলে মুতায়াল্লাক।

পরিশেষে جملة فعلية মিলে متعلق ও فاعل তার فعل

হাদিস-২৭৬:

٢٧٦- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءَتِ
مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتِ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَتَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে রোগ্নারেত, তিনি বলেন-হজরত নবি করিম (সালাতুয়াহ্ আলইহি ওয়া সালাম) এরশাদ করেছেন, আদ্রাহ তাআলার রাজ্যর একটি সকাল, অথবা একটি বিকাল যত রুনা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে বা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। এবং জান্নাতের কোন মহিলা যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় তবে আসমান জমিনের মধ্যবর্তী সব জাঙ্গা আলো ও সুগন্ধিতে ডরপুর হয়ে বাবে। এবং তাঁর (জান্নাতী মহিলার) মাথার উড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে বা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। (ইযাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ :

জান্নাতীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা : জান্নাতীগণ পুরুষ কিংবা মহিলা আদ্রাহ তাআলা তাদেরকে রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য দিয়ে এমন ভাবে সুসজ্জিত করবেন যে, সকল সৌন্দর্য তাদের উজ্জ্বলতার কাছে ছায়া মানে হবে। দুনিয়া ও তার সৌন্দর্য হীরা জহরত বা কিছু বেহেশতবাসীদেরসৌন্দর্যের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হবে। হাদিসে তাই বখারিই বলা হয়েছে-জান্নাতীদের চেহারার সৌন্দর্যে সূর্যের আলোও প্রান হয়ে বাবে। আর তাদের মাথার একটি ওড়নার মূল্যও পূর্ণ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও হবে না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিপ্লেষণ):

إطلعت : হিলাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ فعل ماضي معروف বাব إثبات باب إفتعال মাসদার
 جينس ط-ل-ع-ع মাফাহ الإطلاع

أضأت : হিলাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ فعل ماضي معروف বাব إثبات باب إفعال মাসদার
 جينس ض-و-ء. মাফাহ الإضأة

الخير : হিলাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব يسمع - يسمع মাসদার
 جينس خ-ي-ر. অপেকাকৃত উত্তম / সর্বোত্তম

و الدنيا : হিলাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم تفضيل বাব ينصر - ينصر মাসদার
 جينس د-ن. অপেকাকৃত নিকটবর্তী (স্ত্রী)

হাদিস-২৭৭:

٢٧٧- عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ مِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত উবাদা বিন হামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে একশতটি উর আছে। এর একটি উর হতে অন্য উরের মধ্যে আসমান-জমিন সমান ব্যবধান বিদ্যমান। আর জান্নাতুল ফিরদাউস হচ্ছে সর্বোচ্চ উর। উহা হতে জান্নাতের চারটি নহর (নদী) প্রবাহিত হয়। আর এর উপরে আরশের অবস্থান। সুতরাং তোমরা আশ্রাহ তাআলার কাছে সোয়ার সময়ে জান্নাতুল ফিরদাউস ধর্ষনা করবে। (ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

জান্নাতের সংখ্যা আটটি। জান্নাতুল মাওরা, জান্নাতুল আদন, দারুসসালাম, দারুল কারার, জান্নাতুল নাইম, জান্নাতুল ফুাদ, জান্নাতুল ও জান্নাতুল ফিরদাউস। এ ছাড়াও জান্নাতের রয়েছে একশতটি উর। যার একটি উর হতে আরেকটি উরের মধ্যে রয়েছে আসমান জমিন সমান দূরত্বের কারাক। জান্নাতীলপ তাদের আমলের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে এসব উরে স্থান লাভ করবে।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিশ্লেষণ):

درجۃ : হিলাহ اسم واحد বহুবচন درجات মাদাহ -ر- ج- واحد বহুবচন درجات

أعلى : هيلاه مذكر واحد مذكر বাহাহ اسم تفضيل ينصر - ينصر ماسداه العلو مাদাহ
ع+ل+و : ناقص يائي جينس - অপেক্ষাকৃত উচ্চ/ সর্বোচ্চ।

نصر - ينصر باه باهات فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب : هيلاه
ماسداه الفجر مাদাহ - ج- ر- جينس - سے (স্ত্রী) প্রবাহিত হচ্ছে।

أنهار : هيلاه جمع اسم একবচন فرائض مাদাহ - ر- ن- جينس - نদীসমূহ

হাদিস-২৭৮:

٢٧٨- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْتُمْ سَتْرُونَ رَبِّكُمْ عَيَانًا " وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَظَّرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " أَنْتُمْ سَتْرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " ثُمَّ قَرَأَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জারির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অচিরেই চাক্ষুসভাবে তোমাদের ঐত্বকে দেখতে পাবে। অপর এক রেওয়াজে আছে, আমরা হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পূর্ণিমার রাত্রিতে বসা হিলাম অতপর তিনি চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন-তোমরা অচিরেই তোমাদের ঐত্বকে দেখতে পাবেযেমনি তাবে এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ, তাকে দেখতে তোমরা কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে না। অতপর যদি তোমরা সক্ষমতা রাখ যে সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে (কজর ও আসর) নামাজ হতে পরাঙ্ক হবে না (অর্থাৎ, দুম ও ব্যক্ততার মধ্যে লিঙ্ক হবে না)তবে তা তোমরা করবে। অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، অর্থ- এক আপনি আপনার ঐত্বের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করুন সূর্য উদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إنيكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر : তোমরা অচিরেই তোমাদের ঐত্বকে দেখতে পাবেযেমনি তাবে এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ, জালাতে বেহেশতিগণ মানান নাজ - দেবামতের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হবে। এ দীদারের কথাই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে দেখার দ্বারা মানুষের মত আল্লাহ তাআলার শরীর বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যিক করে না। প্রকৃতির সাথে সৃষ্টির কোন সাদৃশ্য হতে পারে না। বরং শরীর ছাড়াও কুমরতে এলাহির কদৌলতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

فتح إثبات فعل مضارع معروف বাহা বা جمع مذكر حاضر (س- للتقريب) : سترون
অর্থ- তোমরা অচিরেই দেখবে।
- أ. ي- ماد্দাহ الرؤية আসদার - يفتح

استطعتم إثبات فعل ماضي معروف বাহা বা جمع مذكر حاضر (س- للتقريب) : استطعتم
অর্থ- তোমরা সক্ষম হলে।
- ط- و- ع. الإستطاعة

فتح أمر حاضر معروف বাহা বা جمع مذكر حاضر (فاء للتعقيب عاطفة) : فافعلوا
অর্থ- তোমরা (পূ.)কর।
- ف- ع- ل. الفعل আসদার - يفتح

التسبيح ماسدার تفعليل বাহা বা جمع مذكر حاضر معروف (س- للتقريب) : تسبيح
অর্থ- তুমি (পূ.) তাসবীহ পাঠ কর।
- س- ب- ح. ماد্দাহ

সাহাবি পরিচিতি:

হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه)

বিশিষ্ট সাহাবি জারির (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে ইরামেনের বাজাশী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আমর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর ইচ্ছিকালের কয়েক মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি নব্বিজির দরবারে উপস্থিত হলে নব্বিজি নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে সাদর সম্বাধন জানান। তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন, সৎ ও ন্যায় পরায়ন সাহাবি। তিনি খলিফা ওমর (رضي الله عنه) এর খিলাফতকালে সংঘটিত বিভিন্ন জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান সামান্য নয়। তিনি ১০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৫৪ সনে তিনি ইরাকের কারকিসিয়া নামক স্থানে ইচ্ছিকাল করেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জালালী রমণীদের উড়নার মূল্য কত ?

ক. এক কোটি টাকা ।

খ. এক কোটি ডলার ।

গ. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে বা আছে তার সমান ।

ঘ. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে বা আছে তার চেয়ে বেশী ।

২. জালালের কতটি স্তর আছে ?

ক. ৮টি ।

খ. ৪০টি ।

গ. ৭০টি ।

ঘ. ১০০টি ।

৩. জালালের প্রতিটি স্তরের মধ্যে ব্যবধান কত ?

ক. ১০০কিমি ।

খ. ৫০০কিমি ।

গ. ১০০০কিমি ।

ঘ. জমিন হতে আলম্যান পর্যন্ত সমান দূরত্ব ।

৪. اخفي ক্রিয়াটির বাহ্যিক কী ?

ক. إثبات فعل ماضي معروف

খ. إثبات فعل ماضي مجهول

গ. إثبات فعل مضارع معروف

ঘ. إثبات فعل مضارع مجهول

৫. أَنْتُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ কী ?

ক. আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখা।

খ. আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অনুভব করা।

গ. আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হওয়া।

ঘ. আল্লাহ তাআলাকে দেখার মত ইয়াকিন করা।

৬. জালালের সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোনটি?

ক. জালাতি পোশাক

খ. চির যৌবন

গ. ছয় সপ্তমান

ঘ. আল্লাহ তাআলার দিদার

৭. জালাতে কী থাকবে না ?

ক. গান-বাদ্য

খ. মদ্যপান

গ. দুহুখ-কষ্ট

ঘ. প্রতিযোগিতা

ক. সৃজনশীল প্রশ্ন :

রফিকের দাদা প্রতিদিন তাকে গল্প শোনাতেন। একদিন গল্প বলতে বলতে বললেন, রাজাদের রাজহাসাদগুলো ছিল সুরম্য অট্টালিকা। তেতরের কুঠুরীগুলোতে দামী আসবাব আর তৈজসপত্রের সমাহার। রাজার খেদমতের জন্য চাকর-চাকরাণীরা থাকতো সদা ব্যস্ত। খানা-পিনা ও আমোদ ফুঁটির কমতি ছিল না। চাইবা মাত্র সবই মিলত সেখানে। রফিক বলল, দাদা! এর সাথে কী বেহেশতের তুলনা করা চলে? দাদা বললেন, না চলে না।

(ক) সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) কয়টি হাদিস বর্ণনা করেছেন?

(খ) أَنْتُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمْرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ এর ব্যাখ্যা কর।

(গ) রফিকের দাদা কীভাবে গল্প বললে তা হাদিস অনুবাহী হতো? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) দাদার কথা- রাজাদের অট্টালিকার সাথে বেহেশতের তুলনা চলেনা- এর ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

باب كسب الحلال

হালাল রুজি উপার্জন অধ্যায়

হালাল বা বৈধ উপায়ে রুজি উপার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর অপরিহার্য। কারো রুজি উপার্জন করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তাকে অবশ্যই হালাল রুজি সঞ্চয়, পরিধান ও ভোগ করতে হবে। কেননা আব্দুল্লাহ তাআলা নিজে যেমন পবিত্র তেমনি তিনি পবিত্র ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। হালাল বা বৈধ হওয়া দুই দিক দিয়ে হতে পারে। এক, শরিয়তে যাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, অথবা হারাম করা হয় নাই। দুই, হালাল বা বৈধ উপায়ে অর্জিত। সম্পদ অর্জনের বৈধ পদ্ধতি সমূহের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, নিজ জমিতে উৎপাদিত ফসল, বৈধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা ও প্রমের বিনিময়ে অর্থ-অন্যতম। নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের জন্য বৈধ উপার্জনের পছা অবলম্বন করা নামাজ, রোজার মতই ফরজ ও ইবাদত তুল্য। হারাম সঞ্চয় করে বা অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের দ্বারা ক্রয়কৃত পোশাক পরে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত যে কোন প্রকারের ইবাদতই করা হোক না কেন তা আব্দুল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হবে না। তাই ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি।

হাদিস-২৭৯:

۲۷۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ قَرِيضَةٌ بَعْدَ الْقَرِيضَةِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফরজ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ। (শুয়াবুল ইমান, বায়হাকি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

* طلب كسب الحلال فريضة بعد القرية : অর্থ- ফরজ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ। এ কথাটির মর্মার্থ এই যে, মানুষ আব্দুল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগি করবে। ইবাদত বন্দেগীর জন্য প্রয়োজন শরীর ও সম্পদের। তাই ইবাদতের উপকরণ হিসেবে প্রয়োজনমত সম্পদ থাকা দরকার। তাছাড়া দুনিয়ার কেউ একাধী নয়। প্রতিভ্যেকেরই রয়েছে মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এক আরো অনেক হকদার ও দাবিদার। এদের ভরণ-পোষণ ও দাবি মিটানো অনেক ক্ষেত্রে ফরজও হয়ে থাকে। আর সম্পদ না থাকলে এ দায়-দারিত্বগুলি পালন করা যায় না। তাই আব্দুল্লাহ তাআলার ফরজকৃত ইবাদত আদায়ের পর নফল ইবাদত বন্দেগি করার পূর্বে আরেক ফরজ হল প্রয়োজন মত নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের জন্য হালাল ও বৈধ পছা উপার্জন করা। এরপর অবসর সময়ে নফল ইবাদত-বন্দেগি করা কর্তব্য।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

طلب : হিলাহ مصدر বাব ينصر ماسদার الطلب মাফাহ - ل- ب. صحيح জিন্স অর্থ-
অবেষণ কর।

ف- ر- ض- : হিলাহ اسم مفرد कहबचन فرائض বাব ينصر - ينصر ماسদার الفرض মাফাহ - ض- ر- ف-
জিন্স صحيح অর্থ- ফরজ।

হাদিস-২৮০:

٢٨٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَزَلَ الْقُرْآنُ
عَلَى تَمَسِّهِ أَوْجِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَتَحَكُّمٌ وَمُتَشَابِهٌ وَأَمْتَالٌ . فَأَحْلَلُوا الْحَلَالَ وَحَرَّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوا
بِالْمُحْكَمِ وَأَمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ " . رَوَاهُ كَثْرُ الْعَمَلِ .

অনুবাদ: হজরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
এরশাদ কনমায়েছেন, কুরআন পাঁচটি দিক দিগে অবতীর্ণ হয়েছে। এক. হালাল (বৈধ) , দুই. হারাম
(নিষিদ্ধ), তিন. মুহকাম (সুস্পষ্ট) , চার. মুতাশাবিহ (দুর্বোধ্য), পাচ. আমছাল (উপমাবলি) সূতরাং তোমরা
হালালকে বৈধ জ্ঞান কর, হারামকে নিষিদ্ধ জানো, মুহকামের উপর আমল কর, মুতাশাবিহের উপর ইমান
আনারন কর আর আমছাল দ্বারা উপদেশ গ্রহণ কর। (কানযুল উম্মাল)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এই হাদিসের মর্মে জানা যায়, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। হালাল, হারাম,
মুহকাম, মুতাশাবিহ ও আমছাল। এগুলির মধ্যে হালালকে হালাল জ্ঞান করে গ্রহণ করা এক হারামকে অবৈধ
জ্ঞান করে পরিহার করা কর্তব্য। একজন মুসলমান ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুধু তার ইমান,
নাসাহ, রোজা ইত্যাদির হিসাব সিতে হবে না। বরং সে দুনিয়ার বা জেগা করেছে, পোষ্যদের জেগা
করায়েছে, ওয়ারিসদের জন্য রেখে গেছে, হকদারের হক কি আদায় করেছে কি করে নাই ইত্যাদি সে কিভাবে
উপার্জন করেছিল? কিভাবে ব্যয় করেছিল? আল্লাহ তাআলার হক ও মানুষের হক যথাযথ ভাবে আদায়
করেছিল কি না? এসব বিষয়েও জবাব দিহি করতে হবে। তাই সকলের উচিত হালাল-হারাম বিবেচনায় রেখে
উপার্জন ও ব্যয় করা।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ح- ك : হিলাহ اسم مفعول বাবাھ واحد مذكر محكم : হিলাহ
صحيح জিন্স - م- .

التحريم ماسدادر تفعيل باب امر حاضر معروف باهاح جمع مذکر حاضر : حياح : حرماح
 ماسداح اربح- صحيح جينس ح-ر-م . م ماسداح
 তোমরা হারাম কর।

الإحلال ماسدادر إفعال باب امر حاضر معروف باهاح جمع مذکر حاضر : حياح : أحلوا
 ماسداح اربح- مضاعف جينس ح-ل-ل . ل ماسداح
 তোমরা হালাল কর।

ش-ب-ه : تشابه ماسدادر تفاعل باب اسم فاعل واحد مذکر : حياح : متشابه
 جينس اربح- جملہ বা সন্দেহপূর্ণ।

الإيمان ماسدادر إفعال باب امر حاضر معروف باهاح جمع مذکر حاضر : حياح : آمنوا
 ماسداح اربح- مهموز فاء جينس أ-م-ن
 তোমরা ইমান আনয়ন কর।

উপমা সমূহ : اربح- صحيح جينس م-ث-ل ماسداح مثال একবচন اسم جمع : حياح : أمثال

হাদিস-২৮১:

٢٨١- عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحُلَالُ بَيْنَ وَالْحُرَامِ بَيْنَ
 وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ
 فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْقَعَ فِيهِ آلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى آلا
 وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ آلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
 الْجَسَدُ كُلُّهُ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ: হজরত তুমান বিন বশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
 সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, হালাল সুম্পট এবং হারাম সুম্পট, আর উহাদের মাঝে আছে সন্দেহপূর্ণ বিষয় বা
 অনেক মানুষই জানে না যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় হতে পরায়েব করল সে তার দীন ও ইচ্ছতের হেফাজত
 করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হল সে মূলত হারামের মধ্যেই পতিত হল যেমন কোন রাখাল
 সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্বে পশু চারণ করলে তার পশু সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার আশংকা
 থাকে। সাবধান! প্রত্যেক বাসনাহের একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত
 এলাকা হল তার হারামকৃত বিষয়/বস্তু সমূহ। সাবধান নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশূত আছে, যখন
 উহা পরিষ্কৃত হয় তখন সমস্ত শরীর পরিষ্কৃত হয়। আর যখন উহা বিনষ্ট হয় তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়।
 সাবধান! উহা হল কলব (অন্তকরণ)। (বুখারি, মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

উপর্যুক্ত হাদিসটি শরিআতের সাথে সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। অত্র হাদিসে হালাল গ্রহণ, হারাম বর্জন, সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহারসহ দীন ও ইমানের হেফাযতের জন্য একটি সুন্দর উপমা দেয়ার পর সবকিছুর মূলে যে অন্তরের পরিশুদ্ধতা, সে কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। হাদিসটিতে মানুষের উপার্জন হালাল হওয়ার বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং শতভাগ হালাল উপার্জন নিশ্চিত করার স্বার্থে হারামকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহার করে হারাম উপার্জন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। হারাম বিষয় চাকচিক্যময় হওয়া সত্ত্বেও তা সংরক্ষিত এলাকার ঘাসের মত। তার পাশে পশু চরালে যেমন পশুসহ রাখালের নিজের জীবনও বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে, তদ্রূপ হারামের মধ্যে পতিত হলে ধ্বংস অবধারিত।

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

অর্থ- সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে, যখন তা পরিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়। আর যখন তা বিনষ্ট হয় তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়। সাবধান! তা হলো- ‘কলব’। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের মন যদি দীন ও শরিয়ত মোতাবেক চলার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে শরিয়তের উপর সুদৃঢ় থাকা সম্ভব হয়। কেননা, অন্তঃকরণ হচ্ছে শরীরের চালক। তাই সকলের উচিত নিজ অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি অর্জনের বিষয়ে সচেতন হওয়া। কারণ, আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপরেই নির্ভর করে মানব জীবনে সফলতা। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো সে সফলতা অর্জন করলো। আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করলো সে ব্যর্থ হলো।” (সূরা শামস: ৯-১০)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

مادداه الإشتباه ماسدال افتعال باب اسم فاعل باهاح جمع مؤنث خيگاه : مشتبهات

অর্থ- সন্দেহপূর্ণ। صحيح جنس ش-ب-ه .

استبرأ ماسدال استفعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مذکر غائب خيگاه : استبرأ

সে দায়িত্বমুক্ত হলো। مهموز لام جنس ب-ر-ء مادداه الإستبراء

يكرم ماسدال كرم باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مؤنث غائب خيگاه : صلحت

সে পরিশুদ্ধ হলো। صحيح جنس ص-ل-ح مادداه الصلحة

عرض صحيح جنس ع-ر-ض مادداه أعراض بحدن اسم مفرد خيگاه : عرض

يرعى ماسدال يفتح باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذکر غائب خيگاه : يرعى

সে খেয়াল রাখছে। معتل ناقص يائي جنس ر-ع-ي مادداه الرعاية

محارم صحيح جنس ح-ر-م مادداه محرم بحدن اسم جمع خيگاه : محارم

বিষয়সমূহ।

তারকিব: **وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً**

ثابت হল متعلق جار و مجرور, الجسد مجرور, في حرف جار, ان حرف مشبه بالفعل مضغة اسم إن مؤخر আর خبر إن مقدم मिले متعلق ۽ فاعل তার شبه فعل। তার সাথে فعل হয়েছে। পরিণেবে ان তার اسم ۽ خبر मिले اسمية मिले ॥

হাদিস-২৮২:

২৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওহে মানবকুল! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র; তিনি পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে তাই আদেশ করেছেন, যা তিনি নবি-রাসূলগণকে আদেশ করেছেন, তিনি বলেছেন- ওহে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য হতে খাও এবং ভালো কাজ করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অধিক অবগত। তিনি আরো বলেছেন- ওহে ইমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা পবিত্র স্নিগ্ধক প্রদান করেছি তা হতে তোমরা ভক্ষণ করো। তারপর নবি করিম ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধুলা-মলিন চোখা ও পোশাক নিয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে দু'আ করে। অথচ তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক হারাম এবং তার জীবিকাও হারাম। তাহলে কিভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে? (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ : অর্থ- তাহলে কিভাবে তার দোআ কবুল হতে পারে। হারাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় এবং অন্য হারাম কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এমন হারাম কিছু সহকারী ইবাদত-কন্দেশি করলেও তা আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল ও গ্রহণযোগ্য হবে না। হাদিসে তাই এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে দোআ কবুলের অনেক শর্তই পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তার সাথে হারাম মালের সম্পর্ক থাকার কারণে তার দোআ প্রত্যাখ্যাত হল। তাই ইবাদত ও দোআ কবুল হওয়ার জন্য হালাল উসার্জন পূর্বসর্ত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার سمع- يسمع বাব نفي فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب خيگاه : لا يقبل
 اর্থ- সে গ্রহণ করছে না। صحيح جينس ق-ب-ل. مادداه القبول

মাসদার افعال বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب خيگاه : يطيل
 اর্থ- সে দীর্ঘ করেছে। صحيح جينس ط-و-ل. مادداه الإطالة

মাসদার العلم বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذکر خيگاه : عليم
 اর্থ- মহাজ্ঞানী। صحيح جينس ع-ل-م.

نصر - ينصر বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب خيگاه : يمد
 اর্থ- সে প্রসারিত করেছে। صحيح جينس م-د-د. مادداه المد ماسدادر

বস্ত্র। صحيح جينس ل-ب-س مادداه سمع- يسمع বাব اسم مصدر خيگاه : ملبس

মাসদার استفعال বাব إثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب خيگاه : يستجاب
 اর্থ- তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে। صحيح جينس ج-و-ب. مادداه الاستيحاب

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত এলাকা কি ?

ক. হালাল বিষয়সমূহ।

খ. জায়েজ বিষয়সমূহ।

গ. হারাম বিষয়সমূহ।

ঘ. মাকরুহ বিষয়সমূহ।

২. দোআ করুলের পূর্ব শর্ত কি ?

ক. হালাল রুজী

খ. এস্তেগফার

গ. কিবলা মুখী হওয়া

ঘ. কুরআন তেলাওয়াত করা

৩. কী বিশুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয় ?

ক. চক্ষু ।

খ. মস্তিষ্ক ।

গ. কলব ।

ঘ. মাথা

৪. সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের হুকুম কি ?

ক. হারাম ।

খ. মুবাহ ।

গ. মাকরুহ তানজিহি ।

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি ।

৫. হালাল রিজিক উপার্জনের হুকুম কি ?

ক. ফরজ ।

খ. সুন্নাত ।

গ. জায়েজ ।

ঘ. মুস্তাহাব ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহবুব অফিসার পদে সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু টাকা ছাড়া তিনি কারো ফাইল সই করেন না।

৬. মাহবুবের কাজটি কেমন হচ্ছে?

ক. হারাম

খ. মাকরুহ তাহরিমি

গ. মাকরুহ তানজিহি

ঘ. মুবাহ

৭. মাহবুবের করণীয় ছিল রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে-

- i. কাউকে হয়রানি না করা
- ii. সবাইকে দ্রুত সেবা প্রদান করা
- iii. টাকা অফিসের সবাইকে ভাগ করে দেয়া

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আলতাফ সাহেব একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের কোন হিসেব রাখেন না। প্রতিষ্ঠানের অনেক সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। তার মেয়ের বিয়েতে শিক্ষকদের মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করা হলে এক শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, অধ্যক্ষ স্যারের কি ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত জানা নেই?

(ক) كسب الحلال অর্থ কী?

(খ) فأني يستجاب له হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) আলতাফ সাহেবের কাজটি কিরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

باب الصدق في التجارة

ব্যবসারে সত্যবাদিতার অধ্যায়

হালাল জীবিকা উপার্জনের অন্যতম পন্থা ব্যবসা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করমান- وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْبِعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا- অর্থ- এক আল্লাহ হালাল করেছেন ব্যবসার আর হারাম করেছে সুদ। (সূরা বাকারা-২৭৫) বিশ্বনবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সময়ে নিজেকে ব্যবসার করেছেন। তিনি ব্যবসায়ীদের দালাল নাম পরিবর্তন করে তাজের রেখেছেন। ব্যবসারে সততার গুণত্ব অপরিসীম। মিথ্যা না বলা, খোকা না দেয়া, মাল ভেজাল না দেয়া, ওয়াদা খেলাফ না করা, ওজনে কম না দেয়া ইত্যাদি ব্যবসায়িক সততার অঙ্গকূল। ব্যবসারের রয়েছে বহু প্রকার। যা সততার অভাবে হয়ে যায় হারাম। আর ব্যবসায়িক পদ্ধতি ব্যতীত ঋণ দানের মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ আদায় করলে তা হয় সুদ। যাকে শরিয়ত অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যবসারের হালাল-হারাম পদ্ধতি জানা ও তদানুযায়ী আমল করে নিজের উপার্জনকে হালাল করা প্রতিটি মুসলমানের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য।

হাদিস-২৮৩:

٢٨٣- عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقِيُّ الْأَمِينُ مَعَ التَّيْبِينِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَتَاءَ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

অনুবাদ: হজরত আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী ব্যক্তি নবিশ, সিদ্দিকগণ ও শহিদগণের সঙ্গী হবে। (মানে তিরমিডি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ব্যবসার ফজিলত : মানুষ ব্যাবসা, শিল্প ও কৃষি এই তিন প্রকার কাজের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে কেউবা মালিক আর কেউবা শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সেবা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গও পরোক্ষ ভাবে এ তিন শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম এ তিনটি পেশাকেই সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। লব্ধ ব্যবসায়ীদেরকে নবীদের সঙ্গী ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষিকাজে পণ্ড পাখিতে তরুণ করা শস্যের মধ্যেও সদকার ছুঁয়াব পাবার কথা বলা হয়েছে। শিল্প কর্মে নিজ হাতে উৎপাদিত বস্তুকে পবিত্রতম বস্তু বলা হয়েছে। ব্যবসার মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুল্লাত কাজ। ব্যবসারে রয়েছে পূর্ণ বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগ। সুদ ও প্রতারণা পরিহার করে সততার সাথে

ব্যবসায় পরিচালনা করলে তাতে রয়েছে বিরাট ছুগুয়াব ও বিশেষ মর্যাদা। তাই ইসলামের দেয়া ব্যবসায়িক নিয়ম-নীতি মেনে ব্যবসায় করা উচিত।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الصدق ناصر- ينصر اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذکر حিপাহ : صدوق
মাদ্কাহ صحیح জিন্স ص- د- ق. মাদ্কাহ

شهداء- صحیح জিন্স ش- ه- د. মাদ্কাহ شهيد এক বচন اسم جمع حিপাহ : شهداء
হাদিস-২৮৪:

٢٨٤- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاوِيَّةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْجَبَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّفْؤُ وَالْحَلْفُ فَشُؤْبَةُ بِالصَّدَقَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত কাইস বিন আবু গায়্যাযাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাদেরকে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে সামালিরা (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। অতপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং উহার চেয়ে একটি সুন্দর নামে আমাদের নামকরণ করলেন। তিনি কলুেন- ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই রুম-বিভ্রমের ক্ষেত্রে নিরর্থক কথাবার্তা ও কসম প্রায়শই হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা উহাকে সদকার সাথে যুক্ত কর। (সুনান আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ :

ব্যবসায়ীদের নামকরণ পূর্বকালে ব্যবসায়ীগণকে দালাল নামে অভিহিত করা হত। এ নামের মধ্যে যেমনি রয়েছে অসম্মান তেমনি নামটি শ্রুতকটুও বটে। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ী নামের মধ্যে রয়েছে সম্মানের স্বীকৃতি। কেননা দালাল কথার দ্বারা প্রথমেই ধারণা জন্মে যে, এ ব্যক্তি নিজের কিছু কর্ম তৎপরতার দ্বারা মধ্যস্থত্বভোগী কেউ হবে। কিন্তু ব্যবসায়ী নামের মধ্যে এ ধীন ধারণার কোন স্থান নেই। কেননা ব্যবসায়ীগণ তাদের সম্পদ ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক বুকি গ্রহণ করেই মুনাক্ষর অধিকারী হয়ে থাকে। বাতে মানবিকতার পরিপন্থী কিছু নেই। আর দালালীর মধ্যে মধ্যস্থতার দ্বারা একজন আরেকজনের উপকার করবে নিষার্থ ভাবেই। এতে বিনিময় গ্রহণের মধ্যে মানবতার অপমান হয়। তাই সিমসার নামের তুলনায় 'ভাজের' নামটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও ভালো তাতে সন্দেহ নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

সমাস : ছিগাহ اسم جمع سمسار - অর্থ- দালালগণ

إثبات فعل باهاح واحد مذکر غائب (نا=ضمير منصوب متصل, ف=عاطفة) : فسمانا ناقص يائي جينس س-م-ي. مادداه التسمية ماسداه تفعيل باب ماضي معروف
অর্থ- সে (পু.) নাম রাখল।

أمر حاضر باهاح جمع مذکر حاضر (ف=عاطفة. ه=ضمير منصوب متصل) : فشوبوه أجوف جينس ش-و-ب. مادداه الشوب ماسداه نصر-ينصر باب معروف
অর্থ- তোমরা (পু.) যুক্ত কর।

ব্যবসায়ীগণ - অর্থ صحيح جينس ت-ج-ر. مادداه تاجر اسم جمع : تجار

হাদিস - ২৮৫:

٢٨٥- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْتَجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হজরত উবায়দ বিন রিফায়্যাহ তার পিতা হতে তিনি হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামত দিবসে গোনাহগার বেশে একত্রিত করা হবে। তবে তারা ব্যতীত যারা পরহেযগারী গ্রহণ করবে, নেককার হবে এবং সততা অবলম্বন করবে। (জামে তিরমিজি, সুনান ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا

অর্থ- ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামত দিবসে গোনাহগার বেশে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ, ব্যবসায়ীগণ তাদের কৃতকর্মের দ্বারাই গোনাহগার হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে হাশরে আনীত হবে। কেননা অধিক মুনাফা লাভের আকাংখা ও লোভ ব্যবসায়ীদিগকে মিথ্যা বলতে, মিথ্যা শপথ করতে, প্রতারণা করতে, মালে ভেজাল দিতে, ওয়াদা খেলাফ করতে, শর্ত নির্ধারণে শঠতার আশ্রয় নিতে এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাতে উৎসাহিত করে। একাজগুলি গর্হিত, কবিরা গোনাহ ও মানবতা বিরোধী। তাই এহেন গোনাহের কর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ গোনাহগার হয়ে কিয়ামতে উঠবে। তবে এসব গোনাহের কাজ পরিহার করে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করীদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। তারা নবি, শহিদ ও সিদ্দিকগণের সম মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

فجار : ছিগাহ اسم একবচন فاجر মাদ্দাহ - ج - صحیح জিন্স - গোনাহগারগণ

إتقى : ছিগাহ مذكر غائب واحد বাহাছ فعل ماضي معروف বাব إثبات فعل ماضي معروف - ق - ي - مাদ্দাহ الإلتقاء জিন্স - ভয় করল।

হাদিস-২৮৬:

٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন-তোমরা সত্য বলাকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্যতা নেকির দিকে ধাবিত করে আর নেকি জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে নিরূপণ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট তাকে চরম সত্যবাদী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা হতে দূরে থাক। কেননা মিথ্যা গোনাহের ধাবিত করে আর গোনাহ দোজখের নিকট উপনীত করে। এবং কোন ব্যক্তি সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাকে খোঁজ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট চরম মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

: حتى يكتب عند الله كذابا এবং حتى يكتب عند الله صديقاً

অর্থ- আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে নিরূপণ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট তাকে চরম সত্যবাদী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এবং কোন ব্যক্তি সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাকে খোঁজ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট চরম মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়। মূলত মানুষের কথা ও কাজ যেমন আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তদ্রূপ তাদের আমলের প্রভাবেও তারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সর্বদা সত্য কথা বলতে বলতে এবং সর্বত্র সত্যাত্মকভাবে নিয়োজিত থাকতে থাকতে তার স্বভাব-চরিত্র এর প্রভাবে এমন হয়ে যায় যে, সে ব্যক্তি সিদ্ধিকগণের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলতে বলতে এবং সর্বক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এর প্রভাবে উক্ত ব্যক্তির মনে মিথ্যার প্রতি

সামান্যতম বিধা-সংকোচও থাকে না। ফলে সে চরম মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। তখন তার বাবতীয়া কর্মকাণ্ড মিথ্যায় ভরপুর হয়ে যায়।

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ضرب يضرب - বাব إثبات فعل مضارع معروف বাযাহ واحد مذکر غائب : يهدي
 আসদার الهداية মাদ্ধাহ - د - ي - جিন্স ناقص يائي অর্থ- সে পথ প্রদর্শন করছে।

يتحرى : আসদার تفعل باব إثبات فعل مضارع معروف বাযাহ واحد مذکر غائب : يتحرى
 আসদার التحري মাদ্ধাহ - ح - ر - ي - جিন্স ناقص يائي অর্থ- (পু.) নির্ধারণ করছে।

الصدق : আসদার ينصر - نصر باব اسم فاعل مبالغة বাযাহ واحد مذکر : صدیق
 মাদ্ধাহ - ص - د - ق - جিন্স صحيح অর্থ- পরম সত্যবাদী

يضرب ضرب - বাব إثبات فعل مضارع مجهول বাযাহ واحد مذکر غائب : يكذب
 আসদার الكذب মাদ্ধাহ - ذ - ب - جিন্স صحيح অর্থ- সে কে নির্ধারণ করছে।

হাদিস-২৮৭:

٢٨٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَائِبًا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُخْلِيفُ الْكَاذِبُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত আবু যার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়ারেত করেন- তিন শ্রেণির লোকদের সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (বহমতের নজরে) দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হজরত আবু যার (رضي الله عنه) বলেন- তারা নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। ইয়া রুসূলাল্লাহ। তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল, ১. গোড়ালির নিচে কাপড় বুলায়ে পরিধানকারী ব্যক্তি, ২. দান করে খোটা দানকারী ব্যক্তি এবং ৩. মিথ্যা শপথের দ্বারা তার পশু সামগ্রী প্রচলনকারী ব্যক্তি। (সহিহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب :

অর্থ- এবং মিথ্যা শপথের দ্বারা তার পণ্য সামগ্রী প্রচলনকারী ব্যক্তি। যে তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে কঠিন আযাবের মধ্যে পতিত হবে, তাদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তি একজন। একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে শপথ শুনলে সে কথা অনায়াসে দ্বিধাহীন ভাবে বিশ্বাস করে থাকে। আর এ সুযোগ গ্রহণ করে অসৎ ব্যবসায়ীগণ মিথ্যা কসমের দ্বারা তাদের অধিক মুনাফা লাভের হীন স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এটা খুবই জঘন্য ও অন্যায। তাই, এহেন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের পরিবর্তে আযাব ও গযবে নিপতিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

نفي فعل مضارع باهاح واحد مذكر غائب (هم - ضمير منصوب متصل) : لا يكلمهم
সে কথা অর্থ- صحيح জিন্স ك - ل - م - ماد্দাহ التكليم ماسদার تفعيل বাব معروف
বলবে না।

ضرب يضرب - باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح جمع مذكر غائب : خابوا
তারা (পু.) নৈরাশ হল। অর্থ- أجوف يائي জিন্স خ-ي-ب - ماد্দাহ الخيبة ماسদার

س-ب-ل - الإسبال ماسدার إفعال باب اسم فاعل باهاح واحد مذكر : مسبل
পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী। অর্থ- صحيح জিন্স

ن-ف-ق - التنفيق ماسدার تفعيل باب اسم فاعل باهاح واحد مذكر : منفق
প্রচলনকারী। অর্থ- صحيح জিন্স

তারকিব: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الله فاعل, هم ضمير منصوب مفعول, لا يكلم فعل, ثلاثة بخصيص بالنكرة مبتدأ ,

دুই, فاعل তার فعل, مفعول مضاف اليه و مضاف, القيامة مضاف اليه, يوم مضاف
হল। جملة اسمية خبرية مিলে خبر و مبتدأ পরিশেষে। جملة فعلية مفعول

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নবিদের সঙ্গে কারা বেহেশতে যাবে ?

ক. নামাজীগণ।

খ. জীবে দয়াকারীগণ।

গ. স্বচরিত্রের অধিকারীগণ

ঘ. সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীগণ।

২. ব্যবসায়ীদের ইসলাম পূর্ব যুগের নাম ছিল ?

ক. سمسار.

খ. بائع

গ. مشتري

ঘ. ناجش

৩. صديق শব্দের অর্থ- কি ?

ক. সত্যবাদী।

খ. চরম সত্যবাদী।

গ. অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী।

ঘ. যিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেননি।

৪. لَا يُكَلِّمُهُمْ শব্দটির বাব কী ?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب افتعال

৫. নেককাজ কোন্ দিকে পথ প্রদর্শন করে?

ক. মসজিদের দিকে।

খ. জান্নাতের দিকে।

গ. কাবা শরিফের দিকে।

ঘ. মদিনা শরিফের দিকে।

৬. কিয়ামত দিবসে কোন শ্রেণির লোকের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলেবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র ঘোষণা করবেন না?

ক. তিন

খ. চার

গ. পাচ

ঘ. ছয়

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সাজ্জাদ হোসেন একজন মুদী দোকানদার। পণ্য বিক্রির সময় সে ওজনে কম দেয় এবং পণ্যের দোষ গোপন করে।

৭. সাজ্জাদের কাজটি কেমন হচ্ছে?

ক. মুবাহ

খ. হারাম

গ. মাকরুহ তানজিহি

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৮. তার উচিত ছিল-

i. সঠিক ওজন দেয়া

ii. পণ্যের দোষ-গুণ প্রকাশ করা

iii. দোকানদারী ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করা।

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মাওলানা বদিউজ্জামান সরকার একদিন কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারে গেলেন এবং দেখলেন, একজন ব্যবসায়ী তার পণ্য বিক্রয়ের জন্য কসম খাচ্ছে। তিনি ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে তাকে এসব করতে বারণ করলে ব্যবসায়ী বলল, আমরা বুঝি ব্যবসা কিভাবে করতে হয়?

(ক) ব্যবসা বিষয়ক একটি হাদিস লিখ।

(খ) إن البيع يحضره اللغو والحلف হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) মাওলানা সাহেবের কাজটি হাদিসের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ব্যবসায়ীর মন্তব্যটি হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

باب الفتن

কিৎনা কাসাদের বর্ণনা অধ্যায়

কিৎনা বা কাসাদ সৃষ্টির কারণে পৃথিবীর উপর বিপর্যয় নেমে আসে। শান্তি ও শৃঙ্খলা হয় বিদ্বিত, মানুষের মৌলিক অধিকার হয় লঙ্ঘিত। মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই বাবতীয় কিৎনা-কাসাদ মুকাবিলা করাও রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য। তবে পৃথিবী নামক গ্রহটি একদিন লয় হবে নিশ্চয়ই। কিয়ামতের সে করণ মুহুর্তের পূর্বে এ জগৎটি কিৎনা ও কাসাদে ভরপুর হয়ে যাবে।

হাদিস-২৮৮:

۲۸۸- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلَيْسَنَ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوَمَّنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ . أَوْلِيكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرَهَا قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقْلَمَهَا تَصَلُّفًا إِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِلْقَامَةَ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِرِّهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ . رَوَاهُ رُؤَيْنُ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যারা ইত্তিকাল করে গেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। কেননা, জীবিত ব্যক্তি কিৎনা হতে বাঁচতে পারে না। তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবিগণ। তাঁরা ছিলেন এ উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা অঙ্কুরকরণে ছিলেন অধিক ভালো জ্ঞান-গরিমায় ছিলেন অধিক গভীর, তাঁদের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না বললেই চলে। আব্দুল্লাহ তা'আলা তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর নবির সংস্পর্শের জন্য এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করো, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো এবং তোমরা যতদূর সক্ষমতা রাখো তাঁদের আখলাক ও চরিত্র আঁকড়ে ধরো। কেননা, তাঁরা সঠিক হিদায়াতের উপর সুদৃঢ় ছিলেন। (ইমাম রাজিন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অর্থ- যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যারা এত্তিকাল করে গেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। হাদীসের অর্থ অংশে কিৎনা বলতে ইমান ও আমলের পরিপন্থী কার্যকলাপী বুঝানো হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়, নকসে আশ্বায়ার ভাঙনায় এবং যুগ-যাযানার কলুষ আবহাওয়ার বে কোন ব্যক্তি মুছুর

পূর্বে ফিৎনায় পতিত হয়ে ইমান ও আমল হারা হয়ে যেতে পারে। তাই যাদের এমন সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ, যারা ইমান ও আমলের উপর সুদৃঢ় থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, যথা- সাহাবায়ে কেলাম তাদের অনুসরণ করলে কোন প্রকারে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ছিলেন। সুতরাং তারা সমালোচনারও উর্ধে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

س-ن-ن-ن-مাদ্দাহ استنان ماسدادر افتعال باب اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مستن

জিনস মূসাফি ঠালাই অর্থ- নিয়ম- নীতি মান্যকারী

الفتنة : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন الفتن অর্থ- বিপদ, মুসিবত

أصحاب : ছিগাহ جمع একবচন صاحب অর্থ- সংগী, সাথী

ح-م-د-مাদ্দাহ التحميد ماسدادر تفعيل باب اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : محمد

জিনস সছিহ অর্থ- অধিক প্রশংসিত

العموق ماسدادر سمع-يسمع باب اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : أعموق

অর্থ- অধিক গভীর জিনস এ-ম-ম-ق.

التمسك ماسدادر تفعل باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذکر غائب ছিগাহ : تمسكوا

অর্থ- তারা (পু) ধারণ করল। জিনস এ-ম-স-ক. মাদ্দাহ

ق-و-م-مাদ্দাহ الاستقامة ماسدادر استفعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مستقيم

জিনস অজোফ বাওই অর্থ- সঠিক, সরল, সোজা

أخلاق : ছিগাহ جمع একবচন الخلق অর্থ- চরিত্র, স্বভাব

হাদিস-২৮৯:

٢٨٩- عَنْ عَيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى

التَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ

خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِّنْ تَحْتِ أَدْنَمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعْوُدٌ . رَوَاهُ

الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

অনুবাদ: হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করিয়েছেন- অতি নিকটবর্তী যে, মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এবং কুরআনের অংকিত অক্ষর ব্যতীত কিছু থাকবে না। তাদের মসজিদ ভগ্নি হবে সুসজ্জিত, তবে হেদায়েত থেকে জন্ম। তাদের আলোমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকট প্রেরিত। তাদের থেকে কিফনা বের হবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। (বায়হাযিকি, জামায়াত ইমান)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

السماء تحت أديم السماء : অর্থ- তাদের আলোমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকট প্রেরিত। অত্র হাদিসে কিয়ামতের পূর্বকার কিফনার কথা বলা হয়েছে। কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে একটার পর একটা কিফনার সৃষ্টি হবে যাতে মানুষের ইমান আমল নিয়ে বেঁচে থাকার দুকর হবে। সেই সময়ের নির্দর্শনাবলীর মধ্যে একটি নির্দর্শন এইমত, সমাজের যে প্রেরিত লোকদের সর্বোত্তম হওয়া উচিত, তাদেরকে দেখে অন্যান্যরা আমল করবে সেই আলোম সমাজই হবে দুর্নীতি গ্রহ এবং চারিত্রিক অধঃপতনের চরম সীমায় তারা অবস্থান করবে। তারা এমন হবে যে সর্বোত্তম হওয়ার পরিবর্তে তার হবে সর্ব নিকট।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিপ্লেষণ):

يأتي ضرب - يضرب বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : হিগাহ আসবে।
মাসদার الإتيان ماضى ت - ي. مركب جينس أ - ت - ي. ماضى

يوشك : হিগাহ বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : হিগাহ আসবে।
মাসদার الإتيان ماضى ت - ي. مركب جينس أ - ت - ي. ماضى

مساجد : হিগাহ বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع : হিগাহ আসবে।
মাসদার الإتيان ماضى ت - ي. مركب جينس أ - ت - ي. ماضى

تعود : হিগাহ বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : হিগাহ আসবে।
মাসদার الإتيان ماضى ت - ي. مركب جينس أ - ت - ي. ماضى

রাবি পরিচিতি:

হজরত আলি (رضي الله عنه): হজরত আলি (رضي الله عنه) ইসলামের চতুর্থ খলিফা। হজরত আলি (رضي الله عنه) । ৬০০ খৃষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবুল হাসান। উপাধি আসাদুল্লাহ ও হায়দার। পিতার

আন্দাহ القليل المائل - يضرب باب اسم تفضيل باسناد واحد مذكر حياض : أقل
অর্থ- অপেক্ষাকৃত অধিক কম
মضاعف ثلاثي جنس ق-ل-ل

আরবি: وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ

متعلق أول جاره ومجرور المؤمن مجرور , ل حرف جار , خير شبه فعل , الموت مبتدا
شبه فعل متعلق ثاني جاره ومجرور , الفتنة مجرور من حرف جار .
تار فاعل و دوئ متعلق ميسه جمله شبه هسه خبر هسهه .

পরিশেবে مبتدا ও خبر মিলে اسمية হল।

হাদিস - ২৯১:

٢٩١- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَلَّمُوا
الْعِلْمَ وَعَلِمُوا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيَقْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَقْضِي بَيْنَهُمَا .
رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالذَّارِقُطْنِيُّ

অনুবাদ: হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-তোমরা এলেম শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও, তোমরা কুরআন সমূহ শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও এবং তোমরা কুরআন শিক্ষা কর ও মানুষদের শিক্ষা দাও কেননা, আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফিখ্বাসমূহ প্রকাশ পাবে। এমনকি একটি ফরজ বিধান নিয়ে দুইজনে মতানৈক্য করবে কিন্তু তাদের মাঝে মীমাংসাকারী কাউকে পাওয়া যাবে না। (সুনান দারেমি, সুনান দারু কুতনি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إفاني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن : অর্থ- কেননা আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফিখ্বাসমূহ প্রকাশ পাবে। আর হাদিসের এ অংশে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একেঙ্কাল, ইসলাম বিলুপ্ত হওয়া এবং ফিখ্বা প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হজরত রসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম।) ইলমে ওহি তথা-কুরআন ওহাদিস আনয়নের মাধ্যমে এলেমভিত্তিক একটি ইমান ও আমলের সমাজ উপহার দিয়ে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত নবির ওয়ারিস ওলামায়ে কেরাম এলেম ও আমলের চর্চা ও অনুশীলন জারি রাখবে ততদিন সমাজ ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণই থাকবে। কিন্তু দিন যত গড়াবে আর আলেমগণ যত শিথিল হবে তারা এলেমের চর্চা ও আমলের অনুশীলনের বিষয়ে গাফেল হয়ে পড়বে। তখন এমন অবস্থা হবে মানুষ তাদের সমস্যাবলীর ইসলামি সমাধান দেয়ার মত কোন যোগ্য আলেমকে খুজে পাওয়া যাবে না। তখনই ফিৎনা প্রকাশিত হবে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العلم ماسدأر سمع- يسع باب أمر حاضر معروف باهاح جمع مذكر حاضر حياح : تعلموا
মাদ্দাহ. م. ل-ع-ج জিনস صحيح অর্থ- তোমরা (পু.) শিক্ষা কর।

صحيح جিনس ف- ر- ض. مাদ্দাহ فريضة একবচন اسم جمع حياح : فرائض
ফরজকৃত বিধানসমূহ

ق- مাদ্দাহ القبض ماسدأر سمع- يسع باب اسم مفعول باهاح واحد مذكر حياح : مقبوض
কবজাকৃত (পু.) সে- صحيح جিনس ب- ض

ضرب- يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح تثنية مذكر غائب حياح : لا يجدان
মাসদার مثال واوي জিনস و- ج- د مাদ্দাহ الوجدان তারা দু'জন পাচ্ছে না।

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب حياح : يفصل
মাসদার الفصل (পু.) মীমাংসা করবে।

يفتعال ماسدأر باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب حياح : يختلف
অর্থ- (পু.) মতানৈক্য করছে।

হাদিস-২৯২:

٢٩٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتَقَارَبُ
الزَّمانُ وَيُقْبَضُ العِلْمُ وَتَظْهَرُ الفِتنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الهَرْجُ " قَالُوا وَمَا الهَرْجُ ؟ قَالَ " أَلْقَتْلُ " .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ: হজরত আবু সারিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে, এলেম উঠায়ে দেয়া হবে, কিফনা প্রকাশিত হবে, কৃপণতা পরিত্যাগ্য হবে এবং আর হত্যা বেড়ে যাবে। সাহাবাই কেবাম জিজ্ঞাসা করলে **الهرج** দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তিনি বললেন ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য কতল বা হত্যা। (বুখারি ও মুশলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

يتقارب الزمان : অর্থ- কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে। অর্থাৎ, দ্রুত সময় কাটবে, সময়ের বরকত কমে যাবে, উদ্দেশ্য কাজ না করতেই সময় ফুরিয়ে যাবে। মনে হবে অল্প সময়ে বহু দিন, মাস ও বছর পার হয়ে যাবে।

ويلقى الشح ويكثر الهرج : অর্থ- কৃপণতা পরিত্যাগ্য হবে এবং আর হত্যা বেড়ে যাবে। এখানে কিয়ামতের পূর্বে কিফনা প্রকাশিত হওয়ার সময়ের সার্বিক অবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে পৃথিবীতে ধন-রত্নের কোন অভাব থাকবে না। জমিনের ভলের ও সাগর বন্ধের অচল সম্পদের দ্বারা উনুত হয়ে যাবে। তাই মানুষের মধ্যে কৃপণতাও আর থাকবে না। তবে সে সময়ে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। নানাবিধ কারণে মানুষ হত্যা বেড়ে যাবে। তাই কেফনা প্রসার হওয়ার বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া কর্তব্য।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিপ্লেষণ)

يتقارب : হিলাহ **تفاعل** বা **إثبات فعل مضارع معروف** বা **واحد مذكر غائب** হিলাহ : **تقارب** মাসদার **ق-ر-ب** জিনস **صحيح** অর্থ- সে (পু.) নিকটবর্তী হচ্ছে।

يقبض : হিলাহ **ضرب** বা **يضرب** **إثبات فعل مضارع معروف** বা **واحد مذكر غائب** হিলাহ : **قبض** মাসদার **ق-ب-ض** জিনস **صحيح** অর্থ- সে (পু.) গ্রহণ করছে

হাদিস - ২৯৩:

٢٩٣- عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ وَلَمَنْ أَبْتُلِيَ
فَصَبَّرَ فَوَاهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত মুকদাদ বিন আসওয়াদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কলতে শুনেছি- নিচরই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে কিফনা হতে পরিত্রাণ দেয়া

হল, নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া হল, নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া হল। আর যাকে ফিৎনার দ্বারা পরীক্ষা করা হবে তার জন্য ধ্বংস অবধারিত। (সুনান আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অত্র হাদিসে ফিৎনার সময়ে কিভাবে বসবাস করতে হবে তার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর তা হল, ফিৎনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতে হবে। যদি কেউ মনে করে যে, আমি ফিৎনার মধ্যে থেকেও নিজেকে হিফায়তে রাখব এবং ইমান ও আমলহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অশেষ ছুঁয়াব লাভ করব। একথা বলা যত সহজ বাস্তবায়ন তত সহজ নয়। একবার ফিৎনার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে ধ্বংস অবধারিত হয়ে যাবে। তাই সৌভাগ্যবান তাকেই বলতে হবে যে, ফিৎনাকে পরিহার করে নিজেকে কলুষতা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سعيد : ছিগাহ اسم مفرد বছবচন ساء ماد্দাহ -ع- -د. صحیح জিনস -س- -ع-

ابتلي الإبتلاء ماسدার إفتعال بابا إثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ جمع مذکر غائب : ছিগাহ

ماد্দাহ -ب- -ل- -ي. ناقص يائي জিনস -ب- -ل- -ي. মুসীবত্ব হু হল।

অনুশীলনী

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারা ?

ক. নামাজীগণ।

খ. সাহাবীগণ।

গ. তাবেয়ীগণ।

ঘ. আলেমগণ।

২. আখেরি জামানায় মসজিদগুলি কেমন হবে ?

ক. জীর্ণশীর্ণ।

খ. সুসজ্জিত।

গ. নামাজী দ্বারা পরিপূর্ণ।

ঘ. আলেমদের দ্বারা ভরপুর।

৩. মুমিনের জন্য মৃত্যু শ্রেয় কেন ?

ক. সম্পদ বেশী হওয়ার আশংকায়।

খ. ফিৎনায় জড়িত হওয়ার আশংকায়।

গ. শয়তানের ধোকাবাজির আশংকায়।

ঘ. অমুসলিমদের অত্যাচারের আশংকায়।

৪. শেষ জামানায় জমিনের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে কারা ?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. নেতাগণ। | খ. আলেমগণ। |
| গ. ব্যবসায়ীগণ। | ঘ. কর্মচারীগণ। |

৫. সৌভাগ্যবান কে ?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ক.যে ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ে। | খ.যে ফিৎনাকে পরিহার করে। |
| গ. ফিৎনার সংগেমোকাবিলা করে। | ঘ. ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের দমন করে। |

৬. ফিৎনায় পতিত হওয়া বলতে কী বুঝায় ?

- | |
|---|
| ক. বিপদগ্রস্ত হওয়া। |
| খ. জাগতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া। |
| গ. ইমান ও আমল হারা হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হওয়া। |
| ঘ. হত্যা, শূন্য, চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া। |

৭. কাদের সমালোচনা করা বৈধ নয় ?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ক. নেতা-নেত্রীদের। | খ. ওলামায়ে কেরামের। |
| গ. মাযহাবের ইমামদের। | ঘ. সাহাবায়ে কেরামের। |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মুশাররফ হোসেন সরকারি চাকরি হতে অবসর নিয়েছেন। অবসর জীবনে ইসলাম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে প্রচুর ইসলামি বই পড়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে নানান মতাদর্শ তাকে দ্বিধাশ্রিত করে তুলে। তিনি ধর্মকর্ম থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বিষয়টি স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে জানালে ইমাম সাহেব কুরআন ও হাদিসের আলোকে তার জন্য সমাধান বাতলে দেন।

(ক) الفتننة শব্দের সংজ্ঞা দাও।

(খ) علماءوهم شر من تحت أديم السماء হাদিসাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(গ) মুশাররফ হোসেনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কী সমাধান রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইমাম সাহেবের কাজটি মূল্যায়ন কর।

উনত্রিংশ অধ্যায়

باب السكران

নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির বর্ণনা অধ্যায়

ইসলামে মদ পান করা নিষেধ। ইসলামপূর্ব যুগে মদের বহুল প্রচলন ছিলো। মদ না হলে কোন আসরই জমতো না। প্রাচীন আরবি কবিতায় মদের উল্লেখ ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়। মদের প্রতি মানুষের আসক্তি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ক্রমান্বয়ে মদ হারাম করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিম্নরূপ-

وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থ- আর খেজুর ও আঙ্গুর গাছের ফল থেকে তোমরা গ্রহণ কর মাদক এবং ভালো খাদ্য। নিশ্চয়

এতে বুদ্ধিমান কণ্ডমের জন্য অবশ্যই মহান উপদেশ রয়েছে। এরপর নাজিল হল-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

অর্থ- ওহে ইমানদারগণ তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়োনা যতক্ষণ না তোমরা জান যা তোমরা বলছ। অবশেষে মদ হারামের অমোঘ বিধান নিয়ে নাজিল হল-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

অর্থ- ওহে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, ছাপনকৃত মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর অপবিত্র ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা উহা হতে দূরে থাক। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। নিশ্চয়ই শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক শত্রুতা ও ক্রোধ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নামাজ হতে বিরত রাখতে। তোমরা কি তাহলে বিরত থাকবে না?

মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর আর একটি বারের জন্যও মদ বৈধ হয় নি। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শিবির মদকে লালন পালন করে মানব জাতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এনে উপনীত করেছে। বর্তমান বিশ্বে মাদকাসক্ত যুব সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে দেশে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে উঠেছে মাদক আসক্তদের নিরাময় কেন্দ্র। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। আইনের চোখকে ফাকি দিয়ে চোরাচালানীর মাধ্যমে মাদক সেবীদের হাতে মাদক ঠিকই পৌঁছে যাচ্ছে। উচ্চ মূল্যে

মাদক কিনতে গিয়ে অনেকে নিহত হয়ে পড়ছে। আবার কতক মাদকসেবীরা মাদকের টাকা যোগাড় করতে জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অপরাধে। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের বিধানই রয়েছে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার অধীকার। যেখানে মাদক সেবনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। মাদক কেনা বেচাকে করা হয়েছে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। মাদক উৎপাদনও শাস্তি বোধ্য অপরাধ। হাদিসে মদের মতোই মাদকতা সৃষ্টিকারী সর্ব প্রকার মাদকদ্রব্যকেও হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর মদকে ঘোষণা করা হয়েছে সব গোনাহের সৃষ্টিকারী হিসেবে। তাই মাদকমুক্ত সমাজ পেতে ইসলামি অনুশাসনের কোন বিকল্প নেই।

হাদিস -২৯৪:

۴۹۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْلُ أَحَدَكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-যিনাকারী ইমানদার অবস্থায় যিনা করে না, মদ্য পানকারী ইমানদার অবস্থায় মদ্যপান করে না, চোর ইমানদার অবস্থায় চুরি করে না, লুটেরা ব্যক্তি কোন কোন দারীম্ব জিনিব ইমানদার অবস্থায় লুট করে না বা লুট করার সময়ে অন্যরা তার দিকেচোখ তুলে তাকায় এবং কেউ ইমানদার অবস্থায় গনীমতের মাল হতে আত্মসাৎ করেনা। সুতরাং তোমরা এহেন কার্যকলাপকে তোমাদের থেকে দূরে রাখ,এক তোমরাও এহেন কাজকর্ম হতে দূরে থাক। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

: لَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ :

অর্থ- কোন মদ্যপান কারী ব্যক্তি মদ পানের সময়ে মুমিন থাকেনা। হাদিসের এ ভাষ্যকে অপর এক হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের সময়ে তার ইমান অস্তকরণ হতে উঠে তার মাথার উপর ছায়ার মত বিরাজ করতে থাকে। অতপর যখন সে মদ পান থেকে মুক্ত হয় তখন আবার তার ইমান ফিরে আসে। একই অবস্থা চুরি ও যিনার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। , অথবা, একবার মর্মার্থ এই যে, এ কাজগুলি এতই গর্হিত যে, এ সব কর্ম সম্পূর্ণরূপে ইমানের পরিপন্থী কাজ। এ গোনাহগুলি করতে করতে সে ইমানের গতি হতে বের হয়ে যায়। অথবা-কোন ব্যক্তি ইমানদার দাবী করা সত্ত্বেও এ গর্হিত কাজগুলি বৈধ জ্ঞানে করলে তার ইমান চলে যায়। অথবা- এহেন ব্যক্তির থেকে ইমানের নুর চলে যায়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

- الزنا ضرب- يضرب باب نفي فعل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يزني
মাক্কাহ জিন্স -ن- যি- যি. মাক্কাহ
- ضرب- يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يسرق
মাসদার السارقة মাক্কাহ -ر- ق صحيح জিন্স -س- ر- ق ছুরি করছে।
- أ-م- مؤمن الإیمان মাসদার إفعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : مؤمن
মাক্কাহ -م- مؤمن مهموز فاء জিন্স -ن- ن.
- السارقة مাক্কাহ ضرب- يضرب باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : سارق
মাক্কাহ السارقة মাক্কাহ -ر- ق صحيح জিন্স -س- ر- ق চোর
- افتعال مাসদার إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ينتهب
মাক্কাহ الإنتهاب صحيح জিন্স -ن- -ب- ب লুট করছে
- ابصار مাক্কাহ صحيح জিন্স -ب- ص- ر. ماک্কাহ البصر একবচন اسم جمع : ابصار

হাদিস-২৯৫:

٢٩٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ
وَحَرْقَتْ وَلَا تَتْرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ وَلَا تَقْرَبِ الحُمْرَ
فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) যতে বর্ণিত , তিনি বলেন- আমাকে আমার মিয়তম বন্ধু(রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্ত্রিম কালিন উপদেশ দিয়ে গেছেন-তুমি আল্লাহ তাআলার সহগে অংশীদার স্থাপন করবে না যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় , অথবা তোমাকে পুড়িয়ে মারা হয়, তুমি ইচ্ছাকৃত কোন করজ্ নামাজ্ ছেড়ে দিবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ্ ছেড়ে দিবে, তার থেকে আমার জিন্দালারী মুক্ত হয়ে যাবে। এক তুমি মদ্যপান করবে না কেননা, উহা সব মন্দে চাবিকাঠি।(সুলান ইবনে মাজ্জাহ)

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ:

ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر : অর্থ- এবং তুমি মদ্যপান করবে না। কেননা, উহা সব মন্দের চাবিকাঠি। চাবি দ্বারা তালা খুললে যেমন কক্ষে প্রবেশ করা যায়। তদ্রূপ সর্বপ্রকার মন্দকাজের চাবি মদ পান করলে সে সর্ব প্রকার গোনাহ করতে পারে। কেননা, মদ পানের দ্বারা মানুষের মধ্যে মাতলামীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, তার বুদ্ধি - বিবেক লোপ পায়। তখন কোন অন্যায় কাজই তার কাছে অন্যায় মনে হয় না। তাইসে অন্যায়সে যে কোন অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এভাবেই মদ্যপান সব মন্দকাজের চাবিকাঠি।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الإشراك ماسدأر إفعال باب نهي حاضر معروف واهأح واحد مذكر حاضر حياأ : لانشارك
 مادأه - ر - ك . صحيا جينس - ر - ك . مادأه

تفعيل باب إثبات فعل مضارع مجهول واهأح واحد مذكر حاضر حياأ : حرقت
 ماسدأر التحريرق مادأه - ر - ق . صحيا جينس - ح - ر . مادأه

ع - م - مادأه التعمد ماسدأر تفعال باب اسم فاعل واهأح واحد مذكر حياأ : متعمد
 - م - مادأه - ع - م . صحيا جينس - د .

ف - ت - مادأه الفتح ماسدأر فتح - يفتح باب اسم آلة واهأح كبرى حياأ : مفتاح
 - ح - ج . صحيا جينس - ح -

হাদিস-২৯৬:

٢٩٦- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ
 عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرِي لَهَا
 وَالْمُسْتَرَاةَ لَهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

অনুবাদ: হজরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদের ক্ষেত্রে দশ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন। এক. আঙুর নিংড়িয়ে রস বের করে মদ প্রস্তুতকারী, দুই. যার নিমিত্তে মদ তৈয়ার করা হয়, তিন. মদ পান কারী, চার. মদ বহনকারী, পাচ.যার নিকট মদ বহন করে নেয়া হয়, ছয়. মদ পরিবেশন কারী সাকী, সাত. মদ বিক্রেতা, আট. মদের মূল্যভোগকারী ব্যক্তি, নয়. মদ তৈয়ার করার আসবাব ক্রয়কারী ব্যক্তি, দশ. মদের নিমিত্তে যা ক্রয় করা হয়। (জামে তিরমিজি, সুনান ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা-বিপ্রেষণ :

মসের সম্পৃক্ততাই নিদনীয় :

হাদিস শরীকে মসের সঙ্গে সম্পর্কিত মশ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অতিসম্পাত্ত বর্ষিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মাদক দ্রব্যের প্রতি ইসলামের মনোস্তাব স্পষ্ট ভাবে স্কুটে উঠেছে। এবং মাদকের সর্ব প্রাণী মানবতা বিধ্বংসী রূপও পরিস্কুট হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব যেখানে মাদকের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন ইসলাম সেই দেড় হাজার বছর পূর্বেই মাদকের কুফল বিবেচনা করে মাদকদ্রব্যের যেকোন প্রকারের সম্পৃক্ততাকে কঠোরতার সাথে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই মাদকযুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামি অনুশাসন মানার কোন বিকল্প নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

عاصره : মাদাহ العصور মাসদার ضرب - يضرب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : ছিলাহ :
জিন্স - ص - ر -
সে (পূ.) রস নিষ্কাশনকারী।

محمولة : মাদাহ الحمل মাসদার ضرب - يضرب اسم مفعول বাহাছ واحد مؤنث : ছিলাহ :
জিন্স - ح - م - ل -
সে (স্ত্রী.) বহনকৃত।

ساقی : মাদাহ السقي মাসদার ضرب - يضرب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : ছিলাহ :
জিন্স - س - ق - ي -
সে (পূ.) পানীয় পরিবেশনকারী।

شراء : মাদাহ الاشتراء মাসদার افتعال বাহাছ واحد مذکر : ছিলাহ :
জিন্স - ي - ر -
সে (পূ.) ক্রয়কারী (ক্রয়)।

হাদিস-২৯৭:

۲۹۷- عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إِنَّهُ قَدْ نَزَّلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهُوَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءِ الْعَيْنِ وَالْكَمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-হজরত ওমর (رضي الله عنه) হজরত রসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিন্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলেন- নিশ্চয়ই মসের নিষিদ্ধতা নাজিল হয়েছে পাঁচটি জিনিষের ক্ষেত্রে- ১.আকুর, ২.খজুর, ৩.গম, ৪.যব, ৫.মধু। আর মদ হল যা বুদ্ধি-বিবেককে লোপ করে দেয়। (সহিহ বুখারি)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

والخمر ما خامر العقل : অর্থ- আর মদ হল যা বুদ্ধি-বিবেককে লোপ করে দেয়। সাধারণত পাঁচ প্রকার বস্তু দ্বারা মদ তৈরী করা হয়। ১. আছুর, ২. খেজুর, ৩. গম, ৪. মব, ৫. মধু। বর্তমানে মাদক জাতীয় বস্তু যথা-হিরোইন, কোকেন, গাজা, ইয়াবা ইত্যাদী উপস্থিত বস্তু দ্বারা তৈরী মদের চেয়েও ভয়ংকর এবং ক্ষতিকর। তাই মদের ক্ষেত্রে কল্পিত দিক নিবেচনা না করে মদের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। আরহাদিস শরীফেও সে কথার সত্যতা পাওয়া যায়। হাদিসে স্বার্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে। والخمر ما خامر

العقل সুতরাং মাদকের কুলম যে কল্পন মধ্যে পরিলক্ষিত হবে তা-ই মাদকের মত ব্যবহার বিপণন ও উৎপাদন করা নিষিদ্ধ হবে। একই মদের পোনাহ ও বিচার এসব মাদক দ্রব্যের প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

تحقيقات الألفاظ (পঞ্চ বিপ্লেষণ)

ن-ب- ما خامر النبر ماسداه سمع- يسمع باص اسم آلة বাহাহ واحد صغرى هياح : মনির
 ر صحيح جينس অর্থ- উচু করার কটি ছোট যন্ত্র।

خامر مفاعلة ما ضي ماضي معروف বাহাহ واحد مذکر غائب هياح : মনির
 م- ر صحيح جينس خ- م- ر ماعه المخامرة

হাদিস-২৯৮:

٢٩٨- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مُسْكِرٍ
 خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ".
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত কনুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করমানেছেন-প্রত্যেক নেশা আনাঘনকারী বস্তু মদের শামিল এবং প্রত্যেকনেশা আনাঘনকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করবে, অতঃপর শুণবা না করে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে আখেরাতে (জান্নাতের) মদ পান করতে পারবে না। (সহিহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিপ্লেষণ:

অর্থ- প্রত্যেক নেশা আনাঘনকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করবে, অতঃপর শুণবা না করে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে আখেরাতে (জান্নাতের) মদ পান করতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষ আপ্রা তাআলার বর্ধকক্ষিত নেয়ামতরাজী পেয়ে থাকে ও ভোগ করে থাকে। কিন্তু আখেরাতে তারা অমৃত নেয়ামত পাবে ও

ভোগ করবে। যে সব নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার নেয়ামতের কোন তুলনাই হয়না। মদ পানে নেশা হয়, তবে শরীরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি করেই মদ নেশার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তা অসক্তি সৃষ্টি করে সমূহ ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। তাই ইসলামে মদকে করা হয়েছে হারাম। তবে আখেরাতের মদ হবে দুনিয়ার মদের থেকে অনেক অনেক উন্নত মানের। যা পাবে কেবল মাত্র বেহেশতীগণ। তা পান করলে রোমাঞ্চ হবে, ভালো লাগবে, কিন্তু নেশা হবেনা। বুদ্ধি বিবেক লোপ পাবেনা। সুতরাং যারা দুনিয়ায় মদ্যপানের মত কবিরাগোনাহ করবে, তারা পরকালে মদ পাবেনা অর্থাৎ, তারা চির শাস্তির জান্নাতই পাবেনা। তাই জান্নাতের মদ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

স- আসকার মাদাহ الاسكار মাসদার اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مسكر
 (পু.) মাতলামী আনায়ন কারী।
 صحیح জিন্স ك - ر.

মাসদার إفعال বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يدمن
 (পু.) অভ্যস্ত হচ্ছে।
 صحیح জিন্স د-م-ن . ن . الإدمان

হাদিস-২৯৯:

٢٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ غَامَ
 الْفُتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ » (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূল (সা.) কে মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় অবস্থানরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদের ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করেছেন। (ইমাম বুখারী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ:

এ হাদিসে মদের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামে মদসহ সকল নেশা উদ্রেককারী বস্তু হারাম। কেননা, মাদকাসক্তি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মাদকাসক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও ক্ষতিকর।

কুরআন ও হাদিস থেকে সুপ্রমাণিত যে, মদ, মদ্যপানকারী, মদ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতের নির্দেশ প্রদানকারী, বহনকারী, মদের বিক্রোতা, ক্রোতা এবং মদ বিক্রিত অর্থ ভক্ষণকারীসহ মদ ও মাদকদ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سمع : ছিগাহ বাহাছ مطلق معرّف واحد مذكر غائب : ছিগাহ বাহাছ মাসদার
 سمع : صحيح جينس م - ع - م - ع مাদ্দাহ السمع , অর্থ- সে শ্রবণ করেছে।

يقول : ছিগাহ বাহাছ مضارع معرّف واحد مذكر غائب : ছিগাহ বাহাছ মাসদার
 يقول : صحيح جينس ق - و - ل مাদ্দাহ القول , অর্থ- সে বলেছে।

حرم : ছিগাহ বাহাছ مطلق معرّف واحد مذكر غائب : ছিগাহ বাহাছ মাসদার
 حرم : صحيح جينس ح - ر - م مাদ্দাহ التحريم , অর্থ- সে হারাম করেছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. মদ্যপানের হুকুম কি?

ক. হারাম।

খ. মাকরুহ তাহরিমি।

গ. মাকরুহ তানজিহি।

ঘ. মাকরুহ তবয়ি।

২. মদের সাথে জড়িত কত শ্রেণির লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলার লা'নত করেছেন ?

ক. ৩ শ্রেণি।

খ. ৫ শ্রেণি।

গ. ৭ শ্রেণি।

ঘ. ১০ শ্রেণি।

৩. আজওয়া কোথা হতে এসেছে ?

ক. মিশর থেকে।

খ. জান্নাত থেকে।

গ. আরব দেশ থেকে।

ঘ. লাওহে মাহফুজ থেকে।

৪. সর্ব প্রকার গোনাহকে একত্রকারী জিনিস কি?

ক. যিনা ।

খ. জুয়া ।

গ. মদ ।

ঘ. হারাম উপার্জন ।

৫. মদ কিভাবে হারাম হয়েছে ?

ক. একবারে ।

খ. বারে বারে ।

গ. পর্যায়ক্রমে ।

ঘ. শুধু নামাজের সময়ে ।

৬. কবির গোনাহ করলে কখন ইমান থাকেনা ?

ক. বৈধ জ্ঞানে গোনাহ করলে ।

খ. নির্ভয় হয়ে গোনাহ করলে ।

গ. কবির গোনাহ বার বার করলে ।

ঘ. গোনাহ করার পর তওবা না করলে ।

৮. মদপান সব মন্দের চাবিকাঠি । কারণ-

i. মদ বুদ্ধিকে লোপ করে ।

ii. মদ্যপ ব্যক্তি সব গোনাহ করতে পারে ।

iii. মদের প্রতিক্রিয়ায় সব গোনাহ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় ।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

রাজধানীর কালাচাদপুরের মদসহ দু'জন খেপ্তার । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গুলশান জোনের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাত ১২টা দিকে পশ্চিম কালাচাদপুরের ১০১/১ নম্বর বাড়ির সপ্তম তলায় অভিযান চালিয়ে ২৪ হাজার লিটার মদ উদ্ধার করে । খেপ্তারকৃত বজলু ও ফজলু জানান, ৭ম তলা ঐ বাড়ির মালিক আশরাফ উদ্দীনের । বাড়ির মালিক ভবনের তিন তলা থেকে সাত তলা পর্যন্ত কারখানা দিয়ে মদ তৈরি করে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে থাকে । তারা সেখানে বেতনভুক্ত কর্মচারী ।

(ক) لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر এর অনুবাদ কর ।

(খ) الخمر ما خامر العقل হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর ।

(গ) উদ্ধৃত সংবাদে উল্লিখিত কাদের প্রতি আলাহ তাআলার লানত বর্ষিত হয় বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে ।

(ঘ) পরিদর্শক কামরুল ইসলাম সাহেবের ভূমিকা কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর ।

ত্রিংশ অধ্যায়

باب الإرهاب

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সন্ত্রাসহতা অধ্যায়

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার কল্যাণের ধর্ম। পরম্পর কল্যাণ কামনাই ইসলামের মূলমন্ত্র। কারো অকল্যাণ কামনা ইসলাম কখনও অনুমোদন করে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হল, তুমি নিজের জন্য যা ভালোবাস তা তোমার ভাইয়ের ক্ষেত্রেও পছন্দ কর। রসূল (ﷺ) বলেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার যবান ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আল্লাহ সে ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, যে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।

ইসলামের এসব অমোঘ বিধান মেনে চললে কেউ সন্ত্রাসী হতে পারে না। ইসলামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন ঠাই নেই। বর্তমানে সুকৌশলে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দারুণতার মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা খুবই দুঃজনক। জিহাদ হলো- সত্য, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। জিহাদ শুধু সশস্ত্র মোকাবিলা নয়। জিহাদ মানব কল্যাণে নিবেদিত। অপর দিকে সন্ত্রাসের দ্বারা মানবতার অনিষ্টই সাধিত হয়ে থাকে। তাই, যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামে কিফনা ও ফাসাদ নামে অখ্যারিত করা হয়েছে। আর কিফনাকে মানুষ হত্যার চেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে- **والفتنة أشد من القتل** অর্থ- কিফনা ও বিপ্লবহতা হত্যার চেয়ে কঠিন। সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে কিফনার অন্তর্ভুক্ত বা কিফনার অন্যতম প্রকার। তাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সর্বোচ্চভাবে পরিষ্রান্ত। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিহার করা প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করে হাদিসে এরশাদ হয়েছে-

من سلم المسلمون من لسانه ويده
অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ সে কাউকে কটু বা অশ্লীল কথা বলে কষ্ট দেয়না বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেনা। এবং হাত দ্বারা তার অনিষ্ট সাধন করেনা বা অস্ত্র ও লাঠিসোটা উত্তোলন করে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনা।

হাদিস-৩০০:

۳۰۰- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا
السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

অনুবাদ: হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করিয়েছেন- যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। একজন মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের জান ও মালের হিফায়ত করা তার প্রতি পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম যারা বিদ্রোহী নয়, দেশের আইন মান্য করে চলে। তাদের জান-মালের হিফায়ত করাও দেশের নাগরিকদের উপর অবশ্য কর্তব্য। অমুসলিমদের প্রসঙ্গে হাদিসে ঘোষিত হয়েছে- **أموالهم كاموالنا ودمائهم كدمائنا** অর্থ- তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই পবিত্র ও হেফায়তযোগ্য। অতএব যারা এ আমানত রক্ষা করবে না বরং অস্ত্র ধারণ করবে, সে কোন ক্রমেই ইসলামের অনুপম আদর্শের অনুগামী হতে পারে না সে শরিয়তের নিরীখে কবিরী গোনাহে গোনাহগার হবে। আর এহেন করীরা গোনাহকে কেউ বৈধ মনে করলে সে অবশ্যই ইসলামের গন্ডি বাইরে চলে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ضرب-يضرب বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : حمل
সে (পু.) উত্তোলন করল অর্থ- صحيح جينس ح-م-ل. ل. ماددাহ الحمل ماسدার

اقترب, هاتيار, اذبح, صحيح جينس س-ل-ح. ح. مادداه أسلحة बहुवचन اسم مفرد : السلاح

তারকিব: **مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا**

جار, نا ضمير مجرور এবং على حرف جار. ضمير هو فاعل, حمل فعل, من متضمن معنى الشرط
হয়ে جملة فعلية متعلق ও مفعول, فاعل তার فعل, السلاح مفعول, متعلق مجرور ও
না مجرور, من حرف جار, ضمير هو اسم ليس, ليس فعل ناقض, فا جزاءية। হয়েছে। شرط
খبر মিলে متعلق ও فاعل তার شبه فعل। এর সঙ্গে। شبه فعل হয়েছে। متعلق মিলে مجرور ও جار
হয়েছে। جملة اسمية মিলে خبر اسم ليس তার اسم ليس হয়েছে।

পরিশেষে شرط ও جزاء মিলে شرطية মিলে হল।

হাদিস-৩০১:

۳۰۱- عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَدَبِ الْمُفْرَدِ .

অনুবাদ: হজরত বাক্কার বিন আব্দুল আজিজ তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-প্রত্যেক গোনাহের শাস্তি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবস অবধি যতদিন তিনি চান দেবী করেন। তবে সীমা লংঘন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি উহার অপরাধীকে দুনিয়াতে দ্রুত মৃত্যুর পূর্বে প্রদান করেন। (আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت অর্থ- এসব ঘণ্য কাজের অপরাধীকে তার শাস্তি দ্রুত দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা প্রদান করেন। হাদিসে বর্ণিত তিনটি অপরাধের মধ্যে প্রথমটি হল البغي বা সীমা লঙ্ঘন করা। যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এ সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যে কোন অপরাধী সে দুনিয়াতে কোনভাবে বিচারের হাত এড়িয়ে গেলেও তার জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি অবধারিত থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসী এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। তাকে আখিরাতে শাস্তি ছাড়াও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করা হবে। শাস্তিরূপ সে মৃত্যুর পূর্বে নানাবিধ রোগ-ব্যধি, মামলা-মোকদ্দমা, শারীরিক ও মানসিক বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হবে। যা হবে তার কৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিফল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ذنب صحیح জিন্স ذ - ن - ب. ماد্দাহ الذنوب ماسدادر ذنب এক বচন اسم جمع ছিগাহ : ذنوب
অর্থ- গোনাহ সমূহ

يؤخر ماسدادر تفعيل باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يؤخر
অর্থ- তিনি দেবী করবেন। مهموز فاء জিন্স أ - خ - ر. ماد্দাহ التأخير

عقوق ماسدادر ثلثي جينس ع - ق - ق ماد্দাহ العقوق ماسدادر اسم مصدر ছিগাহ : عقوق
অর্থ- অবাধ্যতা

يعجل ماسدادر تفعيل باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يعجل
অর্থ- তিনি তাড়াতাড়ি করবেন। صحیح জিন্স ع - ج - ل. ماد্দাহ التعجيل

হাদিস-৩০২:

৩০২- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهَيْنَانَ ، قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُهَيْنَانَ ، قَالَ مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ قُلْتُ فَتَلَّنْتُهُ الْأَزَارِقَةَ ، فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَلَّابٌ أَهْلِي النَّارِ ، قُلْتُ الْأَزَارِقَةُ وَحَدَّهَا أُمُّ الْخَوَارِجِ كُلُّهَا ؟ قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُّهَا

অনুবাদ: সাঈদ বিন জুহয়ান হতে বর্ণিত, তিনি কলেন-আমি আবুল্লাহ বিন আবু আউফা (رضي الله عنه) এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাকে সালাম দিলাম। তিনি কলেন, তুমি কে? আমি কলাম, আমি সাঈদ বিন জুহয়ান, তিনি কলেন, তোমার পিতার কী হয়েছে? আমি বললাম, তাকে আবারেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। তিনি কলেন, আল্লাহ আবারেকা সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত করুন। একথা তিনি দু'বার বা তিনবার কলেন। আমাদিগকে হজরত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- তারা জাহান্নামীদের কুকুর হবে। আমি কলাম, শুধু কি আবারেকা সম্প্রদায় অতিশয় না সব খারেজিরাই অতিশয়? তিনি কলেন বরং সব খারেজিরাই অতিশয়। (মাজমাউল জাওয়য়েদ ওয়া মানবাউল কাওয়য়েদ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

আবারেকা ও খারেজি সম্প্রদায়ের বর্ণনা: মুসলিম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে খারেজি সম্প্রদায় অন্যতম। খারেজি অর্থ- বাহির হওয়া ব্যক্তি। বেহেতু এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ত্রাভ আকীদার কারণে ইসলামের গতি হতে মের হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে খারেজি বলা হয়। হজরত আলি (رضي الله عنه) এর খেলাফত আমলে তৃতীয় খলিফায়ে রাশেদ হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর শাহাদাতের বিচারকে কেন্দ্র করে হজরত আলি (رضي الله عنه) ও হজরত মুআবিয়া (رضي الله عنه) এর মধ্যে সংঘটিত সিফ্বীনের যুদ্ধের পর খারেজি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তারা দাবী করেছে, পবিত্র কুরআনকে ফয়সালাকারী মান্য করে উক্ত ফয়সালা কাজে যারা মানুষকে সালিস নিযুক্ত করে এবং যারা সালিস নিযুক্ত হয় তারা সবাই কাফির। সুতরাং তাদের মতে, হজরত আলি (رضي الله عنه) ও হজরত মুআবিয়া (رضي الله عنه) সহ তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই কাফিরের তালিকার স্থান পান। তাদের জঘন্য মতবাদের কারণে তারা ইসলামের দলভাগ্যী খারেজি নামে অভিহিত হয়। আবারেকা তাদেরই একটি উপ-সম্প্রদায়। তারা আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাকারী সাঈদের পিতা জুহয়ানকে শহিদ করেছিল। সুতরাং বর্তমানেও কেসব সন্ত্রাসীরা মানুষ হত্যা করে তাদের রাজত্ব সৃষ্টি করে, তারাও উক্ত আবারেকাদের মত আশেপাশে দোজখের কুকুর হওয়ার মত শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

২. দোজখের কুকুর হবে কারা ?

ক. শিয়া সম্প্রদায় ।

গ. খারেজি সম্প্রদায় ।

খ. মুরজিয়া সম্প্রদায় ।

ঘ. মুতামেলা সম্প্রদায় ।

৩. সত্ত্বাসী কর্মকাণ্ডের হুকুম কি ?

ক. হারাম ।

গ. মাকরুহ তাহরিমি ।

খ. কবিরা গোনাহ ।

ঘ. মাকরুহ তানজিহি ।

৪. আযারেকা উপদলটি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ?

ক. শিয়া সম্প্রদায় ।

গ. খারেজি সম্প্রদায় ।

খ. মুতামেলা সম্প্রদায় ।

ঘ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ।

৫. حدثنا শব্দটি কোন ছিগাহ ?

ক. واحد مذکر غائب

গ. واحد مذکر حاضر

খ. جمع مذکر غائب

ঘ. واحد مؤنث غائب

৬. একমাত্র দল যা বেহেশতে যাবে তার নাম কি ?

ক. আহলেহাদিস ।

গ. আহলুল আদলে ওয়াত তাওহিদ ।

খ. আহলে কুরআন ।

ঘ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ।

৭. মুসলামনদের উপর অস্ত্রধারণ করার হুকুম কি ?

ক. কবিরা গোনাহ ।

গ. মাকরুহ তাহরিমি ।

খ. ছগিরা গোনাহ ।

ঘ. মাকরুহ তানজিহি ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নন্দী গ্রামের মাঠে একজনকে কে বা কারা হত্যা করে ফেলে রেখেছে। এলাকার মানুষ এসে দেখে যাচ্ছে এবং আফসোস করছে। একই ভাবে বাউলি গ্রামের বরকত হোসেনকে রাস্তার পাশে পাটের ক্ষেতে গলা কাটা অবস্থায় সকলে চিহ্নিত করে। এলাকায় এখন সকলে ভীত সন্ত্রস্ত।

ক. عقوق অর্থ কী ?

খ. পিতা মাতার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই প্রদান করা হয় ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীকে হাদিসে কী বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে নন্দী ও বাউলি গ্রাম এলাকায় যে ভীতি ও ত্রাশ চলছে তা জান মালের আমানতের আলোকে মূল্যায়ন কর।

একত্রিশতম অধ্যায়

باب إيداء النساء

নারীদের উত্যক্ত করা / ইভটিজিং সংক্রান্ত অধ্যায়

নারীদের উত্যক্ত করা বা ইভটিজিং একটি জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি। সমাজের বখাটে, দুশ্চরিত্র, মাদকাসক্ত ও উশৃঙ্খল ছেলেরাই ইভটিজিং এর হোতা। তারামেয়েদের গমনাগমনের পথে ওৎ পেতে থেকে তাদেরকে উত্যক্ত করে। যথা- গায়ে পড়ে আলাপ করা, কুপ্রস্তাব দেয়া, শিষ দেয়া, অশ্লীল বাক্যবান নিক্ষেপ করা, ফোন-মোবাইলে রিং দিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়া, নানা অজুহাতে দেখা করতে আসা ও নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি প্রদর্শন করা এবং শিষ দেয়া, যেমন কথা ও কাজ দ্বারা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অগ্রসর হয়। ফলে মেয়েদের চলাফেরা, লেখাপড়া ও কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ইভটিজিং এর সিঁড়ি বেয়ে অনেকে বিপথগামী, ধর্ষণ, হাইজ্যাক ও মৃত্যুর সম্মুখীনও হয়ে থাকে। ইভটিজিং শব্দটি ইদানিং বহুল উচ্চারিত হচ্ছে। ইভ্ অর্থ- আদি মাতা হাওয়া এবং টিজিং অর্থ- উত্যক্ত করা। অতএব ইভটিজিং মানে নারীদের উত্যক্ত করা।

ইসলামে ইভটিজিংকে সমূলে উৎখাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলাম নারী- পুরুষ সকলের উপর হিযাব পালন করাকে অত্যাবশ্যক করেছে। পুরুষ- নারী সবাই তাদের চক্ষু অবনমিত রাখবে। যাদের সংগে পরস্পর বিবাহ জায়েজ আছে এমন কারো সঙ্গে দেখা দিবে না। স্বামী-স্ত্রী ও মুহরাম নয় এমন কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই চক্ষু ফিরিয়ে নিবে। হিজাব রক্ষা করে সরাসরি বা ফোনে প্রয়োজনীয় কথা বলার ক্ষেত্রেও শুষ্ক ভাষায় কথা বলবে। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীদের শিক্ষাঙ্গন, কর্মক্ষেত্র ও বিচরণস্থান হবে স্বতন্ত্র ও আলাদা। কারো বাড়ীতে গেলে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। অনুমতি না পাওয়া গেলে বা কোন সাড়া নাপেলে ফিরে আসবে। কাউকে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, তিরস্কার করা ও ভয় দেখানো ইসলাম ধর্মে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য।

যেসব কারণে সাধারণত ইভটিজিং এর মত অপরাধ সংঘটিত হয়, ইসলাম তা অঙ্কুরেই বিনাশ করে থাকে। পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর তাদের অধিনস্ত সন্তান ও পোষ্যদের চরিত্রবান, খোদাতীক ও সমাজের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে প্রহার করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা সরকারের এবং সমাজের সর্বস্তরের নেতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব বলে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের কঠোর দণ্ড-বিধির যথাযথ প্রয়োগও অপরাধ প্রবণতাকে বহুলাংশে হ্রাস করতে সক্ষম। মূলত ইসলামি অনুশাসন মেনে জীবন চলার মধ্যে ইভটিজিং জাতীয় সামাজিক ব্যাধির কোন আশংকা নেই। জনসাধারণের জান-মাল রক্ষা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করা ইসলাম ধর্ম মতে পূত পবিত্র আমানত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদিস-৩০৫:

۳۰۵- عَنْ عِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهٗ يَا عِيٍّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْنِيهَا فَلَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه

المحاكم)

অনুবাদ: হজরত আলি বিন আবি তালিব (ؓ) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন- হে আলি! তোমার জন্য রয়েছে জান্নাতে একটি শুভ ভাগ্য আর নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের দুই প্রান্তের মালিক হবে। সুতরাং তুমি একবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপের পর আবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করবে না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে নয়। (ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

وإنك ذو قرنيها : অর্থ- আর নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের দুই প্রান্তের মালিক হবে। এ কথা দ্বারা হজরত আলি (ؓ) এর পুরো জান্নাতের মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন মাশরিক ও মাগরিব অথবা মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে দু'খানো হয়ে থাকে। অথবা, হজরত আলি (ؓ) এর দুই পুত্র হজরত ইমাম হাসান (ؓ) ও হজরত ইমাম হসাইন (ؓ) ত্রাত্বয়কে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতী মুকদদের দুই নেতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সে অর্থে হজরত আলি (ؓ) পুত্রদের সুবাদে পূর্ণ জান্নাতের অধিকারী। আর এটা তিনি প্রাপ্ত হবেন ইচ্ছাকৃত পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করার কারণে।

فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة:

অর্থ- সুতরাং তুমি একবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপের পর আবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করবে না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে করার সম্ভাব্য এইয়ে, প্রথম দৃষ্টি সাধারণত অসাবধানতা বশত এবং অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি ঠিকই ইচ্ছাকৃত এবং মনের চাহিদা সোতাবেক হয়ে থাকে। কেননা কোন রমণীকে দেখার জন্য শয়তান প্ররোচনা দিয়ে দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করায় থাকে। প্রথম দৃষ্টি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়, তাই তার গোনাহ করার যোগ্য। আর পরবর্তী দৃষ্টিগুলি ইচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে উহাতে গোনাহ হবে। আর প্রথম দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী করলেও তা পুনর্দৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয়ে গোনাহ হবে। সুতরাং যেখানে পরনারীর দৃষ্টিপাত করাও ইসলামে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে নারীদের উত্থাপ্ত করা, বাক্যবানে জর্জরিত করা এবং অশ্লীল মন্তব্য জাতীয় গর্হিত কাজগুলি ইসলামের দৃষ্টিকোণে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। একদল অপরাধীর জন্য ইসলামি দণ্ড বিধিতে তাজিরের শাস্তি নির্ধারিত আছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

كنزاً : অর্থ- صحيح جنس, ك- ن - ز ماضٍ كوز بفتح واو كوز ماضٍ مفرد اسم : كوزاً

إفعل فاعل فاعل فاعل معروف واو واحد مذكر حاضر (فاه عاطفة) : فلا تتبع

ت- ب- ع ماضٍ الإتياع : صحيح جنس

لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ:

ثابت شبه فعل متعلق بجارو مجرور, ك مجرور, ل حرف جار, ليست فعل ناقص

الآخرة اسم خير مقدم ليست متعلق و فاعل তার شبه فعل এর সঙ্গে।

هنا جملة اسمية متعلق خير و اسم তার ليست পরিণেবে ليست

হাদিস-৩০৬:

৩-৬- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا تَخَافُ أَنْ يَبْدُلَهُ إِيْمَانًا يَحْذِرُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

অনুবাদ: হজরত কাসিম বিন আব্দুর রহমান তার পিতা আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেন, তিনি হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত করেন, হজরত রসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করমারেছেন-চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ বর্জন করবে আল্লাহ পাক উহার পরিবর্তে তাকে এমন ইমান দান করবেন যার ঘাস সে কসবে অনুভব করবে। (তবারানি)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ : চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। বিষাক্ত তীর যেমন নিক্ষেপ হলে উহা যে ব্যক্তির গায়ে লাগে সে আহত হয়ে বিষক্রিয়ার মূহুর্য বরণ করে। তদ্রূপ পরনারীকে দেখার দ্বারা দৃষ্টিকারী ইমান ও আমল হারা হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তির ইমান ও আমল এ বিষমাধ্য দৃষ্টি হতে হেফাজত থাকে তার ইমান ও আমল শক্তিশালী ও মজবুত হয়। কলে সে তার সর্ব ইমান ও আমলের হাদ দুনিয়ার বলে পেতে থাকে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سَهْمٌ : স্হিগাহ এক বচন اسم جمع : স্হিগাহ صحیح জিন্দস - س- ه- م : স্হিগাহ

مَسْمُومٌ : স্হিগাহ اسم مفعول : স্হিগাহ واحد مذکر مَسْمُومٌ : স্হিগাহ

إِبْلِيسَ : স্হিগাহ اسم مفعول : স্হিগাহ واحد مذکر مَسْمُومٌ : স্হিগাহ

রাবি পরিচিতি:

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (رضي الله عنه):

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান শামি তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ এর গোলাম ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত তাবেরিগণের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তার পিতা থেকে হাদিস শুনতেন। তার থেকে আশা ইবনে হারেস হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে ইব্রাহিম বলেছেন, আমি কাসেম এর থেকে কাউকে অধিক বুর্জ্য ব্যক্তি দেখিনি।

হাদিস-৩০৭:

৩-৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَبِي سَمُرَةَ جَالِسٌ أَمَانِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالْفُحْمَ حَسَّ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ الْإِسْلَامَ أَحْسَنَهُمْ حُلُقًا (رواه أحمد)

অনুবাদ: হজরত আবির বিন সান্না'হ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি কোন এক মজলিসে ছিলাম যেখানে হজরত রসুলুল্লাহ (সান্না'হ আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন, উক্ত মজলিসে আমার পিতা সান্না'হ ও আমার সঙ্গুধে বসা ছিলেন। অতপর হজরত নবি করিম (সান্না'হ আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- নিচয়ই অশ্লীল কথা ও কাজ এবং অশ্লীলতার অভিনয় ইসলামে ইহার কোন স্থান নেই। নিচয়ই মানুষদের মধ্যে ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর। (মুসনাদ আহমদ)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

وَأَنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا অর্থ- নিচয়ই মানুষদের মধ্যে ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর। ইসলাম চরিত্রিক উৎকর্ষের ধর্ম। যার চরিত্র যত ভালো তার মুসলমানিত্বও তত সুন্দর। আর নৈতিক চরিত্রের মাহুর্বতা এইবে, চরিত্রবান ব্যক্তি কোন অশ্লীল কথা বলবে না এবং অশ্লীল অশ্লীল কাজে জড়িত হবেনা। তাই ইতিটিজিং জাতীয় গর্হিত কাজ নিঃসন্দেহে ব্যক্তির অশ্লীল ও নির্জঙ্ক হওয়ার প্রমাণ। এহেন ব্যক্তিকে কোনমতেই চরিত্রবান বলা যায় না।

تحقيقات الألفاظ (পদ বিশ্লেষণ):

ج-ل-س من الجلوس مآكاه ضرب- يضرب باب اسم ظرف واحد هياه مجلس

জিন্স অর্থ- বসার স্থান

التفحش ج-ل-س من الجلوس مآكاه ضرب- يضرب باب اسم ظرف واحد هياه مجلس

أحسن ج-ل-س من الجلوس مآكاه ضرب- يضرب باب اسم ظرف واحد هياه مجلس

অপেক্ষাকৃত সুন্দর

الإسلام ج-ل-س من الجلوس مآكاه ضرب- يضرب باب اسم ظرف واحد هياه مجلس

অনুশীলনী

ক. বছর্ষির্বাচশি প্রশ্ন:

১. আত্মাতের গুণখন কে পাবেন?

ক. হজরত বেলাল (رضي الله عنه)

খ. হজরত আয়েশা (رضي الله عنها)

গ. হজরত আলি (رضي الله عنه)

ঘ. হজরত ওমর (رضي الله عنه)

২. শয়তানের বিষমাখা তাঁর কী?

ক. চুরি

খ. গান

গ. হত্যা

ঘ. চোখের দৃষ্টি

৩. কার ইসলাম সর্বসুন্দর ?

ক. নাযাজী ব্যক্তির

খ. আশিম ব্যক্তির

গ. চরিত্রবান ব্যক্তির

ঘ. দানশীল ব্যক্তির

৪. বেগানা মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের হুকুম কী?

ক. হারাম

খ. অনুচিত

গ. মাকরুহ তাহাজ্জিহি

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৫. অনুশীলতা কী কয় ?

ক. স্তান

খ. সজ্জা

গ. সর্বাঙ্গ

ঘ. ধন সম্পদ

৬. লজ্জাশীলতা কীসের অঙ্গ।

ক. বিবাহের

খ. ইমানের

গ. চরিত্রের

ঘ. কথাবার্তার

৭. অনুশীলতার আদেশদাতা কে ?

ক. শয়তান

খ. মদ বস্তু

গ. মদ নেতা

ঘ. মনের কুচিন্তা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আফরোজা নিয়মিত মাদরাসায় যায়। পথে শফিক নামের একটি ছেলে তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ইদানিং এমন সব মন্তব্য করে যা আফরোজাকে বিব্রত করে। মাদরাসায় যাওয়া-আসায় সে নিরাপত্তাহীন মনে করে এবং তার পিতা-মাতাকে জানায়। আফরোজার বাবা একজন আলেম ও এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে শফিককে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্য মেয়ের দিকে তাকানোর বিধান বর্ণনা করে। তখন শফিক আর এমন কাজ করবে না বলে তাদের কথা দেয়।

(ক) الإيذاء শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

(খ) পুরুষ নারী সকলে তাদের চক্ষুকে অবনমিত রাখবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) আফরোজার দিকে শফিকের তাকানো ও মন্তব্য করা কিরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শফিক আর এমন করবে না বলে যে কথা দেয় তার সুফল হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম হাদিস

ভোজন কর এবং পান কর কিন্তু অপচয় করো না,
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না
-আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত